বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার

প্রথম ভাগ

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত কর্ত্তৃক

প্রণীত

তৃতীয়বার মুদ্রিত

কলিকাতা

জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানির যন্ত্রালয়, কসাইটোলা

এমাম বাড়ী লেন নং ৬৭

শকাব্দ ১৭৭৮

বিজ্ঞাপন
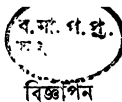
দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া সুখ বৃদ্ধি হয় ইহা সকলেরই বাঞ্ছা কিন্তু কি উপায়ে এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে তাহা সম্যক্‌রূপে অবগত না থাকাতে, মনুষ্য অশেষ প্রকার দুঃখ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। অতি পূর্ব্বাবধি নানা দেশীয় নীতি-প্রদর্শক ও ধর্ম্ম-প্রয়োজক পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে বিস্তর উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অদ্যাপি ভূমণ্ডল রোগ, শোক, জরা, দারিদ্র্য প্রভৃতি নানা প্রকার দুঃখে আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে অতএব, এ বিষয়ের যাহা কিছু জ্ঞাত হইতে পারা যায়, তাহা একান্ত যত্ন পূর্ব্বক প্রচার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত জর্জ কুম্ব সাহেব-প্রণীত "কান্‌স্‌টিটিউশন্ আব্ ম্যান্" নামক গ্রন্থে এ বিষয় সুন্দররূপ লিখিত হইয়াছে। তিনি নিঃসংশয়ে নিরূপণ করিয়াছেন, যে পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করিলেই সুখের উৎপত্তি হয়, এবং লঙ্ঘন করিলেই দুঃখ ঘটিয়া থাকে। জগদীশ্বর কি প্রকার নিয়ম-প্রণালী সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, এবং কোন্ নিয়মানুসারে চলিলে কিরূপ উপকার হয়, ও কোন্ নিয়ম অতিক্রম করিলে কি প্রকার প্রতিফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঐ গ্রন্থে তাহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ঐ গ্রন্থের অভিপ্রায় সমুদায় স্বদেশীয় লোকের গোচর করা উচিত ও অত্যাবশ্যক বোধ হওয়াতে, বাঙ্গলা ভাষায় তাহার সার সঙ্কলন পূর্ব্বক 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' নামক এক এক প্রস্তাব তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। ঐ সমস্ত প্রস্তাব পাঠ করিয়া অনেকেই অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং স্বতন্ত্র পুস্তকে প্রকটিত করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। তদনুসারে, পুনর্ব্বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতেছে। ইহা ইংরেজি পুস্তকের অবিকল অনুবাদ নহে। যে সকল উদাহরণ ইউরোপীয় লোকের পক্ষে সুসঙ্গত ও উপকারজনক কিন্তু এ দেশীয় লোকের পক্ষে সেরূপ নহে তাহা পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে যে সকল উদাহরণ এ দেশীয় লোকের পক্ষে সঙ্গত ও হিতজনক হইতে পারে, তাহাই লিখিত হইয়াছে। ঐ দেশের পরম্পরাগত কুপ্রথা সমুদায় মধ্যে উদাহরণ স্বরূপে উপস্থিত করিয়া তাহার দোষ প্রদর্শন করা গিয়াছে। ফলতঃ, এতদ্দেশীয় লোকে সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হন, এই অভিপ্রায়ে আমি এই মানব প্রকৃতি বিষয়ক পুস্তকখানি প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করিতেছি। তাঁহারা অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক এই মনস্কামনা সিদ্ধ করিলে চরিতার্থ হইব।

তাঁহাদের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি, যদি ইহাতে কোন স্বমত-বিপরীত ও দেশাচার-বিরুদ্ধ অভিপ্রায় দৃষ্টি করেন, তবে একেবারে অশ্রদ্ধা না

করিয়া বিচার করিয়া দেখিবেন। জগদীশ্বর যেমন অন্ধকার নিবারণার্থ জ্যোতিঃপদার্থ সৃজন করিয়াছেন, সেইরূপ, মনুষ্যের ভ্রম বিমোচনার্থ বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। অতএব, বুদ্ধি পরিচালন পূর্ব্বক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ না করিয়া বহু দোষাকর দেশাচারের দাস হইয়া চলা বুদ্ধিমান্ জীবের কর্ত্তব্য নহে। নানা দেশে নানা প্রকার পরস্পর-বিরুদ্ধ ব্যবহার প্রচলিত আছে, তৎসমুদায় সুব্যবহার বলিয়া স্বীকার করিলে ধর্ম্মাধর্ম্মের আর কিছু মাত্র প্রভেদ থাকে না। এক দেশে এই প্রকার প্রথা আছে, যে ব্যক্তি নরহত্যা করিয়া যত নর-কপাল সংগ্রহ করিতে পারে, তাহার তত সম্ভ্রম হয়। অন্য এক দেশে এইরূপ রীতি আছে, যে বিদেশীয় লোকের অর্থ হরণ ও প্রাণ নাশ করিলে গৌরব বৃদ্ধি হয়। কত কত সভ্য জাতির মধ্যে এই প্রকার ব্যবহার আছে, যে যদি কেহ কাহারও অপমান করে, তবে অপমানিত ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে, উভয়ে পরস্পর গুলি করিয়া পরস্পরের প্রাণ সংহার করিতে প্রবৃত্ত হয়। অপমানকারী ব্যক্তি তাহাতে স্বীকৃত না হইলে মান-ভ্রষ্ট ও লজ্জাস্পদ হয়। বত দেশের লোকে নর-মাংস ভক্ষণ করিয়া উদর পূর্ণ করে। কোন দেশে এইরূপ রীতি প্রচলিত আছে, যে পিতা, মাতা বা পরিবারস্থ অন্য কোন ব্যক্তি অত্যন্ত পীড়িত বা জরাগ্রস্ত হইলে, তাহাকে নষ্ট করিয়া তাহার মাংসে কুটুম্বাদি ভোজন করায়। তত্তদ্ দেশীয় লোকেরা ঐ সমুদায় দেশাচারকে সদাচার জ্ঞান

করে বলিয়া বাস্তবিক সদাচার বলা যায় না। এক ধর্ম্মাক্রান্ত লোকের মধ্যেও আচার ব্যবহারের বিস্তর বিভিন্নতা দেখা যায়। হিন্দুস্থানীরা পাক-করা তণ্ডুলাদিকে অশুদ্ধ ও অস্পৃশ্য জ্ঞান করে না, এবং তাহা গাত্রে ও বস্ত্রে স্পৃষ্ট হইলে গাত্র ও বস্ত্র ধৌতও করে না। উড়িস্যা অঞ্চলে এক প্রকার বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। মহারাষ্ট্রীয় লোকে স্ত্রী পুরুষে পংক্তি ভোজনে বসিয়া একত্র আহার করে। কিন্তু বাঙ্গলা দেশীয় লোকের আচার ব্যবহার ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বাঙ্গলা দেশীয় লোক ও হিন্দুস্থানী প্রভৃতি অন্যান্য দেশীয় লোক উভয়েরই পরস্পর-বিরুদ্ধ ব্যবহার কোন ক্রমেই হিন্দুশাস্ত্র-সম্মত হইতে পারে না। অতএব, দেশাচার মাত্রই যে বিহিত, এ কথা নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ। যে রীতি বস্তুতঃ পরমেশ্বরের নিয়মানুযায়ী, তাহাই যথার্থ বিহিত। বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্ব-রাজ্য রক্ষার্থে নানা প্রকার শুভদায়ক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং তন্নিরূপণার্থে আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। পরম্পরাগত দোষাকর দেশাচারের অনুরোধে পরমেশ্বর-প্রদত্ত বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনে ও তৎপ্রতিপন্ন তত্ত্ব সমুদায়ের অনুষ্ঠানে অবহেলা করিলে অপরাধী হইতে হয়। অতএব, ব্যগ্রতা প্রকাশ পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি, যদি কেহ এই গ্রন্থ মধ্যে কোন স্বমত-বিরুদ্ধ অভিপ্রায় দৃষ্টি করেন, তবে তাহাতে একেবারে অশ্রদ্ধা না করিয়া বিচার করিয়া দেখিবেন। মহামহোপাধ্যায়

পণ্ডিতদিগেরও কোন না কোন বিষয়ে ভ্রান্তি থাকিতে পারে, অতএব, আপনাকে অভ্রান্ত জ্ঞান ও আপন ক-তর্কে ভ্রম-শূন্য বিবেচনা করিয়া তদ্বিরুদ্ধ সমুদায় অভিপ্রায় অবিশ্বাস করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। যে সমস্ত যথার্থ তত্ত্ব সদ্বিচার দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, তাহাই স্বীকার করা ও তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। এই মানব প্রকৃতি বিষয়ক পুস্তকে যে সমুদায় অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষমূলক ও যুক্তি-নিষ্পন্ন। বিশেষতঃ, তাহা যথার্থ কি না, অনায়াসে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। বিশ্বনিয়ন্তার একটি নিয়মও বিফল হইবার নহে, তাহা প্রতিপালন করিলেই তৎক্ষণাৎ সুখ-রূপ সম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এতদ্দেশীয় লোকে সংস্কৃত বচন শুনিলেই তাহাকে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করেন, এবং তদ্বিরুদ্ধ বাক্য প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ হইলেও অবিশ্বাস করিয়া থাকেন। আমাদিগের এই বিষম কুসংস্কার মহানর্থের মূল হইয়াছে। তাহা পরিত্যাগ না করিলে কোন ক্রমেই আমাদের মঙ্গল নাই। পূর্ব্বে যেমন ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা স্ব স্ব বুদ্ধি পরিচালন পূর্ব্বক জ্যোতির্বাদি কয়েকটা বিদ্যার সৃষ্টি করিয়া সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছি-- ন, সেইরূপ, যবনাদি অন্যান্য জাতীয় পণ্ডিতেরাও স্ব স্ব ভাষায় বিবিধ বিদ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু, এক্ষণকার ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা আপনাদিগের অসাধারণ বুদ্ধি-বলে ঐ সকল

বিদ্যার যেরূপ উন্নতি করিয়াছেন, তাহার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, সংস্কৃত জ্যোতিষাদিকে অতি সামান্য বোধ হয়। এইরূপ, এক্ষণে যে সকল অভিনব তত্ত্ব নিরূপিত ও যে সমুদায় অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহা ভারতবর্ষীয় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। তৎসমুদায় সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত নাই বলিয়া কদাপি অগ্রাহ্য হইতে পারে না। অতএব, সংস্কৃত শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ গ্রাহ্য নহে, এবং সংস্কৃত শাস্ত্রকারেরা যে বিষয় যত দূর নিরূপণ করিয়াছেন, তাহার অধিক আর জানা যায় না, এই মহানর্থকর কুসংস্কার নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক এবং অত্যন্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয়। এক্ষণে, এতদ্দেশীয় জন-সাধারণের প্রতি সবিনয় নিবেদন, এই বিষম কুসংস্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই গ্রন্থোক্ত অভিপ্রায় সমুদায় সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ ও শুভদায়ক কি না বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

অবশেষ, সকৃতজ্ঞ চিত্তে অঙ্গীকার করিতেছি, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েরা বহু পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক এই গ্রন্থ সংশোধন বিষয়ে বিশিষ্টরূপ আনুকূল্য করিয়াছেন। তাঁহারা এবং তাদৃশ অন্যান্য সদ্বিদ্যাশালী বিচক্ষণ ব্যক্তি গ্রাহ্য করিয়াছেন বলিয়াই, আমি ইহা প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি।

কলিকাতা।
শকাব্দ ১৭৭৩। ৮ পৌষ। } শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।

সূচিপত্র

উপক্রমণিকা

এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ নিরীক্ষণ করিয়া বিবে-চনা করিলে, ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয়, যে যাবৎ জাতীয় প্রাণী ও যাবৎ জাতীয় জড় বস্তুর এক এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি আছে, ও অপরাপর বস্তুর সহিত তাহার বিশেষ সম্বন্ধও নিরূপিত আছে। [illegible] এই সমস্ত পরস্পর সম্বন্ধের বিষয় [illegible] অচিন্ত্য, অদ্বিতীয়, অনাদি, পরম [illegible] সত্তা স্পষ্ট উপলব্ধি করেন। তিনি বিশ্বকর্ত্তার [illegible] শক্তি ও মঙ্গলাভিপ্রায় এই বিশ্বের সর্ব্ব স্থানে [illegible] মান দেখিতে পান। জগদীশ্বর বিবিধ বস্তুর সৃষ্টি করিয়া তাহাদের পরস্পর যে রূপ সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন, অর্থাৎ বিশ্ব-যাত্রা পরিপালনার্থে যে সমস্ত নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা কেবল সংসারের শুভাভি-প্রায়েই সঙ্কল্পিত। সেই সমস্ত সুকৌশল-সম্পন্ন সুচারু নিয়ম অবগত হইলে, পরাৎপর পরমেশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতির সঞ্চার হয়, এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতে যত সমর্থ হওয়া যায়, ততই সুখ সচ্ছন্দতার আতিশয্য হয়।

আমাদিগের দুঃখ-নিবৃত্তি ও সুখোৎপত্তির উপায় বিবেচনা করিতে হইলে, আমাদিগের কিরূপ প্রকৃতি, ও বাহ্য বস্তু সমুদায়ের সহিতই বা তাহার কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। মনুষ্য এই ভূলোকে সর্ব্ব-জীব-শ্রেষ্ঠ। যে সকল গুণে তিনি এই পৃথিবীর রাজা হইয়াছেন, তাহা ভূমণ্ডলে আর কোন জন্তুরই নাই, এবং অন্য কোন জন্তুতে তাদৃশ পরস্পর-বিরুদ্ধ গুণও দৃষ্টি করা যায় না। এক বিষয়ে তাঁহাকে পিশাচ তুল্য বোধ হয়, আর বিষয়ে তাঁহাকে দেব তুল্য বলিলেও বলা যায়। যখন তাঁহার রণস্থল-বর্ত্তিনী সংহার মূর্ত্তি ও নানা প্রকার পাপাচরণ মনে করা যায়, তখন তাঁহাকে অসুরাবতার বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার অদ্ভুত বিদ্যা, করুণা স্বভাব, স্বদেশের হিতোৎসাহ, বিশ্বপতির মহিমানুশীলন এই সমস্ত গুণ আলোচনা করিলে বোধ হয়, তিনি কোন পরম সুখাস্পদ স্বর্গলোক হইতে অবতরণ করিয়া পৃথিবীর হিতার্থ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আর কোন জন্তুতেই এরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ গুণ সমূহের একত্র সমাবেশ উপলব্ধ হয় না।

ছাগ ও মেষের যাদৃশ দুর্ব্বল প্রকৃতি এবং নিরুপদ্রব মৃদু স্বভাব, বাহ্য বিষয়ের সহিত তাহাদিগের তদুপযোগী সম্বন্ধ ঘটনা হইয়াছে। তাহারা মনুষ্যের আশ্রয়ে থাকিয়া ফল পত্রাদি আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হয়, এবং মনুষ্যের যত্নে প্রতিপালিত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে

কাল যাপন করে। ব্যাঘ্র অতি দুর্দ্দান্ত হিংস্র জন্তু, তদ-
নুসারে বহু-পশু-সমাকীর্ণ মহারণ্য তাহার আবাস-স্থান,
এবং তথায় তাহার হিংস্র স্বভাব প্রকাশের স্থল ও
সীমা সুচারু-রূপে নিরূপিত আছে। নিরুপদ্রব ছাগ,
মেষ প্রভৃতি তৃণ পত্র আহার করিয়া যেরূপ তৃপ্তি-
সুখাস্বাদন করে, জীবদ্রোহী ব্যাঘ্র আপনার নৃশংস
শক্তি প্রচার করিয়া সেই রূপই তৃপ্তি-সুখ প্রাপ্ত হয়।
অপরাপর জন্তুর প্রকৃতিও এই প্রকার, অর্থাৎ তাহা-
দিগের শারীরিক ভাব, মানসিক বৃত্তি ও তাবৎ বাহ্য
বস্তু বিষয়ক সম্বন্ধ সমুদায় পরস্পর উপযোগী হইয়া
তাহাদিগের প্রকৃতি এক এক সুশৃঙ্খল ও সুকৌশল-
সম্পন্ন পরম সুন্দর যন্ত্র স্বরূপ হইয়াছে। এইপ্রকারে
তাহাদিগের সমুদায় গুণের পরস্পর ঐক্য ও বাহ্য
বিষয়ে তাহার সম্যক্ উপযোগিতাই সুখোৎপত্তির কা-
রণ। যদি এক দিবস প্রত্যক্ষ করিতাম, কোন ব্যাঘ্র
সম্মুখোপস্থিত প্রত্যেক জন্তুর শরীর আক্রমণ করিয়া
বিদীর্ণ করিতেছে, এবং পর দিবস দেখিতাম, সেই ব্যাঘ্র
পূর্ব্ব দিবসের ঐ সকল নিষ্ঠুর ব্যবহার আলোচনা করিয়া
পশ্চাত্তাপে পরিতপ্ত হইতেছে, বা কারুণ্য-রসাভিষিক্ত
হইয়া সেই পূর্ব্ব-বিদারিত পশুদিগের ক্ষত বিক্ষত গাত্রে
ঔষধ প্রলেপন করিতেছে, অথবা কেবল নগরে বা প্রা-
ন্তরে অবস্থিতি করিতে তাহার একান্ত অনুরাগ জন্মি-
য়াছে, তবে তাহার প্রকৃতি কেমন বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাক্রান্ত

বোধ হইত। এবং অনায়াসেই এপ্রকার অনুভব হইত, যে তাঁহার মানসিক বৃত্তি সকলের যেরূপ পরস্পর অনৈক্য, বিপর্য্যয় ও বাহ্য বিষয়ে অনুপযোগিতা, তাহাতে সে কখনই সুখভাগী হইতে পারে না। অতএব, মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের পরস্পর সামঞ্জস্য ও বাহ্য বিষয়ে তাহার উপযোগিতা এই উভয়ই জীবের জীবন-যাত্রার ও সুখোৎপত্তির মূলীভূত কারণ।

কিন্তু মনুষ্যের স্বভাব আলোচনা করিয়া দেখিলে, তাঁহার অন্তঃকরণ কেবল পরস্পর বিপরীত গুণেরই আ-ধার বোধ হয়। তাঁহার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল প্রবল হইলে, তিনি মোহাতিশয় বশতঃ কাম, ক্রোধ, মদ, মাৎসর্য্যাদির বশীভূত হইয়া অতি কুৎসিত ইতর জন্তুর সাদৃশ্য প্রাপ্ত হন। আর বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সকল প্রকৃষ্টরূপে স্ফূরিত হইলে, তাঁহার অন্তঃকরণ বিদ্যার বিমল জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া এবং সত্য, সারল্য, দয়া ও প্রীতি দ্বারা শান্তি-রসাভিষিক্ত হইয়া পরম রমণীয় হয়। তখন তাঁহার মুখশ্রীতে কি মহত্ত্বই প্রকাশ পায়! মনুষ্যের এবম্প্রকার পরস্পর-বিরুদ্ধ প্রবৃত্তি সমুদায়ের কি প্রকারে সামঞ্জস্য হইতে পারে? এবং তৎসম্বন্ধীয় বাহ্য বস্তু সকলই বা কীদৃশ হইলে, তাহার প্রত্যেক প্রবৃত্তির উপযোগী হইতে পারে? এ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করা এক মাত্র সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরকেই সম্ভব পায়। কিছুই তাঁহার অসাধ্য নাই। তাঁহার যে সঙ্কল্প সেই কার্য্য।

তিনি মনুষ্যের এই সমস্ত পরস্পর-বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির সা[illegible] প্রসা করিয়া তাঁহাকে মর্ত্ত্যলোকের অধিপতি করিয়াছেন। এই গ্রন্থের উত্তরোত্তর অংশ পাঠে বোধ হইবে, এক্ষণে মানব প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ যৎকিঞ্চিৎ যাহা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, তাহাতেও ইহা সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে, যে পরমেশ্বর তাঁহাকে ইহকালেও বিপুল সুখভোগী করিবার নিমিত্ত জগতে তদুপযোগী নিয়ম সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সমুদায় সুচারু নিয়ম সম্যক্ প্রতিপালিত হইলে, ঐহিক দুঃখের সম্যক্ নিবারণ হইতে পারে। নিরবচ্ছিন্ন সুখ হউক, দুঃখ মাত্র না হউক, ইহা সকলেরই বাসনা, কিন্তু তদ্বিষয়ক কার্য্য-কারণ-ভাবের তথ্য জ্ঞান [illegible] না হইলে অর্থাৎ আমাদিগের কি প্রকার স্বভাব, অন্য [illegible] সহিত তাহার কি প্রকার সম্বন্ধ, ও সেই সম্বন্ধ অ[illegible] কার্য্যানুষ্ঠানের কি প্রকার উপায় কর্ত্তব্য এ সমস্ত জ্ঞাত না হইলে, সে মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে না। কোন দেশীয় লোকের দুর্ভাগ্য ও অনুন্নতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কেহ পূর্ব্বাদৃষ্ট, কেহ বা কাল-ধর্ম্ম তাহার কারণ বলিয়া নিশ্চয় করিবেন, কেহ বা প্রসঙ্গক্রমে তাহাদিগের আলস্য-স্বভাবাদি লৌকিক কারণও উল্লেখ করিতে পারেন। বৈদ্যকে রোগ ক্ষয়ের উপায় জিজ্ঞাসিলে, তিনি এই যথার্থ উপদেশ দিবেন, যে সমুচিত চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। দৈবজ্ঞকে জিজ্ঞাসিলে, তিনি গ্রহ শান্তির পরামর্শ দিবেন।

...জ্ঞ পণ্ডিতকে কোন উপায় করিতে কহিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ব দুরদৃষ্ট ক্ষয়ের নিমিত্ত স্বস্ত্যয়ন বিশেষের বিধি দিবেন। আর কোন কোন সর্ব্ব-মীমাংসক বিজ্ঞ অধ্যাপক পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ক্রিয়াই অনুষ্ঠান করিতে অনুমতি প্রদান করিবেন। কিন্তু বাস্তবিক ইহার মধ্যে কোন্ উপায় দ্বারা রোগীর রোগ শান্তি হয়, তাহা জানিবার জন্য সকলেরই অভিলাষ হইতে পারে। এইরূপ আর আর সাংসারিক দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার যথার্থ পথ কি তাহা জানিতে সকলের কৌতূহল হইতে পারে। অতএব, এ বিষয় সর্ব্ব সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ লিখিত হইতেছে যে, মনুষ্যের প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধের জ্ঞানই এ প্রয়োজন সাধনের একমাত্র ... সুতরাং তদ্বিষয়ে যত্ন করিয়া আমাদিগের কর্ত্তব্য অবধারণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

বোধ হইতেছে, অবনী-মণ্ডল যে একেবারেই সম্পূর্ণ সুখোৎপাদক হইবে, পরমেশ্বর তাহার এরূপ স্বভাব করিয়া দেন নাই। যাহাতে পৃথিবীর তাবৎ বিষয়ের উত্তরোত্তর উন্নতি হয়, তাহার সমুদায় নিয়মেই তদনুরূপ কৌশল দৃষ্ট হইতেছে। ভূমণ্ডল ক্রমে ক্রমে রচিত হইয়াছে, ও ক্রমে ক্রমেই উৎকৃষ্টতর হইয়া পরিশেষে মানববর্গের বাসোপযোগী হইয়াছে। ভূতত্ত্ববেত্তাদিগের মতে আদৌ অবনী-মণ্ডল অত্যুষ্ণ-তরল-পদার্থময় ছিল, পরে ক্রমে ক্রমে স্নিগ্ধ ও কঠিন হইয়া দ্বীপাদি উৎপন্ন হইয়াছে, এবং ক্রমে

ক্রমে বিবিধ প্রকার উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজাতির সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবী কালে কালে পরিবর্ত্তিত ও স্তরে স্তরে রচিত হইয়াছে, এবং তদনুক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রাণি-জাতি ধ্বংস হইয়া নব নব জাতি সৃষ্ট হইয়াছে। পৃথিবী খনন করিয়া এককালের ভূমি-স্তরে যে সমস্ত প্রাণি জাতির মৃত শরীরের প্রস্তরীভূত অস্থি দৃষ্ট হয়, দ্বিতীয় কালের ভূমি-স্তরে তন্মধ্যে অনেক জাতির কোন চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এবং তদপেক্ষা আধুনিক ভূমি-স্তরে দ্বিতীয় কালের বহু প্রকার জন্তুর কোন নিদর্শন প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু প্রতি-কালের ভূমি-স্তরে নূতন নূতন প্রাণি-জাতির চিহ্ন আছে, এবং ইহা যুক্তিসিদ্ধ বটে, যে উত্তরোত্তর প্রধান প্রধান জন্তুরই উৎপত্তি হইয়াছে *। কিন্তু এ তিন কালে মেদিনী মনুষ্যের বাস-যোগ্য হয় নাই, তাঁহার সুখসম্ভোগের উপকরণ তখনও প্রস্তুত হয় নাই। তিনি সর্ব্ব-শেষে এখানকার অধি-বাসী হইয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে, পৃথিবীতে মনুষ্যের পূর্ব্বে অপরাপর বিবিধ প্রকার জীবের অধিষ্ঠান ছিল, এবং বহুতর প্রামাণিক নিদর্শন দ্বারা ইহাও নির্দ্ধা-রিত হইয়াছে, যে এক্ষণকার ন্যায় তখনও তাহাদিগের উপর জন্ম মৃত্যুর অধিকার ছিল,—তখনও এই ভূলোক

* উত্তরোত্তর প্রধান প্রধান জন্তুর উৎপত্তির প্রমাণ বিষয়ে প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববেত্তা ল্যায়েল সাহেব সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তৎপরে কেহ কেহ উক্ত মতের পোষকতা করিয়াছেন।

ভূলোক ছিল। সৃজনকর্ত্তা মরণ-ধর্ম্মশীল মনুষ্যের সৃজন কালে অবনীর নিয়মশৃঙ্খলার পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন এমত বোধ হয় না। বরং ইহাই সঙ্গত বোধ হইতেছে, তিনি মনুষ্যকে পৃথিবীর যোগ্য করিয়া সৃষ্ট করিলেন। পরমেশ্বর তাঁহাকে আততায়ীর দমন নিমিত্ত ক্রোধ দিলেন এবং বিপৎপাত নিবারণার্থ সাবধানতা বৃত্তি প্রদান করিলেন। অতএব, মনুষ্য এ পৃথিবীর পূর্ব্বনিবাসী ইতর জন্তুদিগের মধ্যে আসিয়া তাহাদিগের অধিপতি হইয়া অধিষ্ঠান করিলেন। তাঁহার প্রকৃতি মরণোৎপত্তিশীল ভূলোকেরই উপযুক্ত হইয়াছে, এবং শারীরিক ও মানসিক স্বভাব বিষয়ে ইতর জন্তুদিগের সহিত বহু অংশে তাঁহার সাদৃশ্য আছে। তিনি তাহাদিগের ন্যায় অন্ন পানে তুষ্ট হন, নিদ্রা গিয়া আরোগ্য লাভ করেন, ও অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া স্ফূর্ত্তি বোধ করেন; কিন্তু এ সমুদায় তাঁহার উৎকৃষ্ট স্বভাবের কার্য্য নহে। পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বর তাঁহাকে বুদ্ধিশীল ও ধর্ম্মশীল করিয়া পৃথিবীস্থ অপরাপর সমস্ত জীব হইতে বিশিষ্ট করিয়া সকলের শ্রেষ্ঠ পদ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি সকলই তাঁহার পরম ধন, এবং প্রগাঢ় সুখ ও নির্ম্মল আনন্দের কারণ। এই সমুদায় মহীয়সী বৃত্তি দ্বারা তিনি জ্ঞানাপন্ন ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া প্রীতি-প্রফুল্ল মনে সংসারের শুভানুষ্ঠানে অনুরক্ত থাকেন, এবং বিশ্বকর্ত্তার বিশ্বকার্য্যের অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় কৌশল আলোচনা

করিয়া প্রেমাভিষিক্ত চিত্তে অতুলানন্দ সাগবে অবগাহন কবেন। এই সমুদায় বৃত্তি থাকাতেই মনুষ্য নামের এত গৌরব হইযাছে, এবং এই সমুদায বৃত্তিব সঞ্চালনেই তাঁহাব জন্ম সার্থক হয।

দয়াব সাগব পবমেশ্বব সমস্ত বাহ্য বস্তু আমাদিগের ঐ সকল শুভ বৃত্তি সঞ্চালনেব উপযোগী করিয়া দিয়াছেন। বিশ্ব মধ্যে কত মহা মহা প্রকাণ্ড পদার্থ বর্ত্তমান আছে, মনুষ্যেব দুর্ব্বল হস্ত কখনই তাহাব দারুণ শক্তি অতিক্রম কবিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু করুণাকব বিশ্বকর্ত্তা তৎসমুদায় তাঁহাব আবশ্যক মত আযত্ত কবিযা দিয়াছেন। তিনি আমাদিগেব পদতলস্থ ভূমিতে সহস্র প্রকাব উৎপাদিকা-শক্তি সমর্পণ কবিয়াছেন, বুদ্ধিবৃত্তি চালনা দ্বারা তাহার গুণ জানিয়া কর্ষণ কবিলেই, প্রচুব ফল প্রাপ্ত হওয়া যায। পর্ব্বত-গুহা হইতে নদী সমুদায় নিঃসাবণ করিয়াছেন, তবণি সহকাবে তাহা বাজপথ স্বরূপ কবিযা পদব্রজেব শ্রান্তি হইতে নিস্তাব পাওয়া যায়, ও প্রযোজনানুসাবে তাহাব প্রবাহ পবিবর্ত্তন কবিযা সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি কবা যায়। যে দুর্গম মহাসিন্ধু-গর্ভে অবনীব অর্দ্ধ ভাগ নিমগ্ন বহিয়াছে, তাহাতেও সমুদ্রপোত সম্ভাবিত কবিয়া সুগম পথ প্রস্তুত কবা যাইতেছে। আব জগদীশ্বব আমাদিগেবই হিতেব নিমিত্তে আমাদিগকে যে পদার্থেব শক্তি অতিক্রম বা আযত্ত কবিবাব ক্ষমতা প্রদান কবেন নাই, তাহাব স্বভাব জানিয়া তদনুযাযী কার্য্য কবি-

দির উপায়-জ্ঞান দিয়াছেন। যদিও মনুষ্যের গ্রীষ্মতাপ ও প্রবল ঝটিকাদি নিবারণ করিয়া মনঃ-কল্পিত চির-বসন্ত-সুখ সম্ভোগ নিমিত্ত সূর্য্যের গতি রোধ করিবার শক্তি নাই, তথাপি তিনি সলিল-সেবিত গৃহচ্ছায়াতে অবস্থিতি করিয়া ও ঝটিকাদির পূর্ব্ব লক্ষণ সকল উপলব্ধি পূর্ব্বক সাবধান হইয়া নিরাপদ ও নিরুৎকণ্ঠ হইতে পারেন। যৎকালে বাহিরেতে বিদ্যুৎ ঝঞ্ঝা ও শিলাবৃষ্টি দ্বারা অবনীর উপপ্লব-সম্ভাবনা বোধ হয়, তখন তিনি স্বকীয় নিভৃত আলয়ে প্রিয়তম মিত্র-মণ্ডলী মধ্যে মধুর আলাপে পরম সুখে কাল যাপন করিতে সমর্থ হন।

আমরা যে সকল বিবিধ গুণান্বিত মনুষ্য ও ইতর জন্তু দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত রহিয়াছি, তাহাদিগেরও উপর আমাদিগের সুখ দুঃখ সম্যক্ নির্ভর করিয়া আছে। পরমেশ্বর তাহাদিগের সহিত আমাদিগের যাদৃশ সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া দিয়াছেন, তদনুযায়ী কার্য্য করিলেই সুখ লাভ হয়, আর তদ্বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিলেই দুঃখোৎপত্তি হয়। অতএব, তাহাদিগের কি প্রকার প্রকৃতি ও আমাদিগের সহিত তাহাদিগের কি প্রকার সম্বন্ধ, তাহা জ্ঞাত হওয়া ও তদনুযায়ী কার্য্য করিতে অভ্যাস করা নিতান্ত আবশ্যক।

যে পর্য্যন্ত মনুষ্য অসভ্য ও অজ্ঞানাবৃত থাকেন, সে পর্য্যন্ত তিনি অতি নিষ্ঠুর, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, ও ধর্ম্ম বিষয়ে নানা প্রকার কুসংস্কারাবিষ্ট হইয়া নিন্দিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত

হন। তৎকালে তাঁহার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম, ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল চরিতার্থ হয়, তাঁহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায় নিতান্ত জড়ীভূত থাকে। তিনি এই সংসারকে কেবল কতক গুলি অসম্বদ্ধ বস্তু-রাশি বলিয়া মনে করেন, বিশ্বের ঘটনা সকল তাঁহার শৃঙ্খলাবদ্ধ বোধ হয়না, এবং তাঁহার অন্তঃকরণে কার্য্য-কারণ- ভাবের তত্ত্ব-জ্ঞান কিছু মাত্র স্ফূর্ত্তি পায় না। তিনি জগতের অন্তর্ভূত অনেকানেক পদার্থের অনিবার্য্য ভয়প্রদ শক্তি দেখিয়া ভীত হন, এবং সে শক্তি অতিক্রম করা নিতান্ত সাধ্যাতীত বোধ করেন। যদিও বিশ্ব-কার্য্যের কোন কোন অংশের সৌষ্ঠব ও সুশৃঙ্খলা কদাচিৎ মনোগত হইয়া সুখের আশা সঞ্চারিত হয়, কিন্তু তৎপরক্ষণেই সে সমুদায় ঘন-তিমিরাবৃতবৎ অস্পষ্ট ও অলক্ষিত হইয়া যায়, ও তৎসমভিব্যাহারেই তাঁহার সকল আশা ভগ্ন হয়। জগদীশ্বর যে এই জগতের সমস্ত পদার্থ মনুষ্যের সুখোপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা তাঁহার প্রতীত হয় না, সুতরাং পরমেশ্বরের অচিন্ত্য জ্ঞান ও নির্ম্মল মঙ্গলরূপ স্বরূপে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাসও জন্মে না।

কিন্তু মনুষ্য সভ্য ও জ্ঞানবান্ হইলে নিশ্চয় জানিতে পারেন, তাঁহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত বস্তু ও সমস্ত ঘটনা পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া এক সুশৃঙ্খলাযুক্ত পরম শুভদায়ক যন্ত্রস্বরূপ হইয়াছে, এবং তাহা তাঁহার সমুদায় মনোবৃত্তির চরিতার্থতা সাধনার্থেই সঙ্কল্পিত হইয়াছে। তিনি আপ-

যাঁকে বিশ্বাধিপের প্রজা জ্ঞান করিয়া আনন্দিত মনে তাঁহার বিশ্ব-কার্য্য পর্য্যালোচনায় অনুরাগী হন, এবং তদ্দ্বারা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নিয়ম সমুদায় নিরূপণ করিয়া তদনুবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করেন। তিনি ঈশ্বরানুমত ইন্দ্রিয়-সুখ এককালে পরিত্যাগ না করিয়া জ্ঞান-ধর্ম্ম-জনিত বিশুদ্ধ সুখাস্বাদনেও তৎপর থাকেন, এবং যথা নিয়মে চালনা দ্বারাই মনুষ্যদিগের সমুদায় শক্তির স্ফূর্ত্তি ও তত্তৎ বিষয়ে সুখোৎপত্তি হয় জানিয়া, তাহাতে যত্ন করা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া উপদেশ প্রদান করিতে থাকেন।

অতএব, যৎপরিমাণে মনুষ্যের স্বীয় প্রকৃতি ও বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, তৎপরিমাণে তাঁহার সুখ বৃদ্ধির উপায় হইতে থাকে। প্রথমে সকল জাতীয় মনুষ্যেরই অতি অসভ্যাবস্থা থাকে, পরে ক্রমে ক্রমে উন্নতি হয়। তিনি প্রথমতঃ হিংস্র জন্তুবৎ জঙ্গলে ভ্রমণ পূর্ব্বক পশু হিংসা করিয়া উদর পূর্ত্তি করেন, পরে কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদ্রেক হইলে কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তদনন্তর বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য্য হইলে শিল্প-কর্ম্ম ও বিস্তৃত বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। এক্ষণকার সভ্য জাতিদিগের এই শেষোক্ত অবস্থা ঘটিয়াছে, এ অবস্থায় লোভ রিপু অত্যন্ত প্রবল। মনের ও শরীরের প্রকৃতি চিরকালই সমান, কিন্তু ঐ ভিন্ন ভিন্ন কাল-ত্রয়বর্ত্তী লোকদিগের বাহ্য বস্তু বিষয়ক সম্বন্ধের অনেক ইতর বিশেষ হইয়া আসিয়াছে। প্রথম অবস্থায় কাম ক্রোধাদির প্রাবল্য হইয়া অতি অপকৃষ্ট পশুবৎ ব্যবহারে

তাঁহাদের প্রবৃত্তি হয, দ্বিতীয় অবস্থায় বুদ্ধিবৃত্তির কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি হয় বটে, কিন্তু কাম ক্রোধাদি অন্যান্য নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উপর বুদ্ধির আযত্তি না হওযাতে, এক প্রকার অসভ্যাবস্থাই থাকে, এবং তৃতীয় অবস্থায় বুদ্ধি-বলে অনেকানেক বাহ্য বস্তু তাহাদেব আয়ত্ত হইয়া ধনাকাঙ্ক্ষা ও মানাকাঙ্ক্ষারই আতিশয্য হয। কিন্তু একাল পর্য্যন্ত কোন অবস্থাতেই মনুষ্যের মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের পরস্পর সামঞ্জস্য ও সমস্ত বাহ্য বিষয়ের সহিত তাহাব ঐক্য স্থাপন হয় নাই, এবং তৎপ্রযুক্ত কোন কালেই তাঁহাব ইহ-লোক-প্রাপ্য সমস্ত সুখ ভোগে অধিকার হয় নাই।

যদি অদ্যাপি মনুষ্যের কোন অবস্থাতেই তৃপ্তিলাভ না হইল, তবে তাঁহার প্রকৃতিই বা কি প্রকার ও বাহ্য বিষয়ের কিরূপ শৃঙ্খলাই বা তাহার সমুচিত উপযোগী, ইহাব অনুসন্ধান করা নিতান্ত আবশ্যক। ভারতবর্ষীয় লোকেব কথা দূরে থাকুক, ইউরোপ খণ্ডের বুদ্ধিমান্ গুণবান্ মনুষ্যদিগেবই বা ঐহিক সুখ সম্ভোগেব কত উন্নতি হইয়াছে? এক্ষণে তাঁহাবা শিল্প-কার্য্য ও বাণিজ্য-কার্য্য বিষয়ে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতেই কি তাঁহাদিগের সুখের একশেষ হইয়াছে? তাঁহারা কি বংশানুক্রমে এই সমস্ত ব্যাপারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া কেবল ইহাতেই লিপ্ত থাকিবেন? সকলেই জানেন, এ অবস্থা মনু-

ষেব পূর্বাবস্থা নহে। তবে কি উপায় করিলে তাঁহার সুখোন্নতি হইবে? কে আমাদিগের ভবিষ্যৎ সুখ-রাজ্যেব পথ প্রদর্শন করিবে? এ সমস্ত প্রশ্নেব এক সিদ্ধান্ত আছে। পবমেশ্বর মনুষ্যেব এ প্রকাব স্বভাব কব্রিয়া দিযাছেন, যে তাঁহাব সকল বিষয়েবই ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইবে, এবং তাঁহাকে পৃথিবীর অপরাপর প্রাণী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সুখেব অধিকাবী কবিয়া এই অভিপ্রায়ে বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান কবিযাছেন, যে তিনি স্বীয় যত্নে আপনাব প্রকৃতি ও বাহ্য বিষয়েব স্বভাব জ্ঞাত হইবেন, এবং যাহাতে মানসিক বৃত্তি সমুদাযেব পরস্পব সামঞ্জস্য হইযা বাহ্য বিষযেব সহিত তাহাদেব ঐক্য থাকে, তাহাব উপায় অনুসন্ধান কবিবেন।

মনুষ্য যাবৎ আপন স্বভাব অজ্ঞাত ছিলেন, তাবৎ তাঁহাব তদনুযায়ী সাংসাবিক নিয়ম সংস্থাপন কবাও অসম্ভাবিত ছিল। তিনি যাবৎ আপনাব মানসিক প্রকৃতি এবং বাহ্য বস্তুর সহিত তাহাব সম্বন্ধেব বিষয় আলোচনা কবিতে প্রবৃত্ত না হইয়াছিলেন, তাবৎ মনোবৃত্তি সমুদায়কে বিবেচনানুসাবে উচিত পথে নিযোজিত কবিতে সমর্থ হন নাই। মনুষ্য পূর্ব্বোক্ত অবস্থাত্রয়ে সদসৎ বিচাব না কবিয়া, অর্থাৎ তাহাতে আপনার সমস্ত প্রকৃতিব উপযোগিতা বিবেচনা না করিযা প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, একাবণ তাহাতে সুখী হইতে পাবেন নাই। কিন্তু তিনি চিবকালই যে আপনাব স্বভাব অজ্ঞাত থাকিবেন, ও তদনুযায়ী সাংসা-

বিক নিয়ম সংস্থাপনে অশক্ত রহিবেন, এরূপ বিবেচনা করা কদাপি যুক্তিসিদ্ধ নহে। যখন পরমেশ্বর মনুষ্যকে আপনি প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞান লাভে সমর্থ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে বিবেচনা-শক্তি প্রদান করিয়াছেন, ও যখন তদ্দ্বারা তাঁহার সুখের উপায় স্থির করিবার ভার তাঁহারই উপর অর্পণ করিয়াছেন, এবং যখন তিনি কেবল সে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত না হওয়াতেই অদ্যাপি সে অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিতে অসমর্থ রহিয়াছেন, সুতরাং যে অভিপ্রায়ে তাঁহার গুণ ও শক্তি সমুদায় সৃষ্ট হইয়াছে, তদনুসারে সাংসারিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইয়া দুর্দ্দান্ত প্রবৃত্তি বিশেষের বশীভূত হইয়া চলিতেছেন, তখন এ কথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে, যে এক সময়ে মনুষ্য আপনার প্রকৃতি ও অপরাপর বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ যথার্থরূপে অবগত হইয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে সমর্থ হইবেন, এবং তখন পৃথিবীতে তাঁহার সুখোন্নতি বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইবে। তখন তিনি কার্য্য-কারণের যথার্থ স্বরূপ অবগত হইয়া বিবেচনা পূর্ব্বক নিরূপিত নিয়মানুসারে সুখ প্রাপ্তির চেষ্টা করিতে পারিবেন।

পূর্ব্বে আমাদিগের দেশে যত দর্শন-শাস্ত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, এ বিষয়ের অনুসন্ধান করা তাহার তাৎপর্য্য ছিল না। আপনাদিগের শারীরিক ও মানসিক স্বভাব

ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ বিবেচনা করিবার প্রয়োজন তৎকালের লোকের সম্যক্ বোধগম্য হয় নাই। বরঞ্চ, অপরাপর অনেক দেশের ন্যায় আমাদিগের দেশেও এই প্রসিদ্ধ মত প্রচলিত আছে, যে আদৌ ভূলোক নির্ম্মল জ্ঞান ও পরম সুখের আস্পদ ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহার হ্রাস হইয়া অজ্ঞান ও দুঃখের বৃদ্ধি হইতেছে, ও পরে ক্রমশই তাহার আধিক্য হইতে থাকিবে। কিন্তু ইউরোপীয় লোকের পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে তাহার সহিত এ মতের সঙ্গতি হয় না, কারণ তাঁহাদিগের অবস্থা উত্তরোত্তর উন্নতই হইয়া আসিতেছে। যদি এই অভিপ্রায় যথার্থ হইত, তাহা হইলে বিজ্ঞান শাস্ত্রের যত উন্নতি হউক, ও তদ্দ্বারা জগতের নিয়ম যত অবগত হওয়া যাউক, কিছুতেই মনুষ্যের উন্নতি হইবার আর সম্ভাবনা থাকিত না। কিন্তু ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের মধ্যে এই মত ক্রমশঃ অশ্রদ্ধিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহারা বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়া নিশ্চয় জানিতেছেন, যৎপরিমাণে জগতের নিয়ম নিরূপিত হইবে, ও লোকে তদনুযায়ী কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে, তৎপরিমাণে তাহাদিগের সুখের বৃদ্ধি, এবং অবস্থা ও স্বরূপের উন্নতি হইবে। তাঁহারা অবিজ্ঞ লোকদিগের ন্যায় পরমেশ্বরকে লৌকিক ফলাফলের সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না, অর্থাৎ পরমেশ্বর কাহারও প্রতি তুষ্ট বা রুষ্ট হইয়া

সাক্ষাৎ ঐশী-শক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক কোন সাংসারিক ব্যাপার সম্পন্ন করেন, এবং তাহাতে বিশেষ বিশেষ সঙ্কল্প করিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সুখ দুঃখ নিয়োজন করেন, ইহা অঙ্গীকার করেন না। প্রত্যুত, তাঁহারা এই প্রকার বিশ্বাস করেন, যে জগদীশ্বর নিরূপিত নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন—ফলাফল বিধান করিতেছেন—সুখ দুঃখ বিতরণ করিতেছেন। তিনি কদাপি কাহারও স্তব বা প্রার্থনার অনুরোধে কোন নিয়মের অতিক্রম করেন না। তিনি জগতের পদার্থ সকল কিয়ৎ পরিমাণে আমাদিগের ইচ্ছার আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং যাহাতে আমরা সেই সমস্ত বস্তুর বিষয় আলোচনা করিয়া আপনাদিগের জ্ঞান ও সুখের উন্নতি করিতে পারি, তাহাদিগের তদ্রূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। অতএব, যখন পরমেশ্বর চেতনাচেতন তাবৎ বস্তুর উপর সাধারণ নিয়ম প্রচারণ করিয়া সংসার-রাজ্য শাসন করিতেছেন, ও তদ্দ্বারা আমাদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন, তখন তাঁহার সেই সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়, এবং তজ্জন্য অবশ্যই ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে হয়। যে কার্য্য তাঁহার নিয়মাধীন না হয়, তাহা কথনই উচিত কার্য্য নহে, যখন তাঁহার নিয়ম অবগত হইলাম, তখন তাহাতে

শ্রদ্ধা করা, অন্যকে তাহা উপদেশ দেওয়া, ও সংসারে যাহাতে তদনুযায়ী ব্যবহার প্রচলিত হয় তাহার উপায় করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পরমেশ্বরের নিয়ম উপদেশ দেওয়া ধর্ম্মোপদেশেরই অঙ্গ। চতুষ্পাঠীর পাঠ্য গ্রন্থের সংখ্যা মধ্যে তদ্বিষয়ক গ্রন্থ নিয়োজিত করা বিধেয়।

এতদ্দেশীয় কোন ভাষায় বিজ্ঞান শাস্ত্রের তাদৃশ প্রচার নাই, অতএব এক্ষণে চতুষ্পাঠীতে এরূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রচলিত হওয়া সম্ভাবিত নহে। কিন্তু বিজ্ঞান-শাস্ত্র-সমুজ্জ্বলিত ইউরোপ খণ্ডের ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী পণ্ডিতেরাই বা কোন্ আপনাদিগের বিদ্যালয়ে এ বিষয়ের উপদেশ দিয়া থাকেন? বরঞ্চ, কেহ অনুরোধ করিলে তাহার প্রতি খড়্গ-হস্ত হইয়া কটূক্তি করেন, ও নাস্তিকতা অপবাদ প্রদান করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ, যৎকালে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন মনের নিয়ম ও ভৌতিক জগতের নিয়ম বিশিষ্ট রূপে আলোচিত হয় নাই। ইহ লোকে কিরূপ নিয়মে সংসারের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, ভোগাভোগের বিধান হইতেছে, সুখ দুঃখের পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহা তৎকালের লোকের স্পষ্ট প্রতীত হয় নাই, সুতরাং পরমেশ্বর যেরূপ নিয়মে বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, শাস্ত্রকারেরা তাহার সহিত স্বপ্রকাশিত শাস্ত্রের ঐক্য রাখিতে সমর্থ হন নাই। অনেকানেক প্রাচীন পণ্ডিত

সংসারের সুখ-দুঃখ-বিষয়ক সুনিয়ম নিরূপণে অপারগ হইয়া তাহা মানব-বুদ্ধির সম্পূর্ণ অগম্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ বা এককালে এমত মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, যে এ সংসারের কোন সুশৃঙ্খলাই নাই, যদিও কোন কোন ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী পণ্ডিত জগতের নিয়মশৃঙ্খলা স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা তাহা উপদেশ দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক জ্ঞান করেন না, সুতরাং তদ্বিষয়ে আদরও করেন না। তাঁহারা সমস্ত বিজ্ঞান-শাস্ত্র ও লৌকিক জ্ঞান কেবল কৌতূহল-জনক ও ধনাগমের উপায় বলিয়া থাকেন। কিন্তু লোকে সাংসারিক ব্যবহার কালে, আপন স্বভাব ও প্রাকৃতিক নিয়ম যৎকিঞ্চিৎ যাহা অবগত আছে, তদনুযায়ী কার্য্য করিতে সচেষ্ট হয়, আপন পুণ্য-বল ও অদৃষ্টের উপর নিতান্ত নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে না। বৃষ্টি না হইলে, কৃষি-কার্য্যের নিয়মানুসারে শস্য-ক্ষেত্রে জল সেচন করে, অন্ন-সংস্থান না থাকিলে, সাংসারিক নিয়মানুসারে কায়িক পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জনের চেষ্টা করে, এবং রোগ হইলে, শারীরিক নিয়মানুযায়ী চিকিৎসার্থে চিকিৎসক বিশেষকে আহ্বান করে। অতএব, যখন এতাদৃশ নিয়ম পরিপালনের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে উপদিষ্ট না হইয়াও লোক তদবলম্বন পূর্ব্বক তাহার ফলাফল প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়, তখন মানব প্রকৃতির সহিত বাহ্য বিষয়ের কিরূপ সম্বন্ধ, অর্থাৎ পরমেশ্বর কি

প্রকার নিয়মে সংসার প্রতিপালন করিতেছেন, তাহার সবিশেষ অনুসন্ধান করা ও তদনুযায়ী ব্যবহার করা কি পর্য্যন্ত শুভজনক তাহা বলিতে পারা যায় না। বস্তুতঃ বিজ্ঞান-শাস্ত্র দ্বারা ইহা সম্পূর্ণ রূপে সপ্রমাণ হইতেছে, যে এই প্রকার নিয়ম প্রতিপালন ব্যতিরেকে আমাদিগের বলের উন্নতি, জ্ঞানের উন্নতি, ধর্ম্মের উন্নতি, বীর্য্যের উন্নতি, ক্ষমতাব উন্নতি হইবার—বলিতে কি, সম্যক্ রূপে মনুষ্যত্ব রক্ষা হইবার উপায়ান্তর নাই।

জগদীশ্বর বিশ্ব-রাজ্য পালনার্থ যে সমস্ত সুচারু সুখাবহ নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা লঙ্ঘন করিবার অব্যবহিত কাল পরেই দুঃখের সঞ্চার হয়। একবাব কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, পুনর্ব্বার তদ্রূপ নিষিদ্ধ কার্য্য না কবি এই অভিপ্রায়েই তিনি তাহাতে দুঃখ নিয়োজন করিয়া দিয়াছেন। তিনি নিয়ম সংস্থাপনাব সময়েই তাহাব ফলাফল এককালে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার অন্যথা করা কাহারও সাধ্য নহে। দেখ, ব্যায়ামাদি শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনে ক্রটি, অল্প বয়সে অর্থাৎ শরীরের পূর্ণাবস্থা না হইতে হইতেই স্ত্রী-সহযোগ, জগতের ভৌতিক নিয়ম নিরূপণ পূর্ব্বক সুনিপুণরূপে শিল্পাদি শাস্ত্র শিক্ষা না করা, স্ত্রীদিগের মূর্খতা ও পুরুষদিগের জ্ঞান ধর্ম্ম বিষয়ে উত্তমরূপ উপদেশ প্রাপ্ত না হওয়া, এই সমস্ত কারণে আমাদিগের দেশীয় লোকের যে প্রকার দুর্দ্দশা

ঘটিযাছে, তাহা মনে করিতে হইলে অনর্গল অশ্রুপাত হয়। পরমেশ্বর আমাদিগের হিতার্থেই দুঃখ যোজনা কবিযাছেন, কিন্তু আমরা আপনাব দোষে তাঁহার অভি- প্রেত কার্য্য না করিয়া দুঃখই ভোগ করিতেছি। এখনও আমাদিগেব বোধোদয হইলে, তাঁহাব করুণা গুণে এই দুঃখ রূপ কণ্টকী বৃক্ষ হইতে শুভ ফল উৎপন্ন হয়। যাঁহা- দিগেব ধর্ম্মেতে শ্রদ্ধা আছে, ও ঈশ্বরেতে প্রীতি আছে, তাঁহারা যাহা সেই পরমারাধ্য পবমেশ্বরেব নিয়ম বলিয়া জানিলেন, তাহা প্রতিপালন কবিতে যত্ন না কবিযা কি প্রকাবে নিশ্চিন্ত থাকিতে পাবেন? যাঁহাবা শাস্ত্রোক্ত বৈধাবৈধ কর্ম্মের উপদেশেব আবশ্যকতা বোধ করেন, জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ-প্রণীত পরম শাস্ত্র স্বরূপ যে এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ, তাহার নিয়ম অভ্যাস ও তদ- নুযায়ী ব্যবহারে একান্ত যত্ন না করা কি তাঁহাদিগের উচিত? যদি বল, এ সমস্ত বিবরণ ঐহিক ভোগাভোগের বিষয়েই লিখিত হইল। যাঁহারা ঐহিক ভোগ কামনা না করেন, তাঁহাদিগের এত নিয়মানিয়ম বিচারে প্রয়োজন কি? কিন্তু তাঁহাবা ধর্ম্মোপদেশ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া জানেন, আর ইহাও তাঁহাদের বিদিত থাকিতে পারে, যাঁহার মানসিক প্রকৃতি যত উৎকৃষ্ট, তিনি উপদেশ গ্রহণ করিতে তত সমর্থ। বিশুদ্ধ-বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্রহ্ম-স্বরূপের জ্ঞান লাভে যে রূপ সমর্থ, মূর্খ ব্যক্তি

সে প্রকার কখনই নহে। যাহার প্রবল ভক্তিভাব আছে, সে ব্যক্তি যেরূপ ভক্তি বিষয়ক উপদেশ আশু গ্রহণ করিয়া পরমেশ্বরের প্রগাঢ় প্রেমে মগ্ন হয়, অন্য ব্যক্তি তদ্রূপ কখনই হয় না। যাহার অত্যন্ত দয়া-স্বভাব, দয়া বিষয়ক উপদেশ তাহার যেরূপ হৃদয়ঙ্গম হয়, ও তদনুষ্ঠানে তাঁহার যাদৃশ অনুরাগ জন্মে, অন্য ব্যক্তির তাদৃশ কখনই হয় না। পরন্তু আমাদিগের এই সমস্ত গুণের উন্নতি নিমিত্ত কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক নিয়ম প্রতিপালন করা আবশ্যক, তদ্ব্যতিরেকে ধর্ম্মোপদেশের পূর্ণ ফল উৎপন্ন হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। যদি বুদ্ধিবৃত্তি ও দয়া ভক্তি প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি স্বভাবতঃ বলবতী না থাকাতে, কেহ গুরূপদেশ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে কি উপায়ে তাহার মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের উন্নতি হইতে পারে, তাহার অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক নহে। যদি অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ, অস্বাস্থ্যদায়ক দ্রব্য ভক্ষণ, কুস্থানে বাস, দীর্ঘ-কাল-ব্যাপী ক্লান্তিকর পরিশ্রম ইত্যাদি কারণে অন্তঃকরণের উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকল নিস্তেজ হয়, সুতরাং পরমেশ্বরের স্বরূপ-জ্ঞান ও প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধাদি উদয় হইবার ব্যাঘাত জন্মে, তবে ঐ সমস্ত ধর্ম্ম-কণ্টক ছেদনার্থ তদ্বিষয়ক কার্য্য-কারণ নিরূপণ করা উপেক্ষার বিষয় নহে।

কোন দেশীয় ও কোন জাতীয় ধর্ম্মোপদেশকেরা কোন কালে এ সকল অভিপ্রায় গ্রহণ করেন নাই, সুতরাং ত-

দনুযায়ী অনুষ্ঠানও করেন নাই, এ নিমিত্ত তাঁহারা প্রাণ পণে উপদেশ করিয়াও কেবল এই সকল স্বাভাবিক নিযমপ্রতিপালন বিষযে অবহেলা করাতে, লোকের ধর্ম্মোন্নতি ও সুখোন্নতি বিষযে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু এক্ষণে বিজ্ঞান-শাস্ত্র দ্বারা এই সমুদায় মত নিঃসংশযে প্রতিপন্ন হইয়াছে। অতএব, বিশ্বের নিযম আলোচনা ও তৎপ্রতিপালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। জগতের নিয়ম জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা, তাহা লঙ্ঘন করিলে অবশ্যই দুঃখ আছে। আলোচনা কর, বিচার কর, সিদ্ধান্ত কর, তবে এ বাক্যে অবশ্যই বিশ্বাস হইবে। তখন এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বকে পরমেশ্বর-প্রণীত ধর্ম্ম-শাস্ত্র স্বরূপ জানিযা তদীয নিয়ম প্রতিপালনে অবশ্যই শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মিবে।

প্রথমাধ্যায়

প্রাকৃতিক নিয়ম

জগতের নিয়ম বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে নিয়মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। সংসারের তাবৎ বস্তুর তাবৎ কার্য্যই বিশেষ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট রীত্যনুসারে সম্পাদিত হয়। সমুদ্রের জল সূর্য্যের তেজে বাষ্প হইয়া ঊর্দ্ধ-গামী হয়, এবং তাহাতেই মেঘ জন্মিয়া পৃথিবীতে বারি বর্ষণ করে। এস্থলে জল ও তেজঃ এই উভয় পদা-র্থের কার্য্য বাষ্প অথবা মেঘ। এই কার্য্য জগতের নিয়-মানুসারে ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ জল ও তেজের যাদৃ-শ প্রকৃতি, এবং উভয়ের যাদৃশ পরস্পর সম্বন্ধ নিরূ-পিত আছে, তাহাতে ঐ কার্য্যের ঐ প্রকার ঘটনা ব্যতি-রেকে আর কিছুই হইতে পারে না। জল ও তেজের যে অবস্থায় ঐ কার্য্য একবার ঘটিয়াছে, পুনর্ব্বার তা-হাদের সে অবস্থা ঘটিলে অবশ্যই সে কার্য্য ঘটিবে, এই যে নির্দ্দিষ্ট রীতি আছে, ইহাকেই নিয়ম বলা যায়। জগতের সমস্ত নিয়ম তদন্তর্গত বস্তু সমুদায়ের প্রকৃতিমূলক, এ প্রযুক্ত ঐ নিয়মকে প্রাকৃতিক নিয়ম ব-লিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। নিয়ম থাকিলে, অবশ্যই

তাহার আশ্রয় স্বরূপ বস্তু বিশেষ থাকিবে। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে জল ও তেজ এই পদার্থ দ্বয় মেঘোৎপত্তি বিষয়ক নিয়মের আশ্রয়। এইরূপে কোন না কোন বস্তু জগতের এক এক নিয়মের আশ্রয়।

জগদীশ্বর এই বিশ্ব-রাজ্য পালনার্থে যে সমস্ত নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, মনুষ্যদিগকে তাহার তত্ত্ব জানিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিবার ক্ষমতাও প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা স্বীয় বুদ্ধি-শক্তিতে জগতের নিয়ম অবগত হইতে পারেন, এবং অবগত হইলে পরে ঐ নিয়ম তাঁহাদিগের কর্ম্মের নিয়ম হয়। আমাদিগের শারীরিক প্রকৃতির সহিত অগ্নি ও পূতিগন্ধিক পদার্থের যে প্রকার সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট আছে, তদনুসারে, অত্যুষ্ণ জলে স্নান করিলে বল-হানি হয়, এবং দুর্গন্ধময় স্থানে বাস করিলে পীড়া জন্মে। অতএব, এরূপ জলে স্নান এবং এরূপ স্থানে বাস করা বিধেয় নহে। মনুষ্যের এ নিয়ম রহিত অথবা পরিবর্ত্তিত করিবার সামর্থ্য নাই। কিন্তু যখন তিনি এ নিয়ম জানিতে পারেন, এবং তাহা লঙ্ঘন করিলে কি রূপ অনিষ্ট হয় তাহাও জ্ঞাত হন, তখন তাঁহার দুঃখোৎপত্তি বা দেহ ভঙ্গের আশঙ্কায় স্বভাবতই এই নিয়ম রক্ষায় যত্ন হয়, এবং তাহা হইলে, পরমেশ্বর যে অভিপ্রায়ে কার্য্য বিশেষে দুঃখ নিয়োজন করিয়াছেন, তাহা সম্পন্ন হয়।

কোন্ কর্ম্ম কর্ত্তব্য ও কোন্ কর্ম্ম অকর্ত্তব্য, এই বিষয়ে উপদেশ দিবার নিমিত্ত পরমেশ্বর কার্য্য বিশেষে সুখ বা দুঃখ নিযোজন করিয়া দিয়াছেন। কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া তজ্জন্য দুঃখ প্রাপ্ত হইলে, তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় জানা উচিত, ঐ দুঃখ-জনক কার্য্য মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের নিয়মানুগত কার্য্য নহে। অতএব, জগদীশ্বরের এইরূপে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের উপদেশ দেওয়া, আর মহাভীষণ নাদে আজ্ঞা প্রকাশ করা, উভয়ই তুল্য। যদি তিনি মনুষ্যের ন্যায় শরীরী হইতেন, আর আমাদিগকে সমক্ষে দণ্ডায়মান করাইয়া ভয়ঙ্কর ভ্রূভঙ্গ প্রদর্শন পূর্ব্বক ঘনঘোর গভীর নাদে অনুচিত কর্ম্মানুষ্ঠানের নিষেধ করিতেন, এবং কহিতেন, এই নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলে যাতনার আর সীমা থাকিবেক না, তবে তাহার সেই অনিবার্য্য অনুমতি শ্রবণ করিয়া যাদৃশ ব্যবহার করা উচিত হইত, তাঁহার নিয়ম জানিয়া একান্ত চিত্তে তদনুযায়ী আচরণ করাও সেইরূপ আবশ্যক। তাহা না করিলেই দুঃখ। বরং নিয়ম ভঙ্গের ফল অবিলম্বে অনুভূত হইলে, বাচনিক উপদেশ অপেক্ষাও তাহা দৃঢ়তর রূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। তিনি আমাদিগের হিতের নিমিত্ত ক্লেশের উৎপত্তি করিয়াছেন—অধিক দুঃখ ঘটনার নিবারণ নিমিত্ত অল্প দুঃখের সৃষ্টি করিয়াছেন—অকাল মৃত্যু নিবারণার্থে শারীরিক

ক্লেশের সৃজন করিয়াছেন। একবার কোন কর্ম্ম-দোষে দুঃখ প্রাপ্ত হইলে, তাহা নিয়ম-বিরুদ্ধ জানিয়া বারান্তর তদ্রূপ কর্ম্ম না করি, এই অভিপ্রায়েই তিনি নিয়ম ভঙ্গকে দুঃখ জনক করিয়াছেন। যদি সে দুঃখানুভব আমাদিগের উপকারের কারণ না হইত, তবে নিয়ম লঙ্ঘন করিলেও আমাদিগকে দুঃখ প্রদান করিতেন না। তিনি যেমন রাজা স্বরূপ হইয়া শুভকর নিয়ম সংস্থাপন পূর্ব্বক বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, তদ্রূপ পরম কারুণিক আচার্য্য স্বরূপ হইয়া স্বপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম শিক্ষার উপায় করিয়া দিয়াছেন। সংসারে যত দুঃখ আছে, সমস্তই পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। অতএব, কোন্ নিয়ম লঙ্ঘনে কোন্ দুঃখের উৎপত্তি হইতেছে, তাহার বিবেচনা করিয়া সেই দুঃখের প্রতীকার করা, অর্থাৎ বিশ্ব-রাজ্যের শাসন-প্রণালীর তত্ত্ব জানিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করা, নিতান্ত আবশ্যক।

জগতের তাবৎ বস্তুর এক এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি আছে, তদনুসারে তাহারা এক এক রীতি ক্রমে কার্য্য করিয়া থাকে। যদি এক বস্তুর দ্বারা অন্য বস্তুর কার্য্যের বৈলক্ষণ্য না হইত, তাহা হইলেও, সজীব ও নির্জীব যাবতীয় বস্তুর কার্য্যের যত প্রকার নির্দ্দিষ্ট রীতি আছে, বিশ্বেরও তত প্রকার নিয়ম আছে বলিতে হইত, যেহেতু কার্য্যেরই এক এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট রীতির নাম

নিয়ম। কিন্তু প্রাণীগণ ও অন্যান্য বস্তু সকলের পরস্পর বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধানুসারে তাহাদের কার্য্যের বৈলক্ষণ্য হয়, যথা শুষ্ক তৃণ অগ্নি দ্বারা যেরূপ দগ্ধ হয, জলসিক্ত তৃণ তদ্রূপ কখনই হয় না, কারণ এস্থলে জলের দ্বারা অগ্নির কার্য্যের বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে। অতএব, ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী ও বস্তু সমুদায়ের পরস্পর যত সম্বন্ধ আছে, জগতেরও তত নিয়ম আছে। যৎপরিমাণে এই সমস্ত নিয়মের তত্ত্ব জানা যাইবে, তৎপরিমাণে তন্নিষ্পন্ন ব্যাবহারিক নিযম সকলও সুনির্দ্দিষ্ট ও সুখ-জনক হইতে থাকিবে।

কিন্তু কোন কালে যে সমুদায় নিয়মের যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশ পাইবে, এবং তখন তদ্বিষয়ের নিমিত্ত বুদ্ধি চালনার আর প্রয়োজন থাকিবে না, ইহা এক্ষণে মনেও কল্পনা করা যায় না। যদ্যপি কখনও কোন প্রতাপান্বিত সম্রাট্ স্বীয় বাহু-বলে সসাগরা পৃথিবীকে একচ্ছত্রা করিয়া কহিতে পারেন, আমার জয়পতাকা উড্ডীয়মান করিবার আর অন্য স্থান নাই, তথাপি বিদ্যার্থী ব্যক্তি কখনও কহিতে পারিবেন না, আমার শিক্ষা করিবার আর অন্য বিষয় নাই। সমুদায় নিয়মের তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া অনন্ত কালের কার্য্য। এস্থলে কতিপয় প্রসিদ্ধ ও আবশ্যক নিয়মের বিবরণ করা যাইতেছে।

জগতের তিন প্রকার নিয়ম, ভৌতিক, শারীরিক, ও মানসিক।

প্রথমতঃ।—জল, বায়ু, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, মৃত্তিকাদি অচেতন পদার্থের নাম ভৌতিক পদার্থ। যে নিয়মে তৎ-সমুদায়ের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তাহার নাম ভৌতিক নিয়ম। অগ্নিতে অন্ন পাক হয়, জলেতে নৌকা মগ্ন হয়, চূর্ণেতে হরিদ্রা দিলে পাটল বর্ণ হয়, হস্ত হইতে প্রস্তর-খণ্ড স্খলিত হইলে ভূমিতলে পতিত হয়, ইত্যাদি জড়-পদার্থ ঘটিত কার্য্য বিবিধ প্রকার ভৌতিক নিয়মানুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ।—যে নিয়মে শরীর সম্বন্ধীয় কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তাহার নাম শারীরিক নিয়ম। শরীরী বস্তুর স্বভাব এই, যে, শরীরান্তর হইতে উৎপন্ন হয়, আহার দ্বারা সজীব থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে তাহার বৃদ্ধি, হ্রাস, ও ভঙ্গ হয়। প্রস্তর কদাপি প্রস্তরান্তর হইতে উৎপন্ন হয় না, আহারও করে না, এবং ক্রমানুসারে বৃদ্ধি ও হ্রাস পাইয়া নষ্টও হয় না। কিন্তু মনুষ্য, পশু, পক্ষ্যাদি প্রাণী ও বৃক্ষ, লতা, তৃণাদি উদ্ভিজ্জেতে ইহার সমস্ত লক্ষণই দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ, যে নিয়মানুসারে জন্তু ও উদ্ভিজ্জের এই সমস্ত অবস্থার সংঘটনা হয়, তাহারই নাম শারীরিক নিয়ম। তন্মধ্যে মনুষ্যের বিষয় বিবেচনা করাই এ পুস্তকের উদ্দেশ্য।

তৃতীয়তঃ।—যে সকল জীব বুদ্ধি-জীবী, যাহাদিগের কেবল আপন সত্তা মাত্রও বোধ আছে, তৎ সমুদায়ই মানসিক নিয়মের অধীন। তাহাদিগের দুই প্রধান শ্রেণী,

মনুষ্য এবং ইতর জন্তু। মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি এই তিন প্রকার বৃত্তি আছে, আর ইতর জন্তুদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও কাম ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু দয়াদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নাই। বুদ্ধিজীবী জীবদিগের মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি আছে, ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার নিরূপিত সম্বন্ধ আছে। রসনেন্দ্রিয় সুস্থ থাকিলে, ইক্ষু রসের স্বাদ কদাপি তিক্ত বোধ হয় না, ও নিম্ব পত্রের স্বাদও কখন মিষ্ট জ্ঞান হয় না। চক্ষু ও কর্ণ প্রকৃতিস্থ থাকিলে, চম্পক পুষ্প কদাপি শ্বেতবর্ণ দেখায় না, ও বংশী-ধ্বনিও কর্কশ শুনায় না। তদ্রূপ, আমাদিগের ন্যায়পরতা ও উপচিকীর্ষা বৃত্তির বৈলক্ষণ্য না হইলে, প্রতারণা ও নর-হত্যায় অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয় না। এই রূপ, আমাদিগের সমস্ত মানসিক শক্তি স্ব স্ব প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধানুসারে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। যে নিয়মে তত্তৎ কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহারই নাম মানসিক নিয়ম।

এই সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তাহার কতক গুলি অতি উপাদেয় গুণ প্রতীত হয়। যথা

প্রথমতঃ।—সমুদায় নিয়ম পরস্পর স্বতন্ত্র, অর্থাৎ এক নিয়ম প্রতিপালনের সুখ কদাপি অন্য নিয়ম লঙ্ঘন দ্বারা নিরাকৃত হয় না, এবং এক নিয়ম ভঙ্গের দুঃখ কদাপি

অন্য নিয়ম পালন দ্বারা খণ্ডিত হয় না। পরোপকার দ্বারা জ্বর রোগের শান্তি হয় না, এবং ঔষধ সেবন দ্বারা কদাপি শোক ও মনস্তাপ দূর হয় না। যদি কোন ব্যক্তি পরম ধার্ম্মিক হন, আর আপনার জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে সাংঘাতিক বিষ পান করেন, তবে তিনি শারীরিক নিয়ম ভঙ্গন করাতে, অবশ্যই মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইবেন। তখন তাঁহার সঞ্চিত পুণ্য-বলে দেহ ভঙ্গের নিবারণ হইবে না, কারণ শারীরিক নিয়ম স্বতন্ত্র, অন্য অন্য নিয়মের অধীন নহে। যদি কোন পাপাসক্ত ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, মিত্রদ্রোহী, প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতী হয়, তথাপি সে যথা নিয়মে পরিমিত পান ভোজন ও ব্যায়ামাদি শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করিলে হৃষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইবেক। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি ঐ সকল শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন না করেন—যথা নিয়মে বিহিত কালে উপাদেয় দ্রব্য ভোজন, অনতিশয় শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম, সুনির্ম্মল বায়ু সেবন, দুর্গন্ধ-দ্রব্য-শূন্য স্থানে বাস, কাম-রিপু সংযম ইত্যাদি নিয়ম প্রতিপালন না করেন, তবে তিনি সত্যবাদী, সুশীল, শান্ত-স্বভাব ও পরম দয়াবান্ হইলেও, শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করাতে, রোগের যাতনায় অস্থির হইয়া শয্যায় লুণ্ঠমান থাকিবেন। যদি কেহ কৃষি-কর্ম্মে ও বাণিজ্য-ব্যাপারে বিশিষ্ট রূপ পারদর্শী হইয়া যত্ন ও পরিশ্রম পূর্ব্বক তাহা নির্ব্বাহ করে, ও পরিমিত-ব্যয়ী হয়, তবে সে

ব্যক্তি দ্বেষী ও পরদ্রোহী হইলেও, বিপুল ধন সঞ্চয় করিতে পারে তাহার সন্দেহ নাই। যদি কোন ব্যক্তি বিষয় কর্ম্মে অনৈপুণ্য প্রযুক্ত ধনোপার্জনে অক্ষম হন, এবং তন্নিমিত্ত কায়ক্লেশে যথা কালে শাকান্ন আহার করিয়া দিনপাত করেন, তথাপি তিনি যদি ধর্ম্ম-পথাবলম্বী থাকেন—সত্য-বাদী, জিতেন্দ্রিয়, সদুপদেশক ও ঈশ্বর-পরায়ণ হন, তবে ঐ সকল যথার্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন করাতে, প্রফুল্ল ও প্রসন্ন মনে কাল যাপন করেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ।—পৃথক্ পৃথক্ নিয়ম পালনের পৃথক্ পৃথক্ সুখ, ও পৃথক্ পৃথক্ নিয়ম লঙ্ঘনের পৃথক্ পৃথক্ দুঃখ, ইহা পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ সমুদায় দ্বারাই এক প্রকার সপ্রমাণ হইয়াছে। নাবিকেরা বায়ু জলাদির স্বভাব জানিয়া ভৌতিক নিয়মানুসারে সুন্দর রূপ নৌকা চালনা করিলে, নিরুদ্বেগে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উত্তীর্ণ হয়, আর তাহার অন্যথা হইলে, জল-মগ্ন হইয়া অবাজে মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইতে পারে। এইরূপ, যিনি শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করেন, তিনি শারীরিক সুখ সচ্ছন্দতা লাভ করেন, এবং যিনি তাহা লঙ্ঘন করেন, তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া বল-হীন ও বীর্য্য-হীন হইতে থাকেন। যিনি ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া সদাচারে ও সদ্ব্যবহারে রত থাকেন, চন্দ্রা-লোক-তুল্য সুনির্ম্মল আনন্দ-জ্যোতিঃ তাঁহার চিত্তোপরি বিকীর্ণ থাকে, এবং লোকে তাঁহাকে মনের সহিত ভাল-

বাসে ও সমাদর করে। আর তাহার বিপর্য্যয় করিলে, সে সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া আন্তরিক গ্লানিযুক্ত, লোকের অপ্রিয়; ও রাজদ্বারেও দণ্ডনীয় হইতে হয়। যে যদ্বিষয়ক নিয়ম প্রতিপালন করে, পরমেশ্বর তাহাকে তদ্বিষয়ক সুখ প্রদান করেন, এবং যে যদ্বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাহার প্রতি তদ্বিষয়ক দুঃখ বিধান করেন। সংক্ষেপে কহিতে হইলে এই কথা বলিতে হয়, যে যাহা চায়, পরমেশ্বর তাহাকে তাহাই দেন।

তৃতীয়তঃ।—প্রাকৃতিক নিয়ম সমুদায় অপরিবর্ত্তনীয় ও অনতিক্রম্য এবং সর্ব্ব স্থানে ও সর্ব্ব সময়েই সমান, কিছুতেই তাহার অন্যথা হয় না। বাঙ্গলা দেশেই হউক, বা সিংহল দ্বীপেই হউক, সর্ব্ব স্থানেই অপরিমিত ভোজন করিলে, শরীরের অসুখ বোধ হয় ও রোগ জন্মে। যথা নিয়মে ব্যায়াম করিলে, হিন্দুস্থানের লোকেই বলিষ্ঠ হয়, আর অন্য দেশীয় লোকে হয় না, এমত কখন হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়-দোষ দ্বারা কেবল বাঙ্গালিরই বল-হানি ও বীর্য্য-হানি হয়, আর শিখ ও ইংরেজদিগের সে শাস্তি হয় না, এমত কখনই হইতে পারে না। যে ব্যক্তি দোষ-শূন্য শারীরিক প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, এবং তদবধি সমস্ত শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে, সে ব্যক্তি যে যাবজ্জীবন রোগের জ্বালায় জ্বালাতন ও মৃতকল্প হইয়া কাল হরণ করে, ইহা কোন স্থানে

কোন কালেই ঘটে না। প্রত্যুত, যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হইয়া ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এবং অহিতকারী দ্রব্য ভক্ষণ, দুর্গন্ধ স্থানের বায়ু সেবন, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের আতিশয্য প্রভৃতি নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া ক্রমাগত শারীরিক নিয়ম সকল লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছে, সে ব্যক্তি যে দৃঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ ও বীর্য্যবান্ হইয়া সদা সুস্থ থাকে, ইহারও দৃষ্টান্ত কি পঞ্জাব, কি কাবুল, কি চীন, কি আমেরিকা কুত্রাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে ব্যক্তি রিপু-পরতন্ত্র হইয়া অনবরতই পাপ পঙ্কে মগ্ন আছে, সে যে, শান্ত-চিত্ত হইয়া জ্ঞানধর্ম্মোৎপাদ্য নির্ম্মল আনন্দ-নীরে অবগাহন করে, ও শুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তিদিগের আদরণীয় ও প্রিয়-পাত্র হয়, ইহার দৃষ্টান্ত কি কাশী, কি মক্কা, কোথাও দৃষ্ট হয় না।

চতুর্থতঃ।—যদিও সকল প্রকার প্রাকৃতিক নিয়ম পরস্পর স্বতন্ত্র, কিন্তু তাহারা পরস্পর সহকারী বটে। তাহাদের এ প্রকার আশ্চর্য্য সম্বন্ধ নিরূপিত আছে, যে, এক প্রকার নিয়ম পালন করিলে অন্যান্য প্রকার নিয়ম প্রতিপালনের সুবিধা হয়, এবং এক প্রকার নিয়ম লঙ্ঘন করিলে অন্যান্য প্রকার নিয়ম প্রতিপালনের ব্যতিক্রম ঘটে। প্রথমতঃ।—ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, তদ্বিষয়ক অনিষ্ট ঘটনা হইয়া, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম প্রতিপালনের ব্যাঘাত জন্মে। এই প্রকার ভৌতিক নিয়ম আছে, জড় বস্তু

উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইলে ভগ্ন বা আহত হয়। তৎ-প্রতিপালনে সাবধান না হওয়াতে, অকস্মাৎ অট্টালিকার ছাদ' হইতে পতিত হইয়া যদি কোন ব্যক্তির হস্ত পদাদি ভগ্ন হয়, তবে তদ্দ্বারা তাহার শরীর ও মন অসুস্থ হইয়া শারীরিক ও মানসিক নিয়ম-প্রণালীর বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া উঠে। তাহাতে তাহার শরীর অপটু হইয়া রোগাস্পদ হইতে পারে, এবং মস্তকস্থ মস্তিষ্ক রাশি আহত হইয়া মান-সিক নিয়ম প্রতিপালনের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। দ্বিতী-য়তঃ।—সম্যক্ রূপে শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন দ্বারা শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ হইলে, শরীর সবল ও মন স্ফূর্ত্তি-বিশিষ্ট হয়, এবং তদ্দ্বারা ভৌতিক ও মানসিক নিয়ম প্রতি-পালনে সমধিক সমর্থ হওয়া যায়। সুস্থ-কায় ব্যক্তি কোন ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া আঘাত প্রাপ্ত হইলে, তাহার আশু প্রতীকার হইতে পারে, কিন্তু অসুস্থ-কায় ব্যক্তি তদ্রূপ আহত হইলে, তাহার অনায়াসে আরোগ্য লাভ হওয়া সুকঠিন। শরীর সুস্থ না থাকিলে, বুদ্ধিবৃত্তি সতেজ থাকে না, এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তিও স্ফূর্ত্তি পায় না, সু-তরাং বিদ্যানুশীলন বা ধর্ম্মানুষ্ঠানার্থ প্রগাঢ় পরিশ্রম পূ-র্ব্বক তত্তদ্বিষয়ক নিয়ম প্রতিপালনে সম্যক্রূপে সমর্থ হওয়া যায় না। তৃতীয়তঃ।—মানসিক নিয়ম বিষয়েও এই প্র-কার প্রণালী। সমুদায় মনোবৃত্তি যথা নিয়মে সঞ্চালন করিলে, কেবল মনে মনে নির্ম্মল আনন্দ অনুভূত হয় এ-

মত নহে, লোকযাত্রা নির্ব্বাহ ও জন-সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন বিষয়ে যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। বুদ্ধিবৃত্তি সকল মার্জ্জিত ও উন্নত হইলে, বায়ু জলাদি ভৌতিক পদার্থের গুণাগুণ নিরূপণ করিয়া কৃষি ও শিল্প-কার্য্যাদির সমধিক উন্নতি করিতে পারা যায়। আর, সমস্ত মনোবৃত্তি যথা নিয়মে চালনা করিলে, শারীরিক স্বাস্থ্য লাভও হয়। তদ্ভিন্ন, বুদ্ধি বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া বিদ্যাভ্যাসার্থ অযথোচিত নিয়মাতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করিলে, এবং ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়মে অবহেলা করিয়া লম্পটতাচরণ ও তদানুষঙ্গিক অন্যান্য অহিতাচারে আসক্ত হইলে, শারীরিক পীড়া জন্মিয়া অশেষ ক্লেশ উৎপন্ন হয়। কাহারও কাহারও শরীর এরূপ রুগ্ন ও ভগ্ন হইয়া পড়ে, যে, তাহাদিগকে আপন যৌবন কালের কুক্রিয়ার ফল বৃদ্ধ কালেও ভোগ করিতে হয়। অতএব, পরমেশ্বর প্রাকৃতিক নিয়ম সমুদায় যেমন পরস্পর স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছেন, তেমনি আবার তাহাদিগকে পরস্পর সম্বদ্ধ করিয়া অতি আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। সমুদায় নিয়ম পৃথক্ পৃথক্ থাকিয়াও পরস্পর মিলিত হইয়া আমাদিগের শুভ সাধন করিতেছে।

পঞ্চমতঃ।—মানব প্রকৃতির সহিত সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়মের ঐক্য আছে। আমাদিগের বুদ্ধি-সাধ্যানুসারে উত্তম রূপে নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া উত্তম রূপে চালনা

করিলে, যদি তাহা না ভাসিয়া জল-মগ্ন হইত, তবে আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির সহিত তাহার ঐক্য থাকিত না। কিন্তু যখন মগ্ন না হইয়া জলের উপর ভাসিতে থাকে, তখন এ নিয়মের সহিত আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির সম্পূর্ণ ঐক্য আছে বলিতে হইবেক। যদি মদিরা-মত্ত ও ব্যভিচারাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের স্ব স্ব দোষের আতিশয্য দ্বারা শারীরিক সুস্থতা ও সুখ বৃদ্ধি হইত, তবে তাহার সহিত আমাদিগের বুদ্ধি ও ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়মের ঐক্য থাকিত না। কিন্তু জগদীশ্বর তাহা না করিয়া উভয় প্রকার নিয়মের পরস্পর ঐক্য রাখিয়াছেন। আমাদিগের দয়াদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি থাকাতে, ভূমণ্ডলের দুঃখ হ্রাস ও সুখ বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা হয়। জগতের ভৌতিক ও শারীরিক নিয়মের সহিতও তাহার ঐক্য দেখিতেছি, কারণ ঐ সকল নিয়ম প্রতিপালন করিলেই দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া সুখ প্রাপ্তি হয়। যাবতীয় দুঃখ সেই সকল নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। কিন্তু তাহাও পরমেশ্বর এই অভিপ্রায়ে নিয়োজন করিয়াছেন, যে আমরা একবার নিয়ম লঙ্ঘনের দুঃখময় ফল অবগত হইয়া, যাহাতে তদ্রূপ বিরুদ্ধ কর্ম্ম পুনর্ব্বার না হয়, তাহার চেষ্টা করি। যদি প্রবল ঝটিকার সময় কোন বেগবতী নদীর ভয়ানক তরঙ্গোপরি নৌকা বাহন করা যায়, আর তাহা জল-মগ্ন হয়, তবে তাহা দেখিয়া লোকের নৌকা-বাহন-বিষয়ক নিয়ম প্রতিপালনের আবশ্যকতা দৃঢ় রূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

পরিমিত ভোজন ও পরিমিত পরিশ্রম না করিলে যে রোগ জন্মে, তাহাও পরমেশ্বর এই আশয়ে নিয়োজন করিয়াছেন, যে তদ্দৃষ্টে আমরা সাবধান হইয়া শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনে যত্নবান্ হইব, এবং তদ্দ্বারা শারীরিক পীড়া ও অকাল-মৃত্যুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া স্বাস্থ্যসুখ সম্ভোগ করিব। ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, যে মনে মনে ঘৃণা, গ্লানি, অসন্তোষ, ও বিরক্তি বোধ হয়, এই বিধান দ্বারা পরমেশ্বর এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, যে আমরা ঐ নিয়ম ভঙ্গের দুঃখময় ফল অবগত হইয়া তৎপ্রতিপালন পূর্ব্বক আত্মপ্রসাদ ও নির্ম্মল আনন্দ লাভ করি।

যখন কোন প্রাকৃতিক নিয়মের এত দূর বিরুদ্ধাচরণ করা হয়, যে তাহার প্রতীকারের আর সম্ভাবনা থাকে না, তখন মৃত্যু আসিয়া সকল দুঃখ নিবারণ করে। যদি কোন ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘিত হওয়াতে, কোন নৌকা সমুদ্র-গর্ভে নিমগ্ন হয়, আর নৌকারূঢ় ব্যক্তিদিগের তীর প্রাপ্তির উপায় না থাকে, তবে তাহাদিগের তদবস্থায় চিরকাল জীবিত থাকা যে কি প্রকার যাতনার বিষয়, তাহা চিন্তা করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কিন্তু পরমেশ্বর-প্রসাদে তৎকালে মৃত্যু অমৃত স্বরূপ হইয়া তাহাদিগের যন্ত্রণানল এককালে নির্ব্বাণ করে। যদি শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন দ্বারা কোন যুবা পুরুষের পাকস্থলী ও হৃদয়াদি মর্ম্ম-স্থান নষ্ট

হয়, তবে তৎকালে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ, কারণ, হৃদয়াদি ব্যতিরেকে চিরকাল জীবিত থাকিতে হইলে যে প্রকার দুঃসহ যন্ত্রণার সম্ভাবনা, তাহা মনে করাও যন্ত্রণা। অতএব, পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বর এস্থলে তাঁহাকে ইহ লোক হইতে অবসর করিয়া তাঁহার যন্ত্রণার শেষ করেন। এস্থলে মৃত্যুও পরম হিতকারী বন্ধু। সমুদায় সংসার জগদীশ্বরের এক অচিন্তনীয় অনির্ব্বচনীয় সুকৌশল-সম্পন্ন মহান্ যন্ত্র, বিশ্বাধিপতি বিশ্ব-যন্ত্রারূঢ় জীবদিগের সুখ সচ্ছন্দতা সম্পাদন নিমিত্ত নানা প্রকার শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং সমুদায় নিয়মের সমুদায় কৌশলই সংসারের মঙ্গলাভিপ্রায়ে কল্পনা করিয়াছেন। আপাততঃ যাহা অশুভ জ্ঞান হয়, সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তাহাই পরম শুভকর বলিয়া নিশ্চয় হয়। যদি কোথাও দেখি, দুই বলিষ্ঠ পুরুষ এক দুর্ব্বল বালকের হস্ত পদ ধৃত করিয়া রহিয়াছে, আর এক জন একখান তীক্ষ্ণ অস্ত্র লইয়া তাহার উরুদেশে প্রবেশ করাইতেছে, এবং তাহাতে অনর্গল রক্ত নিঃসৃত হইতেছে, ও সেই বালক উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছে,—যদি অকস্মাৎ এ প্রকার দৃষ্টি করি, আর ঐ কর্ম্মের অভিসন্ধি ও ফলাফল বিবেচনা না করিয়া দেখি, তবে ঐ তিন ব্যক্তিকেই অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও দুর্ব্বৃত্ত নরাধম বলিয়া অবশ্যই নিন্দা করি তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু পরে যদি শুনি, ঐ বালকের উরুদেশে একটা বিস্ফো-

টক হইয়াছে, যে ব্যক্তি তাহাতে অস্ত্র করিতেছে, সে এক-জন সুনিপুণ অস্ত্র-চিকিৎসক, আর দুই জনের মধ্যে এক জন ঐ বালকের পিতা ও এক জন তাহার ভ্রাতা, তবে আমা-দিগের নিশ্চয় বোধ হয়, ঐ কর্ম্ম বালকের আপাতঃ ক্লেশ-দায়ক বটে, কিন্তু তাহার হিতার্থেই সঙ্কল্পিত হইয়াছে। তখন আর ঐ তিন ব্যক্তিকে নিন্দা না করিয়া, বরঞ্চ বাল-কের হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া, তাঁহাদিগের প্রতি অনুরাগ প্র-কাশ করিতে প্রবৃত্তি হয়। এইরূপে পরমেশ্বর সমস্ত দুঃখই সংসারের হিতাভিপ্রায়ে সৃজন করিয়াছেন। জগতে দুঃখ আছে বলিয়াই যে ব্যক্তি জগদীশ্বরকে নির্দ্দয় বলে, তাহার অতিশয় ভ্রান্তি। যদি তাঁহার মনুষ্যকে যন্ত্রণা দিবার অভি-প্রায় থাকিত, তাহা হইলে তিনি সমস্ত নিয়মই মানুষের দুঃখজনক করিতেন। তিনি এমত করিতে পারিতেন, যে, আমরা যাহা আহার করি তাহাই তিক্ত ও কটু, যাহা শ্র-বণ করি তাহাই বিকট ও কর্কশ, যাহা দর্শন করি তাহাই কুৎসিত ও ভয়ানক, এবং যাহার ঘ্রাণ পাই তাহাই দুর্গন্ধ ও পীড়াদায়ক। কেহ কেহ এরূপ কহিতে পারে, সুখ ও দুঃখ কিছুই তাঁহার অভিপ্রেত নহে, তিনি, কার্য্য গতিকে যে বস্তুর যেমন স্বভাব হইয়া উঠিয়াছে, সেই রূপই রাখি-য়াছেন। কিন্তু ইহা হইলে জগতের সকল নিয়ম এক প্র-কার হইবার সম্ভাবনা থাকিত না; কোন নিয়ম বা সংসা-রের শুভদায়ক হইত, কোন নিয়ম বা অশুভদায়ক হইত।

কিন্তু জগতের যত নিয়ম প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার একটিও অশুভদায়ক নহে। নিয়ম লঙ্ঘনেতেই সকল দুঃখ ঘটে, কিন্তু তজ্জন্য বিশ্ব-নিয়ন্তাকে শুভকারী ব্যতিবেকে কদাপি অশুভকারী বলা যায় না। কলম কর্ত্তন করিতে অঙ্গুলি ছেদন হইলে, কেহ এমত কথা বলে না, যে কর্ম্মকার অঙ্গুলি-ছেদনের নিমিত্ত ছুরিকা প্রস্তুত করিয়াছে। সেই-রূপ লোকের দন্তশূল ও শিরঃপীড়া হয় বলিয়া কেহ এরূপ নিশ্চয় করে না, যে পরমেশ্বর মনুষ্যগণকে যন্ত্রণা দিবার নিমিত্ত দন্ত ও মস্তকের সৃষ্টি করিয়াছেন। দন্ত ও মস্তকের যে হিতজনক প্রয়োজন তাহা প্রসিদ্ধই আছে, কেবল শা-রীরিক নিয়ম ভঙ্গ হইলেই তাহার বৈলক্ষণ্য হয়।

করুণাময় পরমেশ্বর সমুদায় নিয়মই আমাদের সুখদা-যক করিয়াছেন, এবং নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে সমস্ত দুঃখ ঘটনা হয়, তাহাও আমাদিগকে নিয়মানুগামী করি-বার নিমিত্তেই সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং সে দুঃখও মোচন করিবার প্রবৃত্তি ও শক্তি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার সমুদায় কৌশলই শুভ কৌশল, এবং অন্তে আমাদিগের মঙ্গল হয় ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত, এই প্রকার জ্ঞান ক-রিয়া তাঁহার নিয়মানুগত কার্য্য করাই আমাদিগের পরম ধর্ম্ম ও সুখের নিদান।

দ্বিতীয়াধ্যায়

মনুষ্যের প্রকৃতি নির্ণয় ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ নিরূপণ

জগদীশ্বর মনুষ্যকে কিরূপ প্রকৃতি দিয়াছেন, এবং বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার কিরূপ শুভকর সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া রাখিয়াছেন, তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

মনুষ্যের ভৌতিক প্রকৃতি।

অস্থি, মাংস, রক্ত, নাড়ী, মস্তিষ্ক প্রভৃতি যে যে বস্তু দ্বারা শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই ভৌতিক পদার্থ, ও ভৌতিক নিয়মের অধীন। অপরাপর জড় পদার্থের ন্যায় শরীরও উচ্চ ভূমি হইতে পতিত হইলে আহত হয়, এবং অগ্নি-সংযুক্ত হইলে দগ্ধ হয়। অতএব, মনুষ্যের সুখ দুঃখ জগতের ভৌতিক নিয়মের উপর কত নির্ভর করে, তাহা জানিতে হইলে, প্রথমতঃ ভৌতিক পদার্থের কার্য্য দেখিয়া ভৌতিক নিয়ম নিরূপণ করিতে হয়; দ্বিতীয়তঃ শরীরের কি প্রকার গঠন, ও কি প্রকার নিয়মে তাহার কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে হয়, তৃতীয়তঃ তাহার সহিত ভৌতিক নিয়মের কি প্রকার

সম্বন্ধ, তাহাও নির্দ্দেশ করিতে হয়। এই সমুদায় সম্পন্ন হইলে, আমরা ভৌতিক নিয়মানুযায়ী কার্য্য করিয়া তদ্দ্বারা কত উপকৃত হইতে পারি তাহা নিশ্চয় করিতে পারা যায়, এবং ভৌতিক পদার্থের অনিবার্য্য শক্তি দ্বারাই বা আমাদিগের কত দুঃখ হয়, আর অজ্ঞান প্রযুক্তই বা কত ক্লেশের উৎপত্তি হয, তাহাও নির্দ্ধারিত করা যাইতে পারে। পশ্চাৎ এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ করা যাইবেক, সম্প্রতি ইহা নিশ্চয় জানা উচিত, যে যথা নিয়মে ভৌতিক পদার্থের নিযোগ করিতে না পারিলেই দুঃখোৎপত্তি হয। অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে। তদ্দ্বারা লোকের অন্ন পাক, অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ, বাষ্পীয় যন্ত্রের কার্য্য সম্পাদন, ইত্যাকার সহস্র সহস্র প্রকার উপকার দর্শিতেছে। তবে যে অগ্নি দ্বারা কাহারও গৃহ-দাহ হইয়া সর্ব্বনাশ, বা শরীর দগ্ধ হইয়া প্রাণ সংহার, অথবা অন্য প্রকার অশুভ ঘটনা হয়, তাহা অসাবধানতা প্রযুক্তই হইয়া থাকে। বল ও বুদ্ধি চালনা দ্বারা ঐ সমস্ত বিপৎপাত নিবারিত হইতে পারে কি না তাহা বিবেচনা করা উচিত। এই প্রকার যুক্তি-পরম্পরা ক্রমে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহা নিশ্চিত প্রতীত হইবে, যে পরমেশ্বর মনুষ্যের সুখাভিপ্রায়েই সমস্ত ভৌতিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা যে দুঃখের উৎপত্তি হয তাহা প্রায়ই আমাদিগের নিয়ম প্রতিপালনে ত্রুটি প্রযুক্তই হইযা থাকে। যদি

আমরা বিশ্ব-সম্রাটের সমুদায় ভৌতিক ও অন্যান্য নিয়ম প্রতিপালনে সমর্থ হই, তবে ভূলোক পরম সুখাস্পদ স্বর্গ-লোক হইয়া উঠে।

মনুষ্যের শারীরিক প্রকৃতি।

মনুষ্য শরীরী জীব, সুতরাং শারীরিক নিয়মের অধীন। পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, শরীরী বস্তু শরীরান্তর হইতে উৎপন্ন হয়, আহার দ্বারা জীবিত থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে তাহার বৃদ্ধি, হ্রাস ও ভঙ্গ হয়। এই সমুদায় বিষয় যথা নিয়মে সম্পন্ন হইলে সুখোৎপত্তি হয়, আর তাহা না হইলেই অনিষ্ট ঘটে।

প্রথমতঃ। বীজ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইলে, তদুৎপন্ন শরীরী বস্তুও সর্ব্ব-সুলক্ষণ-সম্পন্ন হয়, আর বীজের বৈলক্ষণ্য হইলে, তাহা হইতে যে বস্তুর উৎপত্তি হয় তাহারও বৈলক্ষণ্য ঘটে। যাহার কোন জীবনোপযোগী অংশ নষ্ট হইয়াছে, এমত বীজ বপন করিলে, তদুৎপন্ন তৃণও তত্তৎ অংশে হীন হয়। যদি কোন বীজের সমুদায় অংশ পরিপূর্ণ থাকে, কিন্তু কুস্থানে স্থিতি বা কারণান্তর দ্বারা তাহার ব্যতিক্রম ঘটে, অথবা তাহা সুন্দররূপ পরিপক্ব না হইয়া থাকে, তবে তদুৎপন্ন বৃক্ষ সতেজ হয় না, এবং দীর্ঘ কাল সজীবও থাকে না। মনুষ্যের বিষয়েও এই প্রকার নিয়ম। অল্প বয়সে বা পীড়িতাবস্থায় সন্তান উৎপাদন করিলে সে সন্তান কখনই হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয় না, বরঞ্চ অল্প কালেই জরাগ্রস্ত

ও মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়া অপরাধী পিতা মাতাকে শোকাকুল করিয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ। শরীরী জীবদিগের আপন আপন স্বভাবানুযায়ী উৎকৃষ্ট-গুণান্বিত পরিমিত রূপ জল, বায়ু, জ্যোতিঃ ও খাদ্য সামগ্রী, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আজন্ম মরণান্ত ব্যবহার করা নিতান্ত আবশ্যক। এই নিয়ম প্রতিপালন করিলে, দেহের শক্তি ও মনের বৃত্তি সমুদায় তেজস্বিনী হয়, শরীরের সুস্থতা বোধে চিত্তের স্ফূর্ত্তি জন্মে, এবং অন্তঃকরণ সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে। রোগ, যন্ত্রণা, অকাল-মৃত্যু এ সমুদায় ঐ নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। পশ্চাৎ এক উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে, এ বিষয় দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পাবে। পূর্ব্বে আয়র্লণ্ড দ্বীপে এক সাধারণ সূতিকাগারে উত্তম বায়ু সঞ্চারের উপায় ছিল না, এ নিমিত্ত, তথায় যত সন্তান জন্মিত, ভূমিষ্ঠ হইবার পর নয় দিনের মধ্যে তাহার ষষ্ঠ অংশের মৃত্যু হইত। পরে অধ্যক্ষেরা তথায় উপাদেয় বায়ু সঞ্চরণের উপায় করিয়া দিলে, উক্ত কালের মধ্যে কেবল বিংশতি ভাগের এক ভাগ মাত্র কাল প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

তৃতীয়তঃ। শরীরের সমুদায় অঙ্গ যথা নিয়মে চালনা করা আবশ্যক। এ নিয়ম প্রতিপালন করিলে, শরীর সচ্ছন্দে থাকে, অঙ্গ চালনার সময়েই দেহের স্ফূর্ত্তি বোধ হয়, এবং অন্যান্য বিবিধ প্রকার উপকার উদ্ভাবিত হয়।

আর তাহা লঙ্ঘন করিলে, শরীরের সুস্থতা ভঙ্গ, গ্লানি বোধ, এবং সর্ব্বদা অসুখ ও ক্লেশ ঘটনা হয়, সুতরাং শরীর ও মনের শক্তি সমুদায় নিস্তেজ হইতে থাকে।

বাঙ্গলা দেশের লোক এই ত্রিবিধ শারীরিক নিয়ম ভঙ্গ বিষয়ের যেমন উদাহরণ-স্থল, এমন আর দ্বিতীয় নাই। এ দেশের লোক কি নিমিত্ত একপ দুর্ব্বল ও নির্বীর্য্য হইল? কি নিমিত্ত ভিন্ন জাতীয় রাজার অধীন হইয়া এ প্রকার হেয় হইল? কি নিমিত্ত এমত দরিদ্র ও দুর্দ্দশা গ্রস্ত হইল? এ সমস্ত প্রশ্নের এক মাত্র সিদ্ধান্ত এই, যে তাহারা পরম কারুণিক পরমেশ্বরের এই সকল নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া এ প্রকার দুরবস্থান্বিত হইয়াছে।

জগদীশ্বর মনুষ্য ভিন্ন অন্য কোন জন্তুকে কৃষিশক্তি প্রদান করেন নাই, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে বাহ্য বস্তুর সহিত তাহাদের প্রকৃতির এ প্রকার সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন যে, তাহাদের তৃণাদি ভোজ্য বস্তু বিনা যত্নে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বসুমতী আপনা হইতেই অনবরত তাহাদের খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছেন। সেইরূপ, পরমেশ্বর তাহাদিগকে গাত্রাচ্ছাদন নির্ম্মাণ করিবার কৌশল-জ্ঞান প্রদান করেন নাই, কিন্তু তদ্বিনিময়ে পক্ষ লোমাদি দ্বারা তাহাদের শরীর আবৃত ও সুশোভিত করিয়া দিয়াছেন। জগদীশ্বর যখন পশু, পক্ষী, পতঙ্গাদির বিষয়ে এইরূপ অচিন্ত্য জ্ঞান ও বিচিত্র শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তখন ইচ্ছা

করিলে, মনুষ্যের বিষয়েও একরূপ করিতে পারিতেন, যে তাঁহার শস্য ফলাদি সমস্ত ভোজ্য দ্রব্য বিনা আয়াসে আপনা হইতেই উৎপন্ন হইত, এবং তাঁহার গাত্রাচ্ছাদনও স্বভাবতই তাঁহার শরীরে জন্মিতে পারিত। কিন্তু জগদীশ্বর আমাদিগের হিতাভিপ্রায়েই তাহা করেন নাই। তাঁহার এই অখণ্ডনীয় অনুমতি আছে যে, ভূমি কর্ষণ, বীজবপন, শস্য ছেদন ও বস্ত্র বয়নাদি ব্যতিরেকে কখনই লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে না। কিন্তু জগদীশ্বর যেমন আমাদিগকে অযত্ন-সম্ভূত অন্ন বস্ত্র প্রদান করেন নাই, তেমন তৎসমুদায় সম্পাদনার্থে আমাদিগকে শারীরিক ও মানসিক শক্তি সমুদায় প্রদান করিয়াছেন। আর তিনি যেমন মানসিক ও শারীরিক শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তদুপযোগী উর্ব্বরা ভূমি সমুদায়ও চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, ও বহু-গুণোৎপাদক বীজ সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে রচনা-শক্তি প্রদান করিয়াছেন, ও বিবিধ প্রকার বস্ত্র-বয়নোপযোগী দ্রব্যের সৃজন করিয়াছেন, আমরা বুদ্ধি-বলে তদ্দ্বারা উত্তমোত্তম বিচিত্র বসন প্রস্তুত করিয়া শীত নিবারণ ও শোভা বর্দ্ধন করিতে পারি। পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমাদিগকে অযত্ন-সম্ভূত অন্ন বস্ত্র না দিয়াও সকল দিয়া রাখিয়াছেন। আপাততঃ পশুদিগকে মনুষ্যের অপেক্ষা সুখী ও ভাগ্যধর বোধ হয়, কিন্তু সবিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক মনুষ্যের স্বভাব ও বাহ্য বস্তুতে তাহার

উপযোগিতার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে নিশ্চয় হইবে, ভূমণ্ডলে মনুষ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অন্ন বস্ত্র আহরণের নিমিত্ত তাঁহাকে যে কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাতেই তাঁহার এমত মহত্ত্ব হইয়াছে। জগদীশ্বর লোকের অন্ন বস্ত্রের প্রয়োজনের সহিত ভূমির উৎপাদকতা গুণের যে প্রকার শুভকর সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে পৃথিবীর কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিবা প্রতিদিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিলেই সকল লোকের আহার, ব্যবহার ও সুখ সম্ভোগোপযোগী যথেষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত হয়। এক জন ইউ-রোপীয় পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন, যদি প্র-ত্যেক স্ত্রী ও পুরুষ প্রতিদিন দশ দণ্ড মাত্র কর্ম্ম বিশেষে নিযুক্ত থাকে, তবে লোকযাত্রা-নির্ব্বাহোপযোগী সমুদায় আবশ্যক ও সুখোৎপাদক সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং তাহা হইলে দুঃখ ও দরিদ্রতা পৃথিবী হইতে নির্ব্বাসিত হয়, অবশিষ্ট ৫০ দণ্ড কেবল অবকাশ ও আমোদ প্রমো-দের কাল থাকে।

উষ্ণ দেশীয় লোক স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, এ নিমিত্ত পরমেশ্বর তথাকার ভূমিও উর্ব্বরা করিয়াছেন। অতএব, তাহাদিগের অল্প পরিশ্রমে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, সুতরাং সে দেশের লোকের যেমন বল, সেইরূপ অল্প শ্রমেরই প্রয়োজন। প্রখর সূর্য্য-কিরণে দগ্ধ হওয়াতে, এ দেশের লোক অত্যন্ত ক্ষীণ ও নির্বীর্য্য, সুতরাং অধিক পরিশ্রমে সমর্থ নহে। কিন্তু

ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল ! তিনি এ দেশের ভূমি এরূপ উর্ব্বরা করিয়া দিয়াছেন, যে অল্প পরিশ্রমেই অধিক ফলোৎপত্তি হয়। আর উষ্ণ দেশীয় লোকের বস্ত্র বয়ন ও গৃহ নির্ম্মাণার্থেও অধিক শ্রমের প্রয়োজন নাই। কিন্তু শীতল দেশে ভূমি অনুর্ব্বরা, তাহাতে আবার তথায় শীত ও নীহার নিবারণার্থ ঘনতর গাত্রাচ্ছাদন আবশ্যক, এ প্রযুক্ত পরমেশ্বর তত্তদ্দেশের লোকদিগকে সবল শরীর দিয়া যথা প্রয়োজন শ্রমক্ষম করিয়াছেন।

প্রত্যেক দেশে তত্তদ্দেশীয় লোকের সুস্থতা-সম্পাদক, ধাতু-পোষক ও প্রয়োজনোপযোগি-বলোৎপাদক দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের উষ্ণ ভূমিতে যব, গোধূম ও তণ্ডুলাদি শস্য ও অন্যান্য বিবিধ প্রকার ফল মূল অপর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয়, কিন্তু আশ্চর্য্য দেখ, মাংস অপেক্ষা শস্য ও ফল-মূল অধিক ভক্ষণ করিলেই ভারতবর্ষীয় লোকের শরীর সুস্থ ও সবল থাকে, এবং নিরবচ্ছিন্ন মাংস আহার করিলে অসুস্থ হয়। অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করিলে আমাদের দেশীয় লোকের যেমন তৃপ্তি জন্মে, এমন আর কিছুতেই নহে। তবে উষ্ণ দেশের লোক শীতল দেশীয় লোক অপেক্ষা দুর্ব্বল বটে, তেমন অল্প পরিশ্রমেই তাহাদের যথেষ্ট ভোজ্য ভোগ্য সামগ্রী লব্ধ হইতে পারে। ইংরেজদিগের দেশ এখানকার অপেক্ষা শীতল, তথায় শস্য অপেক্ষা হৃষ্ট পুষ্ট গো মেষাদি পশুই অধিক

জন্মে, তদনুসারে মাংস তাহাদের প্রধান খাদ্য। ফরাশিশ-দের দেশ তদপেক্ষা উষ্ণতর, তথায় যেমন শস্য জন্মে, তেমন পশু পালন হয় না, তদনুসারে তথাকার লোকে ইংরেজ ও স্কাচ্ লোকের অপেক্ষা অল্প মাংস আহার করিলেই সতেজ ও সুস্থ-কায় থাকে। এক জন কৃষি-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন, ইংরেজেরা যত মাংস আহার করে, ফরাশিশেরা তাহার ষষ্ঠ অংশের অধিক ভক্ষণ করে না। উত্তর-মহাসাগরের তীরবর্ত্তী অত্যন্ত শীতল দেশ সমুদায়ে এবং ঐ মহাসাগরের দ্বীপ বিশেষে ধান্যাদি শস্য উৎপন্ন হয় না, তথাকার লোকেরা কেবল মাংস ও মেদ ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করে। তথায় যেমন ফল মূলাদি জন্মে না, সেইরূপ, শীতের প্রভাবে লোকের তাহাতে রুচিও হয় না। অপেক্ষাকৃত উষ্ণ দেশীয় অনেকানেক ব্যক্তি তথায় গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে নিত্য-ভক্ষ্য ফল, মূল ও শস্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল মেদ মাংস আহার করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। ঐ সকল হিম-প্রধান জনপদে গ্রীষ্মকালে অপর্য্যাপ্ত পশু, পক্ষী ও মৎস্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতেই লোকের সংবৎসরের আহারের সংস্থান হয়। তাহারা ঐ সমস্ত জন্তুর মেদ ও মাংস শুষ্ক করিয়া রাখে, এবং শীতকালে তাহা অত্যুপাদেয় জ্ঞান করিয়া ভোজন করে *।

* বুস্ব সাহেবের এই প্রকার মত। কিন্তু এক্ষণে ই উ-

পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বৃত্তান্ত পাঠ করিলে, ইহা সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়, যে, জগদীশ্বর মনুষ্যের শারীরিক প্রকৃতি ও তৎসম্বন্ধ বাহ্য বস্তু সমুদায়কে পরস্পর উপযোগী করিয়া দিয়াছেন। তিনি অতি সুচারু রূপে পৃথিবীকে মনুষ্যের যোগ্য ও মনুষ্যকে পৃথিবীর যোগ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যাহাতে যথোচিত অঙ্গ চালনা ও পুষ্টিবর্দ্ধন হইয়া শারীরিক শক্তি সমুদায় উন্নত হয়, তদুপযোগী ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। পরমেশ্বর যাঁহাদিগকে যে শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা যথা—নিয়মে নিয়োজন পূর্ব্বক পরিশ্রম করিবেন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। মনুষ্যের মধ্যে কে কোন্ কর্ম্ম করিবে তাহা তাঁহার ইচ্ছাধীন রাখিয়াছেন। কেহ ভূমি খনন করিতেছে, কেহ বা তরণি বাহন করিতেছে, কেহ বা মৃগয়ানুরাগী হইয়া মৃগের পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে। এ নিয়মে অবহেলা করিয়া আলস্যের বশীভূত হইলে, ক্ষুধা-মান্দ্য, নিদ্রা-হানি, দৌর্ব্বল্য, শরীর ও মনের অবসাদ, চিররোগ ও পরিশেষে অকাল-মৃত্যু, এই সমস্ত প্রত্যক্ষ শাস্তি ঘটিয়া থাকে। আর পরিশ্রমের আতিশয্য হইলে, ধাতু-ক্ষয়, শারীরিক ও মানসিক

রোপ ও আমেরিকা প্রদেশীয় যে সকল প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মৎস্য মাংস ভক্ষণে বিস্তর দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহা নিষিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন, তাঁহাদের অভিপ্রায় যুক্তি-বিরুদ্ধ বোধ হয় না।

সামর্থ্য-হ্রাস, জড়তা, রোগ ও আয়ুঃক্ষয় হয়। কি আক্ষেপের বিষয়! লোকে এই পরম প্রয়োজনীয় নিয়ম গ্রাহ্য না করিয়া দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে! ভোগাসক্ত ঐশ্বর্য্যবান্ ব্যক্তিরা পরিশ্রমকে দুঃখ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া আলস্য-পরতন্ত্র হইয়া প্রথমোক্ত শাস্তি সমুদায় প্রাপ্ত হন, আর দুঃখীরা নিয়মাতিরিক্ত পরিশ্রম ফলে শেষোক্ত বহুতর ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু উভয়ের মধ্যবর্ত্তী পথ অবলম্বন করাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। যথা—নিয়মে সমুদায় অঙ্গ চালনা কর,—অর্থাৎ পরিমিত রূপ পরিশ্রম কর, তাহা হইলেই তাঁহার নিয়ম পরিপালিত হইয়া যথেষ্ট সুখ উৎপন্ন হইতে থাকিবে।

মনুষ্যের মানসিক প্রকৃতি।

মনুষ্যের মানসিক বৃত্তি সমুদায়কে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা কাম, জিঘাংসা, বুভুক্ষা, সাবধানতা প্রভৃতি যে সমস্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি মনুষ্যের এবং অন্যান্য প্রাণীরও আছে, তাহা প্রথম শ্রেণী-ভুক্ত; ভক্তি ন্যায়পরতা প্রভৃতি যে সকল উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি কেবল মনুষ্যের আছে, তাহা দ্বিতীয় শ্রেণী-ভুক্ত; আর দর্শন শ্রবণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং উপমিতি, অনুমিতি, পরিমিতি, সংখ্যা প্রভৃতি যে সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা পদার্থ বোধ হয়, তাহা তৃতীয় শ্রেণী-ভুক্ত।

জগতের কোন না কোন বস্তুর সহিত প্রত্যেক মানসিক বৃত্তির নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ আছে। যখন কোন বৃত্তি প্রবল থাকে, তখন তাহার উপভোগ্য বিষয় লাভের অভিলাষ জন্মে, আর তাহা প্রবল না থাকিলেও, তদুপভোগ্য বিষয় উপস্থিত হইলে, তাহার উদ্রেক হইতে থাকে। এইরূপ আমাদিগের মনের সহিত বাহ্য বস্তু সমুদায়ের অত্যাশ্চর্য্য শুভকর সম্বন্ধ নিরূপিত থাকাতে, সংসারে যখন যে কার্য্য আবশ্যক, ঈশ্বর-প্রসাদে তখনই তৎসাধনে যত্ন হয়। ধনের প্রয়োজন হইলে উপার্জ্জনের ইচ্ছা হয়, আততায়ী শত্রু নিবারণের প্রয়োজন হইলে যুদ্ধেতে প্রবৃত্তি হয়, ও বিপৎ-পাত হইলে ধৈর্য্য ও তিতিক্ষার সঞ্চার হয়।

মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের পরস্পর শুভাশুভ সম্বন্ধানুসারে বিবিধ প্রকার সদসৎ কার্য্যের উৎপত্তি হয়। প্রথমতঃ যদি আমাদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের বিরুদ্ধকারিণী না হইয়া স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবৃত্ত থাকে, তবে তাহা কদাপি অন্যায় কার্য্য বলা যায় না, এবং তদুৎপন্ন সুখও গর্হিত সুখ নহে। ধন উপার্জ্জন করা, পান ভোজন করা, পুত্রোৎপাদন করা, এ সমস্ত কার্য্যে প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ কুপ্রবৃত্তি নহে। যখন তাহারা বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির আয়ত্ত না থাকিয়া তদ্বিরুদ্ধ পথে সঞ্চরণ করে, তখনই তাহাদিগকে কুপথগামী বলা যায়। যদি কোন বণিক্ ক্রেতার নিকট মিথ্যা কহিয়া আপনার পণ্য বস্তুর দোষ গোপন

করে, এবং আরোপিত করিয়া তাহার গুণ ব্যাখ্যা করে, ও অন্যান্য বণিকের পণ্য দ্রব্যের নিন্দা করে, তবে এ কর্ম্মকে গর্হিত কর্ম্ম বলিতে হয়, কারণ এস্থলে সে ব্যক্তি ধনলুব্ধ হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির শাসন অবহেলন করিলেক। এরূপ ব্যবহারের ফলাফল বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হয়, যে, যদিও আপাততঃ ঐ দুরাশয় বণিকের ইষ্ট লাভ হইতে পারে, কিন্তু চরমে তাহার বিস্তর অনিষ্ট ঘটনা হয়, কারণ সে ব্যক্তি সকলের নিন্দনীয় ও অবিশ্বস্ত হয়, এবং আপনি ধর্ম্মোৎপাদ্য বিশুদ্ধ সুখে বঞ্চিত হয়। এইরূপ, এক-ধর্ম্মাসক্ত হইয়া অন্য ধর্ম্মের অতিক্রম করাও দোষ। রাজা যদি বিচার-স্থলে দয়াসক্ত হইয়া দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন, ও ধনাঢ্য ব্যক্তি অপাত্রে দান করিয়া আলস্য বা কুকর্ম্মে উৎসাহ প্রদান করেন, অথবা অপরিমিত ব্যয় করিয়া সর্ব্বস্ব নষ্ট করেন, এবং যদি কেহ সাতিশয় ভক্তিরস-পরায়ণ হইয়া ঈশ্বরের শ্রবণ মননেই সমস্ত কাল হরণ পূর্ব্বক আর আর কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে পরাঙ্মুখ থাকেন, তবে তাঁহাদের এ সমস্ত ব্যবহারকে কখনই সুব্যবহার বলা যায় না। এক বৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে গিয়া অন্য বৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করা কর্ত্তব্য নহে। পরমেশ্বর যখন আমাদিগকে অর্জনস্পৃহা দিয়াছেন, তখন উপার্জ্জন করা উচিত, যখন কাম রিপু দিয়াছেন, তখন জীব-প্রবাহ রক্ষা করা উচিত, যখন জি-

জীবিষা দিযাছেন, তখন জীবন রক্ষায় যত্ন করা উচিত, যখন বুভুক্ষা দিয়াছেন, তখন অন্ন পান দ্বারা দেহ রক্ষা করা উচিত; যখন উপচিকীর্ষা দিয়াছেন, তখন উপকাব করা উচিত; যখন ভক্তি দিয়াছেন, তখন ভক্তি কবা উচিত, কিন্তু এক বৃত্তিব প্রয়োজনানুরোধে অন্য বৃত্তিব অতিক্রম করা কখনই উচিত নহে। অতএব, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধাবণ বিষয়ে এই নিয়ম নিরূপিত হইল, যে, যে কার্য্য কোন বৃত্তিব বিরুদ্ধ নহে, সেই কার্য্য কর্ত্তব্য। যে স্থলে কোন কার্য্যে এক বৃত্তিব প্রবৃত্তি থাকে, আর অন্য কোন বৃত্তি তাহার প্রতিকূল হয়, সে স্থলে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অনুগামী হইয়া কর্ম্ম কবিবেক, কাবণ, আমাদিগের বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-প্রয়োজক বৃত্তি সমুদায়ই সর্ব্ব-প্রধান। কিন্তু সকলের মন সমান নহে, কাহাবও অধিক বুদ্ধি, কাহারও অল্প বুদ্ধি, কাহারও অধিক দয়া, কাহাবও অল্প দয়া, কাহারও এক রিপু প্রবল, কাহারও অন্য রিপু প্রবল। অতএব, যদি মনোবৃত্তি সমুদায় স্বভাবতঃ তেজস্বিনী ও পবস্পব সমঞ্জসীভূত থাকে, এবং বিবিধ প্রকাব ভৌতিক ও মানসিক বিদ্যানুশীলন দ্বারা উত্তমরূপ মার্জিত হয়, তবে তৎসম্মত কার্য্যই সৎকার্য্য। যে স্থলে আমাদিগেব নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সহিত কোন ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বা বুদ্ধিবৃত্তির বিবোধ জন্মে, সে স্থলে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তিব প্রাধান্য স্বীকাব কবিয়া

তদনুযায়ী ব্যবহার করিবে। যিনি এইরূপ অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সাধু।

আমাদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে হইলে, মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের গুণাগুণ ও কার্য্যাকার্য্য বিচার করা আবশ্যক। অগ্রে কামাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, এবং তৎপরে ভক্তি উপচিকীর্ষাদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিষয় আলোচনা করা যাইবেক। আমাদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এ উভয়ের পরস্পর বিশেষ বিভিন্নতা এই, যে, কেবল আত্ম রক্ষা ও পরিবারাদি প্রতিপালনই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির মুখ্য বিষয়, আর পরমারাধ্য পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক সাধারণের হিত চেষ্টা করা সমুদায় ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রয়োজন। তদ্বিশেষ পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে। জগদীশ্বর আমাদিগকে নানা বিষয়ের ভার দিয়াছেন, ও নানা প্রকার সুখ ভোগের অধিকারী করিয়াছেন,এবং তদুপযোগী পৃথক্ পৃথক্ মানসিক বৃত্তি প্রদান করিয়া অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে তাহার বিবরণ করিয়া তাঁহার অপার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছি।

জিজীবিষা ও বুভুক্ষা।—পরমেশ্বর আমাদিগকে স্ব স্ব জীবন রক্ষার্থে যত্নশীল করিবার নিমিত্ত জিজীবিষা দিয়াছেন, এবং জীবন রক্ষণার্থে অন্ন গ্রহণ করা আবশ্যক, এ প্রযুক্ত বুভুক্ষার সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদিগের এই উভয় বৃত্তিই আত্ম সম্বন্ধীয়।

কাম, অপত্যস্নেহ, ও আসঙ্গলিপ্সা এ তিনও আত্ম বিষয়ক। পরমেশ্বর জীব-প্রবাহ রক্ষার্থে স্ত্রী পুরুষ দ্বিপ্রকার জাতি সৃষ্টি করিয়া তদুপযোগী কাম রিপু সৃজন করিয়াছেন; পুত্র দিয়া তদুপযোগী অপত্যস্নেহ দিয়াছেন, এবং মিত্র মণ্ডলীর মিত্রতা সম্পাদনার্থে আসঙ্গলিপ্সা প্রদান করিয়াছেন। কামের বিষয় স্ত্রী বা স্বামী, স্নেহের বিষয় সন্তান, ও আসঙ্গলিপ্সার বিষয় মিত্র। এই সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত হইলেই তাহারা চরিতার্থ হয়, কিন্তু ঐ স্ত্রী বা স্বামী প্রভৃতির শুভ কামনা করা কামাদির ধর্ম্ম নহে। যে ব্যক্তি কেবল কাম রিপুর বশীভূত হইয়া স্ত্রী বা স্বামীর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে, সে ব্যক্তি নিতান্ত ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ও অনুরাগ-শূন্য; প্রীতি-ভাজনের হিতানুষ্ঠান বিষয়ে তাহার কখনই যত্ন হয় না। কিন্তু যে প্রেমানুরাগী ব্যক্তি বুদ্ধিবৃত্তি, উপচিকীর্ষা, ন্যায়পরতা ইত্যাদি প্রধান বৃত্তি সমুদায়ের বশবর্ত্তী হইয়া চলে, সে ব্যক্তি নিঃস্বার্থ হইয়া আপন প্রেমাস্পদের মঙ্গল চেষ্টা করে, এবং তৎফল স্বরূপ অপূর্ব্ব সুখ সম্ভোগ করে। যদি দেশ বিশেষের কোন ইন্দ্রিয়-সুখাসক্ত ব্যক্তি কোন অধর্ম্মশীলা পূর্ণ-যৌবনা রমণীর অসামান্য রূপ লাবণ্য সন্দর্শনে বিমোহিত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করে, তবে উত্তরকালে সে ব্যক্তিকে অবশ্যই অনুতাপে তাপিত হইতে হয়। কারণ যদিও তাহার রূপ লাবণ্য মনোহর বটে, কিন্তু দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করা

আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুমত নহে। অপত্যস্নেহ বশতঃ সন্তানে অনুরাগ জন্মে, কিন্তু সন্তানের শুভানুধ্যায়ী হওয়া অপত্যস্নেহের কার্য্য নহে, সে কেবল উপচিকীর্ষারই কর্ত্তব্য। পিতা মাতার স্নেহ যদি বুদ্ধিবৃত্তি ও উপচিকীর্ষার আয়ত্ত না থাকে, তবে ভূরি ভূরি স্থলে তাঁহারা আপনারই স্বীয় সন্তানের অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া থাকেন। কত শত বালকের পিতা মাতা সাতিশয় পুত্রানুরাগ বশতঃ বিদ্যাভ্যাস শ্রম-সাধ্য বলিয়া আপন পুত্রকে তাহা হইতে পরাঙমুখ রাখেন। অনেকে পুত্রকে পাপাসক্ত দেখিয়াও তাহার কুপ্রবৃত্তি নিবারণ করেন না, ও পুত্রের সহিত বিচ্ছেদ হওয়া দুঃসহ যাতনার বিষয় ভাবিয়া তাহাকে দৃষ্টি-বহির্ভূত করিতে চাহেন না, এবং অত্যাবশ্যক কার্য্যেও দূরদেশ গমনের অনুমতি প্রদান করেন না। প্রগাঢ় অপত্যস্নেহ তাহাদিগের অন্তঃকরণ আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। এইরূপ আসঙ্গলিপ্সা গুণ দ্বারা মিত্র লাভের ইচ্ছা হয়। কিন্তু মিত্রের ইষ্ট চিন্তা করা আসঙ্গলিপ্সার কার্য্য নহে। যে ব্যক্তির আসঙ্গলিপ্সা ও উপচিকীর্ষা উভয় বৃত্তি উত্তম আছে, সেই ব্যক্তিই মিত্রের শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া মিত্রের দুঃখে দুঃখী ও মিত্রের সুখে সুখী হয়, নতুবা কেবল আসঙ্গলিপ্সা মাত্র থাকিলে যেমন এক মেষ অন্য মেষের সংসর্গে থাকিতে ভালবাসে, সেইরূপ এক মনুষ্য অন্য মনুষ্যের সংসর্গ করিতে পারিলেই চরিতার্থ

হয়। যদি দুই ধনাঢ্য মিত্রের আসঙ্গলিপ্সা আত্মাদর এবং লোকানুরাগপ্রিয়তা এই তিন বৃত্তি প্রবল থাকে, আর তাদৃশ উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা না থাকে, তবে যাবৎ তাঁহাদের উভয়ের অবস্থার ন্যূনাধিক্য না হয়, তাবৎ তাঁহাদিগের মিত্রতা থাকিতে পারে, কারণ ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত সৌহার্দ্দ থাকাতে, উভয়েরই আত্মাভিমান রক্ষা পায়, ও লোকানুবাগপ্রিয়তা বৃত্তিও চরিতার্থ হয। কিন্তু তন্মধ্যে যদি এক জন দৈবাৎ সম্ভ্রম-চ্যুত ও দারিদ্র্যদশা প্রাপ্ত হন, তবে তাঁহার সহিত মিত্রতা রাখিলে মানহানি হইবে এবং হীনেব সহিত মিত্রতা রাখিলে লোকে হীন বোধ করিবে, এই বিবেচনায় অপব ব্যক্তির আত্মাদর ও লোকানুবাগপ্রিয়তা বৃত্তি চরিতার্থ হয় না। সুতরাং এমত স্থলে অবিলম্বেই সুহৃচ্ছেদ হইয়া উঠে, এবং ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তি আপনাব পূর্ব্ব মিত্র পরিত্যাগ পুরঃসব অপর কোন আত্মসদৃশ ব্যক্তিকে মিত্র রূপে ববণ করিতে প্রবৃত্ত হন। সংসাবে সর্ব্বদাই এপ্রকার ঘটনা ঘটিয়া থাকে, এই নিমিত্ত সর্ব্ব দেশে এই প্রাচীন নীতি প্রচলিত আছে, যে, বিপৎকালেই সুহৃচ্ছেদ হয়। যেমন বসন্ত কালের নব-পল্লবশোভিত কুসুমিত তরু-শাখা সকল গ্রীষ্ম ঋতুর প্রবল বায়ুবেগে ছিন্ন হয়, সেইরূপ সৌভাগ্য কালের মিত্রতা দুর্ভাগ্যকালে লয় প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ, এরূপ মিত্রতার মূলেই দোষ থাকে, কারণ স্বার্থপরতাই যে মিত্রতার মূলীভূত,

স্বার্থ-হানি হইলেই স্বভাবতঃ তাহার ভেদ হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি; যদি আসঙ্গলিপ্সা রূপ বীজ, ধর্ম্ম রূপ বারি সেচন দ্বারা অঙ্কুরিত হইয়া মিত্রতা রূপ মনোহর তরু উৎপাদন করে, তবেই তাহা সুখ স্বরূপ কুসুম-সৌরভে পরিপূর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিতে থাকে। এইরূপ মিত্রতাই যথার্থ মিত্রতা।

প্রতিবিধিৎসা ও জিঘাংসা।—সংসারে বিস্তর আপদ্ বিপদ্ আছে, ও সকল বিষয়েরই নানা প্রকার প্রতিবন্ধক ঘটিয়া থাকে, তন্নিবারণার্থে পরমেশ্বর আমাদিগকে প্রতিবিধিৎসা, অর্থাৎ প্রতিবিধানের ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন। আততায়ী নিবারণে অপরাঙ্‌মুখ হওয়া, বিপদুদ্ধারার্থে অপ্রতিহত চিত্তে যত্ন করা, এবং আর আর অভীষ্ট সাধনের প্রতিবন্ধক মোচনার্থে সাহস ও উৎসাহ প্রকাশ করা, এ সমুদায়ই প্রতিবিধিৎসার কার্য্য। আমাদিগের এরূপ কোন মনোবৃত্তি না থাকিলে, এ দুঃখময় সংসারে বাস করা অসাধ্য হইত। জিঘাংসা বৃত্তিও এ পৃথিবীতে নিতান্ত আবশ্যক। জিঘাংসাতেই ক্রোধের উদ্রেক হয়, এবং ক্রোধ দ্বারা পশুর আক্রমণ ও মনুষ্যের অত্যাচার নিবারিত হয়। অতএব, যে পৃথিবীতে দুঃখ ও বিপদ আছে, যে পৃথিবীতে লোকে পরানিষ্ট চেষ্টা করে, যে পৃথিবীতে এক জীবের আহারার্থে অন্য জীবের প্রাণ নষ্ট হয়, ও যে পৃথিবীর বহুতর শোভা ও সুখ কেবল জন্ম

মৃত্যুর উপর নির্ভর করে, জিঘাংসা ও প্রতিবিধিৎসা এ দুই মনোবৃত্তি সে পৃথিবীর সম্যক্ উপযুক্ত। যদিও পরের দুঃখ মোচন ও বিপদ্ উদ্ধারার্থে এই উভয় বৃত্তিকে নিয়োজন করা যাইতে পারে, কিন্তু পরের হিতাভিলাষ করা তাহাদের কার্য্য নহে, সে কেবল উপচিকীর্ষারই কার্য্য।

নির্ম্মিৎসা।—আমাদিগের দেহ রক্ষণ ও লোকযাত্রা নির্ব্বাহার্থে গৃহ, বস্ত্র, অস্ত্রাদি বিবিধ দ্রব্যের প্রয়োজন আছে, কিন্তু সংসারে ইহার কিছুই, অযত্ন-সম্ভূত বৃক্ষ গিরি-গুহা বা গাত্র-লোমের ন্যায়, আপনা হইতে উৎপন্ন হয় না। অতএব যাহাতে ঐ সকল সামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে, জগদীশ্বর তদুপযুক্ত অশেষ প্রকার বস্তু সৃজন করিয়া, সর্ব্বত্র বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, এবং তদ্বিষয়ে আমাদিগকে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত নির্ম্মিৎসা অর্থাৎ নির্ম্মাণের ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন। যখন বাহিরে মৃৎ প্রস্তরাদি অসংখ্য দ্রব্য চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে, এবং অন্তঃকরণে ইচ্ছা ও বুদ্ধি আছে, তখন মনোহর অট্টালিকা, মহোচ্চ জয়স্তম্ভ, এবং সুকৌশল-সম্পন্ন প্রবল বেগবান্ বাষ্পীয় পোত কেন না প্রস্তুত হইবে? এ স্থলে বাহ্য বস্তুর সহিত মনের কি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ প্রতীত হইতেছে।

জগোপিষা।—অন্তঃকরণে মুহুর্ম্মুহুঃ কত কত ভাবের উদয় হইতেছে, ও মনে মনে কত শত বিষয়ের মন্ত্রণা করিতে হইতেছে, তাহা বচনাতীত। তাহা কার্য্য কালেই

প্রকাশ করা উচিত নতুবা অসময়ে ব্যক্ত করিলে, আপনার ও পরের কার্য্য হানি ও অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা। অতএব, জগদীশ্বর আমাদিগকে জুগোপিষা বৃত্তি অর্থাৎ গোপন করিবার ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন'।

বিবৎসা।—পুনঃ পুনঃ বাস পরিবর্ত্তন করিলে, গার্হস্থ্য কর্ম্মের সুরীতি, রাজশাসনের সুশৃঙ্খলা, আচার ব্যবহারের সুনিয়ম, বিদ্যা বৃদ্ধি, ও সভ্যতার উন্নতি এ সমুদায়ের কিছুই হয় না। অতএব, পরমেশ্বর আমাদিগকে বিবৎসা বৃত্তি অর্থাৎ এক স্থানে স্থিতি করিবার ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন। জন্ম-ভূমি যে পরম রমণীয় বোধ হয়, তাহার কারণ এই। এই সমুদায় সূক্ষ্ম বৃত্তিতেও পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কি পরমাশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ পাইতেছে।

আত্মাদর। পরমেশ্বর আমাদিগকে স্বকীয় জীবন রক্ষায় যত্নবান্ করিবার নিমিত্ত যেরূপ জিজীবিষা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, সেইরূপ আমাদিগের আত্ম বিষয়ে যত্ন, আত্ম গৌরব বোধ, ও স্বাধীনতার অনুরাগ ইত্যাদি নানা বিষয় সম্পাদনার্থে আত্মাদর নামক বৃত্তি সৃষ্টি করিয়াছেন। নির্ম্মিৎসা, জুগোপিষা বিবৎসা ও আত্মাদর এ চারি বৃত্তি যে পরের হিত চেষ্টায় চেষ্টিত নহে, তাহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে।

অর্জনস্পৃহা।—এই বৃত্তি থাকাতে ধনাধিকারে অভিলাষ, সঞ্চয়ে সুখ বোধ, ও সঞ্চিত বিষয় ক্ষয়ে দুঃখোৎ-

পত্তি হয়। জগদীশ্বর সংসারে বিবিধ প্রকার ভোজ্য ভোগ্য সামগ্রী সর্ব্বত্র বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, এবং আমাদিগকে তৎসমুদায় সংগ্রহ করণে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত, এই প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। আমাদিগের অন্যান্য প্রবৃত্তির ন্যায় অর্জনস্পৃহাও বহুপকারিণী, উপার্জ্জনশীল না হইলে দানশীলও হওয়া যায় না। কিন্তু স্বতঃপরোপকার করা এপ্রবৃত্তির ধর্ম্ম নহে। যে সকল বাণিজ্য-ব্যবসায়ী লোক উপার্জ্জন-বাসনা-পরবশ হইয়া পরস্পর প্রণয় প্রদর্শন করে, তাহাদের একের কুটিল ব্যবহারে অন্যের উপার্জ্জনের ব্যতিক্রম ঘটিলেই তৎক্ষণাৎ বিচ্ছেদের সঞ্চার হয়, এবং প্রণয়ামৃত-সঞ্চারের পরিবর্ত্তে অবিলম্বে শাত্রবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তাহাদিগের মিত্রতা-মালা অর্জনস্পৃহা রূপ সূত্র দ্বারা গ্রথিত থাকে, যখন সেই সূত্র ছেদ হয়, তখন আর কি প্রকারে তাহাদিগের সৌহার্দ্দ রক্ষা পাইতে পারে? তাহারা অর্থলিপ্সু হইয়া মিত্রতা করে, সুতরাং তাহার অন্যথা হইলেই প্রণয় ভঙ্গ হয়। সংসারে এপ্রকার ঘটনা অহরহ ঘটিতেছে। তাহারা যদি পক্ষপাত পরিত্যাগ পুরঃসর আপনাদিগের মনোগত ভাব আলোচনা করিয়া দেখে, তবে ইহা অবশ্য জানিতে পারে, যে ধনাকাঙ্ক্ষাই তাহাদিগের মিলন হইবার মূলীভূত কারণ, সুতরাং সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার প্রতিবন্ধকতা ঘটিলে যে বিচ্ছেদ হয়, ইহা কোনরূপেই অসঙ্গত নহে। যাহারা কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি

চরিতার্থ করিয়া সুখ লাভের বাসনা করে, তাহাদিগের কর্ম্ম-বৃক্ষে এই প্রকার ফল সর্ব্বদাই ফলে।

লোকানুরাগপ্রিয়তা।—আমাদিগের লোকানুরাগপ্রিয়তা অর্থাৎ লোকের নিকট অনুরাগপ্রাপ্তির অভিলাষ আছে, এবং লোকেও প্রশংসা দ্বারা সে অভিলাষ পূর্ণ করে। জগদীশ্বর আমাদের অন্তঃকরণের সহিত লোকের এই শুভকর সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া আমাদিগের যশস্কর কার্য্যে উৎসাহ বৃদ্ধির সুন্দর উপায় করিয়া দিয়াছেন। এই যশোবাসনা বশে ভূপতিগণ যত্ন পূর্ব্বক প্রজা-পালন করেন, গ্রন্থকর্ত্তারা কত কত সদুপদেশ-জনক পরম-হিত-কর গ্রন্থ রচনা করেন, ও অন্যান্য কত ব্যক্তি অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও লোকের কল্যাণকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। যদিও যশস্কর কার্য্য দ্বারা লোকের মঙ্গলোন্নতি হওয়া সম্যক্ সম্ভাবিত বটে, কিন্তু মঙ্গল কামনা করা এ প্রবৃত্তির কার্য্য নহে। লোকের নিকট সুখ্যাতি ও সমাদর লাভই এ বৃত্তির এক মাত্র বিষয়। যখন আমরা যশোভিলাষ-পরবশ হইয়া কাহারও হিতানুষ্ঠানে অনুরাগী হই, তখন লোকের নিকট সুখ্যাতি-বাদ শ্রবণ পূর্ব্বক আত্ম সন্তোষ লাভই আমাদিগের মনোগত থাকে। বরঞ্চ যদি কাহারও হিত করিতে গেলে তাহার অনুরাগ হ্রাস হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে যশোলোভী ব্যক্তি তাহা হইতে বিরত হন। যদি আমাদিগের কোন আত্মীয় ব্যক্তি কোন দূষ্য কর্ম্ম

করে, তবে তাহার দোষ সপ্রমাণ করিয়া তাহার দুষ্প্রবৃত্তি দমনের চেষ্টা পাওয়া উচিত। কিন্তু যদি আমাদিগেব লোকানুরাগপ্রিয়তা অত্যন্ত বলবতী হয়, এবং উপচিকীর্ষাদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি তাহার নিকট পরাভূত থাকে, তবে, কি জানি, সে ব্যক্তি আমাদিগের প্রতি রুষ্ট হইয়া ক্রোধ প্রকাশ করে, এই আশঙ্কায় আমবা তাহাব দোষ পবিহার বিষয়ে চেষ্টা পাই না, বরং তাহার সন্তোষার্থে গুরু দোষকে লঘু কবিয়া বর্ণনা কবি। যশোলোভীব কার্য্য যে সাত্বিক নহে, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। তিনি যদি কোন পুণ্যজনক কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, আর লোকে জানিতে পাবে, কেবল যশোলোভে সেই কর্ম্ম করিতেছেন, তাহা হইলে, তাহারা তাঁহার প্রতিষ্ঠা কবে না। তাহারা কহে, অমুক সাত্বিক ভাবে এ কর্ম্ম করে নাই, এবং তজ্জন্য তাহার সম্যক্ ফলভোগও হইবে না। পবম কারুণিক পবমেশ্ববেব কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! মনুষ্য খ্যাতি-লাভ রূপ স্বার্থ সাধনে তৎপব হইয়া কার্য্য কবে, অথচ তদ্দ্বাবা পৃথিবীব অশেষ উপকার হয়। এমত পরম সুন্দর কৌশল আব কাহা কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হইতে পারে।

সাবধানতা।—আমাদিগের সাবধানতা বৃত্তি এই রোগ-শোক-দুঃখময়ী পৃথিবীর সম্যক্ উপযুক্ত। মানব-দেহ অগ্নিতে দগ্ধ হইতে পারে, জলে মগ্ন হইতে পারে, প্রহারে ভগ্ন হইতে পারে, অত্যন্ত হিম ও প্রচণ্ড রৌদ্রে রুগ্ন

হইতে পারে, ইত্যাদি বিবিধ প্রকারে আহত ও নষ্ট হ-ইতে পারে, অতএব জগদীশ্বর আমাদিগকে সাবধানতা গুণ প্রদান করিয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা তাঁহার এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, যে সদা সাবধান থাক'। এই বৃত্তি থাকা-তে, আমরা ভাবী বিপৎপাত নিবারণ করিতে যত্নবান্ হই, এবং তৎসাধনার্থ অন্যান্য অনেক বৃত্তিকে নিযোজন করি। যে ব্যক্তির সম্যক্ সাবধানতা না থাকে, তাহার পদে পদে ভ্রম ও পুনঃ পুনঃ বিপদ্ ঘটনা হয়। সাবধানতা মনুষ্যের স্বাভাবিক গুণ, সুতরাং আদিম মনুষ্যদিগেরও এ গুণ ছিল তাহার সংশয় নাই। অতএব, এক্ষণকার ন্যায় তৎকা-লের লোকেরও নানা প্রকার বিপদ্ ঘটনার সম্ভাবনা ছিল, নতুবা তাঁহাদের সাবধানতা গুণ থাকিবার নিতান্ত বৈযর্থ্য হয়, এবং মানসিক প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর পরস্পর উপযো-গিতাও থাকে না। অতএব, বসুমতী এক্ষণকার ন্যায় তখনও দুঃখশালিনী ছিলেন। সর্ব্ব জাতীয় লোকেরা ক'হি-য়া থাকেন, আদৌ ভূমণ্ডল নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-ধাম ছিল, পৃথিবীতে দুঃখের লেশও ছিল না, এবং তখন রোগ, শোক, জরা, মৃত্যুর সঞ্চারও হয় নাই। এ সকল ভাব মনে করিলে পরম সুখোদয় হয় বটে, কিন্তু বিচারে তাহা রক্ষা পায় না। যখন জিঘাংসা, প্রতিবিধিৎসা, সাবধানতা এ সমুদায় মনুষ্যের স্বাভাবিক বৃত্তি, অর্থাৎ আদ্য-কালীন মনুষ্যদিগেরও যখন এ সমস্ত গুণ ছিল, তখন ইহা অবশ্য

স্বীকার করিতে হইবে, যে তৎকালেও পশ্বাদি হনন ও আততায়ী নিবারণ করিবার, এবং বিপৎপাত ভয়ে সাবধান হইবার প্রয়োজন ছিল। সাবধানতা বৃত্তিও যে মনুষ্যের আত্মসম্বন্ধিনী, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে।

মানব জাতির যে সমস্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আছে, তাহার অধিকাংশের বিবরণ করা গেল। যাবৎ এই সমুদায় বৃত্তি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির আয়ত্ত না হয়, তাবৎ আত্ম রক্ষা ও আত্ম সন্তোষই মনুষ্যের সমুদয় কার্য্যের প্রয়োজন বলিয়া বোধ থাকে। আমরা এই সমস্ত বৃত্তি দ্বারা আত্ম রক্ষা ও আত্ম-হিত সাধন করিব, জগদীশ্বর এই অভিপ্রায়ে ইহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহারা প্রত্যেকে যদি অন্য অন্য বৃত্তির বিরুদ্ধকারী না হইয়া স্ব স্ব ব্যাপারে নিযুক্ত থাকে, তবে তদ্দ্বারা অমঙ্গল ঘটনা না হইয়া পরম মঙ্গল স্বরূপের মঙ্গলাভিপ্রায়ই সিদ্ধি হয়। কিন্তু যদি ইহার কোন বৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে পরাভব করিয়া স্বপ্রধান হইয়া উঠে, এবং আমাদিগের তাবৎ কর্ম্মের প্রবর্ত্তক স্বরূপ হয়, তবে তদ্দ্বারা বিস্তর অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। এদেশীয় লোকের চরিত্র বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এ বিষয়ের ভূরি ভূরি উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। লোকযাত্রা নির্ব্বাহার্থে অর্থ উপার্জ্জন করা আবশ্যক, এপ্রযুক্ত পরমেশ্বর আমাদিগকে উপার্জ্জনের প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু লোকে বুদ্ধির মন্ত্রণা ও ধর্ম্মের শাসন পরিত্যাগ

পুরঃসর ধন-লুব্ধ হইয়া অর্থাপহরণ ও উৎকোচ গ্রহণে অনুরক্ত হয়। পরমেশ্বর জীব-প্রবাহ রক্ষার্থে কাম রিপুর সৃজন করিয়াছেন, লোকে তাঁহার এই তাৎপর্য্য অবহেলন পূর্ব্বক তদ্বিষয়ে যথেষ্টাচারী হইয়া পাপ-পঙ্কে মগ্ন হয়। আমাদিগের আত্ম মর্যাদা বোধ, আত্ম বিষয়ে যত্ন, ও স্বাধীনতাতে অনুরাগ সঞ্চার ইত্যাদি বিষয় সাধনার্থ পরমেশ্বর আমাদিগকে আত্মাদর প্রদান করিয়াছেন; এক্ষণকার বিদ্যাভিমানী যুবক-সম্প্রদায় এই প্রবৃত্তিকে বুদ্ধি ও ধর্ম্মের আয়ত্ত না করিয়া, বিদ্যা-মদে গর্ব্বিত হইয়া, প্রাচীন লোকদিগকে অনাদর ও অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। শরীর পোষণার্থে ভোজন-শক্তি ও পান-শক্তি প্রদান করিয়াছেন, অনেকে অপরিমিত ভোজন ও কেহ কেহ মদিরা পান দ্বারা শারীরিক ও মানসিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ভগ্ন-কায়, নির্বীর্য্য, ও হত-জ্ঞান হয়, এবং পাপাসক্ত হইয়া নানাবিধ দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করে, ও অকাল বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইয়া কাল-গ্রাসে পতিত হয়। অতএব, আপন প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া, অর্থাৎ পরমেশ্বরের নিয়ম সমুদায় অবগত হইয়া, তদনুযায়ী ব্যবহার না করিলে, কখনই সুখ-লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই।

এক্ষণে আমাদের উৎকৃষ্ট বৃত্তি সমুদায়ের বিবরণ করা যাইতেছে।

উপচিকীর্ষা।— আমাদিগের যেমন উপচিকীর্ষা অর্থাৎ

জীবের উপকার করিবার বাসনা আছে, সেই রূপ উপকারের সমূহ পাত্রও সর্ব্ব স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পরম পবিত্র প্রবৃত্তি কোন অংশে স্বার্থপ্রবৃত্ত না হইয়া কেবল পরের শুভানুধ্যানেই রত থাকে। অন্যকে সুখ বিতরণ করা, তাপিত হৃদয়ে করুণামৃত বর্ষণ করা, ও সুখার্দ্র চিত্তেরও আনন্দ-প্রবাহ প্রবল করা, এই প্রবৃত্তির কার্য্য। এই মনোবৃত্তি যাহার শুভ সাধনার্থ সঞ্চরণ করে, তাহার সুখারবিন্দ যৎপরিমাণে প্রস্ফুটিত হয়, হিতৈষী ব্যক্তির অন্তঃকরণও তত প্রফুল্ল হইতে থাকে। জনসমাজে সুখ বিস্তার করিতে পারিলেই তাঁহার পরম আহ্লাদ হয়, এবং তৎকার্য্য সম্পাদনার্থে তাঁহার পদদ্বয় দ্রুত গমন করে, ও হস্তদ্বয় সতত প্রসারিত থাকে। তাঁহার নিরালস্য চিত্ত পরের হিত-চিন্তাতেই সুখী থাকে এবং তাঁহার রসনা পরের মঙ্গল কীর্ত্তনেই পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হয়। আর যখন তাঁহার কোন কুশলাভিপ্রায় সম্পন্ন হয়, তাঁহার তৎকালের অবস্থার কথা কি কহিব? তিনি সে সময়ে সুখার্ণবে মগ্ন হন। যিনি আমাদের এমত উৎকৃষ্ট স্বভাব করিয়াছেন, যে, পরের মঙ্গল করিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার মঙ্গল হইতে থাকে। তাঁহার অপার মহিমা ও অনির্ব্বচনীয় মঙ্গল স্বরূপ আলোচনা করিলে, অন্তঃকরণ প্রেমামৃতরসে একবারে আর্দ্র হইয়া যায়।

ভক্তি।—পরমেশ্বর অনেকানেক গুরুলোক ও অন্যান্য

মহৎ মহৎ ব্যক্তির সহিত আমাদিগের গুরুতর সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের তদুচিত ব্যবহার সম্পাদনার্থে আমাদিগকে ভক্তি রূপ পরম পবিত্র প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। মহৎ ও উৎকৃষ্ট গুণ মনে হইলেই ভক্তির উদয় হয়। যাঁহাকে কখনও দেখি নাই, যাঁহার কথা কখনও শুনি নাই, যিনি সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মানব-লীলা সম্বরণ করিয়া লোকান্তর গমন করিয়াছেন, তাঁহারও অসাধারণ ক্ষমতা ও অতি প্রশংসনীয় গুণ শ্রবণ করিলে, অনিবার্য্য ভক্তি-রস প্রকটিত হইতে থাকে। ভক্তি প্রভাবে বোধ হয়, যেন তাঁহার পরমারাধ্য মূর্ত্তি সমক্ষে বিদ্যমান দেখিতেছি। কিন্তু পরমেশ্বর যেমন ভক্তির বিষয়, এমন আর দ্বিতীয় নাই। এমন পরমোৎকৃষ্ট অনির্ব্বচনীয় গুণ—এমত মহত্ব ভাব—এমত বিশুদ্ধ স্বরূপ আর কাহার আছে? যিনি এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতের সৃজনকর্ত্তা, এই অপরিসীম বিশ্ব-কার্য্যে যাঁহার অচিন্ত্য জ্ঞান, মহীয়সী শক্তি ও পরম কল্যাণকর স্বরূপ দেদীপ্যমান রহিয়াছে, সংসারের প্রত্যেক নিয়ম পর্য্যালোচনায় যাঁহার অপরিবর্ত্তনীয় শান্ত স্বভাব সম্যক্ প্রতীত হইতেছে, তাঁহার ন্যায় প্রেমের আস্পদ ও ভক্তির ভাজন আর কোথায় পাইব? ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়, যে, সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বকালেই তাঁহার অপার মহিমার সমূহ নিদর্শন দৃষ্ট হইয়া থাকে। পরমেশ্বর-পরায়ণ ভক্তিমান্ ব্যক্তি

সকল স্থানেই তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রেমে মগ্ন হন। যখন বিজন কানন বা তরু-শূন্য মরুদেশ, গভীর সিন্ধু-গর্ভ বা জনাকীর্ণ রাজধানী, প্রখর-রশ্মি-প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন সময় বা ঘোর দ্বিপ্রহরা তামসী বিভাবরী, সুশীতল-সমীরবহ প্রভাত সময় বা বিহঙ্গ-কোলাহল-কলিত শ্রান্তি-হর সায়ংকাল, এবং সুললিত তরুণ যৌবন বা পরিপক্ব প্রবীণ কাল, সর্ব্বস্থানে সর্ব্ব কালে ও সর্ব্বাবস্থায়, পরাৎপর পরমেশ্বরের অপার মহিমার অশেষ নিদর্শন দর্শন করিয়া, তাঁহার চিত্ত ভক্তিভাবে দ্রবীভূত হইয়া যায়।

আশা।—আশা বৃত্তি কেবল ভবিষ্যৎ সুখান্বেষণে সতত তৎপর। যে পৃথিবীতে কাল বিলম্বে মনোরথ পূর্ণ হয়; যে পৃথিবীতে উপার্জন করিয়া উদরান্ন আহরণ করিতে হয়, যে পৃথিবীতে ভবিষ্যৎ সুখ-লাভের প্রতীক্ষায় বর্ত্তমান দুঃখানুভবের হ্রাস করিতে হয়, এই আশা-বৃত্তি সে পৃথিবীর সম্যক্ উপযুক্ত। যখন হৃদয়াকাশ, বিষম বিপত্তি রূপ মেঘ দ্বারা ঘোরতর আচ্ছন্ন হয়, তখন কেবল প্রবল আশা-বায়ু প্রবাহিত হইয়া তাহাকে পরিষ্কৃত করিতে থাকে। যখন আশার সহিত কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সংযোগ হয়, তখন অন্তঃকরণ স্বার্থ-পরায়ণ হইয়া আত্ম-সুখ সাধনেই ব্যগ্র থাকে। আর যখন কোন ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সহযোগ হয়, তখন ইচ্ছা হয়, বিশ্ব-সংসার আনন্দে পরিপূর্ণ হউক। ইহলোকে পরমেশ্বরের জ্ঞান, শক্তি, মঙ্গল স্বরূপ

ও অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া, তাঁহার নিয়মানুসারে যথোপযুক্ত উপায় অনুষ্ঠান করিলেই ইষ্ট-লাভ হয় এইরূপ বিশ্বাস রাখিয়া, আশাবৃত্তি চালিত ও চরিতার্থ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কেবল ইহকাল ও এই ভূমণ্ডল মাত্র আশার বিষয় নহে। জিজীবিষা বৃত্তির সহিত তাহার সংযোগ হইলে, শত বর্ষ আয়ুর্ভোগ করিয়াও তৃপ্তি হয় না। তখন এই শত বৎসরকে অতি অল্প কাল বোধ হয়, এবং এ জীবন অতি অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান হয়। তখন মনে হয়, অনন্ত কালই আমার পরমায়ু, এবং অখিল সংসারই আমার নিত্যধাম। আমি এই জঘন্য দেহ-পঞ্জর হইতে উড্ডীয়মান হইব, লোক লোকান্তর গমন করিব, সর্ব্বত্র বিচরণ করিব, জ্ঞান-তৃষ্ণা শান্তি করিব, এবং পূর্ণকাম হইয়া অপর্য্যাপ্ত সুখ সম্ভোগ করিব। যদি কোন ভয়ঙ্কর কাল উপস্থিত হইয়া ভূমণ্ডল বিনাশ পায়, চন্দ্র সূর্য্য একেবারে অন্তর্হিত হয়, এবং ঐ সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ নক্ষত্র স্ব স্ব স্থান হইতে চ্যুত হইয়া দিগ্বিদিক্ ঘূর্ণায়মান হইয়া ভগ্ন ও চূর্ণ হয়,—এই জাজ্বল্যমান জগৎ যদি অসৎ হইয়া যায়, তথাপি আমি বর্ত্তমান থাকিব। আশা বৃত্তি মর্ত্ত্য লোকের বিষয়োপভোগে পরিতৃপ্ত না হইয়া অলৌকিক সুখাশয়ে এইরূপ সঞ্চরণ করিতে থাকে। তাহাকে সম্পূর্ণ চরিতার্থ করিতে পারে এমত পদার্থ ব্রহ্মাণ্ডে নাই।

শোভানুভাবকতা।—পরমেশ্বর আমাদিগকে শোভা-প্রিয়

করিয়া তদুপযোগী অশেষ প্রকার রমণীয় পদার্থ দ্বারা সমস্ত সংসার বিভূষিত করিয়া রাখিয়াছেন ; তৎসমুদায়ের দর্শন, শ্রবণ ও মননে অন্তঃকরণ পরম পুলকিত হয়। সুন্দর চিত্র, সুশোভন পাষাণময় মূর্ত্তি, মনোহর অট্টালিকা, ও সুদৃশ্য ভূমিখণ্ড সন্দর্শন করিলে যে অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয়, এবং কাহারও মনোমন্দির জ্ঞান ও ধর্ম্মে সুশোভিত দেখিলে যে প্রীতি সঞ্চার হয়, তাহার কারণ এই। নিজেরই হউক বা অন্যেরই হউক, সুন্দর বস্তু প্রত্যক্ষ করিলেই সুখোদয় হয়। অতএব, সমস্ত বিশ্বই এই শুভকরী বৃত্তির উপভোগ্য, এবং যিনি আমাদের হৃদয়-রাজ্যে এমন সুখের আকর সৃজন করিয়াছেন, তিনিই ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিষয়।

আশ্চর্য্য।—এই বৃত্তির গুণে, অদ্ভুত, অসাধারণ ও অভিনব বস্তু প্রত্যক্ষ হইলে হর্ষোদয় হয়। যে পৃথিবীর সকল বস্তুই পুরাতন বেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিয়ত নবীন রূপ ধারণ করিতেছে, নাশ ও উৎপত্তি যে পৃথিবীর প্রকৃত ধর্ম্ম, এই বৃত্তি তাহার সম্যক্ উপযুক্ত। যখন আমাদিগের পরমেশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করিবার শক্তি আছে, ও তাঁহার আশ্চর্য্য কার্য্যের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া তাহার যথার্থ তত্ত্ব জানিবার ক্ষমতা আছে, তখন এই পরম সুখদায়িকা বৃত্তির উপভোগ্য বস্তুর আর অভাব কি? যত অনুসন্ধান করা যায়, ততই অভিনব ব্যাপার ও অদ্ভুত কৌশল প্রকাশ

পায়। পরমেশ্বর-প্রসাদে এই বৃত্তি সর্ব্বত্র অপর্য্যাপ্ত বিষয় প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা চরিতার্থ হইতেছে, ও ইহাকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত অপরাপর অনেক মনোবৃত্তিও স্ব স্ব বিষয়ে সঞ্চারিত হইয়া তৃপ্তি লাভ করিতেছে। স্বার্থ প্রাপ্তি এ প্রবৃত্তির মুখ্য প্রয়োজন না হইলেও, তদ্দ্বারা প্রচুর সুখের উদ্ভব হয়।

অধ্যবসায়।—সপ্রতিজ্ঞ হইয়া কর্ম্ম না করিলে, সংসারের কার্য্য সম্পন্ন করা সুকঠিন, এ নিমিত্ত পরমেশ্বর আমাদিগকে অধ্যবসায় বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। যে স্থানে অনেক বিষয়ে পরের উপর নির্ভর করিতে হয়, যে স্থানে অভীষ্ট সাধনের নানা প্রকার প্রতিবন্ধক ঘটে, এবং যেখানে কাল বিলম্ব ব্যতীত প্রায় কোন অভিলাষ পূর্ণ হয় না, অধ্যবসায় বৃত্তি সে স্থানের সম্যক্ উপযুক্ত তাহার সন্দেহ নাই।

অনুচিকীর্ষা।—যাহাদিগের সহিত আমাদিগকে সহবাস করিতে হয়, আমরা তাহাদিগের আচরণ দৃষ্টে আচার ব্যবহার শিক্ষা করিব এই অভিপ্রায়ে জগদীশ্বর আমাদিগকে অনুচিকীর্ষা বৃত্তি অর্থাৎ অনুকরণের ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন। সকল বিষয়ের অনুকরণ করা এ বৃত্তির কার্য্য। বাল্যাবস্থায় এই বৃত্তিই আমাদিগের প্রধান গুরু। তৎকালে আমরা চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তিদিগের যে প্রকার ব্যবহার দেখি, সেই প্রকার অভ্যাস করিতে থাকি।

এই বৃত্তি থাকাতে, এক প্রদেশস্থ সমস্ত লোক অনায়াসে একরূপ ব্যবহার করিতে সমর্থ হয়। পরমেশ্বর নানা প্রকার বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াও ক্ষান্ত হন নাই, তিনি আমাদের জ্ঞান-শিক্ষা ও কার্য্য-সাধন সুগম ও সুসাধ্য করিবার নিমিত্ত এই পরম শুভকরী বৃত্তি সৃষ্টি করিয়াছেন।

পরিহাসপ্রবৃত্তি।—করুণাময় পরমেশ্বর আমাদিগকে অন্য অন্য বিবিধ প্রকার সুখকরী বৃত্তি প্রদান করিয়াও তৃপ্ত হন নাই, তিনি আমাদিগের অন্তঃকরণ নিরন্তর প্রমোদিত ও আস্য-মণ্ডল সতত সহাস্য রাখিবার অভিপ্রায়ে পরিহাসপ্রবৃত্তির সৃজন করিয়াছেন। নিরবচ্ছিন্ন আমোদ উদ্ভাবনই এ প্রবৃত্তির প্রধান উদ্দেশ্য। অতএব, প্রণয়-পবিত্র মিত্র মণ্ডলী মধ্যে উপবেশন পুরঃসর পরিহাসপ্রবৃত্তি পরিচালন করিয়া দোষ-বর্জ্জিত আমোদ প্রমোদে কাল যাপন করা বিহিত ব্যতিরেকে কদাপি গর্হিত নহে। তাহাতে অন্তঃকরণ সুখী থাকে, পরিপাক-শক্তি প্রবল হয় এবং শরীর সুস্থ ও সচ্ছন্দ থাকে। পরিহাস সহকারে মিষ্ট বচনে লোকের দোষও সংশোধন করা যাইতে পারে, কিন্তু গরলবৎ ক্লেশকর পরিহাস দ্বারা কাহারও মনঃপীড়া উপস্থিত করা নিতান্ত দূষণীয় তাহার সন্দেহ নাই।

ন্যায়পরতা।—যখন মনুষ্যের কামাদি কতক গুলি প্রবৃত্তি কেবল স্বার্থ সাধনে তৎপর, এবং উপচিকীর্ষাদি অন্য কতক গুলি প্রবৃত্তি কেবল পরানুরক্ত, তখন এই

উভয় জাতীয় প্রবৃত্তি সমুদায়ের আতিশয্য নিবারণার্থে, ও তাহাদিগকে যথা নিয়মে চালনা করিবার নিমিত্তে, কোন স্বতন্ত্র শক্তি আবশ্যক, পরমেশ্বর এই ন্যায়পরতা বৃত্তিকে সেই শক্তি দিয়াছেন। এই শুভকরী বৃত্তি মার্জ্জিত বুদ্ধি সহকারে যাহাতে পরের অনিষ্ট ও অকারণে আত্ম সুখের হানি না হয়, এই রূপে সমুদায় প্রবৃত্তিকে স্ব স্ব বিষয়ে নিয়োজন করে। সকল ব্যক্তিকে আত্মবৎ জ্ঞান করিবে, এই প্রসিদ্ধ পরম ধর্ম্মও এই মহতী বৃত্তির উপদেশ দ্বারা অবগত হওয়া যায়। পরম ন্যায়বান্ পরমেশ্বর আমাদিগকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের উপদেশ প্রদানার্থে এই আত্ম-প্রতিনিধি স্বরূপ বৃত্তিকে আমাদের হৃদয় মধ্যে স্থাপনা করিয়াছেন। তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে, সকল কর্ম্মেই সুখোদয়, আর তাহার উপদেশ অবহেলন করিয়া অবিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহার দুঃখ রূপ দণ্ড উপস্থিত হয়। যিনি আমাদিগের পরস্পর অন্যায় ব্যবহার নিবারণার্থে এমত শুভকরী বৃত্তি সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার সমান ন্যায়বান্ আর কে আছে?

যে সমস্ত ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিষয় বিবরণ করা গেল, * তাহারা

---

* উপচিকীর্ষা, ভক্তি ও ন্যায়পরতা এই তিনটি প্রধান ধর্ম্মপ্রবৃত্তি। আশা, অধ্যবসায় প্রভৃতি কয়েকটি বৃত্তিকে তাহাদের অনুকূল বৃত্তি বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

স্ব স্ব বিষয় ভোগের নির্দ্দিষ্ট সীমা উল্লঙ্ঘন করিলে, অর্থাৎ মার্জ্জিত বুদ্ধি সহকারে যথা নিয়মে নিযোজিত না হইলে, বিস্তর অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা। যদি বুদ্ধি পরিপাক না হইয়া ভক্তি উপচিকীর্ষাদির আতিশয্য হয়, তবে কাল্পনিক ধর্ম্মে শ্রদ্ধা ও অতিব্যয়শীলতাদি নানা দোষ উপস্থিত হয়। অতএব, বুদ্ধি বৃত্তিকে মার্জ্জিত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

বুদ্ধিবৃত্তি *।—বুদ্ধি অতি প্রখর অস্ত্র স্বরূপ। উহাকে যে বিষয়ে চালনা করা যায়, তাহাতেই নৈপুণ্য হয়। যে

* বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায়কে চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। তন্মধ্যে চক্ষুঃশ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রথম-শ্রেণী-নিবিষ্ট, ব্যক্তিগ্রাহিতা, আকারানুভাবকতা, গুরুত্বানুভাবকতা, বর্ণানুভাবকতা প্রভৃতি যে সমস্ত বৃত্তিদ্বারা বাহ্য বস্তুর সত্তা ও গুণ জ্ঞাত হওয়া যায়, তৎসমুদায় দ্বিতীয়-শ্রেণী-নিবিষ্ট। কালানুভাবকতা, স্বরানুভাবকতা, ঘটনানুভাবকতা, সংখ্যা ও ভাষাশক্তি প্রভৃতি যে সমস্ত বৃত্তি দ্বারা বাহ্য বস্তু সকলের পরস্পর সম্বন্ধ জানা যায়, তৎসমুদায় তৃতীয়-শ্রেণী-নিবিষ্ট। আর উপমিতি, ও অনুমিতি অর্থাৎ কার্য্য কারণ জ্ঞান, চতুর্থ-শ্রেণী-নিবিষ্ট।

এই সমুদায় বৃত্তির সংজ্ঞা দ্বারাই ইহাদিগের স্ব স্ব বিষয় ও কার্য্য অবগত হওয়া যাইতেছে, যথা যে বৃত্তি দ্বারা এক একটি বস্তুর সত্তা উপলব্ধ হয়, তাহার নাম ব্যক্তি-গ্রাহিতা, যে বৃত্তি দ্বারা আকারের অনুভব হয়, তাহার

বুদ্ধি দস্যু-বৃত্তি, মিত্র-দ্রোহ, বিশ্বাস-ঘাতকতা ও নব-বধ সম্পাদনেব উপায় চিন্তা কবে, সেই বুদ্ধিই এই ভূলোককে স্বর্গলোক সমান সুখ-ধাম কবিবাবও মন্ত্রণা কবিতে পারে। কিন্তু যাবতীয বস্তুব সত্তা ও গুণ জানা, তাহাদের পরস্পব সম্বন্ধ নিরূপণ করা এবং আমাদেব নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সমুদাযকে যথা নিযমে নিয়োজন করা বুদ্ধিবৃত্তিব প্রকৃত কার্য্য। অতএব, সমস্ত সংসাবই উহাব উপভোগ্য বিষয়; সুতবাং বিহিত বিধানে উহা চালনা কবিলে, আমাদিগের চিত্ত-ভূমি অপর্য্যাপ্ত সুখ-সলিলে প্লাবিত হইতে পাবে।

জগদীশ্বব অতি অদ্ভুত কৌশল প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদিগেব মানসিক প্রকৃতিব সহিত বাহ্য বস্তু সমুদাযেব এই রূপ সম্বন্ধ নিরূপিত কবিয়া দিযাছেন, যে, আমাদিগেব নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির যে সকল কার্য্য সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুমত, তাহা আমাদের যথার্থ উপকাবক ও সুখদাযক; আব যে সকল কার্য্য তাহাদেব অনুমোদিত নহে, তাহা পবিণামে অপকাবক ও দুঃখদাযক হইয়া উঠে।

নাম আকাবানুভাবকতা ইত্যাদি। পরমেশ্বব মনুষ্যকে যত বুদ্ধি-বৃত্তি প্রদান কবিয়াছেন, জগতে তদুপযোগী অশেষ প্রকাব বিষয সৃষ্টি করিয়া তাঁহাব সুখেব পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

তদ্রূপ, যে ধর্ম্মশীল সুবোধ ব্যক্তির ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল মার্জ্জিত বুদ্ধি দ্বারা নিযোজিত হইয়া পরস্পর ঐক্য ভাবে সঞ্চরণ করে, যদিও পরের শুভ সাধনই তাঁহার মুখ্য প্রয়োজন, কিন্তু গৌণ কল্পে তদ্দ্বারা আপনারও পরম সুখ সম্ভোগ হয়। ইহাতে ইহলোকে পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার অবাধে হইয়া আসিতেছে।

আমাদিগের নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির পরস্পর যেরূপ বিভিন্নতা দৃষ্টি করা গেল, তাহা সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, এই পশ্চাল্লিখিত তিনটি বিষয় প্রতিপন্ন হয়।

প্রথমতঃ।—আমাদিগের যে প্রকার মানসিক প্রকৃতি, ও বাহ্য বস্তুর যেরূপ স্বভাব, তাহাতে অন্তঃকরণের কোন বৃত্তি অতি প্রবল হইলে, তাহার আর একেবারে নিবৃত্তি হয় না। বিষয়োপভোগ দ্বারা ক্ষণিক নিবৃত্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু অত্যল্প কাল পরেই পুনর্ব্বার প্রাদুর্ভাব হইতে থাকে। অন্ন পান দ্বারা বুভুক্ষা বৃত্তির শান্তি হয়, কোন বিষয় ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইলে, অর্জ্জনস্পৃহা ক্ষণকালের নিমিত্ত নিশ্চেষ্ট থাকে, বিষয় বিশেষে জয় লাভ হইলে, তৎকালে আত্মাদর ও লোকানুরাগপ্রিয়তা চরিতার্থ হয়, অবিচ্ছেদে বুদ্ধি চালনা করিলে, কিঞ্চিৎকাল বিচার-শক্তির মান্দ্য হয়, কিন্তু তাহারা কিয়ৎকাল বিশ্রামের পরেই পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া স্ব স্ব বিষয় লাভার্থে ব্যগ্র

হইয়া উঠে। অতএব, আমাদিগের মনোবৃত্তি সকল যথাবৎ নিযমিত না হইলে, উত্তরোত্তর প্রবল ও অপ্রশান্ত হইতে থাকে। বিশেষতঃ, দুর্দ্দান্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল নিতান্ত স্বার্থ-পরায়ণ ও সদসৎ-ফল-বিবেক-বহিত, ঐ প্রযুক্ত তাহারা পরিমিত বিষয়োপভোগ করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। যদি আমাদিগের নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সমুদায় বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির শাসন অবহেলন পুবঃসর তন্নির্দ্দিষ্ট নিয়ম লঙ্ঘন কবিযা অনবরত বিষয়োপভোগে রত থাকে, তবে তদ্দ্বারা আপনার ও পরের বিস্তব অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা। যদি লোকানুরাগ লাভ মাত্র আমাদিগের সমস্ত কর্ম্মের উদ্দেশ্য থাকে, তবে স্থল বিশেষে কুকম্মাব মনস্তুষ্টির নিমিত্ত কুকর্ম্মও করিতে হয়, ও তাহার প্রতিফল রূপ দুঃখও প্রাপ্ত হইতে হয়, এবং যে সকল যশস্কর বিষয় সাধনের ক্ষমতা নাই, অতিশয় যশোলোভ বশতঃ তাহাতেও প্রবৃত্ত হইয়া হতাশ ও ভগ্নোৎসাহ হইতে হয়। সবিশেষ জ্ঞানাভাব বা ধর্ম্মপ্রবৃত্তির ক্ষীণতা বশতঃ রিপু-পরতন্ত্র হইয়া অল্প বয়সে, অথবা শরীর ও মনের অস্বাস্থ্য সময়ে, সন্তান উৎপাদন করিলে, সে সন্তান দুর্ব্বল ও ব্যাধিযুক্ত বা রিপুপ্রধান হইয়া পিতা মাতার অশেষ যাতনার কারণ হয়। এইরূপ, আমাদিগের অর্জ্জনস্পৃহা থাকাতে, অর্থ আহরণে ও ধন সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডপতির অখণ্ডনীয় নিয়ম ক্রমে বসুন্ধরা সম্বৎসর কালে পরিমিত ধন দান

করেন, আর মনুষ্যেরও বুদ্ধি-শক্তি ও কায়িক পরিশ্রমের নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, সুতরাং সকলেই ধনাঢ্য হইতে চাহিলে অনেককে নিরাশ হইতে হয়। যাঁহারা নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া কেবল বিষয়-পথে সঞ্চরণ করেন, তাঁহারা এই অকল্পিত কথা মনে রাখিবেন। নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সকল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দ্বারা নিয়মিত না হইলে যে অশেষ প্রকার অনিষ্ট উপস্থিত হয়, ইহাও তাঁহাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা বিধেয়।

দ্বিতীয়তঃ।—আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বৃত্তি, এপ্রযুক্ত আমাদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির কোন কার্য্য তাহাদের অনুমোদিত না হইলে, অন্তঃকরণ অপ্রসন্ন ও গ্লানিযুক্ত থাকে। বোধ হয়, যেন আমাদের মনের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি সমুদায় ইতর বৃত্তির অনুচিত ভোগাতিশয়ে অসম্মত হইয়া তিরস্কার করিতেছে। যে তরুণ যুবার সুকোমল সরল চিত্ত এখনও পাপ-রসে দূষিত হয় নাই, যাহার সাধু চিন্তা এখনও সংসারের কুটিল পথে সঞ্চরণ করে নাই, অধর্ম্মের কঠোর হস্ত যাহার সুকুমার নির্ম্মল মতি এখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই, সে যদি দুর্ব্বিপাক বশতঃ দুষ্প্রবৃত্তি রূপ পিশাচের বশীভূত হইয়া মোহ-হ্রদে মগ্ন হয়, তবে ধর্ম্মের শাসন অবহেলন করিয়া নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিলে কি প্রকার যাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহা বিলক্ষণ জা-

নিতে পারে। তখন আর তাহার অনুতাপ-তাপিত হৃদয় শান্তিরসে আর্দ্র হয় না, এবং মনের গ্লানির আর পরিসীমা থাকে না। তাহার আপনার অন্তঃকরণই গরলময় নরক সমান হয়, ও প্রাণঘাতিনী দুশ্চিন্তা তাহার চিত্তকে অহর্নিশ পেষণ করিতে থাকে। যদি কোন বিষয়ার্থী ব্যক্তি তরুণ বয়স অবধিই ধন সঞ্চয় ও মান সম্ভ্রম উপার্জনে একাগ্রচিত্ত হইয়া সমস্ত কাল হরণ করেন, এবং প্রাতঃকালাবধি সায়ংকাল পর্য্যন্ত কেবল ক্রয়, বিক্রয়, ও আয় ব্যয় নিরূপণাদি বৈষয়িক ব্যাপারে অনবরত ব্যাপৃত থাকিয়া মনের বীর্য্য ক্ষয় করেন, আর সুতরাং ভক্তি, উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা বৃত্তিকে সঞ্চালিত ও চরিতার্থ না করিয়া তদ্বিরুদ্ধ ব্যবহার করিয়া আইসেন, এবং যদি বার্দ্ধক্য-দশা উপস্থিত হইলে আপনার গত জীবনের তাবৎ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন, তবে তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক এ কথা অবশ্য বলিবেন যে “ কেবল কলহ, উত্যক্তি ও মিথ্যাভিমান প্রকাশেই আমার সমস্ত আয়ুঃগত হইয়াছে। আমার উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি সমুদায়কে চরিতার্থ করি নাই, এবং তন্নিমিত্ত জ্ঞান-ধর্ম্মোৎপাদ্য বিশুদ্ধ সুখ ভোগে অধিকারী হইতে পারি নাই। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের অনুশাসন ক্রমে আর আর সমস্ত মনোবৃত্তিকে যথা নিয়মে চালনা করিলে যে প্রচুর সুখোৎপত্তি হয়, আমি তাহা লাভ করিতে সমর্থ হই নাই।

কেবল কর্ম্ম ভোগ করিয়া সমুদায় জীবন ক্ষেপণ করিলাম। „ শেষ দশায় এ প্রকার অনুতাপিত হওয়া দুঃসহ যন্ত্রণার বিষয়।

তৃতীয়তঃ।—আমাদিগের প্রধান প্রবৃত্তি সমুদায় যদি পরস্পর মিলিত থাকিয়া মার্জ্জিত বুদ্ধি দ্বারা নিয়োজিত হয়, তবে তাহারা স্ব স্ব বিষয়োপভোগের অশেষ স্থল প্রাপ্ত হয়। এই সকল বৃত্তির যৎকিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি হইলেও আনন্দ লাভ হয়, আর তাহাদিগকে অতিশয় প্রবল রাখিয়া সমক্ চরিতার্থ করিতে পারিলে অন্তঃকরণ সুখার্ণবে মগ্ন হয়। এই সমস্ত ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে পশ্চাত্তাপে তাপিত হইতে হয় না, এবং সুখোপভোগের পুনঃ পুনঃ বিচ্ছেদও ঘটে না। তদ্দ্বারা আমরা যাবজ্জীবন শান্তিরসার্দ্র ও স্থির-সুখ-সম্পন্ন হইয়া কাল যাপন করিতে পারি। বিশেষতঃ, ঐ সকল প্রধান প্রবৃত্তির অনুগামী হইয়া কার্য্য করিলে, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলও স্বসাধ্য সমুদায় সুখ উৎপাদন করিতে পারে। আর যেমন আমাদিগের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি মার্জ্জিত বুদ্ধি দ্বারা নিয়োজিত না হইলে, বহুপ্রকার অমঙ্গল ঘটনার সম্ভাবনা, সেই রূপ বুদ্ধিও আমাদিগের প্রবৃত্তি সকলের স্বভাব বিচার ও প্রয়োজন রক্ষা করিয়া না চলিলে, ভ্রম-শূন্য হইতে পারে না। বস্তুতঃ, বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া সমস্ত মনোবৃত্তির প্রয়োজন রক্ষা করিয়া চলিতে

পাবেন, এইরূপ অপ্রাকৃত ব্যক্তিকেই যথার্থ সাধু বলা যায়, এবং এইরূপ ব্যক্তিই চিরকাল সুখ সম্ভোগ করিতে পাবেন। পশ্চাৎ এ বিষযের উদাহরণ প্রদর্শন করা যাই-তেছে।

যদি কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আপন কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়া সংসার-পথে পদার্পণ করেন, তবে উপচিকীর্ষার গুণে তাঁহার এইরূপ বোধ হইবে, যে আর আর মনুষ্যেরাও আমার ন্যায় পরমেশ্বরের প্রিয়পাত্র ও সুখ সম্ভোগের অধিকারী, আমার ইষ্টসাধক কার্য্য যদি তাহাদের অনিষ্ট-জনক হয়, তবে তাহার অনুষ্ঠান করা কখনই উচিত নহে, বরং আমার সাধ্যানুসারে তাহাদের উপকার করাই কর্ত্তব্য, ভক্তি গুণে পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালনে দৃঢ় শ্রদ্ধা হইবে, এবং তাঁহার অচিন্ত্য জ্ঞান, বিচিত্র শক্তি, ও অপার মঙ্গল স্বরূপের উপর নির্ভর করিয়া এপ্রকার বিশ্বাস করিতে হইবে, যে এরূপ ব্যবহার দ্বারা সমুদায় মনোবৃত্তি চরিতার্থ হইয়া পরিণামে অত্যন্ত সুখ সম্পাদন করিবে, এবং মনুষ্যবর্গকে সম্যক্ আদরণীয় বোধ হইয়া যথা শক্তি তাহাদিগের উপকার করিতে তাঁহার অনুরাগ জন্মিবে, আর ন্যায়পরতার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি সকলের সহিত ন্যায়বৎ ব্যবহার করণে ও অ-ন্যায় ব্যবহার পরিত্যাগে প্রবৃত্ত থাকিবেন। তিনি এই প্রকার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ পূর্ব্বক তদনুসারে যে কার্য্য

করিবেন, তাহাতেই লোককে পরম সুখী করিবেন, ও আপনিও পরম সুখী হইবেন। পরম রমণীয় আনন্দ-জ্যোতিঃ তাঁহার অন্তরে সতত প্রকাশ পাইতে থাকিবে।

এরূপ সুশীল ব্যক্তি কাহারও সহিত মিত্রতা করিলে, উপচিকীর্ষা গুণে সকল স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া, কেবল মিত্রের কল্যাণ কামনা করেন।' ভক্তি স্বভাবে তাঁহার এই রূপ বোধ হয় যে, উক্তরূপ মিত্রতা যখন পরমেশ্বরের নিয়মানুগত, তখন উহা যত্ন পূর্ব্বক পালন করা সর্ব্বতো-ভাবে বিধেয়। অতএব মিত্রের প্রতি, তাঁহার প্রীতি বৃদ্ধি হয়, এবং তদ্দ্বারা মিত্রের অনুরাগ করা ও তাঁহার সকল কার্য্যে সুখানুভব করা এক প্রকার অভ্যাস পাইয়া যায়। ন্যায়পরতা থাকাতে, তাঁহার প্রতীতি হয়, মিত্রের সহিত পরস্পর প্রণয়ের বিনিময়, শীলতার বিনিময়, ও উপকারের বিনিময় করাই কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন, অনুচিত প্রার্থনাদি কোন কঠোর ব্যবহার করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। আর তিনি প্রণয় সঞ্চার কালে বিবেচনা করিয়া দেখেন, তাঁহার মিত্র ধর্ম্মাংশে হীন না হন, কারণ দাম্ভিক, স্বার্থপর, ও অধার্ম্মিক ব্যক্তির সহিত যথার্থ প্রণয় হওয়া সম্ভাবিত নহে। দুঃশীল ব্যক্তির প্রতি কৃপা হইতে পারে, কিন্তু তাহার সহিত কখন প্রীতি হইতে পারে না।

এপ্রকার মৈত্রী লাভ হইলে, আমাদিগের অনেকানেক নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিও সম্যক্ চরিতার্থ হইয়া পরম সুখ প্রদান

করে। যদি বুদ্ধিতে নিশ্চয় হয়, আমার মিত্র ধর্ম্মপরায়ণ, কেবল ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করেন, তাহা হইলে আমার আসঙ্গলিপ্সা মহোৎসাহ সহকারে অমূল্য নিধি স্বরূপ প্রিয় মিত্র-রত্নে প্রগাঢ়রূপে আসক্ত হয়। এরূপ ন্যায়বান্, পরহিতৈষী, ভক্তিশীল মিত্র কখনই মিত্রের অনিষ্ট করেন না, এবং সসম্ভ্রম আদর অবেক্ষা পরিত্যাগ করিয়া অত্যালাপ ও ইতর ব্যবহারেও প্রবৃত্ত হন না। এমত প্রণয়ের স্থলে অপমান, প্রবঞ্চনা ও অপরাপর অনিষ্ট ঘটনার অসম্ভাবনা জানিয়া হৃদয়-পদ্ম সর্ব্বদা বিকসিত থাকে। আসঙ্গলিপ্সাতে অন্যান্য নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির সাহার্য্য থাকিলে, অন্তঃকরণে কখনই তাদৃশ প্রণয়ামৃত সঞ্চার ও আনন্দ-বারি নিঃস্রবণ হইতে পারে না। এমত মৈত্রী লাভ দ্বারা আমাদিগের লোকানুরাগপ্রিয়তাও চরিতার্থ হয়। কারণ এরূপ পরহিতৈষী, ন্যায়বান্, মর্য্যাদক মিত্রের প্রিয় সম্ভাষণ, আদরোক্তি ও সৌহার্দ্দ প্রকাশ অপেক্ষা অধিক অনুরাগ আর কাহার নিকটে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে? এরূপ দুর্ল্লভ মিত্রের বাহ্যে সৌহার্দ্দ প্রকাশ ও অন্তরে দ্বেষানল প্রদীপন, সমক্ষে মধুরালাপ ও পরোক্ষে গ্লানি ও নিন্দাবাদ, কথায় পরমোপকার ও কার্য্যে অবহেলা, এ সমুদায়ের কিছুই করা সম্ভব নহে। ফলতঃ বুদ্ধি ও ধর্ম্ম যাহার মূলীভূত, এমত প্রণয় হইলে, অন্তঃকরণ সতত

প্রফুল্ল থাকে, সুধাকর-কিরণ-সম পরম রমণীয় প্রেমামৃত তদুপরি অবিশ্রান্ত বর্ষণ হইতে থাকে, এবং বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও আর আর সমস্ত মনোবৃত্তি পরস্পর ঐক্যভাবাপন্ন থাকিয়া অপর্য্যাপ্ত আনন্দ উদ্ভাবন করে।

আমাদিগের মনোবৃত্তি সমুদায়ের কি প্রকারে সামঞ্জস্য হইতে পারে, এবং তাহার ফলই বা কি, তাহা উক্ত উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। যে সকল স্বার্থপর ব্যক্তি বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া না চলে, ইতঃপূর্ব্বে তাহাদিগের মিত্রতার বিষয় লিখিত হইয়াছে, এবং ধর্ম্মোপেত মিত্রতার বিষয় এ স্থলে বিবরণ করা গেল। এই উভয়ের ফল-তারতম্য ও তাদৃশ অন্যান্য নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি-জনিত সুখের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, ইহা নিশ্চিত অবধারিত হয়, যে আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তির পরস্পর সামঞ্জস্যই সুখের কারণ, যে স্থলে কোন বৃত্তির সহিত অন্য কোন বৃত্তির বিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্থলে বুদ্ধিবৃত্তির ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তদনুযায়ী আচরণ করা কর্ত্তব্য। যে সাধু ব্যক্তি এই নিয়মানুসারে কার্য্য করেন, আসন্ন মৃত্যুও তাঁহার বিশেষ ক্লেশকর হয় না। যিনি মৃত্যু-শয্যায় শয়ান হইয়া এরূপ বলিতে পারেন, যে আমি যাবজ্জীবন যথা সাধ্য পরোপকার করিয়াছি, লোকের সহিত যথোচিত ব্যবহার করিয়াছি, মনের সহিত পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়াছি,

এইক্ষণেও সেই সকল-মঙ্গলালয় আনন্দ-স্বরূপে চিত্ত সমর্পণ করিলাম, তিনি প্রাকৃত মনুষ্য নহেন। তাঁহার মৃত্যু-কালও সুখের কাল, ও মৃত্যু-শয্যাও সুখ-শয্যা।

তৃতীয়াধ্যায়

মনুষ্যের সুখোৎপত্তির বিষয়।

মনুষ্যের প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধের বিষয় সংক্ষেপে বিবরণ করা গিয়াছে, এক্ষণে তাঁহার সুখোৎপত্তির মূল অন্বেষণ করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ।—ইহা স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে, যে শরীর ও মন চালনা না করিলে সুখানুভব হয় না। "শরীর ও মনোবৃত্তি সকল চালনা কর, সুখ লাভের আর দ্বিতীয় পথ নাই,, এই শুভকরী নীতি পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ। তাহারা সুষুপ্তবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে, আমাদের জীবিত থাকাই বৃথা হইত, মনুষ্যের জীবনে ও বৃক্ষাদির জীবনে কিছুই বিশেষ থাকিত না। ফলতঃ, সর্ব্বতোভাবে নিশ্চেষ্ট থাকা আমাদিগের স্বভাব-বিরুদ্ধ। যদি কোন বালক গৃহ মধ্যে অপূর্ব্ব পর্য্যঙ্কোপরি সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে, আর তথা হইতে তাহার ক্রীড়াসক্ত বয়স্যদিগের কেলি-কোলাহল শ্রবণ করে, এবং তাহারা কি ক্রীড়া করিতেছে, তাহাও অনুভব করিতে

পারে, তবে সে বহির্গত হইয়া তাহাদের সঙ্গী হইবার নিমিত্ত কেমন ব্যগ্র হয়! যদি তাহাব পিতা তাহাকে নিবাবিত কবিয়া বাখেন, তাহা হইলে, তাহাব মনো-দুঃখেব আব সীমা থাকে না। এইরূপ, যদি কোন প্রবীণ ব্যক্তি ঘোবতব দুর্দ্দিন প্রযুক্ত ক্রমাগত ৫। ৭ দিবস গৃহেব বহির্ভূত হইতে না পাবেন, তবে তিনিও বিবক্ত ও অস্থিব হন তাহাব সন্দেহ নাই। যিনি সর্ব্বদা প্রসন্ন-চিত্ত থাকেন, এমত স্থলে তাঁহাবও অপ্রসন্ন বদন দেখা যায়। অতএব, মনুষ্যেব সুখ-লাভ কায়িক ও মানসিক পবিশ্রমেব উপব নির্ভব কবে কি না, তাহা যৎকালে তিনি সর্ব্বথা নিশ্চেষ্ট থাকেন, তখনই সম্যক্ উপলব্ধি কবিতে পাবেন।

আমবা শরীব ও মনঃ পবিচালনে প্রবৃত্ত হইয়া আনন্দ লাভ কবিব, এই অভিপ্রায়ে পবমেশ্বব সমস্ত জগতেব সহিত মানব প্রকৃতিব তদুপযোগী সম্বন্ধ নিরূপিত কবিয়া বাখিযাছেন। দেখ, আহার ব্যতিরেকে শবীব বক্ষা পায় না, সুতবাং শাবীবিক ও মানসিক পবিশ্রম স্বীকাব কবিয়া অন্ন আহবণ কবিতে হয়। পশুদিগেব যেমন গাত্র-লোম আছে, আমাদিগেব শীত নিবাবণার্থে তাদৃশ কোন স্বাভাবিক আচ্ছাদন নাই, সুতবাং শবীব ও মনেব চেষ্টা দ্বারা পবিধেয় প্রস্তুত কবিতে হয়। আমাদিগেব সমুদায় মনোবৃত্তি স্ব স্ব বিষয় লাভার্থে নিয়ত ব্যগ্র, কিন্তু চালনা ব্যতিরেকে তাহাদিগকে চরিতার্থ করিবার উপায় নাই।

অতএব, আমাদিগের শরীর ও মনকে সম্যক্ সচেষ্ট রাখা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত তাহাব সন্দেহ নাই। তাঁহার নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া যত চালনা করিবে, ততই শরীরের অঙ্গ সকল সবল হইবে, মনের বৃত্তি সকল সতেজ হইবে, এবং অন্তঃকরণ সুখার্ণবে মগ্ন হইতে থাকিবে।

আমাদিগের জ্ঞানাভিলাষ অত্যন্ত প্রবল। জ্ঞান লাভই সমুদায় বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন, এবং কেবল জ্ঞানামৃত পান দ্বারাই তাহারা চরিতার্থ হয়। কোন অভিনব বস্তু সন্দর্শন মাত্রেই অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয়, তাহার সবিশেষ গুণাগুণ জানিতে ইচ্ছা ও উৎসাহ হয়, এবং তাহার স্বভাব ও প্রযোজন যত জানা যায়, ততই সুখোদয় হইতে থাকে। সে বস্তু দ্বারা আমাদিগের কোন সাংসারিক উপকার না হউক, তথাপি তাহার আলোচনা মাত্রেই একপ নির্ম্মল আনন্দ অনুভূত হয়; যে তজ্জন্য শারীরিক ও সাংসারিক ক্লেশ সহ্য করিতে হইলেও সে রমণীয় জ্ঞানালোচনা পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। অতএব, ইচ্ছা করিলেও নিতান্ত নিশ্চেষ্ট থাকা সম্ভাবিত নহে। পরমেশ্বর আমাদিগের সুখ সম্পাদনার্থে মানসিক প্রকৃতির সহিত বাহ্য বস্তুর যে রূপ সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়াদিয়াছেন, এবং উভয়কে পরস্পর যে প্রকার উপযোগী করিয়া রাখিয়াছেন, ও মনোবৃত্তি সমুদায়কে সচেষ্ট রাখিবার নিমিত্ত যেরূপ কৌশল করিয়াছেন, এই গ্রন্থের উপক্রমণিকায় তাহার অনেক

উদাহরণ প্রদর্শন করা গিয়াছে। অতএব, মনোবৃত্তির চালনাতেই যে সুখানুভব হয়, ও তৎসমুদায় চালনা করা যে পরম কারুণিক পরমেশ্বরের সম্পূর্ণ অভিপ্রেত, তাহার সংশয় নাই।

যদি আমরা জন্ম-কালে বুদ্ধিবৃত্তি-নিষ্পাদ্য সমুদায় জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইতাম, এবং আমাদিগের মনোবৃত্তি সমুদায় স্ব স্ব বিষয় ভোগে এক কালেই চরিতার্থ হইয়া থাকিত, ও তাহাদিগকে আর চালনা করিবার প্রয়োজন ও সম্ভাবনা না থাকিত, তাহা হইলে, এইক্ষণকার অপেক্ষা সুখের অল্পতা ভিন্ন কখনই আধিক্য হইত না। যদি একবার মাত্র ভোজন করিলেই চিরকাল উদর পরিপূর্ণ থাকিত, ও ক্ষুধার উদ্রেক আর না হইত, তবে প্রত্যাহ ক্ষুৎপিপাসা শান্তি করিয়া যেরূপ সুখ সম্ভোগ করা যায়, তাহাতে এককালে বঞ্চিত থাকিতে হইত। ধন-লাভ হইলেই ধনলোভী ব্যক্তির আহ্লাদ হয়, কিন্তু সে আহ্লাদ অতি অল্পকাল স্থায়ী। হস্ত-গত ধনে তাহার তৃপ্তি হয় না, সুতরাং সে তৎক্ষণাৎ অধিক উপার্জ্জনার্থে ব্যগ্র হয়। যদিও লোকে তাহাকে অর্ব্বাচীন বোধ করে, কিন্তু সে ব্যক্তি স্বীয় স্বভাবেরই বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে। তাহার অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তির চালনাতেই সুখানুভব হয়, এবং কেবল ধনান্বেষণ ও ধনোপার্জ্জন দ্বারা সে বৃত্তি সব্যাপার থাকিতে পারে। অতএব, যদি ঐ বৃত্তি একেবারে অপর্য্যাপ্ত বিষয়

লাভ করিযা চিরকাল সুষুপ্তবৎ ব্যাপাব-শূন্য থাকিত, তাহা হইলে মানব বর্গ তদুৎপন্ন সুখভোগে কখনই অধিকাবী হইত না। এইরূপ, আর আব মনোবৃত্তিও নিতান্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে, এক্ষণে তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ চরিতার্থ করিয়া যে প্রচুব সুখ সম্ভোগ করা যাইতেছে, তাহা আব আমাদিগেব ভাগ্যে ঘটিত না। এরূপ হইলে, এক কালে আমাদের মনশ্চেষ্টাব অন্ত হইত, আমাদিগেব প্রথম চেষ্টাই শেষ চেষ্টা হইত, অত্যল্প কালেই সর্ব্ব বস্তু পুবাতন বোধ হইত। কিছুতে আব কৌতূহল থাকিত না, কিছুতেই উৎসাহ হইত না, এবং কোন বিষয়ে আশাবৃত্তি সঞ্চবণ কবিত না। এমন যে পবম বমণীয় বিচিত্র সংসার, তাহাও নিতান্ত নীবস বোধ হইত। অতএব, পরমেশ্বব যে ব্যবস্থা কবিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট—তাহাব উপব আব কথা নাই। যেরূপ মনোবৃত্তি সকল সৃজন করিয়াছেন, তাহাদিগকে তদুপযুক্ত বিষয় সমুদায়ও প্রদান করিয়াছেন। ঐ সকল বিষয়েব প্রয়োজন জানিয়া যথোচিত ব্যবহার কবিলেই ইষ্ট লাভ ও আনন্দ সঞ্চার হয়, আর এতদ্বিরুদ্ধাচবণ কবিলে, অনিষ্ট ঘটনা ও দুঃখোৎপত্তি হয়। পরম মঙ্গলালয় পবমেশ্বব, তাহাদেব গুণাগুণ অনুসন্ধান করিবাব ভাব আমাদের উপব সমর্পণ করিয়া, আমাদের মনোবৃত্তি সকলকে সদা সব্যাপার রাখিবার কি সুন্দর কৌশল করিযাছেন।

পৃথিবীতে ধান্য গোধূমাদি শস্য জন্মে, এবং তদ্দ্বারা মানব দেহের পুষ্টি বর্দ্ধন হয, কিন্তু তাহা নিস্তুষ ও সুসম্পাদিত না হইলে সুস্বাদ, সুজীর্ণ ও বলাধায়ক হয না। পরন্তু এ সমুদায় সাধন করিতে হইলে, শরীর ও মন পরিচালন করিতে হয়। অতএব, জগদীশ্বর যৎকালে শস্য সৃজন করিয়া তাহাতে তদুচিত গুণ সকল প্রদান করিয়াছিলেন, এবং মানব শরীরকে তন্নিষ্ঠ ধর্ম্ম ও শক্তি সমুদায় দ্বারা সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন, তৎকালেই গোধূমাদির সহিত মানব দেহের পরস্পর সম্বন্ধ ও উভয়ের পরস্পর উপযোগিতা নিরূপণ করিয়া দিযাছেন, এবং আমরা যে কায়িক ও মানসিক চেষ্টা দ্বারা জ্ঞান লাভ ও সুখ সম্ভোগ করিব, তৎকালেই, তাহারও সূত্রপাত করিয়াছিলেন।

পৃথিবীতে বহুতর বিষ-বৃক্ষ আছে, তাহার ফল, মূল, পত্রাদি অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিলে রোগ শান্তি হয়, কিন্তু অধিক ভক্ষণ করিলে প্রাণ বিয়োগ হয়। ইহাতে মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায়েরও সম্যক্ উপয়োগিতা আছে, কারণ ঐ সমুদায় বৃত্তি সাবধানতা সহকারে ঐ সমস্ত দ্রব্যের গুণ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়া মনুষ্যের মঙ্গল সাধন করে। যিনি মনুষ্যের দেহকে রোগাস্পদ করিয়াছেন, তিনিই তদুচিত ঔষধ সকল সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বত্র বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং তদীয় গুণ সমুদায় নিরূপণার্থে তাঁহাকে তদুপযুক্ত মনোবৃত্তি সকল প্রদান করিয়াছেন।

সুতরাং তাহাদিগকে তদ্বিষয়ে চালনা করা যে পরমেশ্বরের সম্যক্ অভিপ্রেত, তাহার সংশয় নাই।

জল উষ্ণ করিলে বাষ্প হয়। সেই বাষ্পের আশ্চর্য্য শক্তি প্রভাবে বাষ্পীয যন্ত্রের কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া অত্যদ্ভুত ব্যাপার সকল সম্পন্ন করিতেছে। বাষ্পীয তরণী সমুদায় যে প্রকার প্রবল বেগে ধাবমান হইয়া ছয় মাসের পথ এক মাসে উত্তীর্ণ হইতেছে, তাহা সকলেরই বিদিত আছে। পরমেশ্বর সৃষ্টি কালেই সেই সমস্ত অদ্ভুত ঘটনার শুভ সূত্র সঞ্চার করিয়াছেন, এবং মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি সকল তৎসাধনের উপযোগী করিয়া জল ও অগ্নির স্বভাব এবং তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ অনুসন্ধান করিবার ভার তাঁহারই উপর সমর্পিত করিয়া রাখিয়াছেন। যখন বুদ্ধি চালনার সঙ্গে সঙ্গেই মনে মনে বিমল আনন্দ অনুভূত হয, এবং যদর্থে চালনা করা যায়, তাহা সিদ্ধ হইলে সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমাদের হিতাভিপ্রায়েই একপ কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন।

কোন ভূমি শর্করা কি বালুকাময়ী, কঠিন কি পঙ্কিল, নিম্ন কি উচ্চ, ইত্যাকার সমস্ত দোষ জ্ঞাত হইয়া তাহার কারণ অনুসন্ধান পূর্ব্বক তৎপ্রতীকারের উপায় চেষ্টা করা অর্থাৎ পঙ্কিল ভূমি শুষ্ক করিবার, কঠিন মৃত্তিকা চূর্ণ করিবার, অনুর্ব্বরা ভূমি উর্ব্বরা করিবার উপায় অবধারণ

করা আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্য। যে সকল নরজাতি বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন পূর্ব্বক ভূমির গুণ, উৎপাদিকা শক্তি, এবং জল ও শস্যাদির সহিত তাহার সম্বন্ধ নিরূপণ করে, ও নিরালস্য হইয়া ভূমির দোষ সংশোধনার্থে ও কৃষি-কার্য্য নির্ব্বাহার্থে মানসিক শক্তি সকল সঞ্চালন করে, তাহাদের তর্জ্জন্য প্রচুর অন্ন লাভ হয়, স্বদেশের ভূমি সকল দোষ-বর্জ্জিত হইয়া শরীরের সুস্থতা সম্পাদন করে, এবং মনোবৃত্তি চালনা করাতে, অন্তঃকরণ সতত প্রসন্ন ও প্রফুল্ল থাকে। আর যাহারা আলস্য পরবশ হইয়া তাদৃশ অনুষ্ঠান না করে, তাহারা তৎপ্রতিফল স্বরূপ জ্বর, কম্প, বাত ও অপরাপর বহু ক্লেশকর রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়, অনবরত অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ পায়, এবং মধ্যে মধ্যে শস্যোৎ-পত্তির ব্যাঘাত ঘটিয়া অন্নাভাবে মৃতপ্রায় হয়। এই ক্লেশ তাহাদের উপদেশ স্বরূপ মনে করা উচিত। তাহারা যে কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিয়া সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হইতেছে, ইহাই জ্ঞাত করিবার নিমিত্ত জগদীশ্বর এমত স্থলে দুঃখ নিয়োজন করিয়াছেন। যখন তাহারা পরমে-শ্বরের নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শরীর ও মন চালনা করিবে, তখনই দারুণ দুঃখের কঠোর হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সুখী হইবে।

সমুদ্রের অগাধ জল, প্রবল ঝটিকা, ভীষণ তরঙ্গ এ সমস্ত আপততঃ দূর দেশ গমনাগমনের অনিবার্য্য

প্রতিবন্ধক বোধ হয়। কিন্তু জলের সহিত কাষ্ঠের সম্বন্ধ ও জল-প্লুত দ্রব্যের সহিত বায়ুর সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া, ও বাষ্পের অদ্ভুত শক্তি অবধারণ করিয়া, মনুষ্য এক্ষণে সাগর-সলিলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পোত সমুদায় সন্তাবিত করিয়া দেশ দেশান্তর গমন করিতেছে। পরমেশ্বর কোন্ কালে মনুষ্যে ও তৎসম্বন্ধ বাহ্য পদার্থে এই সমস্ত গুণ সংস্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু আমরা বুদ্ধিবৃত্তির স্ফূর্ত্তি সহকারে এ সমুদায় ক্রমে ক্রমে অবগত হইতেছি ও তদ্দ্বারা সংসারের সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিতেছি। পরমেশ্বর আমাদিগের মনোবৃত্তি সকল সতত সব্যাপার রাখিবার নিমিত্ত পরমোৎকৃষ্ট কৌশল প্রকাশ করিয়া বাহ্য বস্তুর সহিত তাহাদের এরূপ শুভকর সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, ইহাও আমরা কেবল সম্প্রতি জ্ঞাত হইতেছি। এক্ষণে যে বাষ্পীয় মহাপোত পৃথিবীর অতি দূরবর্ত্তী দেশ সমুদায়কে পরস্পর সন্নিকট করিতেছে, যে বেলুন যন্ত্র সহকারে ভূমণ্ডলের মনুষ্য গগণ মণ্ডলে উড্ডীয়মান হইতেছে, ও যে দূরবীক্ষণ যন্ত্র ঊর্দ্ধ-স্থিত নক্ষত্র মণ্ডলের সংবাদ নিমেষ মাত্রে এই অধোলোকে আনয়ন করিতেছে, তৎসমুদায়ই পূর্ব্বে অজ্ঞাত ছিল। পৃথিবীর সর্ব্বাংশেই এরূপ বিচিত্র পদার্থ, তাহাদের পরস্পর সামঞ্জস্য, ও পরমাশ্চর্য্য কৌশল অব্যক্ত রহিয়াছে, তৎপ্রকাশার্থে কেবল অসাধারণ ধী-শক্তি- সম্পন্ন মনুষ্যদিগের উদয় হইবার অপেক্ষা।

জগদীশ্বর সৃজন কালেই এ সমস্ত সঙ্কল্প করিয়াছেন, এবং আমাদিগের মানসিক প্রকৃতি ও তৎসম্বন্ধ বাহ্য বস্তু সমুদায়কে তদুপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি পরম মঙ্গলালয়, তাঁহার দ্বারা যাহা কিছু উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাই মঙ্গলদায়ক। তিনি যখন আমাদের সুখ-সঞ্চার শরীর ও মনের চেষ্টাধীন করিয়াছেন, তখন তদনুযায়ী ব্যবহারই নিশ্চিত শুভদায়ক, এবং অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাতে প্রবৃত্ত থাকা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ।—সমুদায় মনোবৃত্তিকে পরস্পর সম্পূর্ণরূপ সমঞ্জসীভূত করিয়া চরিতার্থ করা কর্ত্তব্য, নতুবা এ সংসারে যে প্রমাণ স্থায়ী সুখ সম্ভোগের সম্ভাবনা আছে, তাহা সম্পন্ন হয় না। কেবল ধন কিম্বা যশোলাভই জীবনের সার কার্য্য জানিয়া তন্মাত্র উপার্জ্জনে আয়ুঃক্ষয় করিলে ভক্তি, উপচিকীর্ষা, ও ন্যায়পরতা বৃত্তিকে তৃপ্ত করা হয় না, সুতরাং অন্তঃকরণ সর্ব্বতোভাবে সুখী হইতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানানুসন্ধান পূর্ব্বক আপনার প্রতি, আত্মীয়ের প্রতি, স্বদেশের প্রতি, সমস্ত মনুষ্যবর্গের প্রতি, ও পরমেশ্বরের প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য তাহা সম্পাদন করিলে, সমস্ত মনোবৃত্তি চরিতার্থ হইয়া ধন, মান, খ্যাতি ও শারীরিক স্বাস্থ্য লাভাদি বিবিধ ফল প্রদান করে, এবং অন্তঃকরণ সর্ব্বথা স্থির সুখ প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখী হয়।

তৃতীয়তঃ।—মনুষ্যের সুখ সচ্ছন্দতাকে বদ্ধ-মূল

কবিতে হইলে, তাঁহাব সমস্ত মনোবৃত্তি পবস্পর সমঞ্জসী-ভূত থাকিয়া যেরূপ উপদেশ প্রদান করে, তাহাব সহিত বাহ্য বস্তু বিষযক নিয়ম সমুদাযেব ঐক্য বাখা আবশ্যক, এবং বুদ্ধি যাহাতে উভযেবই স্বরূপ ও পবস্পব সম্বন্ধ নি-রূপণ পূর্ব্বক ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য হইযা সৎপথ-প্রবর্ত্তক হ-ইতে পাবে তাহাব উপায় করা কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ, পবমে-শ্বব এইরূপই কবিয়াছেন। তিনি মানব প্রকৃতিব সহিত জগতেব সমুদায় নিযমেব ঐক্য কবিয়া আমাদেব সুখো-ন্নতি সাধনেব সুন্দব উপায় ধার্য্য কবিয়া রাখিয়াছেন। তিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও অন্যান্য সমস্ত মনো-বৃত্তিকে ইহ লোকেব উপযুক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি সেই সমুদয় শুভ বৃত্তিকে বিশ্ব-রাজ্যের নিয়ম নিরূপণ পূর্ব্বক তদনুযাযী কার্য্য করিয়া সুখ সম্ভোগ করিতে সক্ষম কবিয়াছেন। আমরা যখন তাহাদেব পূর্ণাবস্থা সম্পাদনে সমর্থ হইয়া তাহাদিগকে যথাবৎ নিয়োগ কবিতে পারিব, তখনই চরিতার্থ হইব। অতএব, আমরা যত জ্ঞান লাভ করিব, এবং যথা নিযমে শাবীরিক ও মানসিক শক্তি সমুদায যত চালনা কবিব, ততই যে আমাদিগেব সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইবে, এবং ততই যে বিশ্ব-স্রষ্টার জ্ঞান ও করুণার অশেষ নিদর্শন প্রকাশ পাইতে থাকিবে ইহাতে আর সন্দেহ বহিল না।

চতুর্থাধ্যায়।

প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী ব্যবহার-প্রণালী।

মনুষ্যের প্রকৃতি ও তাঁহার সুখোৎপত্তির বিষয় যে প্রকার বিবরণ করা গিয়াছে, তদনুসারে শরীর ও মনের নিয়োগ বিষয়ে পশ্চাল্লিখিত অথবা তাদৃশ কোন ব্যবহার প্রণালী কল্পনা করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ।—সুস্থ ব্যক্তিদিগের শরীর সঞ্চালনার্থ প্রতিদিবস কতিপয় দণ্ড তদুপযোগী পরিশ্রম করা উচিত। এই পরম কল্যাণকর নিয়ম প্রতিপালন করিলে শরীর সুস্থ থাকে, বল ও বীর্য্য হয় এবং দেহের লঘুতা বোধ হইয়া অন্তঃকরণ সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে।

দ্বিতীয়তঃ।—বাহ্য বস্তুর গুণ, তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ, এবং প্রাণীদিগের স্বভাব ও অপরাপর বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ নিরূপণ বিষয়ে প্রতিদিন কতিপয় দণ্ড সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক বুদ্ধিবৃত্তি চালনা করা কর্ত্তব্য। মনোবৃত্তি সঞ্চালন সহকারে প্রবল সুখ-প্রবাহ প্রবাহিত হয়, এবং প্রত্যেক নিরূপিত তত্ত্ব লোকের দুঃখ হ্রাস ও সুখ বৃদ্ধির প্রতি কারণ হয়, এই উদ্দেশে জ্ঞানালোচনা করি-

বেক। ইহা নিশ্চয জানা উচিত, যে প্রত্যেক বাহ্য বস্তুব সহিত আমাদেব শাবীবিক ও মানসিক প্রকৃতিব সম্বন্ধ নিরূপণ করা, এবং পবমেশ্বব আমাদেব সুখ সাধনার্থে সেই সমস্ত স্বাভাবিক সম্বন্ধ বন্ধন কবিয়া দিযাছেন ইহা হৃদয়ঙ্গম বাখা, আমাদেব জ্ঞানাভ্যাসেব এক প্রধান প্রযোজন। এইরূপে জ্ঞানাভ্যাস কবিলে বহুতব মনোবৃত্তি চবিতার্থ হইবেক, এবং একপ অনুষ্ঠান দ্বাবা অভ্যাস কালেই সুখানুভব হইবেক, ও জ্ঞান-বৃক্ষেব ফল-ভোগ বিষয়ে ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। ইহাই আমাদেব যথেষ্ট পুবস্কাব।

তদ্ভিন্ন অন্যান্য নানা প্রকাব বিজ্ঞান শাস্ত্রে এবং শিল্প ও বিষয কার্য্যে বুদ্ধিবৃত্তি চালনা কবা কর্ত্তব্য।

তৃতীযতঃ।—কতিপয় দণ্ড ধর্ম্ম বিষয়ক প্রবৃত্তি সকল সঞ্চালন করিয়া চবিতার্থ করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগকে মার্জ্জিত বুদ্ধি সহকাবে চালনা কবা, তদ্দ্বাবা পবমাশ্চর্য্য-স্বরূপ পবমেশ্ববেব প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ কবা, তাঁহাব অপার মহিমাব প্রশংসা বিষযে চিত্ত সমর্পণ কবা, এবং তাঁহার আজ্ঞাবহ হইযা তাঁহাব নিযম প্রতিপালনেব আবশ্যকতা হৃদযঙ্গম করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এই শেষোক্ত বিষয অতি গুরুতব ও পবম কল্যাণদাযক। আমাদিগেব বুদ্ধিবৃত্তি যত বর্দ্ধিত হউক না কেন, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দ্বারা প্রয়োজিত ও উৎসাহিত না হইলে সুমিষ্ট ফল প্রদান কবে না। বিদ্যা বত্ন মহাধন বটে, কিন্তু ধর্ম্ম রূপ চন্দ্রা-

লোক ব্যতিরেকে তাহার পরম রমণীয় অনির্ব্বচনীয় শোভা প্রকাশ পায় না। কেবল বুদ্ধিবৃত্তি চরিতার্থ হইলেই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় সঞ্চালন পূর্ব্বক বুদ্ধি-নিষ্পন্ন তত্ত্ব সকলের অনুষ্ঠান করা, ও তন্নির্দ্দিষ্ট নিয়ম সমুদায় প্রতিপালন করা অতীব কর্ত্তব্য। যখন এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড এক সুকৌশল-সম্পন্ন যন্ত্র স্বরূপ এবং এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই ইহার স্রষ্টা ও পাতা, তখন ইহা অবশ্যই অনুভবসিদ্ধ, যে এই জগতের সমুদায় অংশের পরস্পর অতি সুন্দর সামঞ্জস্য আছে, এবং ইহার সহিত ঈশ্বরের স্বরূপেরও ঐক্য আছে। মনুষ্যের মনও এই অসীম বিশ্বের এক বিন্দু বটে, সুতরাং সমুদায় জগতের সহিত তাহারও অবশ্য সামঞ্জস্য আছে। বিশ্ব-কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া বিশ্বাধিপের অভিপ্রায় নির্ণয় করা ও তদনুযায়ী কার্য্য করা আমাদের সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রধান প্রয়োজন।

বিদ্যা ও ধর্ম্মের পরস্পর অনৈক্য ভাবা উচিত নহে। বিদ্যালোক দ্বারা যে সমস্ত যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশ পায়, তাহা সাক্ষাৎ পরমেশ্বর-প্রণীত। এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্বরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা যাবতীয় তত্ত্ব নিরূপিত হয়, এবং যে সমস্ত নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম। পরমেশ্বরই আমাদের পরম আচার্য্য এবং এই অচিন্ত্য বিশ্ব-কার্য্যই আমাদের পরম শাস্ত্র। এ শাস্ত্রে ভ্রম

নাই, প্রমাদ নাই, এবং কোন অবৈধ বিধান থাকিবারও সম্ভাবনা নাই।

যিনি আমাদের বুদ্ধি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, অতএব, তাহাদের পরস্পর অনৈক্য থাকা কখনই সম্ভাবিত নহে। পরমেশ্বর তাহাদের পরস্পর সুন্দর সামঞ্জস্য রাখিয়াছেন, কেবল আমাদিগের মূঢতা বশতঃ তাহাদের পরস্পর অনৈক্য ঘটিয়াছে। মনুষ্যদিগের পরস্পর জ্ঞানোপদেশ ও সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ সর্ব্ব-মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে যুগপৎ বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি চালনা করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে হৃদয় ভাণ্ডার জ্ঞান-রত্নে পরিপূর্ণ হইবে, এবং সকলে পরস্পর বিমল আনন্দ বিতরণ পূর্ব্বক প্রচুর সুখ প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। যাঁহার চিত্ত পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের ভক্তি-রসে আর্দ্র, এবং তাঁহার পরম কল্যাণকর বিশ্বকৌশলের জ্ঞানে পূর্ণ, ও মনুষ্যবর্গের শুভানুধ্যানে অনুরক্ত থাকিয়া তাহাদের প্রীতি-সলিলে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে, সেই ধর্ম্ম-পরায়ণ, পরম দয়াবান্, শান্ত-স্বভাব, সচ্চরিত্র, সাধু ব্যক্তির সংসর্গে যিনি এক দিবস কিম্বা এক মুহূর্ত্তও যাপন করিয়াছেন, তিনি তৎকালে যে প্রকার নির্ম্মল অনুপম স্থির সুখ সম্ভোগ করিয়াছেন, তাহা অনির্ব্বচনীয়। বিশেষতঃ, এরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিলে, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় উত্তরোত্তর প্রবল হইবে, এবং

জগদীশ্বরের নিয়ম নিরূপণ ও প্রতিপালন করিবার সামর্থ্য বৃদ্ধি হইবে।

এখনও আমাদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বিষয়ে সবিশেষ কিছু বলা হয় নাই, কিন্তু তাহাদের বৃত্তান্ত এক প্রকার পূর্ব্বোক্ত প্রকরণ সকলের অন্তর্ভূত রহিয়াছে। অঙ্গ চালনার প্রয়োজন স্থাপনায় জিঘাংসা, প্রতিবিধিৎসা, নির্ম্মিৎসা, অর্জনস্পৃহা, আত্মাদর ও লোকানুরাগপ্রিয়তা বৃত্তির বিষয় এক প্রকার প্রতিপন্ন হইয়াছে, কারণ মনুষ্য এই সকল বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়াই অঙ্গ চালনা করেন। সাংসারিক বিঘ্ন নিবারণ করিতে হইলে, জিঘাংসা ও প্রতিবিধিৎসা বৃত্তি চরিতার্থ হয়। বল-সাধ্য শিল্প-কর্ম্ম সম্পাদনার্থে এই দুই বৃত্তি এবং নির্ম্মিৎসা ও অর্জনস্পৃহার চালনা করিতে হয়। জিগীষা দ্বারা, অর্থাৎ অধিকতর শুভ সাধনে কে সমর্থ হইতে পারে এইরূপ প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কার্যানুষ্ঠান দ্বারা আত্মাদর ও লোকানুরাগপ্রিয়তা বৃত্তি চরিতার্থ হয়। তদ্ভিন্ন, বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি চালনাতেও পূর্ব্বোক্ত কতিপয় প্রবৃত্তি এবং আর আর নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি চালনা করা হয়। কাম, অপত্যস্নেহ, আসঙ্গলিপ্সা ইহারা বুদ্ধিবৃত্তি এবং ভক্তি, উপচিকীর্ষাদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির আয়ত্ত থাকিলে, সংসারাশ্রম পরম রমণীয় সুখধাম হইয়া উঠে। নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সমুদায়কে পূর্ব্বোক্ত প্রধান প্রধান বৃত্তির বশবর্ত্তী করিয়া যথা নিয়মে চালনা

করা কোন ক্রমেই অধর্ম্ম মূলক নহে। নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির প্রবলতা দ্বারা পাপ সঞ্চার হইতে পারে বলিয়া তাহাদের উচ্ছেদ চেষ্টা করা কদাপি পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে। " তাহাদিগকে বশীভূত রাখ, কিন্তু কদাপি তাহাদের বশীভূত হইও না " ইহাই তাঁহার শাসন। অধর্ম্ম বশে বা ধর্ম্ম ভ্রমে ইহার অন্যথাচরণ করিলেই দুঃখ আছে। অতএব, যাহারা ইন্দ্রিয়ের উচ্ছেদ সাধনকে ইন্দ্রিয় সংযম বলিয়া ইন্দ্রিয়-দ্বার রোধ করিবার চেষ্টা করে, ও সাংসারিক কার্য্য সম্পাদনে বিমুখ হইয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করে, তাঁহারা পরমেশ্বর সন্নিধানে সাপরাধ থাকিয়া অশেষবিধ সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হয়। বিশ্ব-নিয়ন্তার নিয়ম পালনেই ধর্ম্ম ও সুখ, এবং তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘনেই অধর্ম্ম ও দুঃখ।

চতুর্থতঃ।—আহার, নিদ্রা, ও আমোদ প্রমোদে কিঞ্চিৎ কাল ক্ষেপণ করিবেক।

আমোদ, প্রমোদ, হাস্য, কৌতুকে কিঞ্চিৎ কাল ক্ষেপণ করা গর্হিত নহে, বরং অত্যন্ত উপকার-জনক। তাহাতে শরীর সুস্থ ও মন প্রসন্ন থাকে। অবিরত এক বৃত্তি চালনা করিলে ক্লান্ত হইতে হয়, অতএব জগদীশ্বর আমাদিগকে নানা বৃত্তি প্রদান করিয়া নানা প্রকার সুখ ভোগের অধিকারী করিয়াছেন। যখন আমরা সঙ্গীত-রসাস্বাদনার্থ স্বরানুভাবকতা ও কালানুভাবকতা বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছি,

এবং যখন চিত্রময় প্রতিরূপ ও পাষাণাদি-নির্ম্মিত প্রতি-মূর্ত্তি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত অনুচিকীর্ষা, নির্ম্মিৎসা, বর্ণানুভাবকতা, আকারানুভাবকতা প্রভৃতি নানা বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন তত্তৎ বিষয় সম্পাদনার্থ ঐ সকল বৃত্তি নিয়োজন করা কোন ক্রমেই যুক্তি-বিরুদ্ধ নহে। তবে তাহার সহিত দুষ্প্রবৃত্তির সহযোগ হওয়া অবশ্যই দূষণীয় তাহার সন্দেহ নাই। যে সকল ব্যাপার দৃষ্টি করিলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, এবং যাহা দেখিলে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হয়, উভয়ই চিত্রপটে চিত্রিত হইতে পারে। যাহা কর্ণগোচর হইলে রিপু সকল প্রবল হয়, এবং যাহা শ্রবণ করিলে ধর্ম্মে মতি ও পরমেশ্বরে প্রীতি হয়, উভয়ই তাল, মান, রাগ, রাগিণী সহকারে গীত হইতে পারে। তন্মধ্যে যাহার নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি প্রবল, সে তদুপযোগী বিষয় দর্শন ও শ্রবণ করিতে ভাল বাসে, এবং যাহার বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বলবতী, সে ঐ সকল বৃত্তি যাহাতে চরিতার্থ হয়, তাহাই বাঞ্ছা করে। যে দেশের লোক অশ্লীল অকথ্য বিষয় সকল দর্শন, শ্রবণ, উচ্চারণ করিয়া লজ্জিত হয় না, তাহাদের নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি অত্যন্ত তেজস্বিনী তাহার সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে যে কয় প্রকার অতি জঘন্য নৃত্য গীত প্রচলিত আছে, এতদ্দেশীয় জন-সাধারণের নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি প্রবল না থাকিলে, তাহা কখনই চলিত থাকিত না। কিন্তু কুপ্রবৃত্তি জনক

নৃত্য গীত নিষিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান-বর্দ্ধক ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক পবিত্র গান কোন ক্রমেই অশ্রাব্য নহে।

যখন জগদীশ্বর আমাদিগকে আমোদ, প্রমোদ, হাস্য, কৌতুকের উপযোগী নানা প্রকার বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, এবং যখন সেই সকল বৃত্তি সঞ্চালন করিলে শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক সুখ সমুদ্ভূত হয়, তখন তাহাতে কিঞ্চিৎ কাল ক্ষেপণ করা তাঁহার অভিপ্রেত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তবে তাহাতে পাপের সাহচর্য্য থাকা নিন্দনীয় তাহার সন্দেহ নাই।

এস্থলে মনুষ্যের সুখ-সম্পাদক আর একটি বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। প্রত্যেক ব্যক্তির সুখ স্বীয় সমাজের আচার, ব্যবহার, মত, ও ধর্ম্মের উপর এ প্রকার নির্ভর করে, যে সমুদায় লোকে তাঁহার মতাবলম্বী না হইলে এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠান না করিলে, তিনি ইহ লোকে আপনার জ্ঞান ও ধর্ম্মের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন না, বরঞ্চ অনেক স্থলে তাঁহার সেই জ্ঞান ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান তাঁহার ক্লেশেরই কারণ হইয়া উঠে। লোকে তাঁহার মর্য্যাদা জানিতে পারে না, সুতরাং সমাদরও করে না। অন্ধকারে থাকা তাহাদের অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে, সূর্য্য-জ্যোতিঃ আর সহ্য হয় না। তাহারা স্বপ্নকে সত্য জ্ঞান করে, আর জাগ্রৎ কালের বাস্তবিক ব্যাপার সকল স্বপ্ন জ্ঞান করে। কত কত অসাধারণ-বুদ্ধি পরম সাধু মহাত্মা ব্যক্তিও স্বদে-

শস্থ দুর্দান্ত মূর্খদিগের অত্যাচারে অশেষ ক্লেশ ও দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, ও কেহ কেহ মৃত্যুর গ্রাসেও পতিত হইয়াছেন। এস্থলে রাজা রামমোহন রায়কে কাহার না স্মরণ হইবে! ইটালি দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত গালিলিয় পৃথিবীকে সচলা বলিয়া উল্লেখ করাতে, রোম নগরীয় খ্রিষ্টান সভার অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে কারা-রুদ্ধ ও নির্ব্বাসিত করেন। অন্যান্য দেশে যে এ প্রকার ভূরি ভূরি ঘটনা হইয়াছে, তাহা এদেশস্থ ইংলণ্ডীয় ভাষাধ্যায়ী ব্যক্তিরা সবিশেষ অবগত আছেন। এক্ষণে তাঁহারা আপনারাই এ বিষয়ের উদাহরণ-স্থল হইতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকানেক ব্যক্তি সাংসারিক আচার ব্যবহারাদির যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া, ও সুখ সৌভাগ্যের বহুতর উপায় নিরূপণ করিয়াও, লোক ভয়ে তাহার অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইতেছেন। অতএব, ধর্ম্মতঃ এবং স্বার্থতঃ উভয় কল্পেই স্বদেশীয় লোককে বিদ্যা বিতরণার্থে এবং তাহাদিগকে সুখ-লাভের যথার্থ পথ প্রদর্শনার্থে একান্ত যত্ন করা উচিত। আপন আপন নিত্য কর্ম্ম সমাপনান্তে যৎকিঞ্চিৎ কাল যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা জন-সমাজের সুখোন্নতির উপায় সম্পাদনে ক্ষেপণ করাই শ্রেয়ঃ। যখন মনুষ্যের সুখোৎপত্তি বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্যের উপর সম্যক্ নির্ভর করে, তখন জ্ঞানাপন্ন ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি তাদৃশ উৎকৃষ্ট সমাজস্থ না হইলে, কদাপি

সুখী হইতে পাবেন না। যে স্থানেব সাধাবণ লোকে অ-ন্যায় ধনোপার্জ্জন করিয়া বহু ব্যয় পূর্ব্বক নাম সম্ভ্রম উপার্জ্জন করে, তথায় দুই এক জন পরম ন্যায়বান্ ধর্ম্ম-শীল হইলে, তাঁহাদের উদরান্ন হওয়াই দুষ্কর হইয়া উঠে। এই দুর্ভাগ্য বাঙ্গলা দেশেব অবস্থা নিরীক্ষণ করি-লেই তাহার সমূহ উদাহবণ-স্থল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই গ্রন্থে যে সমস্ত পরম মঙ্গলদায়ক তত্ত্ব প্রকাশ কবা যাইতেছে, যদি অপর সাধারণ সকল লোকে তাহা গ্রহণ করে, যদি রাজা তদনুযায়ী নিয়ম সংস্থাপন করিয়া রাজ্য পালন করেন, এবং জ্ঞানবান্ পণ্ডিত মহাশয়েরা তাহা সাক্ষাৎ পরমেশ্বর-প্রণীত বলিয়া উপদেশ দেন, তবে অবিলম্বে সর্ব্বসাধাবণেব জ্ঞান, ধর্ম্ম, ও সুখ-ভোগেব বিস্তব উন্নতি হয, এবং সকল-মঙ্গলালয় পব-মেশ্বরের অচিন্ত্য জ্ঞান ও অপাব করুণাব প্রত্যক্ষ প্রমাণ সকল সুস্পষ্ট প্রতীত হইতে থাকে। ভূম-ণ্ডলে এই সমস্ত মতানুযায়ী আচার ব্যবহার প্রচলিত ও তদ্দ্বারা সুখ সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হওয়া কখনই অসঙ্গত নহে। সংসারে দুঃখের প্রাদুর্ভাব হইযা আসিয়াছে বলিয়া ক-দাপি এ প্রকাব অবধাবণ কবা উচিত নহে, যে চিরকালই ভূলোকের এই প্রকাব দুর্দ্দশা থাকিবেক। “ মনুষ্যের সুখ ও সভ্যতার এই পর্য্যন্ত উন্নতি হইবেক, ইহার অধিক আর হইবেক না, এরূপ নির্দ্দেশ করা কোন মতেই সম্ভাবিত নহে।

তিনি যে কালে যৎপরিমাণে বাহ্য বস্তুর স্বভাব ও তাহার সহিত আপনার সম্বন্ধ জ্ঞাত হইয়াছেন, ও তদনুযায়ী ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখনই তৎপরিমাণে তাঁহার সুখ সচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হইয়াছে। তিনি প্রথমে জঙ্গলে জঙ্গলে পশু হিংসা করিয়া উদর পূর্ত্তি করেন, পরে কৃষিকার্য্য রূপ উৎকৃষ্টতর বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তিলাভ করেন, এবং তদনন্তর শিল্প ও বাণিজ্য-কার্য্যাদি দ্বারা সাংসারিক সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করেন। কোন দেশের লোক অদ্যাপি শেষোক্ত অবস্থা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। মনুষ্য যে দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করিলে চরমাবস্থায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন, অদ্যাপি তাহার প্রারম্ভেই পদ বিক্ষেপ করিতেছেন। ইহা নিশ্চিত, যে আপনার প্রকৃতি ও তৎসম্বন্ধ বাহ্য বস্তুর জ্ঞান শিক্ষা করা তাঁহার চরম দশা প্রাপ্তির অন্তরঙ্গ সাধন, কিন্তু জ্ঞান প্রচারের প্রধান উপায় যে মুদ্রাযন্ত্র, ৪১৭ বৎসর মাত্র পূর্ব্বেও তাহার প্রকাশ ছিল না, এবং গ্রন্থ পাঠের রীতি অদ্যাপি সমুচিত প্রচলিত হয় নাই। বিশেষতঃ, সর্ব্বপ্রকার কাল হরণ অপেক্ষা গ্রন্থ পাঠ ও বিদ্যানুশীলন বিষয়ে কাল হরণ যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অত্যাবশ্যক, ইহা আমাদের দেশীয় লোকের অদ্যাপি হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। স্বল্পাধিক ৬০০ বৎসর হইল, নাবিকদের মহোপকারী কম্পাস যন্ত্র সাধারণরূপে বিদিত হইয়াছে, এবং ৩৬১ বৎসর মাত্র হইল, অর্দ্ধ ভূমণ্ডল যে আমেরিকা খণ্ড

তাহা প্রকাশিত হইয়াছে, এবং তাহার বিস্তর স্থান অদ্যাপি বিচক্ষণ তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতদিগেরও অজ্ঞাত রহিয়াছে। কেবল ৭৮ বৎসর অবধি নির্দ্দিষ্ট প্রণালী ক্রমে রসায়ন বিদ্যার চর্চ্চা আরব্ধ হইয়াছে, এবং এমত মহোপকারী যে বাষ্পীয় যন্ত্র, যদ্দ্বারা সংসারের সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, তাহারও বয়ঃক্রম দুই শত বর্ষের অধিক নহে। ৪৬ বৎসর মাত্র পূর্ব্বে বাষ্পীয় নৌকার সৃষ্টি হয়। এই রূপ যে সমস্ত বিদ্যা ও তত্ত্ব নিরূপণ দ্বারা এক্ষণে ইউরোপ খণ্ড এমত সৌভাগ্যশালী হইয়াছে, দুই শত বা এক শত বা পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে তাহার অনেকেরই সূত্রপাত হইয়াছে। যদিও অতি পূর্ব্ব কালে তাহার কোন কোন বিষয়ের সূচনা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে সকল বিষয়ের বিশিষ্ট রূপ উন্নতি সাধন করিয়া সর্ব্ব দেশে সাধারণরূপে প্রচার করিবার ও তদ্দ্বারা লোকের সুখসচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা ইদানীং আরব্ধ হইয়াছে। রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি এ দুই বিদ্যা অদ্যাপি অতি অপকৃষ্ট ও অসম্পূর্ণ অবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছে।

মনুষ্য আপনার প্রগাঢ় মূর্খতা দোষে চিরকালই হিংসা লোভাদি দুর্দ্দান্ত রিপু সমূহের বশবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছেন, কোন অবস্থাতেই আপনার প্রকৃতি ও প্রয়োজনাদির যথার্থ জ্ঞান পাইয়া তদনুযায়ী সাংসারিক নিয়ম

সংস্থাপনে সমর্থ হন নাই। যে বস্তুর যে শক্তি, সে বস্তু তাহা মনুষ্যের উপর চিরকাল প্রচার করিতেছে, কিন্তু তিনি আপনার মূর্খতা দোষে জগতের যথার্থ নিয়ম নিরূপণ ও তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে না পারিয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। অদ্যাপি সর্ব্ব জাতীয় সামান্য লোকেরা ঘোরতর অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন রহিযাছে, সকল জাতিতেই তাহাদের সংখ্যা অধিক, সুতবাং তাহাদেব মূর্খতা প্রভাবে অবশিষ্ট লোকেরও অবস্থাব ব্যতিক্রম ঘটিয়া উঠিতেছে। বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে যে কেবল পুরুষদিগেব অধিকাংশ মূর্খ এমত নহে, সমস্ত স্ত্রীলোক বিদ্যা-রসে বঞ্চিত রহিয়াছে। তাহারা স্বীয় সংস্কারই সুসংস্কার জ্ঞান করে, এবং যদি কোন বিষয়ে কোন অভিনব প্রণালী স্থাপনের সূত্র দেখে, তাহা পরম হিত-জনক হইলেও, অধর্ম্ম-মূলক বোধ করে, এবং কলির উপদ্রব বিবেচনা করিয়া ভয়ে কম্পমানা হইতে থাকে। এ প্রযুক্ত এক্ষণে যাঁহারা স্বদেশের কুরীতি সংশোধন বা সুরীতি সংস্থাপনার্থে যত্ন করেন, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে পরাভব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। প্রভূত অজ্ঞান প্রভাবে তাঁহাদের বিদ্যা-বল প্রকাশ পায় না। অসীম সমুদ্র সলিলে কতিপয় অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ পতিত হইলে, সেই অগ্নিই নির্ব্বাণ হইয়া যায়। অতএব, সর্ব্ব-সাধারণের জ্ঞানচক্ষুরুন্মীলন ব্যতিরেকে এ সমস্ত প্রতিবন্ধক নিবারণের

আর উপায় নাই। বিদ্যা প্রচারই দুঃখ নাশ ও সুখ-বৃদ্ধির একমাত্র উপায়। স্বদেশের শুভ সাধনে যাঁহাদের অনুরাগ আছে, তাঁহাদের বিদ্যা-জ্যোতিঃ প্রকাশ দ্বারা লোকের চিত্তশুদ্ধি করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। বিদ্যাভ্যাসই সুখ-ভূমি আরোহণের প্রথম সোপান। এই প্রধান পথ পরিত্যাগ করিয়া উপায়ান্তর চেষ্টা করিলে তাহার ফল অসময়ের ফল তুল্য অপূর্ণ ও বিস্বাদ হইবে। অন্য জাতীয় লোকের সুখ সৌভাগ্য দৃষ্টে আপনাদের তাদৃশ শুভাবস্থা প্রাপ্তির অভিলাষ হয় বটে—পরের উদ্যানে কোন সুরম্য পুষ্পতরু দর্শন করিলে নিজ উদ্যানে তাদৃশ বৃক্ষ রোপণ করিবার প্রযাস হয় বটে, কিন্তু তাহার ভূমি তদ্রূপ উৎকৃষ্ট করা আবশ্যক। যে কার্য্যের যে কারণ, তদ্ব্যতিরেকে সে কার্য্য কখনই সম্পাদিত হইতে পারে না। ফলতঃ, এক্ষণে বিদ্যার বিমল প্রভা পৃথিবীতে যে প্রকার ব্যাপ্ত হইতেছে, শিল্প কর্ম্মের যেরূপ উন্নতি হইতেছে, ও জ্ঞান প্রচারের যাদৃশ উপায সকল ধার্য্য হইতেছে, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, মনুষ্যের কায়িক শ্রমের ক্রমশঃ লাঘব হইবে, বিদ্যানুশীলনার্থে লোকের অবকাশ বৃদ্ধি হইবে, এবং তদ্দ্বারা জগতের নিয়ম নিরূপণ পূর্ব্বক তৎপরিপালনে বিশিষ্টরূপ প্রযত্ন হইবে তাহার সন্দেহ নাই। অতএব, এক্ষণে অনায়াসেই এ কথা বলা যাইতে পারে, যে ভূমণ্ডলে মনুষ্যের দুঃখ হরণ ও সুখোন্নতি বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইবার সূত্রপাত হইতেছে।

পঞ্চমাধ্যায়

প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে মনুষ্যের কি প্রকার দুঃখ হয় তাহার বিচার।

সকল মঙ্গলালয় পরমেশ্বর কেবল মঙ্গলজনক নিয়ম সমুদায় সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, এবং সংসারের সমস্ত বস্তুকে আমাদের উত্তরোত্তর সুখ-বৃদ্ধি সাধনের উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কেবল মঙ্গলই তাঁহার সমুদায় নিয়মের প্রয়োজন, এবং সুখই সমস্ত বস্তুর উৎপাদ্য। সংসারে এমত কোন নিয়ম নাই, যে তাহা দুঃখোৎপত্তির নিমিত্তে স্থাপিত হইয়াছে, এবং এ প্রকার কোন পদার্থ নাই, যে তাহা জগতের অশুভ সম্পাদনার্থে সৃষ্ট হইয়াছে। যদিও এই সমস্ত কথা যথার্থ বটে, তথাপি ভূমণ্ডল কেবল দুঃখের স্থান-রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। রোগের যাতনা, দারুণ দৈন্য-দশা, পরের অত্যাচার, আকস্মিক দুর্ঘটনা, নৈসর্গিক উৎপাত এবং অন্যান্য নানা প্রকার শারীরিক ও মানসিক পীড়ায় পীড়িত হইয়া ভূরি ভূরি লোক দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। অতএব, এই সমস্ত দুঃখ পরমেশ্বরের নিয়ম পালনাধীন ঘটিতেছে, কি তাঁহার সুখাবহ নিয়ম

অবহেলন করাতেই মর্ত্ত্যলোকের এইরূপ দারুণ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। বিবেচনা করিলে অবধারিত হইবে, যে যাবতীয় দুঃখ তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘনেরই ফল। পূর্ণ-ন্যায়বান্ বিশ্ব-সম্রাট্ অশুভ কর্ম্মের দুঃখ রূপ ফল বিধান করিয়াছেন, এবং সংসারে যে কিছু দুঃখ আছে, তাহাও তিনি সর্ব্ব সাধারণের কল্যাণ সাধনার্থেই সৃজন করিয়াছেন।

ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল।

পরমেশ্বর যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড শাসন করিতেছেন, তদ্বিষয় বিবেচনা করিতে হইলে, প্রথমতঃ সেই সমুদায় নিয়মের প্রয়োজন কি ও তদনুযায়ী কার্য্য করিলে কি কি উপকার দর্শে, এবং দ্বিতীয়তঃ কি কার্য্য করিলে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা হয়, ও তাহাতে কি কি অনিষ্ট ঘটে, এই সমুদায় অনুসন্ধান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সংপ্রতি আকর্ষণী শক্তির উদাহরণ দিয়া এ বিষয় প্রতিপাদন করা যাইতেছে।

কোন মৃৎপিণ্ড হস্ত হইতে স্খলিত হইলে বা কোন ফল বৃক্ষ-শাখা হইতে বিগলিত হইলে, ঊর্দ্ধ দিকে গমন না করিযা পৃথিবীতেই কেন পতিত হয়, এই প্রশ্ন বিচার করিয়া নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে, পৃথিবীর এমত কোন শক্তি আছে, যে তদ্দ্বারা ঐ ফল ও মৃৎপিণ্ড অধোদিকে আকৃষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হয। যদি কোন

নৌকা নদীতে ভাসিতে থাকে, আর কোন তীরস্থ ব্যক্তি রজ্জু দ্বারা তাহা আকর্ষণ করে, তবে সেই নৌকা যেমন তীরাভিমুখে গমন করে ও অবশেষে তীরে আসিয়াই লগ্ন হয়, সেইরূপ, পৃথিবীর শক্তি বিশেষ দ্বারা তন্নিকটবর্ত্তী সমস্ত জড় পদার্থ পৃথিবীতে পতিত হয়। এই শক্তির নাম আকর্ষণী শক্তি।

প্রত্যেক পরমাণুতে এই আকর্ষণ-শক্তি আছে, সুতরাং যে দ্রব্যে যত পরমাণু, সে দ্রব্যের তত আকর্ষণ-শক্তি।' পৃথিবী আপনার নিকটবর্ত্তী সমুদায় দ্রব্য অপেক্ষা বৃহৎ, অর্থাৎ অধিক পরমাণু-বিশিষ্ট, এ প্রযুক্ত সমস্ত বস্তুকে স্বাভিমুখে আকর্ষণ করে। অতএব, যে সকল বস্তু নিরবলম্ব থাকে, তাহা সুতরাং ভূমিতলে পতিত হইয়া তদুপরি স্থিতি করে। এই নিয়ম দ্বারা জীবলোকের বিস্তর উপকার দর্শিতেছে। এই নিয়ম থাকাতে, পৃথিবীস্থ বা তন্নিকটস্থ সমস্ত বস্তু যথোপযোগী আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে, তদুপরি স্থির হইয়া থাকে, প্রাচীর ও স্তম্ভ সকল যথোপযুক্ত স্থূল ও সরল করিয়া নির্ম্মাণ করিলে, দৃঢ় ও উন্নত থাকে, নৌকা সকল জলোপরি প্লবমান হইয়া স্থিরভাবে চলে, বৃক্ষ লতাদি পৃথিবীতে দৃঢ়রূপে বদ্ধ-মূল আছে, এবং জীবগণ অভ্যাস ও যৎ কিঞ্চিৎ যত্ন সহকারে অনায়াসে স্বীয় শরীর স্থির রাখিতে ও অক্লেশে গমনাগমন করিতে সমর্থ হয়। এই পরম শুভকরী শক্তির সহিত মানব প্রকৃ-

তির সামঞ্জস্য স্থাপনার্থে, পরমেশ্বর অতুল কৌশল প্রকাশ পূর্ব্বক মনুষ্যকে এ প্রকার অস্থি, মাংস, শিরা ও বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, যে তদ্দ্বারা তিনি অবলীলা ক্রমে গতিবিধি করিতে পারেন। তিনি আপনার বুদ্ধি সহকারে ঐ নিয়মের সত্তা, তৎসাপেক্ষ কার্য্যের ক্রম, তাহার সহিত আপন প্রকৃতির সম্বন্ধ, তৎপ্রতিপালনের শুভ ফল ও তাহা লঙ্ঘনের অশুভ ফল এই সমস্ত জানিতে পারেন, ও তদনুযায়ী আচরণ করিয়া দুঃখ নিবারণ ও সুখ সচ্ছন্দতা লাভ করিতে সমর্থ হন। কিন্তু এই আকর্ষণ-শক্তি সম্বন্ধীয় নিয়ম পালন দ্বারা যেমন অশেষ প্রকার ইষ্ট সাধন হয়, সেইরূপ, তাহা লঙ্ঘন করিলে বিস্তর অনিষ্ট ঘটনাও হয়। অশ্ব, রথ, ছাদ, সোপান, বৃক্ষ, পর্ব্বতাদি হইতে পতিত হইলে, হস্ত পদাদি ভগ্ন হইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট হইতে পারে। অতএব, পরমেশ্বর এই সমস্ত বিষয় দুর্ঘটনা নিবারণার্থে কি প্রকার উপায় করিয়া দিয়াছেন তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। অন্যান্য জন্তুও এই প্রবল শক্তির অধীন, পরমেশ্বর তাহাদিগের প্রকৃতিও তদুপযোগী করিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে অস্থি, মাংসপেশী, চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়, সাবধানতা, ও অন্যান্য নানা প্রকার শারীরিক ও মানসিক শক্তি প্রদান করিয়া তাহাদের প্রকৃতি ও আকর্ষণী শক্তি উভয়ের পরস্পর সুন্দর সামঞ্জস্য রাখিয়াছেন। সামান্যতই, এই সমস্ত

প্রবল উপায় থাকাতে, তাহাদের সর্ব্বদা বিপদ্ ঘটিতে পায় না। তদ্ভিন্ন, আকর্ষণ শক্তি দ্বারা যে জন্তুর অনিষ্ট ঘটনার অধিক সম্ভাবনা আছে, পরমেশ্বর তাহার সে দুর্ঘটনা নিবারণের সুন্দর কৌশল করিয়া দিয়াছেন। বানরের বৃক্ষ আরোহণ করা স্বভাব, অতএব জগদীশ্বর তাহাদের হস্ত, পদ ও লাঙ্গুলে অপেক্ষাকৃত অধিক বল প্রদান করিয়াছেন। তদ্দ্বারা তাহারা অবলীলা ক্রমে নির্ব্বিঘ্নে শাখায় শাখায় গমন করে। যে সকল পক্ষী বৃক্ষ-শাখায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যায়, তাহাদের এ প্রকার এক মাংসপেশী জানুর উপর দিয়া পদতল পর্য্যন্ত গিয়াছে, যে তাহা শরীরের ভার দ্বারা সঙ্কুচিত হইয়া তাহাদের পদদ্বয়কে বৃক্ষ-শাখায় সংযুক্ত করিয়া রাখে। ইহাতে যে পক্ষীর শরীর যত ভারী, ও তদনুসারে যাহার পতনের যত সম্ভাবনা থাকে, সে তত দৃঢ়রূপে বৃক্ষ-শাখায় সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। বালুকাময় উষ্ণ ভূমিতে গমন করা উষ্ট্রের কর্ম্ম, এ নিমিত্ত তাহারা বিস্তৃত খুর প্রাপ্ত হইয়াছে। নতুবা শ্লথ বালুকাতে তাহাদের পদ মগ্ন হইয়া অতিশয় ক্লেশকর হইত। মৎস্যদিগের উদরে এক বায়ু-কোষ * আছে, তাহারা তাহার শৈথিল্য বা সঙ্কোচন করিয়া স্বেচ্ছানুসারে জল মধ্যে ঊর্দ্ধ বা অধঃ সঞ্চরণ করে।

---

* মাছের পটকা।

এই সকল উদাহরণ দ্বারা ইহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে, যে পরম কারুণিক পরমেশ্বর ভূমির আকর্ষণী শক্তির সহিত নিকৃষ্ট জীবদিগের প্রকৃতির অতি সুন্দর সামঞ্জস্য রাখিয়াছেন। কেবল মনুষ্যই কি পরম পিতার অপ্রিয় পাত্র? তিনিই কি কেবল ঐ দুর্দ্ধর্ষণীয় শক্তির অধীন থাকিয়া দুঃখ ভোগ করিতে জন্মিয়াছেন? পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের নিয়ম সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, এ কথাকে নিমেষ মাত্রও মনে স্থান দেওয়া যায় না। তাঁহার বিচিত্র শক্তি ও বিচিত্র কার্য্য। তিনি মনুষ্যের নিমিত্তে প্রকারান্তর কৌশল করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিতে পারিলে, অবশ্য পশুদিগের ন্যায় মনুষ্যেরও এ বিষয়ে দুঃখ হ্রাস ও সুখ লাভ হয়। মনুষ্যেরও পশুদিগের ন্যায় অস্থি, মাংসপেশী, ধমনী,* দেহের সমস্ত স্থানজ্ঞান ও সাবধানতা বৃত্তি আছে, কিন্তু তাঁহার এই সমস্ত বিষয় পশুদিগের সমান নহে, কারণ তাঁহার শরীরের আকার, স্থূলতা, ও ভার-

* এই সকল নাড়ী শ্বেতবর্ণ। কপালস্থ মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডস্থ মজ্জার সহিত মুখ্যরূপে বা গৌণরূপে ইহাদের সংযোগ আছে। মন এই সকল নাড়ী দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমুদায় গ্রহণ করিতে পারে ও ইচ্ছা মাত্র অঙ্গ সকল চালনা করিতে সমর্থ হয়, এবং পাকস্থলী ও হৃদয়াদি যে সমস্ত শারীরিক যন্ত্রের ব্যাপার ইচ্ছার আয়ত্ত নহে, বিশেষ বিশেষ ধমনীর শক্তি তাহারও উপর চলিত হয়।

বস্তু যেরূপ, তিনি তৎপরিমাণে এই সকল বিষয় প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু জগদীশ্বর নির্ম্মিৎসা ও অনুমিতি বৃত্তি প্রদান করিয়া তাঁহাকে এ বিষয়ে পশুদের সমান, বরঞ্চ তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। পূর্ব্বে নিরূপণ করা গিয়াছে, মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বৃত্তি এবং সমুদায় বাহ্য বস্তুর স্বভাবও ঐ সকল বৃত্তির প্রাধান্য সংস্থাপনের সম্যক্ উপযোগী। আকর্ষণী শক্তির বিষয়ও তাহার এক উদাহরণ স্থল। সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা সপ্রমাণ হইবে, যে পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি দ্বারা যত ক্লেশ ঘটনা হয়, তৎসমুদায় আমাদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রাধান্য ও বুদ্ধিবৃত্তি চালনার ত্রুটি প্রযুক্তই ঘটিয়া থাকে। শকট ভগ্ন বা গৃহ পতিত হইয়া লোকের অঙ্গ ভঙ্গ বা প্রাণ বিয়োগ হইলে, যদি অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায়, তবে প্রায় দৃষ্ট হয়, সেই রথ বা গৃহ অতি পুরাতন ও জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, এবং শকটনায়ক ও গৃহস্বামীর অর্জনস্পৃহা বৃত্তির প্রবলতা হওয়াতেই তাহার প্রতীকার হয় নাই। এইরূপ, কত কত ব্যক্তি ইন্দ্রিয় ভোগের আতিশয্য দ্বারা দুর্ব্বল ও নির্বীর্য্য হইয়া অট্টালিকার ছাদ, নৌকার গুণবৃক্ষ *, রথের শৃঙ্গ, মন্দিরের চূড়া ও বৃক্ষের শাখা হইতে পতিত হয়। অপরিমিত মাদক সেবন দ্বারা শারীরিক ও মানসিক শক্তি সমুদায়ের

* মাস্তুল।

হ্রাস হওয়াতে, এ প্রকার ভূরি ভূরি দুর্ঘটনা সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে। এমত স্থলে কেবল নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির আতিশয্য মাত্র মনুষের দোষ নহে, তিনি আপন শরীরের বল ও সমসংস্থানজ্ঞান মাত্রের উপর নির্ভর করিয়া চলেন, নির্ম্মিৎসা ও অনুমিতি বৃত্তির চালনা করেন না। দৈবাৎ পদ স্খলন হইলে, যাহাতে একেবারে ভূতলে পতিত না হন এমত কোন উপায় করেন না। বিশিষ্ট রূপ অনুসন্ধান ও বিবেচনা দ্বারা অবশ্য নানা কৌশল কল্পিত হইতে পারে। অট্টালিকার ছাদের প্রান্তভাগে দণ্ডায়মান হইয়া কার্য্য করিতে হইলে, যদি এক ক্ষুদ্র শৃঙ্খলের এক প্রান্ত কটিদেশে লগ্ন করিয়া অপর প্রান্ত সেই ছাদের কোন স্থানে একটা কীলকে বদ্ধ করিয়া রাখা যায়, তবে নির্ভয়ে কর্ম্ম করা যায়, অথচ পতনের সম্ভাবনা থাকে না। ইহা যথার্থ বটে, যে মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণ অদ্যাপি যেরূপ ভ্রান্তিসঙ্কুল ও হীনাবস্থ রহিয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়ম প্রতিপালনে সম্যক্ সমর্থ হওয়া কখনই সম্ভাবিত নহে, সুতরাং এ বিবেচনায় মনুষ্যকে পশু অপেক্ষা দুর্ভাগ্য বলিতে হয়। কিন্তু আমাদের অসম্যক্ বুদ্ধি চালনা ও অযথোচিত বিদ্যানুশীলনই ইহার এক মাত্র কারণ। মনুষ্যের মনোবৃত্তি সমুদায় যত দূর চালিত ও বর্দ্ধিত হইতে পারে, এইক্ষণে কুত্রাপি তাহার অত্যল্পও সম্পন্ন হইতে দেখা যায় না। মনুষের মানসিক ও শারীরিক

প্রকৃতি, বাহ্য বস্তু সমুদায়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ, সেই সকল বস্তুর স্বভাব, শারীরিক ও মানসিক চেষ্টাতেই যথার্থ সুখোদয় হয় ও উৎকৃষ্ট বৃত্তির চালনা করিলে অধিক আনন্দ অনুভূত হয়, এই সমস্ত বিষয় কোন্ দেশের লোকে সুপ্রণালী ক্রমে শিক্ষা করিয়া থাকে? এ প্রকার অবস্থায় ভূমণ্ডলের বহু ভাগ যে কতক গুলি মুহ্যমান জড়বৎ বুদ্ধি দ্বারা পরিপূর্ণ, ও তজ্জনিত অশেষ প্রকার দুঃখ দ্বারা আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। যখন আমাদের মনোবৃত্তি সমুদায় পরস্পর সমঞ্জসীভূত থাকিয়া চেষ্টমান হইলেই সুখ সঞ্চার হয়, তখন তাহাদের অসামঞ্জস্য অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির হীনতা ও নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সমুদায়ের প্রবলতা দ্বারা যে দুঃখোৎপত্তি হয়, ইহা স্বাভাবিক-সিদ্ধ বটে। এই সমস্ত দুঃখও আমাদের মঙ্গলাভিপ্রায়ে সৃষ্ট হইয়াছে। যখন আমরা বিশ্ব-নিয়ন্তার কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ক্লেশ পাই, তখন তাহা সেই পরাৎপর পরম আচার্য্যের সাক্ষাৎ উপদেশ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া একান্ত অন্তঃকরণে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করা উচিত, যে " হে বিশ্বাধিপ! হে করুণাকর! আমি তোমার সুখাবহ নিয়ম আর লঙ্ঘন করিব না।" যৎপরিমাণে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিবে, মঙ্গলাকর বিশ্বপাতা তৎপরিমাণে সুখ দান করিবেন। কেবল মঙ্গলই সমুদায় বিশ্ব-কৌশলের প্রয়োজন, এবং যত দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা সেই পরম প্র-

য়োজন সাধনার্থে সঙ্কল্পিত। অতএব, নিয়ম লঙ্ঘন করিলে অনিষ্ট ঘটে বলিয়া নিয়ম কখনও অশুভ জনক বলা যায় না। পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তির প্রযোজন অবগত হইয়া তদনুযায়ী ব্যবহার না করিলে বিপদ্ উপস্থিত হয়, একারণ তাহাকে অকল্যাণকরী শক্তি বলা কদাপি উচিত নহে। যদি পরমেশ্বর এই শুভকরী আকর্ষণী শক্তিকে নষ্ট করেন, তবে মহোচ্চ অট্টালিকাদি কম্পমান হয়, বৃক্ষ সমুদায় শিথিল হয়, মানব-দেহ অত্যল্প কারণেই আকাশ-পথে উৎক্ষিপ্ত হয়, এবং সংসারের এইরূপ অন্যান্য সহস্র প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া উঠে। কার্য্য-কারণপ্রণালী ক্রমে যে কারণের যে কার্য্য তাহা অবশ্যই হয়, এই যে পরম সুন্দর নিয়ম অবধারিত আছে, ইহারও অন্যথা হইয়া সমুদায় বিপর্য্যয় হইয়া উঠে। অতএব, যদি পরমেশ্বর কোন প্রিয় উপাসকের উপস্থিত বিপদ্ নিবারণার্থে সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করিতেন, তবে পৃথিবীর অমঙ্গলের আর সীমা থাকিত না। ইহা হইলে আমাদের কোন কর্ম্মেরই নিয়ম থাকিত না। অনেক প্রকার উৎকৃষ্ট আনন্দও পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইত এবং অনুমিতি প্রভৃতি কত কত মনোবৃত্তি নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন হইত। যদি কার্য্য-কারণের নিয়মই না থাকিত, তবে তন্নিরূপণোপযোগী মনোবৃত্তি থাকাতেই বা কি ফল দর্শিত? এক্ষণে তাহার চালনা দ্বারা যে বিপুল সুখের সম্ভাবনা

আছে, তাহা এক কালে রহিত হইত। এইরূপ্ আশা ও অপরাপর অনেক মনোবৃত্তি চরিতার্থ হইবার প্রতিও সম্যক্ বিঘ্ন ঘটিত, এবং তদ্দারা এক্ষণে যে প্রকার সুখ লাভ করা যাইতেছে, তাহাতেও বঞ্চিত হইতে হইত।

আকর্ষণী শক্তিব ন্যায় অপরাপব প্রাকৃতিক নিয়মের বিষয়েও বিচাব কবিয়া দেখিলে, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইবে। তৎসমুদায়ও প্রতিপালন করিলে সুখ লাভ হয়, আব লঙ্ঘন করিলেই দুঃখ ঘটিয়া থাকে। কাহারও প্রতি পবমেশ্বরের কোন নিয়মেব অব্যাপ্তি নাই। কাহাবও প্রতি তাঁহাব পক্ষপাত নাই। সকলেই সেই এক পবম পিতার সন্তান। সকলেই সেই এক বিশ্বাধিপের প্রজা। তিনি সকলকেই সমান স্নেহ করেন ও সকলকে সমান নিয়মে পালন কবেন।

শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনেব ফল

পূর্ব্বে উল্লেখ কবা গিয়াছে, শবীবী বস্তু শরীরান্তব হইতে উৎপন্ন হয়, অন্ন গ্রহণ দ্বারা সজীব থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে তাহাব বৃদ্ধি, পূর্ণাবস্থা, হ্রাস ও ভঙ্গ হয়। পরমেশ্বব কি অনির্ব্বচনীয় অভিপ্রায়ে জীব সমুদায় সৃষ্টি কবিয়াছেন, তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন। কিন্তু তাহাদের সুখে কাল যাপন করা যে তাঁহার অভিপ্রেত, ইহাতে সংশয় নাই। তাঁহার এই অভিপ্রায় স্বীকার কবিলে, ইহাও অঙ্গীকার করিতে হয়, যে তিনি তাহাদের সমুদায়

শরীর পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় সাধনের সম্যক্ উপযোগী করিয়াছেন। কোন শরীরী বস্তুর উত্তমতা সম্পাদন করিতে হইলে, এই পরম শুভকর নিয়মত্রয় প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য, প্রথমতঃ যে বীজ হইতে তাহার উৎপত্তি হয়, তাহা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ও সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ থাকা উচিত, দ্বিতীয়তঃ আজন্ম মরণ পর্য্যন্ত যথোচিত জল, বায়ু, জ্যোতিঃ, অন্ন ও অন্যান্য প্রয়োজনোপযোগী দ্রব্য সমুদায় সেবন করা আবশ্যক, তৃতীয়তঃ সমুদায় শারীরিক শক্তি ও মানসিক বৃত্তি যথা নিয়মে চালনা করা কর্ত্তব্য। যে সকল তত্ত্ববিদ্ ব্যক্তির পরমেশ্বরকে পরম মঙ্গলালয় বলিয়া জ্ঞান আছে, তাঁহাদিগকে সুতরাং ইহাও বিশ্বাস করিতে হয় যে, তাহার নিয়ম প্রতিপালন করিলে সমস্ত জীবের নিজ নিজ প্রকৃতি গুণেই সুখের উৎপত্তি হয়, এবং ইহাও হৃদয়ঙ্গম রাখিতে হয় যে, সমস্ত জীব যাহাতে পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালনে সমর্থ হইতে পারে, তিনি তাহাদের প্রকৃতির সহিত বাহ্য বস্তু সমুদায়ের তদুপযোগী সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন। এই পরম কল্যাণকর বিষয়ের ভূরি ভূরি উদাহরণ-স্থলও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অনেকানেক ব্যক্তিকে জন্মাবধি বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত দ্রঢিষ্ঠ বলিষ্ঠ ও সুস্থ-কায় থাকিতে দেখা গিয়াছে, এবং তদনুসারে, মনুষ্যের আজন্মমরণ পর্য্যন্ত সবল ও সুস্থ থাকিবার যে সম্যক্ সম্ভাবনা আছে, ইহা এক প্রকার অবধারিত হই-

ছে। নব-জীলণ্ড-দ্বীপস্থ লোকের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহা পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ভূমণ্ডল-প্রদক্ষিণ-কারী কুক্ সাহেব ও তাঁহার সমভিব্যাহারী সমুদায় ব্যক্তি নব-জীলণ্ড-দ্বীপে যত বার অবতরণ করিয়াছিলেন, তত বারই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যাবতীয় লোক তাঁহাদের দর্শনার্থ সমাগত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কোন ব্যক্তিকে রোগাক্রান্ত দেখেন নাই। যাহাদের সর্ব্ব শরীর দৃষ্টি-গোচর হইয়াছিল, তাহাদের কোন অঙ্গে ক্ষত মাত্র ছিল না, এবং পূর্ব্বেও যে কখন কোন ক্ষত হইয়াছিল তাহাও কোন নিদর্শন দৃষ্ট হয় নাই। তাহাদের কোন অঙ্গ দৈবাৎ আহত হইলে, বিনা ঔষধ প্রযোগে তাহার আশু প্রতীকার হয়। ইহাও তাহাদের শারীরিক সুস্থতার প্রমাণ। উক্ত দ্বীপে ভূরি ভূরি কেশ-হীন ও দন্ত-হীন বৃদ্ধ লোক দৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু তন্মধ্যে কেহ বল-হীন ও জরাগ্রস্ত ছিল না। তাহারা বল ও পরাক্রমে তরুণ-বয়স্ক ব্যক্তিদিগের সমান ছিল না বটে, কিন্তু তাহাদের ন্যায় স্ফূর্ত্তিযুক্ত ও প্রফুল্ল-চিত্ত ছিল। জল মাত্র তাহাদের পানীয়। তৎকাল পর্য্যন্তও সুরা রূপ বিষম বিষ পানে তাহাদের আমোদ উপস্থিত হয় নাই।

প্রায় সমস্ত দেশেই এরূপ অনেকানেক লোক দেখা যায়, যে তাহারা সুস্থ শরীরে দীর্ঘ কাল জীবিত থাকে *।

* জ, ক, প্রিচার্ড সাহেব তাঁহার "মানব বর্গের প্রা-

এক্ষণে দুর্ভাগ্য বাঙ্গলা দেশীয় লোকেরা যেমন দুর্ব্বল ও রুগ্ন হইয়াছে, এমত আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কোন মহাপাপ এদেশে প্রবেশ করিয়াছে—পরমেশ্বরের কোন প্রবল আজ্ঞা লঙ্ঘন হইতেছে— আমাদের কোন দারুণ দুরদৃষ্ট ঘটিয়াছে, তাহার সংশয় নাই। অনেকেই কহেন, আমার পিতামহ অতি বলবান্ ছিলেন ; অশীতি

ইউরোপীয় লোক

বয়ঃক্রম		ব্যক্তি সংখ্যা
বর্ষের অধিক	বর্ষের অনধিক	
১১০	১২০	২৭৯
১২০	১৩০	৮৭
১৩০	১৪০	২৭
১৪০	১৫০	৯
১৫০	১৬০	৫
১৬০	১৭০	৪
১৭০	১৮০	৪
তদ্ভিন্ন		
১৮৫ বৎসর বয়স্ক		২

কৃতিক ইতিবৃত্তানুসন্ধান” বিষয়ক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে কতক গুলি দীর্ঘজীবী স্ত্রী পুরুষের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ১১০ বর্ষের অধিক পরমায়ু বিশিষ্ট কতিপয় ব্যক্তির বিষয় লেখা যাইতেছে।

বৎসর বয়সেও আমার দ্বিগুণ ভোজন ও পরিশ্রম করিতে পারিতেন। কেহ কেহ কহেন, আমার পিতামহ কখনও গুরুতর রোগে আক্রান্ত হন নাই, এক্ষণে তাঁহার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ হয়। বস্তুতঃ, ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, এবং অনেকে পুনঃ পুনঃ এই খেদোক্তিও করিয়া থাকেন, যে অদ্যাপি ৭০ বর্ষের বৃদ্ধ ব্যক্তিরা যত অন্ন ভোজন করেন, আমরা যৌবন দশায়ও তত পারি না। ৪০। ৫০ বৎসরের মধ্যে কি কারণে এপ্রকার বিষম অমঙ্গল ঘটিল, তাহার অনুসন্ধান করা স্বদেশহিতৈষী মহাশয় ব্যক্তিদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অল্প

ইউরোপ-জাত বা ইউরোপীয় বংশ-জাত আমেরিকাবাসী লোক

১১০	১৩০	৭
১৩০	১৫০	১
তদ্ভিন্ন		
১৫১ বৎসর বয়স্ক	.... ..	২

আফ্রিকা খণ্ডের লোক

১১০	১৩০	৬
১৩০	১৫০	৪
১৫০	১৭০	১
তদ্ভিন্ন		
১৮০ বর্ষবয়স্ক	....	১

কালে স্ত্রী-সহযোগ যে ইহার এক প্রধান কারণ তাহার সংশয় নাই। পশ্চাৎ এ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করা যাইবেক, এক্ষণে যে প্রকরণ আরম্ভ করা গিয়াছে, তাহার বিবরণ করা আবশ্যক।

মনুষ্য যে যাবজ্জীবন সুস্থ থাকিতে পারে তাহা এক প্রকার সপ্রমাণ হইয়াছে। প্রাকৃতিক নিয়মের কোন স্থলে অব্যাপ্তি নাই। এরূপ স্বাস্থ্য-সুখ সম্ভোগ করা যদি আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ না হইত, তবে কোন ব্যক্তির ভাগ্যেই তাহা ঘটিত না। যদি এক ব্যক্তিকেও নীরোগ ও দীর্ঘজীবী দেখা যায়,* তবে ইহা নিশ্চিত জানিতে হইবে, যে পরম কারুণিক পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করিলে, সকলেই তাদৃশ পরম সুখ সম্ভোগ করিতে পারে।

অনেকে স্ত্রীলোকের প্রসব-বেদনার উদাহরণ দিয়া কহেন, এ সংসারে মনুষ্য যে বিনা ক্লেশে সমস্ত শারীরিক ও মানসিক ব্যাপার সম্পন্ন করিবেন ইহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে, যেহেতুক তাঁহার এরূপ অভিপ্রায় হইলে,

---

আমেরিকা খণ্ডের আদিম নিবাসী লোক

১১৭ বর্ষবয়স্কা (স্ত্রী) ১

১৪৩ বর্ষবয়স্ক (তৎস্বামী) ১

এই শেষোক্ত ব্যক্তি ১৩০ বৎসর বয়সে প্রত্যহ ৫। ৬ ক্রোশ ভ্রমণ করিতেন।

ভারতবর্ষীয় লোকের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি ১২০ বৎসর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এমত শ্রবণ করা গিয়াছে।

প্রসব-কালে বেদনা ও তৎপরে দৌর্ব্বল্য ও পীড়া উপস্থিত হইত না। কিন্তু এ বিষয়ও যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, এ যাতনাও পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা ও পর্য্যাটকেরা দেশ বিশেষের ইতর জাতীয় স্ত্রীদিগের প্রসব-বেদনা ও আনুসঙ্গিক ক্লেশের বিস্তর লাঘব দেখিয়া তাহার সবিশেষ বিবরণ লিখিয়াছেন। এলিসন্ সাহেব যে কয়েক উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা পশ্চাৎ লিখিতেছি। "১৮২৯ খৃষ্টাব্দে স্কট্লণ্ডের অন্তঃপাতী এবর্ডিন নামক স্থানের এক স্ত্রী সন্তান প্রসবের ২। ৩ দিবস পরে সেই শিশুকে পৃষ্ঠদেশে লইয়া এক দিনে প্রায় চতুর্দ্দশ ক্রোশ গমন করিয়াছিল। ফলতঃ, প্রতি দিনই উক্ত রূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। সচরাচর এ প্রকারও প্রত্যক্ষ করা যায়, যে স্ত্রীলোকেরা শস্যক্ষেত্রে শস্যচ্ছেদন করিতে করিতে সহসা তথা হইতে অপসৃত হইয়া কিঞ্চিৎ দূরে গমন করে, এবং কাহারও সহকারিতা ব্যতিরেকে সন্তান প্রসব করিয়া কর্ম্ম-স্থানে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দিবাবসান পর্য্যন্ত তথায় কর্ম্ম করে। কিঞ্চিৎ কৃশতা ও বিবর্ণতা ব্যতিরেকে তাহাদের মুখশ্রীতে যাতনার আর কোন চিহ্ন দেখা যায় না। অনেকানেক স্ত্রী প্রসবান্তে তদ্দিবসেই ৩। ৪ ক্রোশ পথ চলিয়াছে, এমত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। নিয়মাতিচারী ধনাঢ্য লোকদিগের পরিবারে এ প্রকার বিষয় দুর্ঘট বটে, কিন্তু

দুঃখী লোকদিগের মধ্যে একরূপ ঘটনা সর্ব্বদাই ঘটে। যখন একরূপ অনায়াস-সাধ্য প্রসবের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন আমেরিকা খণ্ডের আদিম-নিবাসিনী স্ত্রীলোকদিগের পুরুষ সমভিব্যাহারে বন পর্য্যটন করিতে করিতে কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইয়া সন্তান প্রসব করিবার এবং তাহাকে পৃষ্ঠদেশে সংস্থাপন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার অবিলম্বে স্বামীর সমভিব্যাহারিণী হইয়া ভ্রমণ করিবার বিষয়ে যে সকল বৃত্তান্ত আছে, তাহাও অবশ্য বিশ্বাস করা যাইতে পারে।”

লারেন্স সাহেব কহেন “পর্য্যটকেরা ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ করিয়া থাকেন, আমেরিকার আদিম লোক, নিগ্রো ও অন্যান্য অসভ্য জাতীয় স্ত্রীদিগের অত্যল্প প্রসব-বেদনা হইয়া থাকে। সামান্য ও লঘু আহার ও ক্রমাগত পরিশ্রম দ্বারা তাহাদের শরীর দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হয়, এ প্রযুক্ত তাহারা সাতিশয় ভোগশালী অলস মনুষ্যদিগের ভোগ্য ভূরি ভূরি ক্লেশ প্রাপ্ত হয় না। ভোগাসক্ত সভ্য লোকদিগের মধ্যেও ইতর জাতীয় বহু-পরিশ্রমী স্ত্রীদিগের প্রসব সময়ে পূর্ব্বোক্ত অসভ্য জাতীয় অবলাদিগের ন্যায় অল্প ক্লেশ ঘটিয়া থাকে।„

দক্ষিণ আমেরিকাতে আরৌকেনিয়া নামে এক দেশ আছে, তথাকার স্ত্রীলোকেরা প্রসবান্তে তৎক্ষণাৎ নিকটবর্ত্তিনী নদীতে অবতরণ করিয়া আপনার ও সন্তানের অঙ্গ

প্রক্ষালন করে, এবং তৎপরে আপনার নিয়মিত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়।

প্রসব হইতে কষ্ট হইলে, ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা যে যে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহাতে বেদনার ঐকান্তিক নিবৃত্তি হয়। কেহ কেহ সহজ প্রসবের স্থলেও এক প্রকার ঔষধ প্রয়োগের পরামর্শ দেন। যদি তাঁহারা এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হন, তবে প্রসব-বেদনার বিস্তর লাঘব হইবে। মৈস্মরতত্ত্ব প্রকাশিত হওয়াতে, মনুষ্যের যে পর্য্যন্ত দুঃখ হ্রাসের উপায় হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। পূর্ব্বে যে সকল অস্ত্র-চিকিৎসাতে রোগীর অসহ্য যাতনা উপস্থিত হইত, এক্ষণে তাহার অজ্ঞাতসারে তাহা সম্পন্ন হইতে পারে। ইহা মনে হইলে সর্ব্ব-দুঃখ-নিবারক ও সর্ব্ব-সুখ-দায়ক পরম কারুণিক পরমেশ্বরের ভক্তিরসে কাহার চিত্ত আর্দ্র না হয়? এই সমুদায় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, মনুষ্য যে নিজ প্রকৃতি গুণে যাবজ্জীবন বল, স্বাস্থ্য, ও শারীরিক ও মানসিক সুখ প্রাপ্ত হইতে পারেন ইহা সম্যক্ সম্ভাবিত বোধ হয়। তথাপি কি কারণে এই সমস্ত শুভ সাধন না হইতেছে, তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, বীজ সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ ও সর্ব্ব-সুলক্ষণ-সম্পন্ন না হইলে, তদুৎপন্ন বৃক্ষ বা প্রাণি সুন্দররূপ সতেজ হয় না। ক্ষত, বা নিস্তেজ, বা জীর্ণ বীজ বপন করিলে, তদুৎপন্ন-বৃক্ষও তেজোহীন হয়, ও অবিলম্বে

নষ্ট হইয়া, যায়। মনুষ্যাদি যাবতীয় প্রাণীর বিষয়েও এ নিয়মের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই। মনুষ্যেরা কি এ নিয়ম প্রতিপালন করিতেছেন? পালন করা দূরে থাকুক, তাঁহারা একাল পর্যন্ত তাহার সত্তাও স্পষ্ট প্রতীতি করিতে পারেন নাই। যদিই অস্পষ্ট রূপে জ্ঞাত হইয়া থাকেন, তথাপি প্রতিপালনের আবশ্যকতা সম্যক্ হৃদয়-ঙ্গম করিতে সমর্থ হন নাই। কত কত অল্প-বয়স্ক, দুর্ব্বল, রোগাক্রান্ত, ও জরাগ্রস্ত ব্যক্তি এ নিয়ম অবহেলন পূর্ব্বক বিবাহ করিয়া ক্ষীণজীবী অন্তান উৎপাদন করে। তাহারা কি নির্ব্বোধ! তাহারা একবার ভাবে না, যে তাহাদের সন্তানেরাও পৈতৃক ও মাতৃক দোষের অধিকারী হইবে, রোগার্ত্ত ও নিস্তেজ শরীর প্রাপ্ত হইয়া চিরজীবন অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিবে, ও অচিরাৎ কাল-গ্রাসে পতিত হইবে। কেবল মূঢ়তা ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রাবল্য ইহার মূলীভূত কারণ। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, যাহারা ঈশ্বরের নিয়মে অশ্রদ্ধা করে, ও তিনি ঐ নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতিফল স্বরূপ দুঃখ নিয়োজ করিয়া তদ্দ্বারা মনুষ্যের বিবাহ সংস্কার বিষয়ে যেরূপ বিধি ও উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাও অবহেলন করে, তাহাদের হইতেই এমত সংকল ব্যাপার সম্ভাবিত হয়। অজ্ঞান, কাম ও লোভই এমত অবৈধ পাণিগ্রহণের প্রধান প্রবর্ত্তক। সন্তানের ক্ষীণতা ও যাতনা এবং পিতা মাতার উৎকণ্ঠা

ও শোক এই অকর্ত্তব্য কর্ম্মের সমুচিত ফল। এই দুর্ভাগ্য বাঙ্গলা দেশ এ বিষয়ের সম্পূর্ণ উদাহরণ-স্থল। যে স্থানে পিতা মাতা সচেষ্টিত হইয়া দশবর্ষীয় বালকের এবং অতি ক্ষীণজীবী চিররোগী সন্তানেরও বিবাহ দেন, এবং যে স্থানে কন্যা ক্ষিপ্ত ও মহারোগ-গ্রস্ত হইলেও কলঙ্ক ভয়ে তাহাকে পাত্রস্থ করিতে হয়, সে স্থানের লোক যে এমত নির্বীর্য্য অসমর্থ ও অকর্ম্মণ্য হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? যাহা হউক, ইহা স্থির জানা উচিত, যে পরমকারুণিক পরমেশ্বরের নিয়মের প্রতিপালনেই সুখ ও লঙ্ঘনেই দুঃখ।

অন্ন গ্রহণ, জ্যোতিঃ ও বায়ু সেবন, যথাযোগ্য বস্ত্র পরিধান, ইত্যাকার জড়পদার্থ-ঘটিত ব্যাপার দ্বারা শরীরকে সবল ও সুস্থ করিতে যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই সমুদায় বিষয় যথোপযুক্তরূপে সম্পন্ন করা দ্বিতীয় শারীরিক নিয়ম। কিন্তু মনুষ্যেরা কোন কালে এ নিয়ম সুচারুরূপে প্রতিপালন করিতে সমর্থ হন নাই। নিয়ম না জানিলে, তদনুসারে কার্য্য করা কখনই সম্ভাবিত নহে। আমাদের শারীরিক প্রকৃতির তত্ত্বানুসন্ধান না করিলে কিরূপে শারীরিক নিয়ম জ্ঞাত হওয়া যায়? শারীরস্থান ও শারীরবিধান যথা নিয়মে শিক্ষা না করিলেই বা কি প্রকারে শারীরিক প্রকৃতি জানিতে পারা যায়? আর বাহ্য বস্তু সমুদায়ের সহিত শরীরের কিরূপ

সম্বন্ধ তাহা অবগত হওয়া উচিত, হইবার নিমিত্ত ঐ সকল বস্তুর সত্তা ও গুণ সমুদায় জ্ঞাত হওয়া, ও পরীক্ষা দ্বারা মানব দেহের সহিত উহাদের সম্বন্ধ নিরূপণ করা বিধেয়। আমরা এই সমস্ত বিষয় যত সম্পন্ন করিতে পারিব, পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত শুভকর শারীরিক নিয়ম সমুদায় নিরূপণ করিতে তত সমর্থ হইব, এবং ততই তাঁহার পরম মঙ্গলকর বিশুদ্ধ সুখ-স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া অপার আনন্দ-নীরে নিমগ্ন হইব।

যথা নিয়মে শারীরিক শক্তি সমুদায় চালনা করা তৃতীয় শারীরিক নিয়ম। মনুষ্য অন্যান্য নিয়মের ন্যায় এ নিয়মও অবহেলা করিয়া তাহার প্রতিফল রূপ যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইয়া আসিতেছেন। দেখ, কত শত ব্যক্তি ব্যায়াম বা প্রকারান্তরে অঙ্গ চালনা না করিয়া ক্ষুধা-মান্দ্য, দৌর্ব্বল্য, অস্বচ্ছন্দতা, সদা বিরক্তি ইত্যাদি অশেষ প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করে। ইহা প্রসিদ্ধই আছে, যে, এতদ্দেশীয় অনেকানেক ধনাঢ্য ব্যক্তি এ বিষয়ে সম্যক্ সাপরাধ আছেন। বিশেষতঃ, ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়, যে এতদ্দেশীয় ইংরেজি বিদ্যালয়ের বহুতর বিদ্যার্থী ছাত্র শারীরিক আয়াস পরিত্যাগ ও নিয়মাতীত মানসিক পরিশ্রম করিয়া আপনাদের শরীরকে কেবল ব্যাধি মন্দির ও নিতান্ত অকর্ম্মণ্য করিয়াছেন। এ বিষয়ের উপদেশ দেওয়া যে সর্ব্বাপেক্ষায় প্রয়োজনীয়, তাহা ঐ সকল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা কিছুমাত্র বিবেচনা করেন না।

অঙ্গ চালনা করিলে যে শরীর সুস্থ থাকে, ইহা পুনঃ পুনঃ প্রতিপন্ন করা গিয়াছে, পরন্তু নিয়মিত মনোবৃত্তি চালনাতেও শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ হয়। কপালস্থ মস্তিষ্ক মনের যন্ত্র স্বরূপ, এপ্রযুক্ত মনোবৃত্তি চালনা করিলেই মস্তিষ্কের চালনা করা হয়। যখন যে অঙ্গ সঞ্চালিত হইতে থাকে, তখন তাহাতে রক্ত-প্রবাহ প্রবল হয়, এবং তদ্দ্বারা তাহার শিরা সমুদায় ক্রমে ক্রমে দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হইয়া সমধিক কর্ম্মণ্য হয়। এই সাধারণ নিয়মানুসারে, মস্তিষ্ক চালনা করিলে তাহার রক্ত-প্রবাহ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে *। অন্য অন্য অঙ্গের সহিত মস্তিষ্কের এইরূপ শুভকর সম্বন্ধ নিরূপিত আছে, যে তাহা সতেজ ও সুস্থ থাকিলে, সেই সমুদায় অঙ্গেরও স্বাস্থ্য ও স্ফূর্ত্তি লাভ হয়। অত-

* ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে এক ফরাশীশ জাতীয় স্ত্রীর কপালের অর্দ্ধভাগ উদ্‌ঘাটিত হওয়াতে তাহার মস্তিষ্ক দৃষ্টিগোচর হইত। পিয়র্‌ইন্‌ নামক এক ডাক্তর তাহার চিকিৎসা করেন। তিনি লিখিয়াছেন, যৎকালে ঐ স্ত্রী অকাতরে নিদ্রা যাইত, তখন তাহার মস্তিষ্কও স্পন্দহীন থাকিত, যখন নিদ্রিত থাকিয়া স্বপ্ন দর্শন করিত, তখন চঞ্চল ও স্ফীত হইত, এবং যখন সম্যক্‌ জাগ্রৎ থাকিত ও বিশেষতঃ যখন বিষয় বিশেষে প্রগাঢ়রূপ উৎসাহ পূর্ব্বক কথোপকথন করিত, তখন তদপেক্ষায় অধিক উচ্চ হইয়া উঠিত। কূপর ও ব্লুমেন্‌বেক্‌ নামক ডাক্তরেরাও অনেক স্থলে এইরূপ দৃষ্টি করিয়াছেন।

এব, কায়িক কুশলের নিমিত্তেও মনোবৃত্তি সমুদায় চালনা করা আবশ্যক। বিদ্যা চর্চ্চা, শিল্প-কর্ম্ম, বিষয-কার্য্য, এবং লৌকিক ও দাত্বিক যাবতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মের যথোচিত অনুষ্ঠান করিলে, আমাদেব সমুদায মনোবৃত্তি সব্যাপাব হইয়া সমস্ত মস্তিষ্কেব চালন ও স্বাস্থ্য বিধান হয়। তদ্বিষয় সাধনার্থে মনুষ্যকে বাল্যাবস্থাতে বিহিত বিধানে শিক্ষা দান করিয়া তাঁহাব মনোবৃত্তি সমুদাযেব যথোচিত বর্দ্ধন ও শাসন কবা উচিত, এবং যেরূপ অবস্থায় অবস্থিত হইলে, গুরুতব কল্যাণকব কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সম্পন্ন কবিতে হয, সেইরূপ অবস্থায় তাঁহাকে স্থাপন করা কর্ত্তব্য। এইরূপ শিক্ষাতেই বালকেব যথার্থ উপকাব হয, এবং এই প্রকাব সম্পত্তিতেই তাহাব যথার্থ সুখ সঞ্চয় হয।

এই মস্তিষ্ক রূপ মনো-যন্ত্র সুস্থ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত থাকাতে আর এক উপকাব আছে। মনোবৃত্তি চালনাব প্রকাবানুসারে শুভাশুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ বিষয়েব দুই এক উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে, তৎ পাঠেই প্রতীতি হইবে। বিপদ্ ও অপমান উপস্থিত হইলে আমাদেব সাবধানতা, আত্মাদর, লোকানুবাগপ্রিয়তা এই সকল বৃত্তি যৎ পরোনাস্তি প্রবল হইয়া মহা ক্লেশানুভব হয়, এবং তদ্দ্বারা হৃদয়, পাকস্থলী ও তদনুসঙ্গে অন্যান্য অঙ্গও অসুস্থ হয়, ক্ষুধা মান্দ্য হয়, এবং সর্ব্ব শরীর ক্ষয় পাইতে থাকে। কিন্তু যখন মনোবৃত্তি চালনায় ক্লেশানুভব না হইয়া তুষ্টি জন্মে,

তখন সর্ব্বশরীরের স্ফূর্ত্তি ও সুখানুভব হইয়া সমস্ত শারীরিক ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, এবং তখন যে সকল মনোবৃত্তির যুগপৎ চালনা করা যায়, তাহার সংখ্যা ও প্রাবল্যানুসারে দেহের স্ফূর্ত্তি ও স্বাস্থ্য বিধান হয়। যদি কোন দিবস অলস ও অবসন্ন শরীরে উপবিষ্ট বা নির্জীব-প্রায় শযান হইয়া থাকি, আর তখন প্রবাসী পুত্র বহু দিবসের পর গৃহে প্রত্যাগমন করে, অথবা যদি অকস্মাৎ এরূপ সংবাদ পাই, যে কোন পরম প্রণয়াস্পদ মিত্র মহা সঙ্কটে পতিত হইয়াছেন; এবং তাঁহার উদ্ধারার্থে আমার আশু উদ্যোগী হওয়া আবশ্যক, তবে তৎক্ষণাৎ আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসামান্য আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করিতে থাকি। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, উপচিকীর্ষা, অপত্যস্নেহ বা আসঙ্গলিপ্সা, লোকানুরাগপ্রিয়তা ইত্যাদি যে সকল বৃত্তি পূর্ব্বে নিশ্চেষ্ট ছিল, তাহারা সচেষ্ট হইয়া মনেতে উৎসাহ দান ও শরীরে বলাধান করে। কেহ প্রফুল্ল চিত্তে উৎসাহ সহকারে কোন বৈষয়িক বা উৎসব ঘটিত ব্যাপারে সাতিশয় নিবিষ্ট আছেন এমন সময়ে যদি অকস্মাৎ পুত্র-শোকের সমাচার বা প্রাণাধিক প্রিয় পতির মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করেন, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সকল আনন্দ ও সমুদায় উৎসাহ নষ্ট হয়, তিনি শোকে পীড়িত বিবর্ণ ও নিতান্ত বল-হীন হইয়া ভূতলে পতিত হন, এবং ক্রমে ক্রমে অবসাদ ও ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকেন। এ বিষয়ের

আর এক সুন্দর উদাহরণ দিতেছি। স্পার্মান্ নামক এক ব্যক্তি পোতারূঢ় হইয়া দেশান্তর গমন করিতেছিলেন, পথি মধ্যে মাংসাভাব হওয়াতে, তাঁহার লোকেরা অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। পরে তাহাদিগের প্রার্থনাক্রমে তিনি লোক সমভিব্যাহারে করিয়া মৃগয়ার্থে এক বনাকীর্ণ দুর্গম পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। কিন্তু তাহারা আরোহণ-ক্লেশ ও প্রখর রৌদ্র ভোগে একান্ত ক্লান্ত হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল, এবং অবশেষে গতি-শক্তি-রহিত-প্রায় হইল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এমত কালে দূর হইতে এক মৃগ দর্শন করিবা মাত্র তাহাদের নিঃশেষে আলস্য ত্যাগ ও শরীরে বলাধান হইল, এবং তৎক্ষণাৎ সকলে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান-শূন্য হইয়া মৃগ পশ্চাৎ ধাবমান হইল, ও সেই মৃগকে লক্ষ্য করিয়া উপর্য্যুপরি বন্দুক করিতে লাগিল।

যদি কোন পৈতৃক-ধনাধিকারী ব্যক্তি ভোগাশক্ত ও আলস্য-পরবশ হইয়া বিদ্যা বিষয়ে ও সাংসারিক হিতার্থে কোন শ্রম-সাধ্য ব্যাপারে লিপ্ত না থাকেন, এবং ব্যায়াম ও শাস্ত্র চিন্তাদি কোন প্রকার শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম না করেন, তবে তাঁহাকে পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘনের সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয়। শরীর সঞ্চালন না করাতে, তাঁহার ক্ষুধা-মান্দ্যাদি নানা প্রকার শারীরিক রোগ উপস্থিত হয়, এবং মানসিক চেষ্টা না করাতে, শরীরের

উপব মনের প্রভাব ব্যাপ্ত না হইয়া সেই সকল রোগের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে কায়িক ও মানসিক শক্তি সমুদায় ক্ষীণ হয়, কার্য-দ্বেষ, অস্বাস্থ্য, অস্থৈর্য্য, অবসাদ ও অন্যান্য অনেক প্রকাব যাতনার উৎপত্তি হয, এবং অবশেষে তাঁহার জীবন ধাবণ কবা কেবল ক্লেশের বিষয় হইয়া উঠে। অনেকানেক ধনাঢ্য ব্যক্তিকে যে সতত বৈদ্য সংসর্গ ও ঔষধ সেবন কবিতে দৃষ্টি করা যায় তাহার কারণ এই। এই বিষয় লিখিতে লিখিতে স্বদেশীয় কোন কোন ধনি-সন্তানেব দূষিত চবিত্র অন্তঃকবণে স্পষ্টরূপে অবভাসিত হইতে লাগিল। সর্ব্ব প্রকাব নিয়ম লঙ্ঘন করা তাঁহাদের অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে। সূর্য্য যখন গগণ মণ্ডল আরোহণ পূর্ব্বক প্রখব কিরণ বিকীর্ণ করিয়া চতুর্দ্দিক আলোক-পূর্ণ করেন, তখন তাঁহাদের শয্যা হইতে গাত্রোত্থান হয়, পরে অতি মৃদুভাবে অল্পে অল্পে অবশ্য-কর্ত্তব্য নিত্য ক্রিয়া সমস্ত সমাপন কবিতে কবিতেই সূর্য্য মস্তকোপরি প্রখর কর বর্ষণ করিতে থাকে; তদনন্তব যৎকিঞ্চিৎ অনাবাস সাধ্য কর্ম্ম ও স্নান ভোজন করিয়া শয্যায় গাত্রপাত পূর্ব্বক আলস্য ত্যাগ করিতেই দিবাবসান হয়। আহা! ভোজনে তাঁহাদেব তৃপ্তি জন্মে না, এবং শরীরও সচ্ছন্দ বোধ হয় না। প্রায়ই ক্ষুধা-মান্দ্য আছে, অতি সুস্বাদ দ্রব্যও তাঁহাদের বিস্বাদ জ্ঞান হয়। এইরূপ কোন ক্রমে কাল হরণ কবা তাঁহাদের নিত্য ব্রত

হইয়া উঠে। তাঁহারা দিবসে এইরূপ শারীরিক ও মানসিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া পুনর্ব্বার রাত্রি জাগরণ ও অন্যান্য অশেষবিধ অহিতাচরণ করেন। হা! তাঁহারা পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতেই এইরূপ অশেষ প্রকার ক্লেশ পাইয়া থাকেন। ইহা ব্যক্ত করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যে আমাদের দেশের সমুদায় লোকই কোন না কোন বিষয়ে পরমেশ্বরের নিকট সাপরাধ আছেন, নতুবা আমাদের এমত দুর্দ্দশা কেন ঘটিবে?

প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি যত চালনা করা যায়, ততই নির্ম্মল ও প্রগাঢ় সুখের উদয় হয়। অতএব উত্তমোত্তম বিষয়ে উৎসাহ সহকারে যথানিয়মে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের চালনা রাখিলে মানসিক বীর্য্য ও শারীরিক স্বাস্থ্য সাধন পক্ষে বিস্তর উপকার হয়।

নানা প্রকার প্রাকৃতিক নিয়মের যেরূপ বিচার করা গেল, তাহা যাঁহার বুদ্ধির লেশ মাত্রও আছে, তিনি আর কখনই আলস্যকে সুখকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন না, এবং নিয়মানুগত শরীর ও মনোবৃত্তি চালনাকে জগদীশ্বরের প্রসাদ-লব্ধ পরম সুখ-ব্যাপার ব্যতীত আর কিছুই কহিতে সমর্থ হন না। নিয়মাতিক্রম পূর্ব্বক শরীর ও মন চালনা করিলে ক্লেশ হয় বলিয়া নিয়মিত পরিশ্রমকে গর্হিত কহা কখনই উচিত নহে। নিয়মিত পরিশ্রমকে দুঃখ জনক মনে করা কেবল মূর্খতার কর্ম্ম।

আমরা চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগের রোগ, শোক, জরা প্রভৃতি যাবতীয় ক্লেশ প্রত্যক্ষ করি, যদি তাহার প্রত্যেকের কারণ অনুসন্ধান করা যায়, তবে তৎ সমুদায় যে সেই সকল লোকের অপরাধের ফল, অর্থাৎ পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমাদের কল্যাণার্থে যে সকল হিত-জনক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা লঙ্ঘন করিবার ফল, ইহার বিস্তর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা অবধারিত জানা উচিত, যে, পরমেশ্বর কোন অনির্দ্দেশ্য অলৌকিক কারণে দুঃখ প্রদান করেন না।.. এবং লৌকিক কার্য্য কারণ বিবেচনা না করিয়া কোন বোধাতীত মনঃ-কল্পিত ব্যাপারকে ক্লেশ নিবারণের উপায় মনে করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিলেও উপস্থিত দুঃখের নিবৃত্তি হয় না, ও শত বৎসর ব্যাপিয়া তাঁহার স্তুতি করিলেও তিনি কদাপি নিয়ম ভঙ্গ করিয়া ভক্তের অনুচিত প্রার্থনা পূর্ণ করেন না। এ বিষয়ের দুই এক উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপের অনেকানেক নগরে অত্যন্ত মরক হইত, বিশেষতঃ দ্বিতীয় চার্লস্ নামক রাজার রাজত্ব কালে লণ্ডন নগরে ভয়ানক মারী উপস্থিত হইয়াছিল। তৎকালের লোকে মনে করিত, পরমেশ্বরের বিড়ম্বনায় বা ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘনের ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থে যে সমস্ত প্রকৃত তত্ত্বের বিবরণ করা গিয়াছে, তদনুসারে স্পষ্ট বোধ হইতেছে,

লোকেব শাবীবিক নিয়ম লঙ্ঘনই ইহার মুখ্য কারণ। তখন লণ্ডন নগবেব পথ সকল প্রশস্ত ছিল না, লোকেব পবিষ্কৃত পবিচ্ছন্ন থাকাও অভ্যাস ছিল না, দুর্গন্ধ দূবীকবণেব ও যথেষ্ট জল প্রাপ্তিব উপায় ছিল না, এবং তাহাবা পুষ্টিকব অন্নও প্রাপ্ত হইত না। ঐ মরকের কিছু দিন পবেই অগ্নি সংলগ্ন হইয়া তথাকাব বিস্তব গৃহ দগ্ধ হওয়াতে, পথ সকল পূর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত করিবাব সুযোগ হইল, আব তত্রত্য লোকেবাও ক্রমে ক্রমে বস্ত্র গৃহাদি পরিষ্কৃত রাখিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে পূর্ব্বে যেরূপ শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন হইয়া আসিতেছিল, তাহাব অনেক নিবাবণ হওয়াতে, তদবধি লণ্ডন নগবে আর তদ্রূপ মাবীভয় উপস্থিত হয় নাই।

পূর্ব্বে এডিন্‌বরা নগবেব তিন ক্রোশ পশ্চিমে কতক স্থান এপ্রকাব অস্বাস্থ্যকর ছিল যে প্রতি বৎসর বসন্ত কালে তথাকাব কৃষকদিগেব কম্পজ্বব হইত। তাহাবা মনে কবিত, পবমেশ্বরেব বিড়ম্বনাতেই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। পবে যখন তথাকার প্রাবাহ-শূন্য পীড়াদায়ক জলাশয সকল শোষিত হইল, সুনিয়মানুসাবে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল, গৃহ সমুদায় প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত হইল, এবং দ্বাব সন্নিধানে যে সকল দুর্গন্ধময় বাশীকৃত আবর্জ্জনা থাকিত তাহা দূবীকৃত হইল, তখন পূর্ব্বকাব সমুদায় বোগ তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া সে স্থান অতিশয় স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিল।

ঐশ্বরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে কত দুঃখ হয়, তাহা এদেশ-সম্বন্ধীয় সকল বিষয়েই সম্যক্‌রূপে প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। পল্লীগ্রামের অপেক্ষা কলিকাতার লোক যে অধিক দুর্ব্বল ও রোগাক্রান্ত হয়, এখানকার বিষম দুঃখদায়ক দুরবস্থা একবার বিবেচনা করিয়া দেখিলেই তাহার যথার্থ কারণ অবধারণ করা যায়। পূতিগন্ধিক জল-প্রণালী, স্থানে স্থানে রাশীকৃত জঞ্জাল, সংকীর্ণ স্থানে বাস, অস্বাস্থ্য-দায়ক বায়ু সেবন ইত্যাদি ভূরি ভূরি কারণে কলিকাতার লোক রুগ্ন ও জীর্ণ-শরীর হয়। ঐ রাজধানীর যে অংশে এতদ্দেশীয় লোকের বসতি, তাহার জল-প্রণালী সকল ইষ্টক-বদ্ধ ও সমতল নহে; তাহার মধ্যে মধ্যে গভীর গর্ত্ত হইয়া তাহাতে যে সমস্ত দুর্গন্ধ দ্রব্য সঞ্চিত থাকে, তাহা কখনই সম্যক্ রূপে নির্গত হয় না। ঐ সকল মল-পূর্ণ দুরাঘ্রেয় জল-প্রণালী কদাপি পরিষ্কৃত হয় না, একারণ তাহা হইতে অনবরতই বিষ-তুল্য বাষ্পোদ্গম হইয়া লোকের নানা প্রকার রোগোৎপত্তি করে। তদ্ভিন্ন, স্থানে স্থানে যে সকল অপরিষ্কৃত পুষ্করিণী আছে, তাহাও বিষম অনিষ্টদায়ক। তৎ সমুদায় বর্ষা কালে জল-পূর্ণ হয়, তটস্থ তৃণ ও গলিত ক্ষুদ্র পত্র ও নানাবিধ মৃত জন্তু তাহাতে মগ্ন হইয়া পচিতে আরম্ভ হয়, এবং অনন্তর তাহার জল যত শুষ্ক হয়, ততই দুঃসহ প্রাণঘাতক বাষ্প নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে মরক বিস্তার করিতে থাকে। এইরূপে নগর মধ্যে

সুনির্ম্মল স্বাস্থ্য-কর জলাভাবে যৎপরোনাস্তি অকল্যাণ ঘটিতেছে। সর্ব্ব সাধারণের পানীয় যে গঙ্গাজল, তাহা সামান্যতই অস্বচ্ছ ও পীড়াদায়ক দ্রব্যেতে পরিপূর্ণ। বিশেষতঃ ৩।৪ মাস যেরূপ কর্দ্দমান্বিত লবণাম্বু হয়, তাহা পান করিলে সদ্য মৃত্যুর সম্ভাবনা। বাঙ্গালি পল্লীতে উত্তম সরোবর প্রায় নাই, এ প্রযুক্ত ধনাঢ্য ব্যক্তিরা দূর হইতে পানীয় জল আনয়ন করিয়া রাখেন, দুঃখী ও মধ্যবর্ত্তী লোকদিগকে সুতরাং গঙ্গাজল ও নিকটবর্ত্তী অপকৃষ্ট পুষ্করিণীর জলই ব্যবহার করিতে হয়। ইহাতে যে কলিকাতার অধিক লোককে সর্ব্বদা পীড়িত দেখা যায়, তাহার আশ্চর্য্য কি? বিষ পানে কাহার না অপমৃত্যু ঘটে?

যাহারা কলিকাতা রূপ কারাগার মধ্যে রুদ্ধ আছে, তাহাদের জীবন স্বরূপ জল প্রাপ্তি যেমন দুষ্কর, যথেষ্ট নির্ম্মল বায়ু লাভ তদপেক্ষাও দুরূহ। অপ্রতিহত সুলভ বায়ু প্রাপ্তির আবশ্যকতা বিবেচনা করিয়া বাঙ্গালি পল্লীর পথ সমুদায় নির্ম্মিত হয় নাই, কারণ তাহার সমুদায় পথই বক্র ও অপ্রশস্ত। নগরান্তর্গত জল-প্রণালী ও অন্যান্য নরক-তুল্য ঘৃণিত স্থানের বিষময় বাষ্প সংযোগে নগরের বায়ু অনবরতই দূষিত হইতেছে। কলিকাতার দক্ষিণ প্রান্তরীয় নির্ম্মল বায়ু অবকাশ-শূন্য নিবিড় গৃহ-শ্রেণী দ্বারা প্রতিবদ্ধ হওয়াতে, নগর প্রবেশ পূর্ব্বক তদীয় অস্বচ্ছ বা-

য়ুকে বহির্গত করিতে পারে না, এবং সূর্য্য-কিরণও সম্যক্ রূপে বিকীর্ণ হইয়া ঐ সকল প্রাণ-সংহারক বাষ্পকে উৎক্ষিপ্ত করিতে সমর্থ হয় না। বায়ু ও রৌদ্রাভাবে কলিকাতার যাবতীয় একতালা গৃহ যেরূপ আর্দ্র ও পীড়াদায়ক, তাহা কাহার অবিদিত আছে? ইহা চিন্তা করিলে চিত্ত ব্যাকুল হয় যে, সহস্র সহস্র সহায়হীন নিরুপায় ব্যক্তি এই প্রকার অতি জঘন্য সংকীর্ণ গৃহে রুদ্ধ থাকিয়া ও রোগের সময়ে শয্যায় লোলুণ্ঠমান হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, ও কত শত ব্যক্তি ক্লেদান্বিত দুর্গন্ধ জল-প্রণালীর সন্নিধানে উপবেশন ও শয়ন করিয়া নিশ্বাস সহকারে তদীয় বাষ্প রূপ বিষম বিষ অবিরতই শরীরস্থ করিতে থাকে।

এই সমস্ত ভয়ানক ব্যাপার, মৃত-জীবাদি-পরিপূর্ণ পুরাতন বাটী, বাজারের অপরিষ্কৃত দুর্গন্ধ স্থান, নরকতুল্য নাকার-জনক গোপালয়, গৃহ সমুদায়ের অপ্রাশস্ত্য ও অস্বচ্ছতা, লোকের ইন্দ্রিয়-দোষ, তাহাদের নিয়মাতীত পরিশ্রম, কাহারও বা অতিমাত্র আলস্য-স্বভাব, দারিদ্র্য-দশা, কুচিকিৎসা ইত্যাদি ভূরি ভূরি প্রত্যক্ষ কারণে এই রাজধানীর উৎসেদ-দশা প্রাপ্তির উপক্রম হইতেছে। বাঙ্গালি পল্লীর সর্ব্বস্থানেই ভগ্ন দেহ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন না কোন প্রকার রোগ প্রায় সকলের শরীরেই প্রকুপিত বা অন্তর্ভূত হইয়া রহিয়াছে। সহস্র সহস্র লোকের

মুখশ্রী ভ্রষ্ট হইযা অগ্নি-মান্দ্য, উদবাময়, বাত ও জ্বব বোগেব স্পষ্ট চিহ্ন প্রকাশ কবিতেছে। লোকেব দাবিদ্র্য-দশায় এই সকল যাতনা শত গুণে বৃদ্ধি হয। সহস্র সহস্র নির্দ্ধন নিবাশ্রয ব্যক্তি চিকিৎসাভাবে, পথ্যাভাবে, স্থানাভাবে, স্বজনাভাবে কাল-গ্রাসে পতিত হইতেছে। শীতে অঙ্গ অবশ হইতেছে, তথাপি এক চীব বসন নাই। শ্বাসাগত-প্রাণ হইতেছে, তথাপি জল-বিন্দু দিবাব লোক নাই। অব্যাকুলিত স্থিব চিত্তে এ সকল বর্ণন কবা কাহাব সাধ্য? এ সকল ভযানক ব্যাপাব—বিষম দুঃসহ যাতনা মনে করিলেও অন্তঃকবণ শোকাকুল হয, হৃদয বিদীর্ণ হয, অজস্র অশ্রুপাত হয়। কেবল পবমেশ্ববেব নিযম লঙ্ঘনেই এই সমস্ত দুঃখের ঘটনা হইয়াছে। এক্ষণে এই অচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয় বিষম দুঃখ-বাশিব সম্যক্ প্রতীকাব হওযা সাধ্যাতীত বোধ হইতেছে। আমাদেব দেশীয় লোক পবমেশ্ববেব নিযম ও তৎপ্রতিপালনেব ফল সবিশেষ জ্ঞাতই নহেন, আর যদিও কোন কোন ব্যক্তি এক্ষণে তাহাব মর্ম্ম অবগত হইতেছেন, তাঁহাদেব স্বাভীষ্ট সাধনের উপায নাই। কিন্তু রাজপুরুষেবা অহবহ লোকেব এইরূপ ক্লেশ ও মৃত্যু ঘটনা দেখিয়াও যে তৎ প্রতীকাবে যত্ন কবেন না ইহা যৎপরোনাস্তি আক্ষেপেব বিষয়। যে নির্দয বাজা পুত্র-তুল্য প্রজাদিগকে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইতে দেখিয়া, শক্তি সত্ত্বে তাহাদের প্রাণ রক্ষা না করেন, তাঁহাকে কি

রূপে ভদ্র রাজা বলা যায়? শক্তি সত্ত্বে মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা না করা, আর স্বহস্তে খড্গ প্রহারে কাহারও মুণ্ড-চ্ছেদ করা উভয়ই তুল্য। রাজপুরুষেরা এ বিষয়ের তত্ত্বা-বধারণার্থ কতিপয় কমিশনর নিয়োগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাও বিফল হইল। কমিশনরেরা স্বকীয় পদ গ্রহণ করিয়া কেবল সর্ব্বসাধারণের হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। গ-তানুশোচনা করা বৃথা। এক্ষণে রাজপুরুষদিগের এ বি-ষয়ে সম্যক্ রূপ মনোযোগী হইয়া প্রতি বর্ষে সহস্র সহস্র লোকের মৃত্যু ও লক্ষ লক্ষ লোকের ক্লেশ ঘটনা নিবারণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

কেবল আত্ম-শরীর বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করাতে, ভূম-ণ্ডল যে প্রকার দুঃসহ দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে, সংক্ষেপে তাহার বিবরণ করা গেল। এক্ষণে তদনুরূপ অন্য প্রকার দুঃখ-রাশির কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

বিশ্ব-নিয়ন্তার নিয়ম লঙ্ঘন হওয়াতে, পরম সুখোদ্দেশ্য উদ্বাহ-ক্রিয়াও অশেষ যাতনার মূল হইয়াছে। পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব, অসম-বুদ্ধি ও বিপরীত-মতাবলম্বী স্ত্রীপুরু-ষের পাণিগ্রহণ হইলে, উভয়কেই যাবজ্জীবন বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। মানসিক ভাব ও বুদ্ধি চালনা বিষয়ে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য থাকাতে, কত কত দম্পতী মহা অসুখে কাল যাপন করিয়া থাকেন। উভয়ের মানসিক বৈলক্ষণ্যই

অনৈক্য ঘটার এক মাত্র কারণ। যদিও প্রথম উদ্যমে তাঁহাদের প্রণয় সঞ্চার হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহা অধিক কাল স্থায়ী হয় না। পরম সুন্দরী ভার্য্যার কুসুম সদৃশ মনোহর লাবণ্যও অবিলম্বে অতি মলিন বোধ হয়, এবং পূর্ব্বে যে অপ্রণয় রূপ অগ্নি-কণা মোহ রূপ নিবিড় আবরণে আচ্ছন্ন ছিল, তাহাও ক্রমে ক্রমে প্রজ্বলিত হইতে থাকে।

যদি স্বামী অতিশয় মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতক হয়, আর স্ত্রী যদি সদাচারিণী, সত্যবাদিনী ও অতিশয় ধর্ম্মভীতা হন, তবে নিজ পতিকে পুনঃ পুনঃ অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া তিনি সর্ব্বদাই ক্লেশানুভব ও গ্লানি প্রকাশ করেন। যে স্থলে স্বামী যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট থাকিয়া কোন ক্রমে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই আপনাকে সুখী ও চরিতার্থ বোধ করেন, আর তাঁহার চির-সহচরী ভোগাভিলাষিণী পত্নী পরম শোভাকর বেশ ভূষা ও বৈষয়িক আড়ম্বর প্রকাশার্থেই সতত ব্যাকুলা থাকে, সে স্থলে যেরূপ অসুখ সঞ্চারের সম্ভাবনা, তাহা অনেকানেক স্বামীই প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া থাকেন। ফলতঃ বিদ্যাবান্, উদার-স্বভাব, মহাশয় পুরুষের সহিত কোন বিদ্যাহীনা, কলহ-প্রিয়া, ক্ষুদ্রাশয়া রমণীর পাণিগ্রহণ হওয়া অশেষ ক্লেশের বিষয়। ইহার উদাহরণ সংগ্রহার্থে আর অধিক আয়াসের প্রয়ো-

জন নাই, এ দেশের অনেক বিদ্যার্থী ব্যক্তিই এ বিষয়ের বিশিষ্টরূপ দৃষ্টান্ত-স্থল। বিদ্যাবান্ পতি মানব জন্মের সার্থক্য-সাধক জ্ঞান-রসের রসিক হইয়া তদ্বিষয়ের প্রসঙ্গেই পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন, ইহাতে মূর্খ স্ত্রীর সহবাসে কোন ক্রমেই তাঁহার মনস্তুষ্টি জন্মে না, এবং স্ত্রীও পতির ভিন্ন মতি দেখিয়া কখনই সন্তোষ প্রকাশ করেন না। স্বামী যে সকল বিষয় অলীক ও অপকারী বলিয়া জানেন, তাঁহার কুসংস্কারাবিষ্টা পত্নী তাহাই অবশ্য-কর্ত্তব্যরূপে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম বিষয়ে উভয়ের অতিশয় অনৈক্য বশতঃ একের অতি শ্রদ্ধেয় পরম পূজনীয় পদার্থও অন্যের উপেক্ষা ও অনাদরের আস্পদ হইয়া উঠে। এক্ষণে এতদ্দেশীয় বিদ্যাবান্ যুবক মণ্ডলীর মধ্যে এইরূপ শত শত ঘটনা ঘটিতেছে, এবং তাহা অনেকেরই মনস্তাপ ও দুষ্প্রবৃত্তিরও কারণ হইয়াছে।

এইরূপে, সর্ব্ব বিষয়ে একীভূত হওয়া যাহাদের পণ, কোন বিষয়েই তাহাদের ঐক্য থাকে না।—তাহাদের অন্তঃকরণ পরস্পর যত অন্তর, ভূতল ও অন্তরীক্ষও তত অন্তর নহে। কোন অপরিচিত ব্যক্তির—কোন অজ্ঞাত-কুলশীল মনুষ্যের—কোন বিদেশীয় লোকেরও সহিত যে সকল বিষয়ে কথোপকথন করা যায়, যাহার অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপ—একাত্ম স্বরূপ হওয়া উচিত, তাহার নিকটে সে সকল কথার প্রসঙ্গও করিবার সম্ভাবনা নাই! কি আক্ষেপের

বিষয়। যৎসামান্য সাংসারিক কথা এবং কোন ইতর সুখের প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে তৎসন্নিধানে আর কোন বিষয়ই উত্থাপন করিবার উপায় নাই! বিদ্যার প্রসঙ্গ, ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব, সংসারের সুখ-জনক কোন নূতন প্রথা সংস্থাপন ইত্যাদি হৃদয়-ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন সকল তাহার নিকটে প্রকাশ করা যায় না। ইহাতে, এমন যে সুলভ-সুখ সংসার ধাম, তাহাও বিবাদ রূপ বিষম-বিষ-দূষিত হইয়া সর্ব্বদাই দুঃখ রূপ দারুণ রোগের উৎপত্তি করে।

এই কারণে স্ত্রীলোকের বিদ্যা শিক্ষা যে কি পর্য্যন্ত আবশ্যক, তাহা বলা যায় না, তৎপক্ষে যে শত শত যুক্তি আছে, তন্মধ্যে ইহাকেও এক অখণ্ডনীয় যুক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক।

অতএব, এ বিষয়ে পিতা মাতার উপর কি গুরুতর ভার সমর্পিত রহিয়াছে, তাহা সকলেরই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা কন্যা ও পাত্রের শুভাশুভ চরিত্র বিবেচনা না করিয়া সন্তানের বিবাহ দেন, তাঁহারা পদে পদে পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছেন, তদ্দ্বারা সংসার রূপ অপার সাগরের দুঃখ-প্রবাহ প্রবল করিতেছেন, এবং আপনারাও সন্তানের দুঃখে দুঃখী হইয়া সে অপরাধের প্রতিফল স্বরূপ অশেষ যাতনা ভোগ করিতেছেন। তাঁহারা পুত্র কন্যার সম্বন্ধ নির্ণয় কালে পণাপণের আন্দোলন করেন, কৌলীন্যমর্য্যাদা রক্ষার উপায় চিন্তা করেন, আর আর

সকল বিষয়েরই বিবেচনা করেন, কেবল যাহা পিতা মাতার নিতান্ত কর্ত্তব্য তাহাতেই মনোযোগী হন না। তাঁহারা ইহা জ্ঞাত নহেন, যে পুত্র ও কন্যা উভয়কেই শিক্ষা দেওয়া ও তাহাদের যেরূপ স্বভাব তদুপযুক্ত কন্যা ও পাত্রের সহিত বিবাহ দেওয়া পিতা মাতার অবশ্য-পরিশোধ্য ঋণ স্বরূপ। তাহা নিঃশেষে পরিশোধ না করিলে পরম ন্যায়বান্ পরমেশ্বর সমীপে সাপরাধ থাকিতে হয়।

সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা এবং হৃত্তত্ত্ববিবেক বিদ্যার মতানুসারে মস্তকের ভাগ বিশেষের পরিমাণ দ্বারা লোকের শুভাশুভ চরিত্র অবগত হওয়া যাইতে পারে।

এ প্রস্তাবের মধ্যে স্বদেশ সম্পর্কীয় কোন বিষয় কেবল উদাহরণ স্বরূপে ও প্রসঙ্গ ক্রমে অবতীর্ণ করিতে হয়, অতএব, আর বাহুল্য করা কর্ত্তব্য নহে। ফলতঃ কাহার নিকটে ক্রন্দন করি? কে বা আমাদের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করে? চৈতন্য-শূন্য বৃক্ষ বা নির্জীব পর্ব্বত সন্নিধানে রোদন করিলে কি হইবে? জন্মান্ধের নিকটে পরম মনোহর চিত্র-ফলক উপস্থিত করিলে কি ফলোদয় হইবে? কত কালে আমাদের দেশস্থ লোক এ সকল বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব শিক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন।

অবৈধ পাণিগ্রহণের ফল কেবল দম্পতীর দুঃখ ভোগ মাত্রে পর্য্যাপ্ত হয় না, সন্তানের মঙ্গলামঙ্গলও তদুপরি নির্ভর নির্ভর করে।

ইহা এক প্রকার নিরূপিত হইয়াছে, যে পিতা মাতার শরীর সুস্থ ও সবল হইলে সন্তানও তদনুরূপ সুস্থ ও সবল শরীর প্রাপ্ত হয়, এবং তদ্বিপরীত হইলে বিপরীত ফলের উৎপত্তি হয়। সকলেই অবগত আছেন, শ্বাস, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, উন্মাদ, বাত, উদরাময় প্রভৃতি নানা রোগ কোন বংশে একবার প্রবিষ্ট হইলে পুরুষানুক্রমে চলিয়া আইসে, এবং প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে, কোন কোন পরিবারে অন্ধতা রোগ ও অঙ্গ বৃদ্ধিও পুত্র পৌত্র দৌহিত্রাদিক্রমে অনেক পুরুষ পর্য্যন্ত হইয়া আসিতেছে। এই বাঙ্গলা দেশের অনেকানেক ব্যক্তির হস্ত পাদে অধিকাঙ্গুলি ও লিপ্তাঙ্গুলি হওয়াতে, তাহাদিগের সন্তান-পরম্পরারও সেইরূপ অঙ্গ বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। অতএব, সন্তানেরা পিতা মাতার বিষয় সহকারে তাঁহাদের শারীরিক রোগেরও অধিকারী হয়। ফলতঃ তাহারা রোগাক্রান্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ না হউক, পিতা মাতার এরূপ রোগার্হ দুর্ব্বল প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, যে শারীরিক নিয়মের অত্যল্প ব্যতিক্রম ঘটিলেই পীড়া জন্মে। কোন কোন পরিবারস্থ ব্যক্তিরা পুরুষানুক্রমে দীর্ঘায়ু বা অল্পায়ু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। টামস্‌পার্‌ নামে এক ব্যক্তি ১৫২ বৎসর বয়সে প্রাণ পরিত্যাগ করে। তাহার এক পুত্র ১০৯, এক পৌত্র ১১৩, এবং এক প্রপৌত্র ১২৪ বৎসর জীবিত ছিল। স্কটলণ্ডের অন্তঃপাতী গ্লাস্‌গো নগরের এক স্ত্রী ১৩০ বৎসর বয়ঃক্রমেও সুস্থ শরীরে কাল

যাপন করিতেছিল। তাহার পিতা ১২০ এবং পিতামহ ১২৯ বৎসরে পরলোক প্রাপ্ত হয়।

শরীরের অপরাপর অঙ্গের ন্যায় কপালস্থ মস্তিষ্করাশি এবং তদনুসারে মনোবৃত্তি সমুদায়ও পুরুষানুক্রমে এক রূপ হইয়া আইসে। এইরূপে, জনক জননীর জ্ঞান-জ্যোতিঃ স্বকীয় সন্তানে অবভাসিত হয়, এবং এইরূপেই তদীয় পুণ্য-বল সন্তানেতে প্রকাশ পায়। যদি পিতা মাতা উভয়েই অতি দুঃশীল ও বুদ্ধি অংশে অত্যন্ত হীন হন, তবে তাঁহাদের সন্তানদিগকে কখনই পরম ধার্ম্মিক ও বিশিষ্টরূপ বুদ্ধিমান্ হইতে দেখা যায় না। কোন কোন পরিবারের প্রায় সমস্ত ব্যক্তিকেই চৌর্য্য-ক্রিয়া, প্রতারণা, মিথ্যা কথন, মদমত্ততা, আত্মহত্যা বা অন্যান্য দুষ্ক্রিয়াতে আসক্ত হইতে দেখা যায়। ডাক্তর গাল্ সাহেব আত্মহত্যার বিষয়ে এক আশ্চর্য্য উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। পারিস্-নগর-নিবাসী এক বণিক্ সাত পুত্র ও তাহাদের ভরণ পোষণোপযোগী বিষয় রাখিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন। তাহাদের যথেষ্ট সম্পত্তি ছিল, শরীর সুস্থ ছিল, কোন উদ্বেগের বিষয় ছিল না। কিন্তু তাহারা এ বিষয়ে কেমন দুর্দ্দান্ত দুষ্প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সকলেই এক এক করিয়া আত্মঘাতী হইল। ও, স, ফৌলর্ সাহেব লিখিয়াছেন, শত বর্ষের অধিক হইল, এক ব্যক্তির কাম রিপু অত্যন্ত প্রবল ছিল, যখন তাহার বয়ঃ-

ক্রম ৯৫ বৎসর তখন চারি স্ত্রী থাকিতেও সে এক গৃহস্থের স্ত্রীতে আসক্ত হইয়া তাহাকে গৃহ হইতে বহির্গত করিয়া আনে। এক্ষণে তাহার বংশোদ্ভব এক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি লাম্পট্য কর্ম্মে বর্ষে বর্ষে সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করেন, এবং বহু দিন পর্য্যন্ত আপনার কাম রিপুকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত বতকগুলি ভ্রষ্টা স্ত্রীকে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার ভগিনীদিগেরও বিবাহ না হইতেই সন্তান উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহারা সকলেই যে অত্যন্ত কাম-পরায়ণা তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাঁহার এক ভাগিনেয়ী চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম না হইতেই এক জারজ সন্তান প্রসব করে। এই বংশের পুরুষদিগের মধ্যে সকলে এবং স্ত্রীদিগের মধ্যে অধিকাংশেই ইন্দ্রিয়-পরায়ণ। ফলতঃ, পিতৃ-গত মাতৃ-গত গুণ যে সন্তানে বর্ত্তে তাহার দুই এক প্রমাণ কি? শরীরের অঙ্গ সৌষ্ঠব, অঙ্গ বৈলক্ষণ্য, বল, পুষ্টি, দীর্ঘতা, হ্রস্বতা, কৃশতা প্রভৃতির ন্যায় মনেরও সকল প্রকার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি যে পুরুষানুক্রমে এক রূপ হইয়া আইসে, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত সকল দেশেই দৃষ্টি করা যায়। এমন কি, এই অখণ্ডনীয় নিয়ম বশতঃ জাতি বিশেষের বিশেষ গুণ বা দোষ উৎপন্ন হইয়াছে। বাঙ্গালিদের অনৈক্য ও ভীরু স্বভাব, শিখদিগের বীর্য্য ও সাহস, ইংরেজদিগের দুর্জ্জয় অর্জ্জনস্পৃহা, কাফ্রিদের

বুদ্ধি-হীনতা ইত্যাকার এক এক জাতির এক এক প্রকার স্বভাব কাহার না বিদিত আছে? মনুষ্যদিগের স্বজাতীয় স্বভাব প্রাপ্তি বিষয়ে সংশয় করা দূরে থাকুক, তাহা এ প্রকার স্থায়ী যে পরিবর্ত্তিত হওয়া সুকঠিন। সকল জাতীয় লোকের পুরাবৃত্তই এ বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বিশেষতঃ, য়িহুদিরা ইহার যেমন দৃষ্টান্ত-স্থল, এমন আর দ্বিতীয় নাই। তাহারা বহু কালাবধি ভূমণ্ডলের নানা ভাগে বাস করিতেছে, কিন্তু সর্ব্ব স্থানেই তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি ও ভাব ভক্তি এক প্রকার দেখা যায়। তিন শত বৎসর ও তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বকার য়িহুদিদিগের চিত্রময় প্রতিরূপ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার সহিত এক্ষণকার য়িহুদিদিগের মুখশ্রীর কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই। প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বের এক মিশর দেশীয় রাজার সমাধি-স্থানে তাহাদের যেরূপ চিত্রময় প্রতিরূপ ছিল, তাহা দেখিয়া ডাক্তর এডোয়ার্ড সাহেব কহিয়াছিলেন, "কল্য আমি লণ্ডন্ নগরে যে সকল য়িহুদিকে দৃষ্টি করিয়াছি, বোধ হইল, এক্ষণে তাহাদেরই প্রতিরূপ দর্শন করিতেছি।" তাহাদের শরীরের ন্যায় মনের ভাবও সর্ব্ব কালে ও সর্ব্ব স্থানে এক রূপ হইয়া আসিতেছে। তাহাদিগের পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে জ্ঞাত হওয়া যায়, যে অতি পূর্ব্বকালীন য়িহুদিদিগের অর্জ্জনস্পৃহা ও জুগোপিষা বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল

ছিল, এক্ষণেও যে তাহাদিগের এই দুই বৃত্তি অতি বল-বতী তাহা প্রসিদ্ধই আছে। তাহারা কি ইউরোপ, কি আসিয়া, কি আমেরিকা যে খণ্ডে যে স্থানে বাস করুক, অর্থোপার্জ্জনকেই প্রধান পুরুষার্থ জ্ঞান করিয়া যাবজ্জী-বন তদনুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকে। যদি জনক জননীর পৈতৃক বা স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির ন্যায় তাঁহাদের শারী-রিক ও মানসিক গুণাগুণও সন্তানে না বর্ত্তিত, তবে এক এক দেশের সর্ব্ব সাধারণ লোকের এক এক প্রকার প্রকৃতি হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত হইত না। বস্তুতঃ, লোকের স্বভাব বাস্তু ভূমির গুণ এবং সন্তানোৎপাদনের নিয়মের উপর সম্যক্ নির্ভর করে। আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা ঐক্য-শূন্য ভীরু-স্বভাব ছিলেন, আমরাও তদনুরূপ বা তদপেক্ষায় অপকৃষ্ট প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং আমা-দিগের সন্তানেরাও আমাদের স্বভাব ও চরিত্রের উত্ত-রাধিকারী হইবে। যাবৎ পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নিয়ম সমুদায় অবগত হইয়া তৎপ্রতিপালন দ্বারা এ বিষয়ের প্রতীকার চেষ্টা না করা যাইবে, তাবৎ আমাদের এ স্বভাব এবং এইরূপ অন্যান্য ভূরি ভূরি কুস্বভাব নি-র্ম্মূল হইবার সম্ভাবনা নাই।

পিতা মাতার স্বভাব-সিদ্ধ গুণ দোষ যে সন্তানে বর্ত্তে তাহার সংশয় নাই। কিন্তু ইহাতে একপ স্থির করা উচিত নহে, যে সন্তান অবাধে জনক জননী উভয়েরই মিলিত

প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের দোষ ভাগ ও গুণ ভাগের অধিকারী হয়। ফলতঃ ইহাই প্রামাণিক বোধ হয়, যে পিতা মাতার বিশেষ বিশেষ স্বাভাবিক গুণ এবং অপত্যোৎপাদন কালে তাঁহাদের যে সকল মনোবৃত্তি অধিক প্রবল থাকে, তাহাই অধিকার করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়। এই নিয়মের শেষার্দ্ধ সংস্থাপন পক্ষে ৩। ৪ টি বিশেষ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ।—কারণ বিশেষ দ্বারা শারীরিক প্রকৃতির অন্যথাভাব ঘটিলে, তাহাও সন্তানেতে বর্ত্তিতে পারে। পিতা মাতার হস্ত পাদে অধিকাঙ্গুলি ও লিপ্তাঙ্গুলি হইলে, সন্তানও যে তদনুরূপ অধিকাঙ্গ ও বিকলাঙ্গ হয়, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। কোন ব্যক্তির প্রথম পুত্র যথাবৎ ধীর ও সুস্থমনা হইয়াছিল, তদনন্তর অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইয়া তিনি শিরোদেশে আহত ও বিচলিত-চিত্ত হন, তদবস্থায় তাঁহার যে দুই সন্তান জন্মে, দুটিই জড় হয়, অবশেষে চিকিৎসা দ্বারা প্রতীকার হইলে তাঁহার আর দুই সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহাদের কাহারও চিত্ত-বৈকল্য ও বুদ্ধি-ভ্রংশ হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ।—অভ্যাস বশতঃ মেষ, অশ্ব, কুক্কুরাদির ভোজন গমন মৃগয়াদি বিষয়ে প্রকৃতি-সিদ্ধ ব্যবহারের অন্যথা হইলে, তাহাদের শাবকেরাও তত্তৎ বিষয়ে স্ব স্ব পিতা মাতার অনুবর্ত্তী হইয়া চলে। তদনুসারে ইহাও

সম্ভাবিত বোধ হয়, যে মনুষ্যেরাও পিতা মাতার অভ্যাস-কৃত গুণাগুণ প্রাপ্ত হইতে পাবেন।

তৃতীয়তঃ।—স্ত্রীলোকেরা যৎকালে সসত্ত্বা থাকে, তাহাদের তৎকালীন মানসিক ভাবানুসারে সন্তানের শুভাশুভ প্রকৃতির উৎপত্তি হয়। বস্তুতঃ, যখন জরায়ু শয্যায় থাকিয়া জীবের অবয়ব সংস্থান হইতে থাকে, তৎকালে মাতার মনোমধ্যে কোন প্রগাঢ় ভাবের উদয় হইলে, তদ্দ্বারা সন্তানের স্বভাবেরও কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ হইবার সম্ভাবনা। স্কট্‌লণ্ড দেশীয় এক চর্ম্মকারের পত্নী সসত্ত্বাবস্থায় আপন আলয়ে এক জড়কে দেখিয়া অতিশয় চমকিত হইয়াছিলেন, তিনি কহিতেন "ঐ জড়ের মূর্ত্তি আমার এ প্রকার প্রগাঢ়রূপ হৃদয়ঙ্গম হইল, যে আমি তাহাকে বিস্মৃত হইয়া অন্যমনস্কা হইতে পারিলাম না।", পরে সেই গর্ভে তাঁহার যে সন্তান জন্মিল, সেও জড় হইল।

তদ্ভিন্ন ইহাও দৃষ্ট হইয়াছে, যে পরিবার মধ্যে দৈবাৎ এক জন মূক ও বধির হইলে, তৎপরে অন্য অন্য যাহারা জন্মে, তাহারাও সেইরূপ বিকলেন্দ্রিয় হয়। কিছু কাল পূর্ব্বে সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা বিদিত হইয়াছিল, যে তৎকালে আয়র্লণ্ডদ্বীপে অনেকানেক পরিবারে দুই, তিন, বা চারি করিয়া মূক ও বধির ছিল। কোন কোন পরিবারে এরূপ বিকলেন্দ্রিয় পাঁচ, সাত, ও দশ জনও

ছিল, এবং এক যুদ্ধ-ব্যবসায়ী দরিদ্র ব্যক্তির বংশে উপর্য্যুপরি মূক ও বধির দশ সন্তান জন্মে। তদ্ব্যতীত, ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড প্রভৃতি অপরাপর অনেক দেশে এইরূপ বিষম যন্ত্রণা-জনক ভূরি ভূরি ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

স্কটলণ্ড দেশে অন্ধের বিষয়েও এই প্রকার সমূহ স্থল উপস্থিত হইয়াছে। তথাকার কোন ব্যক্তির ছয় সন্তান জন্মে, এই পুত্র, চারি কন্যা। পিতা মাতার নেত্র রোগ মাত্র ছিল না, এবং পুত্র দুইটিও চক্ষুষ্মান্ হইয়াছিল; কিন্তু কন্যা গুলি সমুদায়ই অন্ধ হয়। এক পরিবারস্থ চারি সন্তানের তিনটি একরূপ চক্ষুঃ-পীড়ায় পীড়িত হয়।

গ্রন্থকর্ত্তারা এই প্রকার ভূরি ভূরি উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, এবং যদিও তদনুসারে এই অনুভব করেন, যে গুর্ব্বিণী স্ত্রী অন্ধ বধিরাদি দৃষ্টি করিলে, তদ্দ্বারা তাঁহার মানসিক ভাব বিশেষের প্রগাঢ়তা হইয়া সেই বারের সন্তানও তদনুরূপ বিকলেন্দ্রিয় হয়, কিন্তু বোধ হয়, এ বিষয়ের চরম সিদ্ধান্ত করিবার সময় অদ্যাপি উপস্থিত হয় নাই। তবে স্ত্রী লোকের অন্তঃসত্ত্বা কালীন শরীর ও মনঃ সম্বন্ধীয় অবস্থানুসারে সন্তানের প্রকৃতির ইতর বিশেষ হওয়া অবশ্যই সম্ভবে। অতএব, এ দেশীয় লোকেরা যে সগর্ভা স্ত্রীদিগের আতঙ্ক প্রাপ্তি ও অন্য অন্য বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কায় তাহাদিগকে কোন স্থানে এবং বিশেষতঃ বন্ধুর ভূমিতে একাকী গমন করিতে দেন না, এ ব্যবহার প্রামাণিক ও প্রশংসনীয় বটে।

চতুর্থতঃ।—সন্তান পিতা মাতার শারীরিক ও মানসিক নৈমিত্তিক গুণ সমুদায়ও প্রাপ্ত হয়। অপত্যোৎপাদন কালে পিতা মাতার এবং বিশেষতঃ মাতার শরীর ও মনের যাদৃশ ভাব থাকে, সন্তানের স্বভাবও কিয়দংশে তদনুরূপ হয়। ইহা কাহার অবিদিত আছে, যে পাঁচ সহোদরের মধ্যে কেহ নম্র, কেহ উগ্র, কেহ লোভী, কেহ ভোগাসক্ত, কেহ বা পরম ধার্ম্মিক শান্ত-স্বভাব হয়। বিশেষানুসন্ধান করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, যে সন্তা-নোৎপত্তি কালে পিতা মাতার মানসিক অবস্থা বিশেষই সন্তানদিগের এরূপ প্রকৃতি-ভেদের প্রধান কারণ। প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে, যে অনেকানেক ব্যক্তি মদিরিকা পানে আসক্ত থাকিয়া যত গুলি কন্যা পুত্র উৎপন্ন করিয়াছেন, সকলেই পানাসক্ত, এবং সেই দুর্জ্জয় দুষ্প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিলে পরে তাঁহাদের যত সন্তান জন্মিয়াছে, সকলেই এ বিষয়ে নিতান্ত নিস্পৃহ। কলিকাতার কোন কোন পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তিই যে মদ্যপায়ী হয়, পৈতৃক দোষ ও কুদৃষ্টান্ত উভয়ই তাহার প্রধান কারণ। ফরা-শিশ দেশস্থ ভুবন-বিখ্যাত মহাবীর বোনাপার্টির পিতা ঘোরতর যুদ্ধ বিগ্রহাদির সময়ে ভার্য্যাপরিগ্রহ করেন। ঐ পরম সুন্দরী রমণীও বিলক্ষণ বীর্য্যবতী ছিলেন, স্বামীর সহিত ঐ সকল উৎপাত ও কলহ-ব্যাপারে ব্যাপৃত হই-য়াছিলেন, এবং এ প্রকার প্রবাদ আছে, যে তাঁহার

অতুল-কীর্ত্তিমান্ পুত্র প্রসবের অত্যল্প কাল পূর্ব্বেও অ-শ্বারোহণ করিয়া স্বামীর সমভিব্যাহারে যুদ্ধ-যাত্রায় গিয়াছিলেন। তৎকাল-জাত মহাবল পরাক্রান্ত বোনা-পার্টির অদ্বিতীয় শূরত্ব ভূমণ্ডলের সর্ব্বাংশে বিশিষ্টরূপে বিখ্যাত আছে। ফরাশিশ দেশের সুপ্রসিদ্ধ ভয়ানক রাজবিপ্লবের অত্যল্প কাল পরে দুর্ব্বল, ক্রুদ্ধ-স্বভাব ও অব্যবস্থিত-চিত্ত অনেকানেক ব্যক্তির জন্ম হয়; ক্রোধ ও উৎসাহ-জনক কোন সামান্য ব্যাপার উপস্থিত হইলেই, তাহারা এক কালে উন্মত্ত হইয়া উঠিত। এইরূপ, সন্তান উৎপাদন কালে যাঁহার যে বিষয়ে অনুরাগ, উৎসাহ ও চর্চ্চা থাকে, তাঁহার সন্তানেরা যে তদ্বিষয়ে রত ও কৃত-কর্ম্মা হয়, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

এই সমস্ত বৃত্তান্ত দ্বারা ইহা অত্যন্ত সম্ভাবিত বোধ হইতেছে, যে পিতা মাতার প্রাকৃতিক ও উপার্জ্জিত গুণের উপর সন্তানের গুণাগুণ ও মঙ্গলামঙ্গল বিস্তর নির্ভর করে। ইহা কি পরম মঙ্গলকর মনোহর নিয়ম! ইহা দ্বারা ভূমণ্ডলের সুখ সৌভাগ্য সমৃদ্ধির কত আশা ও কত সম্ভাবনা রহিয়াছে! এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনে চেষ্টা করিলে মান-বরর্গের ক্রমাগতই শ্রীবৃদ্ধি হইবেক। পুরুষে পুরুষে জ্ঞান, শক্তি ও সুখ স্বচ্ছন্দতার আধিক্যই হইতে থাকিবে।

কিন্তু কর্ত্তব্যের শতাংশের একাংশও কে অনুষ্ঠান করে? মনুষ্যেরা গো, অশ্ব, মেষাদি পশুগণের উৎকর্ষ সাধনার্থে যাদৃশ যত্ন ও কৌশল করিয়া থাকেন, আপনার কুলোন্নতি নিমিত্তে তদনুরূপ কিছুই করেন না। পালিত পশুর কুলোৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে, পশুপালকেরা কখন তাহাকে হীন জাতি সমাগম করিতে দেয় না, এবং কৃষাণেরাও কখন সাধ্য পক্ষে স্বীয় ক্ষেত্রে অপকৃষ্ট বীজ বপন করে না। কিন্তু মনুষ্য সর্ব্ব বিষয়ে এইরূপ স্বার্থপর হইয়াও কেবল অজ্ঞান-দোষে স্বজাতির উত্তমতা সম্পাদনে তৎপর নহেন।

উদ্বাহ-ক্রিয়া যে কি পর্য্যন্ত গুরুতর ব্যাপার তাহা কেহ বিবেচনা করেন না। এই এক কার্য্যের উপর প্রায় ৫।৬ ভাবী জীবের মরণ, জীবন, রোগ, আরোগ্য, দুঃখ, সুখ সম্যক্রূপে নির্ভর করে। ইহা অতি শুভ কর্ম্ম বটে, কিন্তু যাহাতে পরিণামে অশুভজনক না হয়, —পুত্র-পীড়ক, সন্তান-ঘাতক, ও ভ্রূণঘাতী না হইতে হয় এ বিবেচনা করিয়া কয় ব্যক্তি পাণিগ্রহণ করে? সহস্র সহস্র ব্যক্তি অযোগ্য কন্যা পাত্রের সহিত পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া এককালে স্ববংশ ও দৌহিত্র বংশের সুখ সৌভাগ্যে জলাঞ্জলি দিতেছেন, বা তাহার উচ্ছেদ-দশা সাধনের অমোঘ সূত্র সঞ্চার করিতেছেন। এখনও সচেতন হওয়া উচিত, এবং উদ্বাহ বিষয়ক ঐশিক নিয়ম বিশিষ্টরূপে

শিক্ষা করিয়া সম্যক্‌রূপে পালন করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ পশ্চাল্লিখিত নিয়মত্রয় সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পালন করা আবশ্যক, এবং ইহা নিশ্চিত জানা উচিত, যে যত দিন আমাদের তদ্বিষয়ে ত্রুটি থাকিবে, তত দিন পরমেশ্বর সন্নিধানে সাপরাধ থাকিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

১—ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ করা গিয়াছে, যে অল্প বয়সে ও বৃদ্ধকালে বিবাহ করা উচিত নহে, এবং যক্ষ্মা, শ্বাস, বাত, কুষ্ঠ, উন্মাদ ইত্যাদি উৎকট রোগ-গ্রস্ত ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদিগের কখনই পাণিগ্রহণ করা কর্ত্তব্য নয়। প্রাচীন হিন্দুরা এ বিষয় অজ্ঞাত ছিলেন না *। তাঁহারা এ বিষয়ে আমাদের অপেক্ষায় বিচক্ষণ ছিলেন, এবং অপেক্ষাকৃত বিহিত বিধানে উদ্বাহ সংস্কার সমাধান পূর্ব্বক পরমেশ্বরের প্রসাদ-ভাজন হইয়া স্বজাতির শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন করিয়া সুখে কাল যাপন করিতেন। আমরা তদ্বিপরীত ব্যবহার করিয়া বিপরীত ফল ভোগ করিতেছি।

জর্ম্মেণি দেশে উদ্বাহ বিষয়ে এক উত্তম নিয়ম প্রচলিত আছে। তথায় পুরুষের ২৫ ও স্ত্রীলোকের ১৮ বৎসর

* মনু সংহিতায় আছে ক্ষয়, আময়, অপস্মার, শ্বিত্র, কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের বংশে এবং অধিকাঙ্গী, রোগিণী, অতিলোমিকা প্রভৃতি দোষান্বিত কন্যাকে বিবাহ করিবেক না।

বযঃক্রম না হইলে পাণিগ্রহণে অধিকাব হয় না, এবং যিনি বিবাহ করিবাব মানস কবেন, তাঁহাব স্ত্রীপরিবার প্রতিপালনের সামর্থ্য ও আশা ভরসা আছে কি না, শান্তিরক্ষক ও ধর্ম্মযাজকের নিকট তাহাব প্রমাণ প্রদর্শন করিতে হয়। এই নিয়ম যে তত্রত্য লোকেব শ্রীবৃদ্ধিব এক প্রধান কাবণ তাহাব সন্দেহ নাই।

২—স্বকুল-সন্নিহিত কোন বংশেব কন্যা গ্রহণকরাও কর্ত্তব্য নহে। যেরূপ এক ভূমিতে পুনঃ পুনঃ একরূপ শস্য বপন করিলে সুচারুরূপ শস্যোৎপত্তি হয় না, সেইরূপ সমকুলোদ্ভব ব্যক্তিদিগেব পবস্পর পাণিগ্রহণ হইলে, সে কুলে অত্যন্ত দোষ স্পর্শে। তদীয় সন্তান সকল সর্ব্বাংশে অশক্ত ও নির্বীর্য্য হইতে থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে তদ্বংশের লোপাপত্তি হইবাব উপক্রম হয়। স্পেন রাজ্যের রাজ-বংশীয় অনেকানেক ব্যক্তি ভাগিনেয়ী ও ভ্রাতুষ্কন্যাকে বিবাহ করিয়া অতি হীন হইয়াছেন, এবং এই গুরুতর দোষে তত্রত্য ও পোর্ত্তুগিশ ধনাঢ্য লোকদিগের বংশে অনেক জড়েবও উৎপত্তি হইয়াছে। ইংরেজদিগেরও এই প্রকাব নিকট-সম্পর্কীয় কন্যাব পাণিগ্রহণ করিবার প্রথা আছে। কিন্তু আমাদেব পবম সৌভাগ্য, যে স্মৃতিশাস্ত্র-প্রয়োজক মহানুভাব পণ্ডিতগণ এই অতুল মঙ্গলদায়ক ঐশিক নিয়ম বিশিষ্টরূপে অবগত ছিলেন, এবং অদ্যাপি আমরা তাঁহাদের সুখাবহ ব্যবস্থানুসারে এই উদ্বাহ বিষ-

য়ক নিয়ম প্রতিপালনে নিয়োজিত হইতেছি *। তাঁহাদের নিয়মানুসারে অদ্যাপি এই লোক-প্রবাদ প্রচলিত আছে, যে পিতা মাতার সগোত্রা ও সপিণ্ডা কন্যার পাণিগ্রহণ করিলে, কখনই বংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু মনুষ্য কখন যথা বিধানে স্বকর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে ও তদ্দ্বারা পরমেশ্বর সমীপে নিরপরাধ থাকিতে পারেন না। ইহা প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে, যে এমত প্রবল শাসন সত্ত্বেও বাঙ্গলা দেশীয় কোন কোন ব্যক্তি এই কল্যাণ-কর নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া স্বকুলের লোপাপত্তি সম্ভাবনা উপস্থিত করিয়াছেন।

৩—কিন্তু আর আর সমুদায় নিয়ম পালন করিলেও, যদি কোন দেশে বিজাতীয় স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করা নিতান্ত ব্যবহার-বিরুদ্ধ হয়, তবে তত্রত্য লোকের বিশিষ্ট রূপ বংশোন্নতি হওয়া সম্ভাবিত নহে, কারণ তাহাদের যে সমুদায় মূলীভূত প্রাকৃত দোষ থাকে, তাহা আর কোন ক্রমেই দুরীভূত হয় না। কোন জাতির কোন অংশে বৈলক্ষণ্য থাকিলে, তত্তৎ অংশে সুলক্ষণ-সম্পন্ন অন্য জাতির সহিত উদ্বাহ সূত্রে সংযুক্ত না হইলে, তাহা নিরাকৃত হইতে পারে না। এইরূপ বৈজাত্য বিবাহের প্রথা না থাকায় আমাদের যে পর্য্যন্ত অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা বলিবার

* মনু ৩ অধ্যায়ের ৫ শ্লোক।

নহে। যত অকল্যাণের বীজ আমাদের মানস-ক্ষেত্রকে দূষিত করিয়া রাখিয়াছে, এবং অন্যান্য নানা কারণ সহ-কারে আমাদিগকে ক্রমাগতই নির্বীর্য্য ও নিস্তেজ করি-তেছে, তাহা নিঃশেষে নিষ্কাশিত হইবার আর দ্বিতীয় পথ নাই। কিন্তু ভিন্ন দেশীয় লোকের সহিত আমাদের উদ্বাহ-সম্পর্ক থাকা দূরে থাকুক, স্বদেশীয় সকল বংশে সকলের বিবাহ করিবারও বিধি নাই। প্রথমে বর্ণ-ভেদ রূপ বিষ-বৃক্ষে এই গরলময় ফল উৎপন্ন হয়, পরে পর-ম্পরাগত কৌলীন্য-প্রথা তাহাকে আরও দূষিত করিয়া রাখিয়াছে। এই প্রতিবন্ধক নিরাকরণ করা সর্ব্বাগ্রে আ-বশ্যক। ইহা হইলেও অনেক উপকার দর্শে। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পরস্পর বিবাহের রীতি না থাকাতে, যে বর্ণের যে প্রকৃতি-সিদ্ধ দোষ আছে, তাহা কোন ক্রমেই নিরাকৃত হইতেছে না। কিন্তু এ দেশে ভিন্ন জাতীয় স্ত্রীর পাণি-গ্রহণের প্রথা প্রচলিত না হইলে আমাদিগের বিশিষ্টরূপ বংশোন্নতি হওয়া সম্ভাবিত নহে। হিন্দুস্থানিদিগের স-হিত উদ্বাহ-সূত্রে সংযুক্ত হইলে, অবশ্যই আমাদিগের বল ও সাহস বৃদ্ধি হয়। শিখদিগের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিলে আমাদিগের কি উপকার না দর্শে? আমাদিগের প্রখর বুদ্ধির সহিত তাহাদিগের বল ও বীর্য্যের সংযোগ হইলে, আমরা এক প্রধান জাতিরূপে গণ্য হইতে পারি। কিন্তু এ সমুদায় কল্পিত কথা নহে, এ সমস্ত যথার্থ তত্ত্ব পর-

মেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নিয়মানুসারে প্রতিপন্ন। যত দিন আমরা বিশ্বাধিপের বিশ্ব-রাজ্যের এই শুভকর নিয়ম প্রতিপালন পূর্ব্বক এই পরম কল্যাণকর অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে না পারিব, তত দিন আমাদিগের সম্যক্রূপে শ্রীবৃদ্ধি হওয়া সম্ভাবিত নহে।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষে উদ্বাহ বিষয়ে এপ্রকার কঠিন নিয়ম ছিল না। তখন, যদিও বর্ষান্তরীয় লোকের সহিত আমাদিগের বিবাহের রীতি ছিল না, কিন্তু ভারতবর্ষের অন্তঃপাতী বিভিন্ন দেশীয় লোকের পরস্পর বিবাহের প্রথা প্রবলরূপে প্রচলিত ছিল তাহার সন্দেহ নাই। ইহার আর অন্য প্রমাণ কি? রামায়ণ, মহাভারত পুরাণাদি সংস্কৃত শাস্ত্র সমুদায়ই ইহার সাক্ষী আছে। প্রাচীন সম্প্রদায়ী ব্যক্তিরা এ প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া কহিবেন, যদিও ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, ব্যবহার-বিরুদ্ধ বটে। এ কথাতে যন্ত্রণানল চতুর্গুণ—চতুঃসহস্র গুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। স্বদেশ-হিতৈষী দয়ার্দ্র মহাত্মারা পরপীড়া পরিহারার্থে যত শুভ প্রস্তাব উত্থাপন করেন, স্বদেশের অহিতকারী—আপনার অশুভকারী—আত্মঘাতী নিদারুণ লোকেরা কেবল ব্যবহার ব্যপদেশ করিয়া সমুদায় অগ্রাহ্য করে। স্বদেশের শুভানুরাগী ব্যক্তি স্বপরিবার স্বরূপ দেশস্থ লোকের হীনতা ও দারিদ্র্য দশা দেখিয়া যেরূপ মর্ম্ম-বেদনা প্রাপ্ত হন, তাহারা তাহা কিছুই অনুভব

করে না। যে দিন জন্মভূমির দারুণ দুরবস্থা মনে হয়, কত অসুখেই সে দিন যাপন হয়! এমন দুঃখের দিন কত দীর্ঘই বোধ হয়! তাহার প্রত্যেক মুহূর্ত্ত কত দুঃসহ যাতনাই দিতে থাকে। সর্ব্ব দেশীয় দয়ালুদিগেরই এই যন্ত্রণা আছে, কিন্তু বাঙ্গলা দেশের হিতৈষী ব্যক্তির দুঃখের আর পরিসীমা নাই, তাঁহার অন্তঃকরণে কারুণ্য-রসের উদয় দ্বারা নয়ন যুগলে অবিরল অশ্রু জল বিগলিত হইতে দেখিলেও অন্য লোকে ভ্রুক্ষেপ করে না। তাহাদের পাষাণময় চিত্ত কিছুতেই আর্দ্র হয় না! তাহারা কুব্যবহার সমীপে দয়া ধর্ম্ম সমুদায় বিসর্জ্জন দিয়াছে। তাহারা ব্যবহার-বিরুদ্ধ বলিয়া ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞাও তুচ্ছ করে। হায়! কুব্যবহার রূপ দুর্ভেদ্য লৌহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া আমরা অচল-প্রায়—জীবন-শূন্য-প্রায় হইয়াছি। আমাদের জড়ীভূত হইবার উপক্রম হইয়াছে! মনুষ্যের আত্মা—সচেতন পদার্থ যত দূর বিকৃত হইতে পারে, আমাদের বিষয়ে তাহার আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। স্বকপোল-কল্পিত কদাচারের অনুরোধে পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করা অপেক্ষা হতজ্ঞান হইবার স্পষ্টতর চিহ্ন আর কি আছে! হে স্বদেশস্থ ব্যক্তি সকল। একবার স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখ, কুসংস্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক পক্ষপাত-শূন্য হইয়া বিবেচনা করিলে, এই সকল পরম মঙ্গলকর নিয়ম কখনই যুক্তি-বিরুদ্ধ বোধ হইবে না।

যেরূপ, উদ্বাহ সংস্কার বিষয়ে কন্যা পাত্রের গুণাগুণ বিচার করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ ভৃত্য মিত্রাদি অন্যান্য যত লোকের সহিত সংস্রব রাখিতে হয়, সকলেরই দোষাদোষ বিবেচনা করা আবশ্যক।

যাহার অর্জ্জনস্পৃহা ও জুগোপিষা বৃত্তি অতি প্রবল, ও ন্যায়পরতা বৃত্তি অতি ক্ষীণ, তাহাকে যদি ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করা যায়, তবে সে কখন না কখন আপনার চৌর্য্য স্বভাব নিশ্চয়ই প্রকাশ করে, এবং তখন প্রভুকে আপনার অদূরদর্শিত্ব দোষ বশতঃ অনুতাপে তাপিত হইতে হয়।

এ নিয়মের ভুরি ভুরি উদাহরণ-স্থল সর্ব্বদাই উপস্থিত হয়। অনেকে কথা প্রসঙ্গে ভৃত্যের চৌর্য্যস্বভাব ও কার্য্যালয় বিশেষের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর অন্যায় আচরণের বিষয় উত্থাপন করেন। কর্ম্মচারীদিগের কুব্যবহারে অনেকানেক বণিকের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। এক জন কর্ম্মচারী বহুধন হরণ করিয়া আমেরিকা খণ্ডে পলায়ন করাতে, লণ্ডন নগরস্থ কোন বহু-সমৃদ্ধিযুক্ত অতি সম্ভ্রান্ত বাণিজ্যাগারের অসম্ভ্রম ও কর্ম্ম বন্ধ হয়। এইরূপ, যে কার্য্য নির্ব্বাহার্থে ধৈর্য্য, দার্ঢ্য, ও স্থির বুদ্ধি আবশ্যক, কোন অধ্যবসায়-হীন নির্ব্বোধ ব্যক্তির উপর তাহার ভার অর্পণ করিলে, সে কর্ম্ম কোন ক্রমেই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার নহে। এইরূপ, মিত্র হউক, অন্য স্বজন হউক, ভৃত্য হউক,

কোন বিষয় ব্যাপাবেব অংশীই বা হউক, অপাত্রে বিশ্বাস বিন্যস্ত করিলে বা তাহাব উপব কোন গুরুতব কর্ম্মের ভাবার্পণ কবিলে, অনিষ্ট ঘটনাব বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব, বুদ্ধিবৃত্তি চালনা কবিয়া এই সমস্ত সামান্য বিষয়ের অনুসন্ধান কবাও সর্ব্বনিয়ন্তা পবমেশ্ববেব নিয়মাধীন। তত্ত্বান্বেষণ দ্বাবা ও হৃত্তত্ত্ববিবেক-ব্যবসায়ীদিগেব মতে মস্তকেব ভাগ বিশেষেব পবিমাণ দ্বাবা এ বিষয় সম্পাদনেব চেষ্টা কবা যাইতে পাবে।

আঘাত-ক্লেশ, শাবীবিক পীড়া, অবৈধ বিবাহ দ্বাবা সাংসাবিক দুঃখেব উৎপত্তি, ও ভৃত্যাদিব দোষে নানা প্রকার অনিষ্ট ঘটনা এই সমুদায় বিষযেব বিবরণ কবিয়া, এক্ষণে আব এক ভয়ানক ব্যাপাবেব বিবেচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। ইহাব নাম শ্রবণ মাত্রেই কলেবব কম্পমান হয়,—ইন্দ্রিয সকল অবশ হয,—লোকেব আশা ভরসা উচ্ছিন্ন হইযা যায। ইহাব নাম মৃত্যু।

এই গ্রন্থেব অনুক্রমণিকায প্রতিপন্ন কবা গিয়াছে, যে ভূমণ্ডল মনুষ্যেব নিবাস-ভূমি হইবাব পূর্ব্বেও মৃত্যুব অধিকাব-ভূমি ছিল, এবং তখনও যাবতীয় প্রাণী ও উদ্ভিজ্জ এক্ষণকাব ন্যায় যথাক্রমে বর্দ্ধিত ও বিনষ্ট হইত। জগদীশ্বর সৃষ্টি-প্রক্রিয়াব সঙ্গে সঙ্গেই সংহাবেব নিয়ম সংস্থাপন কবিয়াছেন। কি কাবণে এপ্রকাব ব্যবস্থা কবিলেন, তাহা সম্যক্ অনুধাবন কবা আমাদের সাধ্য

নহে। যে পরাৎপর পরম পুরুষ অনন্ত কাল, অনন্ত বিশ্ব ও অনন্ত জীবের মঙ্গলামঙ্গল একেবারেই অবলোকন করিতেছেন, তিনিই তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত আছেন এবং জীবের কল্যাণার্থেই তাহার বিধান করিয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই।

মৃত্যুঘটনা সমস্ত শারীরিক বস্তুর প্রকৃতি-সিদ্ধ। ইউরোপস্থ প্রধান প্রধান চিকিৎসকেরা একবাক্য হইয়া স্বীকার করেন, যে মৃত্যুর বীজ শরীর মাত্রেরই অন্তর্ভূত আছে। শরীরের জীবনী শক্তি সমুদায় পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে কিছু কাল সম্পূর্ণ থাকিয়া পরে বয়োবৃদ্ধি সহকারে ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকে, এবং পরিণামে নিঃশেষিত হইয়া দেহ-ভঙ্গ সমাধান করে। ফলতঃ, যখন শারীরিক বস্তুর অবস্থানার্থে স্থানের আবশ্যকতা আছে, তখন জন্ম ও বৃদ্ধির বিধান থাকিলে মৃত্যুর নিয়ম না থাকা কোন ক্রমেই যুক্তি-সিদ্ধ বোধ হয় না। সৃষ্টি-কালাবধি যত প্রাণী ও যত উদ্ভিদ্ উৎপন্ন হইয়াছে, সমুদায়ই যদি বর্দ্ধিত ও পূর্ণাবস্থ হইয়া এ পর্য্যন্ত সজীব থাকিত, তবে ভূমণ্ডলে তাহার সহস্রাংশের একাংশেরও স্থান হইত না।

যদিও আমাদের স্বার্থপরতা ও দুর্জ্জয় জিজীবিষা বশতঃ আপাততঃ এ নিয়মকে অতিশয় অশুভদায়ক বোধ হয়,— মৃত্যুকে আপনার সর্ব্ব-সুখ-সংহারক বলিয়া জ্ঞান হয়,

এবং যদিও আমাদের বুদ্ধি যোগে তদ্বিষয়ের সম্যক্ নির্ব্বচন করিবার সামর্থ্য নাই, কিন্তু এ নিয়ম যে ভূমণ্ডলের পরম শোভা বৃদ্ধি ও লোক রক্ষার উপযোগী, তাহার সন্দেহ নাই। উদ্ভিজ্জ সকল এ নিয়মের অধীন থাকাতে, নীরস পুরাতন প্রকাণ্ড বৃক্ষ সমুদায়ের পরিবর্ত্তে অভিনব সুকুমার মনোহর তরু সকল উৎপন্ন হইতেছে, সরস বসন্ত সময়ে নব পল্লব ধারণ পূর্ব্বক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে, এবং সুগন্ধ সুবর্ণ রমণীয় কুসুম সমুদায় প্রসব করিয়া চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিতেছে। বিশেষতঃ, আমাদের আশ্চর্য্য ও শোভানুভাবকতা বৃত্তির সহিত এই সমুদায় বিষয়ের সুন্দর সামঞ্জস্য রহিয়াছে, কারণ পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তুর নাশ-স্বভাব বশতঃ যে সকল অভিনব ও শোভাকর ব্যাপারের ঘটনা হয়, সমুদায়ই এই দুই পরম সুখাবহ বৃত্তির উপভোগ্য বিষয়। প্রাণী গণের পক্ষেও এইরূপ। মৃত্যু এই ধরণী রূপ রঙ্গভূমি হইতে অস্থি-চর্ম্ম-সার, জীর্ণ, শ্রীহীন লোকদিগকে এবং গলিতাঙ্গ, লোলচর্ম্ম, কদাকার, কম্পিত-কলেবর, প্রাচীন সম্প্রদায়কে ক্রমে ক্রমে নিষ্ক্রান্ত করিতেছে, এবং মনুষ্যের অপত্যোৎপাদিকা শক্তি তৎপরিবর্ত্তে হৃষ্ট পুষ্ট সুন্দর নবতনু সকলকে প্রবেশিত করিয়া পৃথিবীর পরম শোভা সাধন করিতেছে। অতএব, নাশ ও ক্লেশ মাত্রই এ নিয়মের উদ্দেশ্য নহে, ইহা সুখ-দায়কও বটে।

আমাদের নিবাস-ভূমি পৃথিবী কিছু অসীমা নহে, সুতরাং তাহাতে নিরূপিত সংখ্যাতিরিক্ত অধিক প্রাণীর স্থান ও অন্ন প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। বিশেষতঃ, ইতর প্রাণীদিগের অপত্যোৎপাদিকা শক্তি এত প্রবল, যে নিয়মানুযায়ী দেহ ভঙ্গ দ্বারা যত জন্তুর মৃত্যু হয়, তদপেক্ষা ভূরি গুণ প্রাণীর উৎপত্তি হইয়া থাকে। তাহাদের এমত বুদ্ধি নাই, যে সেই শক্তিকে সংযম করিয়া রাখিবে। অতএব, জগদীশ্বর কতক গুলি মাংসাশী জন্তুর সৃজন করিয়াছেন, তাহারা উৎসাহ সহকারে অন্যের মাংস ভোজন করিয়া জীব-সংখ্যার আতিশয্য নিবারণ করিতেছে। পতঙ্গের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এ বিষয়ের প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক জাতীয় পতঙ্গ অন্য জাতীয় পতঙ্গদিগকে ভক্ষণ করে, এবং ঐ ভক্ষক জাতির অধিক সংখ্যা হইলে অন্য জাতীয় পতঙ্গ তাহাদিগকে আহার করিয়া থাকে। তৃণাহারী পশুদিগেরও বহু সন্তান জন্মে, তাহাদের অপঘাত মৃত্যু না ঘটিলে সমুদয় ভূমণ্ডলেও তাহাদের স্থান হইত না। সুতরাং তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণাদায়ক অনাহারমৃত্যু দ্বারা শরীর পরিত্যাগ করিতে হইত, এবং তাহা হইলে তাহাদের প্রকৃতি ক্রমে ক্রমে অপকৃষ্ট হইয়া আসিত *। কিন্তু

* কারণ যথেষ্ট অন্ন অভাবে পিতা মাতার শরীর ক্ষীণ হইলে সন্তানেরাও তদনুরূপ দুর্ব্বল প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়।

মাংসাশী জন্তুর সৃষ্টি হওযাতে এ সমস্ত অমঙ্গল নিরাস হইয়াছে। তদ্দ্বারা কেবল মাংসাশী জন্তু মাত্রের সুখ সাধন হয় না, অন্য-অপেক্ষা করিয়া জীবের সংখ্যা অধিক না হওয়াতে, তৃণাহারী প্রাণীদিগেরও দুঃখ নিবারিত হয়। পরন্তু মাংসাশী জন্তুদিগের স্বকীয় নিষ্ঠুর স্বভাব প্রচারের সীমা নিরূপিত আছে। তাহারা বহু সংখ্যক হইয়া নির্দ্দিষ্ট নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক আপনাদের সংহার-শক্তি চালনায় প্রবৃত্ত হইলে, তদণ্ডেই তাহাদের অন্ন হ্রাস এবং তৎফল স্বরূপ অনাহার-মৃত্যু ঘটনা আরম্ভ হয়, এবং তদ্দ্বারা তাহাদিগের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে ন্যূন হইয়া ভূমণ্ডলের সর্ব্ব-সামঞ্জস্য-ভাব রক্ষা পায়। কোন জীবের অনশনে প্রাণ বিয়োগ হয়, ইহা কখনই জীবন-দাতা জগদীশ্বরের অভিপ্রেত নহে, অতএব তিনি সংসারের সকল নিয়ম দ্বারাই তাহার প্রতিবিধান করিয়াছেন। ইহাও সর্ব্বতোভাবে যুক্তি-সিদ্ধ বলিতে হয়, যে মাংসাশী জন্তুদিগের নৃশংস-শক্তি সঞ্চারের পূর্ব্বে বহু সংখ্যক তৃণাহারী জীব অবশ্যই বিদ্যমান ছিল, কারণ শেষোক্ত জাতীয় বহু জীবের দেহ পাত না হইলে, প্রথমোক্ত জাতীয় একটি জন্তুরও চির জীবন উদর পূর্ত্তি হইতে পারে না। যদি প্রথমে একটি মেষ ও এক মাত্র ব্যাঘ্র একত্র স্থাপিত হইত, তবে ব্যাঘ্র অবিলম্বেই সেই মেষটিকে আহার করিয়া ফেলিত, পরে অন্নাভাবে তাহার আপনারও প্রাণ বিয়োগ হইত।

অতএব, মৃত্যু-বিধান ভূমণ্ডলের মূলীভূত নিয়ম, এবং পৃথিবীস্থ অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের যাদৃশ ব্যবস্থা আছে, তাহাতে মরণ-ধর্ম্মকে এক প্রকার আবশ্যকই বোধ হয়। এই নিমিত্ত পরমেশ্বর তাহার সহিত সকল বস্তুকে পরস্পর সমঞ্জসীভূত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

মৃত্যু-কালে ক্লেশ হয় বটে, কিন্তু তাহাও শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। নির্জীব জড় পদার্থ আহত বা ভগ্ন হইলে, তাহার আর স্বতঃ প্রতীকারের উপায় থাকে না। যদি শরাব বা দর্পণ হস্ত হইতে পতিত হইয়া ভগ্ন হয়, তবে তাহা চিরকালই ভগ্নাবস্থায় থাকে, তাহার আর আপনা হইতে কখন প্রতীকার হইতে পারে না। কিন্তু প্রাণী ও উদ্ভিজ্জের স্বভাব সেরূপ নহে, তাহাদের ভগ্ন-প্রতীকার ও ক্ষতিপূরণের সুন্দর উপায় আছে। কোন সতেজ বৃক্ষ প্রবল বায়ু-বেগে পতিত হইলে তাহার ভূমিস্থিত সমুদায় মূল তাহার জীবন রক্ষার্থে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক তেজ ধারণ করে। কোন শাখাচ্ছেদ করিলে, তৎস্থানে নব পল্লব সকল উৎপন্ন হয়। কোন জন্তুর জঙ্ঘা ভঙ্গ হইলে, সে স্থানের অস্থি ক্রমে ক্রমে যুক্ত হইয়া যায়। কোন রক্তবহা নাড়ী নষ্ট হইলে, তাহার সমীপবর্ত্তিনী অন্য অন্য নাড়ী পূর্ব্বাপেক্ষায় স্থূলতর হইয়া পূর্ব্বোক্ত নাড়ীর কার্য্য সমাধা করে। এই প্রকার শরীরের কত কত স্থান আহত ও ক্ষত হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ হইতেছে। জগদীশ্বর কৃপা

করিয়া এই পরম শুভদায়ক শারীরিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং আমরা এই করুণার উপর নির্ভর করিয়া অহিতাচার না করি এই বিবেচনায় যাবতীয় কায়িক নিয়ম লঙ্ঘনে দুঃখ নিয়োজন করিয়াছেন। এই হেতু কোন ক্ষত বা আহত অঙ্গ প্রকৃতিস্থ হইবার সময়েই ক্লেশের অনুভব হয়; সেই ক্লেশকে পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘনের প্রত্যক্ষ ফল জানিয়া তৎপ্রতিপালনে সম্যক্ সাবধান থাকা উচিত।

মৃত্যু কালে যে যাতনা হয় তাহারও কারণ এই। আকস্মিক মৃত্যুর ক্লেশ অত্যল্প কাল স্থায়ী। প্রথম বয়সে বা প্রৌঢ়াবস্থায় রোগাক্রান্ত হইয়া অনেক কষ্টে যাহার প্রাণ বিয়োগ হয়, তাহাকেই দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতে হয়, কারণ তৎকালে মৃত্যু ঘটনা হওয়া ঐশ্বরিক বিধানের উদ্দিষ্ট নহে, প্রত্যুত তাহা শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনেরই ফল। কিন্তু প্রথমে যাঁহার শরীর দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ থাকে, ও যিনি যাবজ্জীবন শারীরিক নিয়ম সমুদায়ের অনুগামী হইয়া চলেন, তিনি বহুকাল জীবিত থাকিয়া বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হন, এবং ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া অনতিক্লেশে কলেবর পরিত্যাগ করেন, তাঁহার অধিক মৃত্যু-যাতনা হয় না। অতএব, যখন মানববর্গ পরম কারুণিক পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত সমুদায় শারীরিক নিয়ম শিক্ষা করিয়া যথা বিধানে পালন করিতে সমর্থ হইবেন, তখন মৃত্যু-যাতনারও লাঘব হইয়া আসিবে।

অশিক্ষিত অল্প-বুদ্ধি লোকেরা রোগ ও মৃত্যু কোন দৈব বিড়ম্বনা বা পূর্ব্ব দুরদৃষ্টের ফল বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা নিয়মানিয়মের বিষয় কিছুই বিবেচনা করেন না। কিন্তু এক্ষণকার মহানুভাব বিদ্যাবান্ ব্যক্তিরা সকলেই স্বীকার করেন, যে এই চরাচর অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের কোন কার্য্য নিয়মাতীত নহে,—তাহার এক মাত্র অণুও কোন নিয়ম অবলম্বন না করিয়া স্থানান্তর হয় না। গো-মুখী-নিঃসৃত অতি সূক্ষ্ম বারিবিন্দুও নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অতীত নহে, তাহা বাষ্পবিন্দু হইয়া গগন মণ্ডল আরোহণ পূর্ব্বক বায়ু-বেগে পরিচালিত হইয়া কোন দূরদেশীয় সুচারু শস্য-ক্ষেত্রে বর্ষিত হউক, কি কোন সন্নিহিত তরু-শাখায় শোষিত হইয়া তাহার সুদৃশ্য কুসুম দলেই বা পুনঃ প্রকাশিত হউক, অথবা কোন তৃষ্ণাতুর জীব কর্ত্তৃক পীত হইয়া তাহার পরমাশ্চর্য্য দেহ-যন্ত্রের রক্ত-প্রণালীর মধ্যে ভ্রমণ করুক, ইহার সমুদায় গতি ও সমুদায় ব্যাপার পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত অখণ্ডনীয় নিয়ম ক্রমেই ঘটিয়া থাকে। যে ব্যক্তি যথার্থ জ্যোতিষশাস্ত্র অবগত নহে, সে ব্যক্তি সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদিকে কতকগুলি পরস্পর অসম্বদ্ধ পদার্থ মাত্র জ্ঞান করে, এবং তৎসম্বন্ধীয় কোন অসাধারণ ব্যাপার ঘটিলে তাহাকে দৈব বিড়ম্বনা বা অন্য কোন কুলক্ষণ বলিয়া প্রত্যয় যায়। কিন্তু জ্যোতিষ-সিদ্ধান্ত-পারদর্শী সুপণ্ডিত ব্যক্তি জ্যোতির্ম্মণ্ডলীর বিষয় আলোচনা করিয়া

তাহাদের প্রকাণ্ড আকৃতি, পরিপাটী রচনা, গতি বিধির সুপ্রণালী, এবং তাহাতে পরম শিল্পকর বিশ্ব-নির্ম্মাতার আশ্চর্য্য কৌশল অবগত হইয়া আনন্দার্ণবে মগ্ন হন। তিনি আর চন্দ্র সূর্য্যকে রাহু গ্রস্ত ও ধূমকেতুর উদয়কে কুলক্ষণ বলিয়া বিশ্বাস করেন না। তাঁহার নিশ্চয় আছে, যে চন্দ্র সূর্য্যের প্রাত্যহিক উদয়, বা তাহাদের নৈমিত্তিক গ্রহণ ঘটনা, অথবা ধূমকেতুর পরিভ্রমণ, সমুদায়ই পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে ঘটিয়া থাকে। এইরূপ, অসুশিক্ষিত ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ভূমণ্ডলস্থ বস্তু সমুদায়ের প্রকৃত স্বভাব ও যথার্থ নিয়ম না জানিয়া নানা কার্য্যের নানা প্রকার দৈব কারণ কল্পনা করে, কিন্তু যিনি পদার্থ বিদ্যায় পারদর্শী, তিনি দূর্ব্বাদলস্থ শিশির-বিন্দু ও হিমালয়ের জলপ্রপাত, এবং চন্দ্রশেখরের অগ্নিশিখা ও প্রভাকরের প্রচণ্ড জ্যোতিঃ সমুদায়ই এক মাত্র মহান্ পরমেশ্বরের নিয়মানুযায়ী কার্য্য জানিয়া পরিতৃপ্ত হন। তিনি কুত্রাপি অগ্নির তেজ ও জলের প্রভাব দেখিয়া তথায় দেব বিশেষের অধিষ্ঠান কল্পনা করেন না। তিনি ভারতবর্ষের ভাগীরথী বা আমেরিকার মিসিসিপী নদী সমুদায়েই অদ্বিতীয় অনন্ত স্বরূপ বিশ্বপতির অপার মহিমা প্রত্যক্ষ দেখেন। এইরূপ, যিনি চিকিৎসা বিদ্যার যথার্থ তত্ত্ব বুঝিয়াছেন, তিনি নিশ্চিত অবগত আছেন, যে শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন না করিলে রোগ উৎপন্ন হয় না। বাস্তবিক,

জগদীশ্বরের আজ্ঞা অবহেলন ব্যতিরেকে দুঃখ হয় এ কথ
বলা কেবল অজ্ঞানের কর্ম্ম। যদি শরবেধ দ্বারা কাহারং
নেত্র অন্ধ হয়, তবে সকলেই বুঝিতে পারে, যে কেবল শব
বেধই তাহার অন্ধতার কারণ, কিন্তু যদি কোন শিল্পকা
সাতিশয় নেত্র চালনা করিয়া অন্ধ বা চক্ষুঃ পীড়ায় পীড়িং
হয়, তবে এপ্রকার অত্যাচার শরবেধের ন্যায় স্পষ্টরূপ
প্রতীত না হওয়াতে, অজ্ঞ লোকে তাহার কারণান্তঃ
কল্পনা করিয়া থাকে। কিন্তু এক্ষণকার বিজ্ঞোত্তম ইউরো
পীয় চিকিৎসকেরা নিশ্চিত জানেন, যে কেবল শারীরিক
নিয়ম লঙ্ঘনেতেই রোগের উৎপত্তি হয়, এবং নিঃসংশয়ে
কহেন, যে ঈশ্বরের নিয়মানুসারে অনতিশয় অঙ্গ চালনা
করা বিধেয়, কেবল নেত্র চালনার আতিশয্য দ্বারাই
শিল্পকারের চক্ষুরোগ জন্মিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই।
অতএব, আমরা সর্ব্ব স্থলে পীড়ার সূত্র নিশ্চয় নিরূপণ
করিতে পারি বা না পারি, কিন্তু শারীরিক নিয়ম ভঙ্গনই
যে প্রত্যেক রোগের কারণ তাহার সংশয় নাই। কা-
হারও কোন উৎকট রোগ উপস্থিত হইলে, অনেকে
অনেক প্রকার কারণ কল্পনা করেন; কেহ পূর্ব্ব দুরদৃষ্ট,
কেহ দৈব বিড়ম্বনা, কেহ বা কুযাত্রার ফল বলিয়া উল্লেখ
করেন। কিন্তু যিনি কহেন, পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের
শুভদায়ক নিয়ম লঙ্ঘনই যৌবন ও প্রৌঢ় কালের সমস্ত
রোগের অদ্বিতীয় হেতু তাঁহারই কথা যথার্থ, এবং তাঁহা-

বই উপদেশ আদরণীয় ও গ্রাহ্য। অতএব, অনভিজ্ঞ লোকে, শারীরিক রোগ ও অকাল মৃত্যুর কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারে না বলিয়া, পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত শারীরিক নিয়মের যাথার্থ্য ও অমোঘত্ব বিষয়ে সংশয় করা কোন ক্রমেই যুক্তি-সিদ্ধ নহে। মনুষ্যের দীর্ঘ জীবন প্রাপ্তিই সমস্ত শারীরিক নিয়মের উদ্দেশ্য, তবে যে বাল্য ও প্রৌঢ়াবস্থায় রোগ ও মৃত্যু ঘটনা হয়, তাহা সেই সমুদায় নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। আর ইহাও নিতান্ত সম্ভাবিত বোধ হয়, যে আমরা তদ্বিষয়ে অত্যাচার না করি এই অভিপ্রায়েই পরমেশ্বর, অকাল-মৃত্যুকে এপ্রকার ক্লেশদায়ক করিয়াছেন।

কিন্তু এই অকাল-মৃত্যুর বিধানেও করুণার্ণব বিশ্বকর্ত্তার মঙ্গলাভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার জীবগণ জীবন-ব্রত উদ্‌যাপন কালেও তাঁহার অসীম মহিমা প্রদর্শন করিয়া যায়। শরীর বিষয়ে অত্যাচার হইলে তাহার স্বতঃ প্রতীকার হইতে পারে, এবং তন্নিমিত্ত তিনি সহস্র সহস্র প্রকার ঔষধ সৃজন করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু যে স্থলে মস্তিষ্ক, পাক-স্থলী, হৃদয়াদি প্রাণাশ্রয় অঙ্গের অতিশয় ব্যতিক্রম ঘটিয়া প্রতীকারের সম্ভাবনা না থাকে, সে স্থলে মৃত্যুই মহৌষধ, এবং তন্নিমিত্তই অকাল-মৃত্যুর সৃষ্টি হইয়াছে। যদি অস্ত্রাঘাত দ্বারা কাহারও মস্তকের মস্তিষ্করাশি নির্গত হয়, তবে বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি

সমুদায় বিহীন হইয়া জীবিত থাকিতে হইলে তাহা কত দুঃখেরই বিষয় হইত ! যদি প্রজ্বলিত দাবানলে বেষ্টিত হইয়া পশু, পক্ষী বা অন্য কোন প্রাণীর সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হয়, এবং তৎপ্রতীকারের আর সম্ভাবনা না থাকে, তবে সে অবস্থায় ক্রমাগত দাহ-জ্বালা সহ্য করা ও পরে দীর্ঘকাল জীবিত থাকা যে প্রকার যাতনা-দায়ক, তাহা মনে করিলেও যন্ত্রণা বোধ হয়। নৌকারূঢ় ব্যক্তিকে নদী বা সমুদ্র-গর্ভে নিমগ্ন হইয়া তথায় চিরজীবন অবস্থিতি করিতে হইলে কি ভয়ানক ব্যাপারই হইত ! এ সকল স্থলে মৃত্যুই পরম মঙ্গল, এবং সে সময়ে যিনি মৃত্যুকে প্রেরণ করেন, তিনি পরম বন্ধু।

অকাল-মৃত্যু দ্বারা মানববর্গের আর এক মহোপকার সাধিত হয়। তাঁহারা অসাধ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া যদি দীর্ঘ কাল জীবিত থাকিয়া সন্তান উৎপাদন করিতেন, তবে তাঁহাদের সন্তানদিগকে পিতা মাতার বিকৃত প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া চিরজীবন বিজাতীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। অতএব, একপ স্থলে যে মৃত্যু উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের সম্ভাবিত সন্তান সন্ততির অশেষ ক্লেশ নিবারণ করে, ইহা মঙ্গলের কারণ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। এই বিবেচনানুসারে অসাধ্য-রোগাক্রান্ত ক্ষীণজীবী পীড়িত বালকের মৃত্যুও কল্যাণদায়ক বলিতে হয়, কারণ তদ্দ্বারা তাহার উত্তর-কালিক সমুদায় নিষ্প্রয়োজন যাতনা নিবারিত হয়,

এবং তাহার সন্তানদিগের ভগ্ন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ দুঃখ ভোগের সম্ভাবনা থাকে তাহাও নিবাকৃত হয।

অতএব, রোগ, ক্লেশ ও অকাল-মৃত্যু কেবল শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল, এবং তাহাও ভূমণ্ডলের শুভাভিপ্রায়ে সঙ্কল্পিত। এই সমস্ত স্বীকার করিলে, ইহাও অঙ্গীকার করিতে হয়, যে মানব জাতির সম্পূর্ণ বয়সে কলেবর পরিত্যাগ করাই পরমেশ্বরের অভিপ্রেত, শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন দ্বারা তাহার অন্যথা হইলেই ক্লেশের উৎপত্তি হয। যখন ইন্দ্রিয সমুদায় নিস্তেজ হয, ও সুখ ভোগের সামর্থ্য এক কালে নষ্ট হয়, তখন যদি কেহ আপনার অজ্ঞাতসারে অনায়াসে পরলোক প্রাপ্ত হইতে পারে, এবং তৎপরিবর্তে তাহার উত্তরাধিকারী আসিযা সুখ সৌভাগ্য সম্ভোগ করে, তাহা হইলে পরাৎপর পরমেশ্বরের অপার কারুণ্য-স্বভাবের কিছুমাত্র ক্রটি বোধ হয় না। এক্ষণে আমরা শারীরিক নিয়ম সমুদায় বিহিত বিধানে প্রতিপালন করিতে পারি না, অতএব বোধ হয, এক্ষণে যৌবনাবস্থা দূরে থাকুক, প্রাচীনাবস্থায মৃত্যু ঘটনা হইলেও অতিরিক্ত ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। কিন্তু এক্ষণকার অপেক্ষায় শারীরিক নিযম প্রতিপালনে সমর্থ হইলে, মৃত্যু-যাতনার বিস্তর লাঘব হইতে পারে, তবে কত দূর হ্রাস হওয়া সম্ভব তাহা নিরূপণ করিবার কাল অদ্যাপি উপস্থিত হয় নাই। ফলতঃ, পূর্ব্বোক্ত

সমস্ত বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহা সর্ব্বতো-ভাবে সম্ভাবিত বোধ হয়, যে যদি কোন ব্যক্তি সুস্থ শরীর গ্রহণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়, এবং পরমেশ্বরের নিয়-মানুগত থাকিয়া সমুদায় জীবন যাপন করে, তবে মৃত্যু-কালে তাহার উৎকট যন্ত্রণা ঘটিবেক না, সে ব্যক্তি অল্পে অল্পে ক্ষীণ হইয়া এবং বিশেষ ক্লেশানুভব না করিয়া ইহ লোক হইতে অবসৃত হইবে।

ইহা সুখের বিষয় বলিতে হয়, যে ইতিমধ্যেই এ বিষ-য়ের কিছু কিছু প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ন্যূনা-ধিক শত বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ড দেশস্থ লোকদিগের পরমায়ু গণিত হইয়া গড়ে প্রত্যেক ব্যক্তির ২৮ বৎসর নির্দ্দিষ্ট হয়*, কিন্তু সম্প্রতি এ বিষয়ের যত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, এই শত বর্ষ মধ্যে ইউরোপ খণ্ডের অন্তঃপাতী অনেকানেক স্থানের লোকের পরমায়ু তদপে-ক্ষায় বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে স্কটলণ্ডের অন্তঃ-পাতী কোন কোন নগরে † যত লোকের পরলোক প্রাপ্তি হয়, তাহার সবিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে; তাহা হইতে এই সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা গিয়াছে। যথা—

* অর্থাৎ তৎকালের ১০০০ মনুষ্যের পরমায়ুর সমষ্টি করিয়া এবং তাহা ১০০০ দিয়া হরণ করিয়া ২৮ বৎসর হইয়াছিল।

† এডিন্‌বরা ও লীথ।

কোন্ শ্রেণীর লোক	গড়ে পরমায়ুর সংখ্যা
প্রধান্ শ্রেণীস্থ লোক, অর্থাৎ ধনাঢ্য ও শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী মনুষ্য	৪৩॥ বৎসর
দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ লোক, অর্থাৎ বণিক্ ও লিপি-ব্যবসায়ী প্রভৃতি	৩৬॥ বৎসর
তৃতীয় শ্রেণীস্থ লোক, অর্থাৎশিল্পকার, শ্রমোপজীবী ও ভৃত্য প্রভৃতি	২৭॥ বৎসর

ইউরোপের অন্তঃপাতী জিনেবা দেশীয় লোকের যেরূপ আয়ুর্বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে, পশ্চাৎ তাহার বিবরণ করা যাইতেছে।

সময়				গড় পরমায়ু	
খ্রিষ্টাব্দ				বৎসর	মাস
১৫৬০	অবধি	১৬০০	পর্য্যন্ত	১৮	৫
১৬০১	,,	১৭০০	,,	২৩	৫
১৭০১	,,	১৭৬০	,,	৩২	৮
১৭৬১	,,	১৮০০	,,	৩৩	৭
১৮০১	,,	১৮১৪	,,	৩৮	৬
১৮১৫	,,	১৮২৬	,,	৩৮	১০

জিনেবা দেশীয় লোকের সভ্যতা ও সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি সহকারে যে আয়ুর্বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে, তাহা এই বিবরণ দ্বারা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে।

বিশেষতঃ, ইউরোপখণ্ডে গোমসূর্য্যাধানের * আবম্ভ দ্বারা এ বিষয়ে মহোপকার দর্শিযাছে, এমন কি বৎসব বৎসর লক্ষ লক্ষ লোকেব মৃত্যু ঘটনা নিবারিত হইয়াছে। ১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দে যে গণনা হয়, তদ্দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছিল, সে বৎসর ব্রিটিশ দ্বীপ সমুদায়ে ৩৬০০০ লোক বসন্তরোগে পরলোক প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সে বর্ষে তত্রস্থ যত মনুষ্যেব মৃত্যু ঘটনা হয, তাহাব শতাংশেব একাদশ অংশ বসন্ত-রোগে প্রাণ পরিত্যাগ করে, কিন্তু এক্ষণে ১ বা ১৷৷ অংশের অধিক মরে না। অতএব, ইহা অবধারিত বলিতে হয়, যে গোমসূর্য্যাধান দ্বাবা বৎসর বৎসর ভূবি ভূবি লোকের জীবন রক্ষা পাইতেছে।

পৃথিবীতে এত অত্যাচার ও এত দুঃখ সত্ত্বেও যে স্থান বিশেষে লোকের আয়ুর্বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে, এই বিস্তর। পূর্ব্বে যে স্কটলণ্ড-বাসীদিগেব অবস্থাব তারতম্যানুসাবে পরমায়ুব ন্যূনাধিক্য হইবার বিষয় উল্লেখ করা গিয়াছে, কেবল শাবীবিক নিয়ম লঙ্ঘন বা প্রতিপালনেব ইতর বিশেষই তাহাব কাবণ। জগদীশ্বর ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিমিত্তে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম সংস্থাপন করেন নাই; তিনি ধনী নির্দ্ধন, অজ্ঞ বিজ্ঞ, বাল বৃদ্ধ সকলকেই সমান নিয়মে শাসন করেন। মনুষ্য মাত্রেরই অঙ্গ-সংস্থান ও ইন্দ্রিয়-স্বভাব এক প্রকার, এবং জল, বায়ু, জ্যোতিঃ

* গরুর বীজ দিয়া টীকা দেওয়া।

প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থ সর্ব্বত্রই সমান গুন প্রকাশ করে। পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্তে যাবতীয লোকেব বিবরণ আছে, তন্মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষায় শাবীবিক নিয়মেব অধিক অনুগামী হইয়া কার্য্য করিয়াছিল, তাহাদেব পবমায়ু গডে ৪৩॥ বৎসর হয়, এবং যাহারা তাহা সর্ব্বাপেক্ষায় অধিক অতিক্রম কবিযাছিল, তাহাদেব ২৭॥ বৎসব মাত্র। অতএব, এই সমস্ত প্রমাণ দৃষ্টে অবশ্য এ প্রকাব নির্দ্দেশ করিতে পাবা যায়, যে যৎপবিমাণে আমবা শাবীরিক নিয়ম অবগত ও অবগত হইয়া তৎপ্রতিপালনে সমর্থ হইব,—যৎপবিমাণে পবম পিতা পরমেশ্বরের আজ্ঞাবহ হইয়া চলিব, তৎপবিমাণে সুখ সচ্ছন্দতা সহকাবে দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হইব।

মৃত্যু বিষয়ে যে সকল অভিপ্রায় প্রকাশ করা গিয়াছে, এক্ষণে তৎসমুদায়ের উপসংহাব কবা যাইতেছে। যথা—

প্রথমতঃ।—প্রাচীন অবস্থায় ক্রমে ক্রমে শবীর ক্ষীণ হইয়া মৃত্যু ঘটনা হওযা পৃথিবীস্থ জীবমাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ, এবং ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তুর যেরূপ ব্যবস্থা দৃষ্টি করা যাইতেছে, তাঁহাতে মৃত্যু নিতান্ত আবশ্যক বোধ হয।

দ্বিতীয়তঃ।—মনুষ্যের বাল্য ও প্রৌঢাবস্থায় প্রাণ বিযোগ এবং মৃত্যু-কালে ক্লেশ ঘটনা উভয়ই শারীরিক নিযম লঙ্ঘনের ফল। পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমাদেব অধিক দুঃখ নিবারণার্থে অল্প দুঃখের সৃজন করিয়াছেন,

কিন্তু আমরা পুনঃ পুনঃ তাঁহার অমোঘ আজ্ঞা অবহেলন করিয়া নিরন্তর যাতনা ভোগ করিতেছি। যদি আমরা তাঁহার নিয়ম পালনে সম্যক্ সমর্থ হই, তবে এই সমুদায় দুর্ঘটনা সম্যক্ নিবাকৃত হয়, এমন কি, মৃত্যু-যাতনা ও অকাল-মরণ পৃথিবী হইতে নির্ব্বাসিত হইতে পাবে।

তৃতীয়তঃ।—মৃত্যু অনেকানেক বিষয়ে লোকের কল্যাণদায়ক। তদ্দ্বারা জরা-জীর্ণ, শ্রীহীন, বৃদ্ধ লোকের পরিবর্ত্তে দ্রঢিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, তেজোবিশিষ্ট যুবক সকল বিদ্যমান থাকিয়া পৃথিবীর পরম শোভা সম্পাদন করে, কাম ও স্নেহ প্রভৃতি ভূরি ভূরি সুখদায়ক বৃত্তি যথোচিত চরিতার্থ হইয়া প্রচুর আনন্দ প্রদান করে, এবং ক্রমে ক্রমে মানববর্গের শারীরিক ও মানসিক গুণের উৎকর্ষ হইতে পারে *।

চতুর্থতঃ।—এই মৃত্যু বিষয়ক নিয়মের সহিত আমাদের উৎকৃষ্ট বৃত্তি সমুদায়ের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। সর্ব্ব সাধারণের কল্যাণার্থে ভূমণ্ডলস্থ জীবগণের মরণ-ধর্ম্ম অত্যন্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়া আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায় চরিতার্থ হয়। যে শুভকর বিধান বশতঃ জরাগ্রস্ত অশক্ত ব্যক্তি সকল পৃথিবী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভোগ-সমর্থ সবলে-

* কারণ পিতা মাতা নিয়ম প্রতিপালনে যত সমর্থ হইবেন, তাঁহাদের সন্তানদিগের তত উৎকৃষ্ট প্রকৃতি হইবেক। এইরূপে মানব জাতির ক্রমাগত উন্নতি হইতে পারে।

প্রিয় যুবক সম্প্রদায়কে সুখ সম্ভোগার্থে স্থান দান করে, এবং তাহারা ধরণী রূপ রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ব সঙ্কল্পিত শুভ কৌশল সম্পাদনের পথ পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর পরিষ্কৃত করিতে পারে, তাহাতে আমাদের পরহিতৈষিণী উপচিকীর্ষা বৃত্তির অবশ্যই পরিতৃপ্ত হওয়া উচিত। যে ব্যক্তি ভূরি ভোজন দ্বারা গ্লানিযুক্ত বা জীর্ণেন্দ্রিয় হইয়া অন্ন পান গ্রহণে অশক্ত হইয়াছে, তাহাকে স্থানান্তর করিয়া তৎপরিবর্ত্তে কোন সবলেন্দ্রিয় ক্ষুধাতুর পথিককে আহ্বান করা কখনই অন্যায় নহে। অতএব, ন্যায়পরতা বৃত্তি তাহাতে কোন ক্রমে ক্ষুব্ধ হইতে পারে না। আর সকল-মঙ্গলালয় পরমেশ্বর পৃথিবীর হিতার্থে যে নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, ভক্তি অতি আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক বিনীতভাবে তাহা অঙ্গীকার করিবেক। যদি কোন ব্যক্তির এই সকল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি যথোচিত তেজস্বিনী হয়, এবং অপরাপর সমুদায় বৃত্তি তাহাদের আয়ত্ত থাকে, এবং তিনি শৈশব কালাবধি এই সমস্ত শুভ তত্ত্বে উপদিষ্ট হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার আর মৃত্যুকে ভয়ঙ্কর বোধ হইবে না, তিনি জগদীশ্বরের অন্যান্য নিয়মের ন্যায় এ নিয়মকেও প্রশস্ত মনে স্বীকার করিয়া লইবেন।

পঞ্চমতঃ।—এস্থলে মৃত্যু কর্ত্তৃক ঐহিক শুভাশুভ ঘটনার বিষয়ই বিচার করা গেল, পারত্রিক ফলাফল বিবেচনা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে।

পরিশিষ্ট।

আমিষ ভক্ষণ।

৫০ পৃষ্ঠায় এই প্রকার লিখিত হইয়াছে, যে ইউরোপ ও আমেরিকা প্রদেশীয় যে সকল ব্যক্তি মৎস্য মাংসাহার নিষিদ্ধ বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের অভিপ্রায় সমুদায় যুক্তি-বিরুদ্ধ বোধ হয় না। অতএব, আমিষ ভোজনের প্রতিষেধ পক্ষে যে সকল যুক্তি আছে, সংক্ষেপে তাহার বিবরণ করা যাইতেছে। পাঠকবর্গ পাঠ করিয়া যে পক্ষ সঙ্গত বোধ হয়, তাহাই অবলম্বন করিবেন।

জীবহিংসা করা যে নিষিদ্ধ কর্ম্ম, ইহা কোন না কোন সময়ে প্রায় সকলের মনেই উদয় হয। যাঁহারা আমিষ ভোজনে বিধি দিয়া থাকেন, তাঁহারাও কহেন, বৃথা জীবহিংসা কর্ত্তব্য নহে। ফলতঃ, মনুষ্যের স্বভাব পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যে জগদীশ্বর আমাদিগের যেরূপ স্বভাব করিয়াছেন, এবং বাহ্য বিষ-

য়েব সহিত তাহার যেরূপ সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে আমাদেব আহাবার্থে জীবহিংসা করা তাঁহার অভিপ্রেত হইতে পারে না। তিনি আমাদিগকে উপচিকীর্ষা বৃত্তি প্রদান করিয়া সঙ্কেতে ইহা জ্ঞাপন কবিয়াছেন, যে যে কর্ম্ম দ্বারা জীবের যন্ত্রণা হয়, তাহা কোন ক্রমেই বিহিত নহে। প্রাণীগণ হত হইবার সময়ে যে প্রকাব আর্ত্তনাদ, অঙ্গ-বৈকল্য ও অশ্রু বিসর্জ্জন দ্বাবা অন্তবেব যাতনা প্রকাশ কবে, তাহা দেখিযা শুনিয়া কাহাব অন্তঃকবণে কাকণ্য-রসেব সঞ্চাব না হয? আব, যিনি জীবনদাতা, তিনিই সংহর্ত্তা। জীবগণ তাঁহার নিয়মানুসাবে জন্ম গ্রহণ কবে, এবং তাঁহাবই নিয়মানুসারে নষ্ট হয়। অতএব, তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে জীবের জীবন নাশ কবা ন্যায়যুক্ত নহে, একারণ প্রাণিহিংসা আমাদের ন্যায়পরতা বৃত্তিবও বিরুদ্ধ। জীবহিংসা, সুতরাং আমিষ ভোজন যেমন আমাদেব ধর্ম্মপ্রবৃত্তিব অভিমত নহে, সেইরূপ, তাহা আমাদেব অহিতকারী ব্যতীত কদাপি হিতকাবী নয়, কাবণ মৎস্য মাংস আহাব করিলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতা প্রভৃতি নানা প্রকার অনিষ্ট ঘটনা হয়। যে কার্য্য ধর্ম্মপ্রবৃত্তিব বিরুদ্ধ, এবং যাহার অনুষ্ঠান করিলে অশুভ ঘটনা হয়, তাহা কি প্রকারে পবমেশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া স্বীকাব করা যায়? যাহা পরমেশ্বরেব অভিপ্রেত নয়, তাহা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।

এ বিষয়ের এই প্রকার মীমাংসা করা সম্পূর্ণ সঙ্গত বোধ হইলেও, অনেকানেক বিচক্ষণ ব্যক্তি তৎপ্রতিপক্ষে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

প্রথমতঃ।— তাঁহারা কহেন, যদি আহারার্থে জীবহিংসা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত না হইত, তবে তিনি সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুদিগকে মাংসাশী করিতেন না। যখন তাহারা পরমেশ্বরের প্রদত্ত প্রবৃত্তি বিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণী বধ করে, তখন মনুষ্যেরও ভক্ষণার্থে জীবহিংসা করা তাঁহার অভিপ্রেত, তাহার সন্দেহ নাই।

ইতর জন্তুরা মাংস ভক্ষণ করে বলিয়া মনুষ্যের পক্ষেও তাহাই কর্ত্তব্য স্থির করা অতিশয় অদূরদর্শিতার কার্য্য। সকল বিষয়ে পশু, পক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীর অনুগামী হইয়া চলিলে, অশেষ অনর্থের উৎপত্তি হয়। কোন কোন জন্তু স্বীয় শাবকদিগকে ভক্ষণ করে, অনেকানেক জন্তু ভগিনী ও গর্ভধারিণীর সহযোগে সন্তান উৎপাদন করে, প্রায় সকল জন্তুই আহার পাইলে স্বত্বাস্বত্ব বিবেচনা না করিয়া ভোজন করে। ইতর জন্তুদিগের ইত্যাকার ব্যবহার দৃষ্টে তদ্‌স্বরূপ আচরণ করিলে, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার একেবারে উঠিয়া যায়। অতএব, ইতর প্রাণীতে আহারার্থে জীবহিংসা করে বলিয়া মনুষ্যের পক্ষেও তাহা ঈশ্বরাভিপ্রেত জ্ঞান করা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। এক্ষণে,

মৎস্য মাংস ভোজনের গুরুতর প্রতিফল যে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতা তাহা প্রতিপন্ন করা যাইতেছে, তাহা পাঠ করিলে প্রতীতি হইবে, যে আমিষ ভোজন ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর পক্ষে যেমন সঙ্গত, মনুষ্যের পক্ষে তেমনি অসঙ্গত।

আমিষ ভোজন করিলে যে জিঘাংসাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল হয়, ও তৃণ, পত্র, শস্যাদি উদ্ভিদ বস্তু ভক্ষণ করিলে যে ঐ সকল প্রবৃত্তি দুর্ব্বল হয়, প্রায় সমুদায় প্রাণীর প্রকৃতিই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সমস্ত মাংসাশী পশুরই অত্যন্ত উগ্র স্বভাব, কারণ মাংসাহার ও তদর্থে প্রাণী বধ উভয় কারণেই তাহাদের জিঘাংসাদি প্রবৃত্তি উত্তেজিত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ইহা অনায়াসে পরীক্ষা করিয়াও দেখা যাইতে পারে। কোন কুক্কুরকে ক্রমাগত কিয়ৎ কাল নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ ভোজন করাইলে, তাহার উগ্র স্বভাব হ্রাস হইয়া স্নিগ্ধ স্বভাব বৃদ্ধি হয়। সেই রূপ, যদি ক্রমাগত মাংস ভক্ষণ করান যায়, তবে তাহার ক্রোধ ও হিংস্রতা প্রবল হইতে থাকে। পশু বধ পূর্ব্বক মাংস বিক্রয় করা যাহাদের উপজীবিকা, তাহাদের কুক্কুর যে অত্যন্ত হিংস্র ও নৃশংস হয়, তাহার কারণ এই। শব-ভোজী কুক্কুরদিগের অসামান্য উগ্রতা ও হিংস্রতা প্রসিদ্ধই আছে। ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্র স্বভাব প্রায় অন্য কোন জন্তুরই দৃষ্টি করা যায় না, কিন্তু শস্য ফলাদি ভক্ষণ করাইলে, তাহারও হিংস্রতা হ্রাস হইয়া স্নিগ্ধতা বৃদ্ধি হয়।

কোন ব্যক্তি একটা ব্যাঘ্র-শাবক ধৃত করিয়া কিয়ৎকাল শস্য ভক্ষণ করাইয়া রাখিয়াছিল। তাহাতে সেই ব্যাঘ্রের জিঘাংসা প্রবৃত্তির এ প্রকার দমন হইল, যে তাহার বন্ধন মোচন করিয়া দিলে, গৃহের পার্শ্বে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিত, এবং হস্তে করিয়া খাদ্য-দ্রব্য দিলে, আহার করিত, তাহাতে কাহারও হিংসা করিত না। নিরবচ্ছিন্ন মাংস ভক্ষণ দ্বারা কুক্কুরের উগ্রতা ও নৃশংসতা বৃদ্ধি এবং শস্য ভোজন দ্বারা ব্যাঘ্রের স্নিগ্ধতা বর্দ্ধন ও হিংস্রতা দমন হওয়া অপেক্ষায়, মাংস ভক্ষণের দোষ গুণ পরীক্ষার উত্তম উপায় আর কি আছে * ?

মনুষ্যের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেও এইরূপ দেখা যায়। মাংসাশী লোকদিগের দুর্নিবার্য্য ক্রোধ ও হিংসা এবং ফল-মূল-শস্য-ভোজীদিগের নম্রতা ও শিষ্টতা এক প্রকার প্রসিদ্ধই আছে। এক্ষণকার যাবতীয় জাতির স্বভাব ও চরিত্রই ইহার প্রমাণ। যে সকল পর্ব্বত ও বনবাসী লোকে পশু হিংসা করিয়া উদর পূর্ত্তি করে, তাহাদের নৃশংস স্বভাব, এবং যাহারা ফল, মূল, শস্যাদি ভক্ষণ করিয়া দিন যাপন করে, তাহাদের অপেক্ষাকৃত শিষ্ট ব্যবহার অনেকেরই বিদিত আছে। নবজীলণ্ড-বাসী ও আমেরিকার আদিম নিবাসী ঘোরতর মাংসাশী মনুষ্যদিগের নিষ্ঠুরতা ও হিংস্রতার সহিত অল্প-আমিষ-ভোজী

* Fowler's Physiology Chapter II. Section I

চীন ও হিন্দুদিগের অপেক্ষাকৃত শিষ্টতা ও সুশীলতার তুলনা করিয়া দেখিলেই চরিতার্থ হওয়া যায়। এই প্রকার, মাংসাশী পশুদিগের ন্যায় মাংসাশী মনুষ্যদিগের জিঘাংসা প্রবৃত্তি যে প্রবল হয়, এবং শস্যাদিভোজী ইতর প্রাণীদিগের ন্যায় শস্যাদি-ভোজী মনুষ্যদিগের ঐ প্রবৃত্তি যে দুর্ব্বল থাকে, সর্ব্বত্রই তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব, আমিষ ভোজন যে জিঘাংসা প্রবৃত্তি প্রবল হইবার এক প্রধান কারণ, ইহাতে সন্দেহ নাই।

নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল হইলে, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি তাহার নিকট পরাভূত থাকিবার সম্ভাবনা। যাঁহার অন্তঃকরণে দয়ার লেশ মাত্র আছে, তিনি পশু, পক্ষী প্রভৃতির বধ-দশা দৃষ্টি করিয়া অবশ্যই কাতর হন, তাহার সন্দেহ নাই। আর, যাহারা পুনঃ পুনঃ পাপাচরণ করিয়া এ প্রকার নির্দ্দয় হইয়া উঠে, যে জন্তুদিগের মৃত্যু-যন্ত্রণা দেখিয়া যন্ত্রণা বোধ হয় না, দয়া-শূন্য হিংস্র জন্তুর সহিত তাহাদের আর কি বিশেষ থাকে? মাংসবিক্রয়োপজীবী লোকে পুনঃ পুনঃ প্রাণী বধ করাতে এরূপ করুণা-শূন্য হয়, যে তাহারা এই অতি নিদারুণ বিষম কর্ম্ম করিতে আর কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। তাহাদের প্রচণ্ড ও নির্দ্দয় স্বভাব সর্ব্ব সাধারণেরই বিদিত আছে। একারণ কোন কোন দেশে এ প্রকার রাজনিয়ম প্রচলিত আছে, যে কোন বিচারালয়ে মরণ জীবন বিষয়ক বিচার উপস্থিত

হইলে, তাহারা জুরি হইতে পারিবে না। অতএব, মাংসাশী মহাশয়েরা মাংস ভোজন করিয়া কেবল আপনাদের অনিষ্ট করিতেছেন এমত নহে, পূর্ব্বোক্ত প্রাণিঘাতকদিগকে পশুর সমান করিতেছেন।

এক্ষণে, আমিষ ভক্ষণ করিয়া মনুষ্যের ক্রোধ হিংসাদি প্রবল ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল দুর্ব্বল করা কর্ত্তব্য কি না, তাহা বিবেচনা করা উচিত। পরমেশ্বর প্রাণী বিশেষে বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি প্রদান করিয়া বাহ্য বিষয়ে তাহার সম্পূর্ণ উপযোগিতা রাখিয়াছেন। তিনি যে জন্তুর যেরূপ স্বভাব করিয়াছেন, তাহার তদুপযোগী খাদ্য নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। পশু হিংসা করাতে, সিংহ ব্যাঘ্রাদির জিঘাংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়, অথচ তাহাদের অন্য কোন প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ কার্য্য করা হয় না, অতএব, তাহাদের পক্ষে প্রাণী বধ করা অকর্ত্তব্য নহে। যদি মনুষ্যদিগেরও কেবল জিঘাংসাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি থাকিত, তবে আহারার্থ জীবহিংসা করা তাঁহাদের পক্ষেও অসঙ্গত হইত না। যদি আমাদের প্রাণী বধ করিয়া উদর পূর্ত্তি করা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে, তিনি আমাদিগকে কখনই এ প্রকার দয়ার্দ্র করিতেন না, যে জীবহত্যা দৃষ্টি করিলে কাতর হইতে হয়। যে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বমঙ্গলালয় বিশ্বস্রষ্টার সমুদায় কার্য্যের সর্ব্বাংশে পরম সুন্দর সামঞ্জস্য রহিয়াছে, আমাদের মনের সহিত বাহ্য

ব্যবহারের এইরূপ বিষম বিরোধ রাখা কি তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয়? তিনি মনুষ্যকে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, তন্মধ্যে, বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা আমিষ ভোজনের সমূহ দোষ নিরূপিত হইতেছে, এবং আহারার্থে জীব হিংসা ও জীবের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার যে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধ, তাহা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করা গিয়াছে। অতএব, যে কর্ম্ম করিতে গেলে, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধ ব্যবহার করিতে হয় ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল হয়, তাহা কদাপি কর্ত্তব্য নহে, কারণ যে কার্য্য সমুদায় মানসিক বৃত্তির অভিমত, তাহাই কর্ত্তব্য, যে স্থলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সহিত ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরোধ হয়, সে স্থলে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উপদেশানুযায়ী ব্যবহার করাই বিধেয়*।

দ্বিতীয়তঃ।—কেহ কেহ কহেন, ইতর জন্তু সমুদায় মনুষ্যের হিতার্থেই সৃষ্ট হইয়াছে, অতএব যে কোন প্রকারে তাহারা মনুষ্যের ব্যবহারে আইসে, তাহাই কর্ত্তব্য। এ কথা কোন ক্রমেই সর্ব্বতোভাবে প্রামাণিক হইতে পারে না। যদিও মনুষ্যের পক্ষে কতক গুলি পশুকে স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত করা ন্যায়যুক্ত বলিয়া স্বীকার করা যায়, তথাপি তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার ও তাহাদের প্রাণ সংহার করা যে অতি গর্হিত, ইহা আমাদের সমুদায় ধর্ম্মপ্রবৃত্তি একমত হইয়া অঙ্গীকার করিতেছে। আমাদের

* Fowlers Physiology Chapter II. Section I.

প্রাণী বধ করিবার সামর্থ্য আছে বলিয়াই যদি তাহাদিগকে বধ করা বিধেয় হয়, তবে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনার আর প্রয়োজন কি? যে কার্য্য আমাদের পরমোৎকৃষ্ট উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা বৃত্তির বিরুদ্ধ, তাহা সমস্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সম্পূর্ণরূপ অভিমত হইলেও কর্ত্তব্য নহে।

আর যাঁহারা কহেন, সমস্ত ইতর জন্তু কেবল মনুষ্যের উপকারার্থেই সৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের এ অভিপ্রায় নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক, তাহার সন্দেহ নাই। ভূতত্ত্ববিদ্যা' দ্বারা ইহা নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে, যে মনুষ্য উৎপন্ন হইবার কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে, এ পৃথিবীতে অপরাপর অশেষ প্রকার জীববিদ্যমান ছিল, এবং তৎপূর্ব্বেই তাহার অনেক জাতি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক্ষণেও, ভূচর, খেচর ও জলচর যত ইতর জন্তু আছে, তাহারই বা কয় প্রকার প্রাণী মনুষ্যের ব্যবহারে আসিয়া থাকে?

তৃতীয়তঃ।—মাংসাশী মহাশয়েরা স্বপক্ষ রক্ষার্থে কহিয়া থাকেন, আমিষ ভক্ষণ করিলে শরীরের বল ও পুষ্টি বৃদ্ধি হয়, ঔদ্ভিদ বস্তু ভোজন করিলে সেরূপ হয় না। কিন্তু তাঁহাদের এ কথা কতদূর প্রামাণিক, তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত। মাংসাশী প্রাণী সকল অত্যন্ত ক্রোধ-পরবশ হইয়া অন্যের উপর অত্যাচার করে ও অন্যের প্রাণ নাশ করে, ইহা দৃষ্টি করিয়া আপাততঃ বোধ

হইতে পারে, যে মাংস আহার করিলে বল বৃদ্ধি হয়। কিন্তু অনেকানেক তৃণ-পত্র-শস্যাহারী পশুকেও প্রভূত-বল-বিশিষ্ট দেখা যায়। যে বৃষ ও অশ্ব উভয়ই অত্যন্ত বলবান্ ও মনুষ্যের বিশিষ্টরূপ উপকারী, তাহারা তৃণ, পত্রাদি ঔদ্ভিদ বস্তু মাত্র ভক্ষণ করিয়া থাকে। তৃণ-পত্র-ভোজী গণ্ডার ও হস্তী মাংসাশী সিংহ ও ব্যাঘ্র অপেক্ষায় বলবান্। তৃণাহারী হরিণ সমস্ত মাংসাশী পশু অপেক্ষায় দ্রুতগামী। বানরের বল ও পরাক্রম অপর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে। অতএব, মাংসাশী পশুদিগের অপেক্ষায় ঔদ্ভিদ-ভোজী পশুদিগের বল অল্প নহে। বরং মাংসাশী অপেক্ষায় ঔদ্ভিদ-ভোজী প্রাণীদিগের মধ্যেই অধিক বলবান্ জন্তু দৃষ্টি করা যায়।

এক্ষণে, মনুষ্যের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। শারীরবিধান বিদ্যায় পারদর্শী বিচক্ষণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উ, লারেন্স সাহেব এই প্রকার লিখিয়াছেন, যে মৎস্য মাংস ভক্ষণ করিলেই যে বল ও সাহস বৃদ্ধি হয়, ইউরোপ ও আসিয়া খণ্ডের উত্তর-প্রদেশ-নিবাসী কতিপয় জাতির বিষয়ে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, এ কথা নিতান্ত অপ্রামাণিক বোধ হয়। সেমোইড্, আস্টিয়াক্, বুরাট্, টঙ্গুসি, কেম্‌শাডেল্, লাপ্লাণ্ড-নিবাসী লোক, আমেরিকা খণ্ডের উত্তর-প্রান্ত-নিবাসী এস্কুইমাক্স জাতি, ও দক্ষিণ-প্রান্ত-সন্নিহিত টেরাডেল-ফিউগো-দ্বীপ-নিবাসী লোক,

এই সমুদায় জাতি প্রায় নিরবচ্ছিন্ন মাংস, বরং আম মাংস পর্যান্ত ভক্ষণ করিয়া থাকে, অথচ ভূমণ্ডলের অন্য কোন জাতি তাহাদের ন্যায় খর্ব্ব, দুর্ব্বল ও সাহসহীন নহে। তিনি আরও লিখিয়াছেন, যে কি উষ্ণ কি শীতল সকল দেশেই যে নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ ভোজন দ্বারা শরীরের সম্পূর্ণরূপ পুষ্টি বর্দ্ধন এবং শারীরিক ও মানসিক শক্তি সমুদায়ের সম্যক্ প্রকার উন্নতি হইতে পারে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়*। বস্তুতঃ, যখন রসায়ন বিদ্যা দ্বারা ইহা নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে, যে শরীরের পুষ্টি বর্দ্ধন ও বল সাধনার্থে যে সমস্ত পদার্থ আবশ্যক করে, ফল শস্যাদি উদ্ভিদ দ্রব্যে তাহা যথেষ্ট আছে, * তখন নিরামিষ্ ভোজন দ্বারা বলাধান হওয়া কোন ক্রমেই অসঙ্গত নহে। ফলতঃ, তদ্দ্বারা যে সম্যক প্রকার বলবান্ হওয়া যায়, তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

নিরবচ্ছিন্ন শস্যাহারী হিন্দুস্থানীরা মৎস্যাহারী বাঙ্গালিদিগের অপেক্ষায় অধিক বলবান্। এতদ্দেশীয় বিধবা স্ত্রীলোকে নিরামিষ ভোজন করে, তাহাতে অসুস্থ ও দুর্ব্বল হওয়া দূরে থাকুক, মৎস্যাশী সধবাদিগের অপেক্ষায়

---

* Lectures on Comparative Anatomy &ca by W Lawrence Lecture IV Chapter VI.

* Liebig's Organic Chemistry. Part I

সবল ও সুস্থ-শরীর হইয়া দীর্ঘ কাল জীবিত থাকে। একাহার তাহাদের স্বাস্থ্যাবস্থার এক প্রধান কারণ বোধ হয়, কিন্তু মৎস্য মাংস পরিত্যাগ করাতে, তাহারা যে দুর্ব্বল হয় না, ইহাতে সন্দেহ নাই। যে সময়ে গ্রীক্ ও রোমীয় লোকেরা অত্যন্ত বল ও বীর্য্য প্রকাশ করিয়াছিল, তখন তাহারা সামান্য প্রকার নিরামিষ দ্রব্য ভক্ষণ করিত। স্পার্টা দেশীয় যে সকল ব্যক্তি থর্মাপলি নামক স্থানে অসামান্য বল, বীর্য্য, পরাক্রম প্রকাশ দ্বারা অবিনশ্বর কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছে, তাহারা নিরামিষভোজী ছিল। আর এক্ষণেও ইউরোপের অন্তঃপাতী অনেক প্রদেশের ইতর লোকেরা প্রায় শস্য, ফল, মূলাদি ভক্ষণ করিয়া থাকে, অথচ তত্তৎ প্রদেশের মধ্যে তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ। আয়র্লণ্ড দ্বীপের শ্রমোপজীবী লোকেরা কেবল গোল আলু আহার করিয়া থাকে, অথচ তাহারা যেরূপ বলবান্ ও পরিশ্রমী, তাহা প্রসিদ্ধই আছে। না-র্‌ষোয়ে নামক অতিশয় শীতল দেশীয় সামান্য লোকেরা সচরাচর রাই *, দুগ্ধ ও পনির ভক্ষণ করে, বিশেষতঃ তদন্তঃপাতী কোন কোন প্রদেশের লোকে অবাধে নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ ভোজন করে, অথচ তাহারা শ্রীমান্, বলবান্, দীর্ঘজীবী হয়। রুষ দেশীয় সৈন্য ও অন্যান্য সামান্য লোকেরা প্রায়ই নিরামিষ ভোজন করিয়া থাকে,

* এক প্রকার শস্যের ইংরেজি নাম রাই।

অথচ তাহারা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও বহু পরিশ্রমী। ম, ডুপাঁ সাহেব লিখিয়াছেন, ফরাশিশদিগের তিন ভাগের দুই ভাগ লোক কেবল আলু, জনারপ্রভৃতি নিরামিষ দ্রব্য আহার করিয়া থাকে। পোলণ্ড, হঙ্গেরি, সুইজর্লণ্ড, স্পেইন্, ইটালি, গ্রীশ প্রভৃতি অন্যান্য দেশেরও অনেকানেক স্থানের সামান্য লোকেরা শস্য, ফলাদি ভক্ষণ করিয়া বিলক্ষণ হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী হয়। স্পেইন্ দেশীয় গেলিগো নামক নিরামিষ-ভোজী লোকেরা ও স্মর্ণা নগরের শস্যাহারী ভারবাহকেরা এ প্রকার বলবান্ যে সচরাচর সাত মণ ভার বহন করে, এবং সতত ১০।১১ মণও লইয়া যায়। আমেরিকার অন্তঃপাতী মেক্সিকো, ব্রেজিল প্রভৃতি অনেক স্থানের ইতর লোকে ফল, মূল, শস্য ভক্ষণ করিয়া শ্রীমান্, বলবান্, পরিশ্রমী ও সুস্থশরীর হইয়া থাকে। আফ্রিকা খণ্ডের মধ্যভাগ-নিবাসী অনেকানেক জাতি নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ ভোজন করিয়া অসঙ্গত বলবিশিষ্ট হয়। তদন্তঃপাতী জেলা দেশীয় লোকেরা কেবল শস্য মূলাদি আহার করিয়া থাকে, অথচ ভূমণ্ডলে তাহাদের ন্যায় বলবান্ পরিশ্রমী মনুষ্য প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। কেরো নগরের শস্যাহারী ভারবাহকেরা এত ভার বহন করে, যে লণ্ডনের মাংসাশী মদ্যপায়ী ভারবাহকেরা তাহা মনেও করিতে পারে না। নিগ্রো জাতীয় লোক যে সমস্ত বস্তু আহার করে, তাহার অধি-

কাংশই নিরামিষ, অথচ তাহাদের যেরূপ শারীরিক শক্তি তাহা প্রসিদ্ধই আছে। দক্ষিণসমুদ্রস্থ অনেকানেক দ্বীপ-নিবাসী লোকেও ঐরূপ আহার করিয়া থাকে, অথচ তাহাদের এ প্রকার প্রভূত বল, যে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ইংলণ্ডীয় মাল্লারাও মল্লযুদ্ধে তাহাদের নিকট এ প্রকার পরাজিত হইয়াছিল, যে তাহাতে কোন ক্রমেই তাহাদিগের সমকক্ষ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। ইংলণ্ডে ও আমেরিকার অন্তঃপাতী ফিলেডেল্‌ফিয়া নগরে বাইবেল্ খ্রিষ্টান্ নামে এক খ্রিষ্টান সম্প্রদায় আছে, তাহারা আমিষ ভোজন ও সুরাপান করে না, অথচ এ প্রকার অবগত হওয়া গিয়াছে, যে তৎসম্প্রদায়ী লোকে পরিশ্রম বিষয়ে তত্তৎ-প্রদেশীয় মাংসাশী ব্যক্তিদিগের অপেক্ষায় কোন ক্রমেই হীন নহে। তৎসম্প্রদায়ী বিচক্ষণ ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন, পরীক্ষা করিয়া আমাদের নিশ্চিত প্রতীতি হইয়াছে, যে বলবান্ ও শ্রমক্ষম হইবার নিমিত্তে সুরাপান ও মাংস ভোজন আবশ্যক করে না*।

অতএব, মৎস্য মাংস ভোজন করিলেই যে বল বৃদ্ধি হয়, নতুবা হয় না, অনেক স্থলেই এ কথার অন্যথা দেখা

* Fruits and Farinacea the proper food of man by John Smith. Part III. Chapter IV. Lectures on Comparative Anatomy &ca. by W Lawrence Lecture IV Chapter VI The *Englishman* Weekly supplementary sheet, Saturday Evening, 17th January 1852.

যাইতেছে। ফলতঃ, বলিষ্ঠ হইবার প্রতি বাসস্থানের গুণ, পিতা মাতার বলাধিক্য, ব্যায়াম ও যুদ্ধ শিক্ষা প্রভৃতি অন্যান্য অনেক কারণ আছে। আর যদি মাংস ভক্ষণ করিলে যথার্থই অপেক্ষাকৃত বলাধিক্য হইত, তাহাতেই বা কি? সর্ব্ব প্রকার সাংসারিক কার্য্য সম্যক্‌রূপে সম্পন্ন করিবার নিমিত্তে আমাদের যত শক্তি আবশ্যক করে, আমিষ ভক্ষণ না করিয়াও যদি তাহা অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে মৎস্য মাংস আহার দ্বারা রিপু প্রবল ও তদর্থে প্রাণী নষ্ট করিয়া দয়া রূপ পরম ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিবার প্রয়োজন কি? কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির ধন হরণ করিয়া ধনী হওয়া যদি ন্যায়-বিরুদ্ধ হয়, তবে যখন জগদীশ্বর আমাদের সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ ও যথেষ্ট বল প্রাপ্তির অন্যান্য উপায় ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন, তখন আহারার্থে প্রাণী বধ রূপ দোষাকর কার্য্য করা কি অন্যায় নহে?

যদিও এ স্থলে অনুষঙ্গাধীন শারীরিক সুস্থতার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তথাপি তদ্বিষয়ে আমিষ ও নিরামিষ ভোজনের ফলাফল বিবেচনার্থে কিঞ্চিৎ লেখা অসঙ্গত নহে। সিল্‌বেস্টর্‌ গ্রেহাম্‌, ও, স, ফৌলর, জ, ফ, নিউটন, জ, স্মিথ্‌, ডাক্তর উ, অ, আল্‌কট্‌, হিউফ্‌লণ্ড, চীন্‌, লেম্ব্‌, বকান্‌, ক্রেজি, আ, লার্স, পেম্বর্টন্‌ হুইট্‌লা প্রভৃতি অনেকানেক বিচক্ষণ পণ্ডিত ও বহুদর্শী চিকিৎসক

প্রচুর প্রমাণ দিয়া কহিয়াছেন, আমিষ ভোজন করিলে, শরীর অসুস্থ হইয়া যকৃৎ, যক্ষ্মা, রাজযক্ষ্মা, পাদশোথ, বাত, অপস্মার, বহুবিধ অঙ্গ-ক্ষত ইত্যাদি নানা প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়, এবং অনেক উদাহরণ প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে মাংসাহার পরিত্যাগ করিলে, অনেকানেক অত্যুৎকট প্রগাঢ় রোগ নষ্ট হইয়া শরীর সুস্থ ও সবল হয়। স, গ্রেহাম্, ও স, ফৌলর, ডাক্তর ল্যাম্‌লি, লেম্ব্, ব্যানিস্‌টর্, টেলর্, জ, পোর্টর্, ন, জ, নাইট্, জ, স্মিথ্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সুপণ্ডিত চিকিৎসকেরা স্বয়ং মাংসাহার পরিত্যাগ করাতে, যক্ষ্মা, ক্ষত, অজীর্ণতা, অতিসার, অপস্মার প্রভৃতি অনেকানেক গাঢ় রোগ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সম্পূর্ণ সুস্থ, সবল ও শ্রমক্ষম হইয়াছেন, এবং নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ ভোজনের বিধি দিয়া কত কত চিররোগীর দুঃসাধ্য রোগের শান্তি করিয়া তাহাদের ভগ্ন শরীর সুস্থ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত লেম্ব্ ও নিউটন্ সাহেবেরা সপরিবারে আমিষ ভোজন পরিত্যাগ করেন, ইহাতে তাঁহারা ও তাঁহাদের পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তি রোগ শান্তি ও স্বাস্থ্য লাভ বিষয়ে বিশিষ্টরূপ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ডাক্তর এবর্ক্রম্বি স্বপ্রণীত পাকস্থলীর রোগ বিষয়ক গ্রন্থে লেখেন, আমার এক রোগী নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ ভোজন আরম্ভ করিয়া উৎকট উদরাময় ও শিরোরোগ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত স্মিথ্ সাহেব

নিরামিষ ভোজন অবলম্বন করাতে বহু কাল ব্যাপী দুঃসাধ্য রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি কহিয়াছেন, "তদনন্তর যত বার আমি পুনর্ব্বার আমিষ ভক্ষণ আরম্ভ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, তত বারই শারীরিক অসুস্থতা বোধ হওয়াতে, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছি।" সুবিখ্যাত শেল সাহেব কহেন যত ব্যক্তি আমিষ ভক্ষণ পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক নিরামিষ ভোজন আরম্ভ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদের কাহারও কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় নাই, বরং অনেকেরই বিশেষ উপকার দর্শিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত গ্রেহাম্ সাহেবের কতক গুলি শিষ্য এ বিষয়ের উত্তম দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহারা মৎস্য মাংস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুস্থ ও সচ্ছন্দ শরীরে কাল যাপন করিতেছেন। ইংলণ্ডে নিরামিষ ভোজীদিগের এক সভা আছে। সে সভার সভ্যদিগের মধ্যে অনেকে আমিষ ভোজন পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক সুস্থতা লাভ করিয়াছেন। নিউ ইয়র্কের অন্তঃপাতী আল্বেনি নামক নগরে অনাথ বালকদিগের ভরণ পোষণার্থে এক অনাথনিবাস সংস্থাপিত হয়, তথায় প্রথমে ৭০।৮০ জন বালক অবস্থিতি করিত। তাহাদের মধ্যে নিয়ত ৪, ৫, বা ৬ জন করিয়া পীড়িত থাকিত, এবং গড়ে প্রায় প্রতি মাসে এক জন মৃত্যু-মুখে পতিত হইত। পরে, যখন তথাকার অধ্যক্ষেরা তাহাদের আমিষ ভোজন পরিবর্জ্জন প্রভৃতি সুনিয়-

করিয়া দিলেন, তখন তাহারা রোগের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া সুস্থ শরীরে কাল যাপন করিতে লাগিল *।

নিরামিষ ভোজন দ্বারা যে রোগ শান্তি ও সুস্থতা বৃদ্ধি হয়, তাহার এই প্রকার ভূরি ভূরি উদাহরণ সংগ্রহ করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহা হইলে অত্যন্ত বাহুল্য হইয়া পড়ে। অতএব আর দুই একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া নিরস্ত হইতেছি।

আমেরিকার অন্যান্য চিকিৎসকেরা নিরামিষ ভোজনের বিষয়ে কিরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ইহা জানিবার নিমিত্তে ডাক্তর নার্থ নামক সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে, তৎপ্রদেশীয় চিকিৎসা-ব্যবসায়ী যত ব্যক্তি তাঁহার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন, সকলেই প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক এই প্রকার লেখেন, যে মৎস্য মাংস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরামিষ ভোজন করিলে যে কোন প্রকার শারীরিক অনিষ্ট ঘটনা হয়, ইহা কোন স্থলে দৃষ্ট হয় নাই, প্রত্যুত, তদ্দ্বারা যে শরীরের সুস্থতা ও বল বৃদ্ধি হয়, এবং অবিশ্রান্ত অধিক কাল ব্যাপিয়া পরিশ্রম করিলেও যে ক্লান্তি বোধ হয় না, ইহাই সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ হইয়াছে †।

* Fruits & Farinacea &ca Part III. Chap VI. & VIII. Shelly's Poetical works Queen Mab Note 17 Fowler's Physiology Chapter II Section I. The *Englishman* Weekly Supplementary Sheet of the 17th January 1852

† Fruits and Farinacea &ca Part III Chap VIII

এতদ্দেশীয় হিন্দুদিগের অপেক্ষায় মোসলমানদিগের মধ্যে যে অধিক অন্ধ ও কুষ্ঠরোগী দেখা যায়, তাহাদের মাংস ভক্ষণ তাহার এক প্রবল কারণ রূপে প্রতীয়মান হয়।

আর ডাক্তর বিজ্, এল্ডর্সন্, টেপান্ উ, ডেবিড্সন্, এ, পোলর্ড, পূর্ব্বোক্ত স্, গ্রেহাম, জ, ষ্ট্রেটলস্ সাহেব প্রভৃতি অনেকে বিস্তর উদাহরণ সম্বলিত লিখিয়াছেন, যে কোন দেশে মরক উপস্থিত হইলে, তত্রস্থ মাংসাশী লোকেরা তদ্দ্বারা অধিক আক্রান্ত হয়। মহা খ্যাত্যাপন্ন করুণাময় হোয়ার্ড সাহেব যখন ভূবি ভূবি ঘোরতর-মরকাক্রান্ত স্থানে গমন ও অবস্থিতি করিয়াছিলেন, বহুতর অস্বাস্থ্যকর কারাগারে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং অনেকানেক রোগীর সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া বাস করিয়াছিলেন, তখন তিনি মদ্য মাংস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল নিরামিষ দ্রব্য ভক্ষণ ও জল মাত্র পান করিতেন। ইহাতে, রোগীদিগের সহিত এত সংস্রুত হইলেও, তিনি সর্ব্ব স্থানে সুস্থশরীর থাকিয়া মারীভয় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। নিরামিষ ভোজনের গুণ তাঁহার এ প্রকার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল, যে অন্যান্য ব্যক্তিদিগকেও মরকের সময়ে নিঃশেষে মৎস্য মাংস পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি পরলোক প্রাপ্তির অত্যল্প কাল পূর্ব্বে এই প্রকার লিখিয়া গিয়াছেন, যে ফল ও শস্য ভক্ষণ করিলে, মনুষ্যের শরীর

সর্ব্বতোভাবে যেরূপ সুস্থ থাকে, মাংস আহার করিলে সেরূপ কখনই থাকে না *।

মনুষ্য নিরামিষ ভোজন করিয়া যেরূপ সুস্থ ও সবল থাকিতে পারেন, সেইরূপ যে দীর্ঘজীবীও হইতে পারেন, তাহারও প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রীশ দেশীয় সক্রেটিজ্, প্লেটো, জিনো, এপিকিউরস্ প্রভৃতি নিরামিষ-ভোজী প্রাচীন পণ্ডিতেরা সুস্থ শরীরে দীর্ঘ কাল জীবিত ছিলেন। য়িহুদি-জাতীয় জোজেফস্ নামক পুরাবৃত্তবেত্তা লিখিয়াছেন, এসেনি নামক সম্প্রদায়ী লোকে নিরামিষ ভক্ষণ করে, এবং এরূপ দীর্ঘজীবী হয়, যে তাহাদের মধ্যে অনেকে শতবর্ষ অপেক্ষাও অধিক কাল জীবিত থাকে। ইউরোপের অন্তঃপাতী নারোয়ে দেশীয় যে সকল ফল-মূল-শস্য-ভোজী সামান্য লোকের বিষয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে গড়ে যত দীর্ঘজীবী লোক পাওয়া যায়, প্রায় অন্য কোন দেশে তত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইউরোপ খণ্ডের অন্তঃপাতী রুষ দেশীয় সামান্য লোকেরা যে প্রায় নিরামিষ ভক্ষণ করিয়া থাকে, পূর্ব্বে তাহার বিবরণ করা গিয়াছে। শ্রীযুক্ত জান্ স্মিথ্ সাহেব স্বপ্রণীত ফল ও শস্য ভোজন বিষয়ক গ্রন্থে দীর্ঘ জীবন প্রাপ্তি বিষয়ক প্রসঙ্গ মধ্যে লিখিয়াছেন, যে ইতঃ-পূর্ব্বে রুষ দেশীয় গ্রীক চর্চ্চ নামক খৃষ্টান-সম্প্রদায়-ভুক্ত

* Fruits & Farinacea &ca Part III Chap IX

যে সকল ব্যক্তির বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে সহস্রাধিক ব্যক্তিব বয়ঃক্রম শতবর্ষের অধিক, অনেকের আয়ু ১০০ বৎসর অপেক্ষায় অধিক ও ১৪০ বৎসরের অনধিক, আর চারি জনের আয়ু ১৪০ বৎসরের অধিক ও ১৫০ বৎসরের অনধিক। মেক্‌সিকোর ফল-মূল-শস্য-ভোজী আদিম নিবাসী লোকের মধ্যে অনেকেই শতায়ু প্রাপ্ত হয়, অথচ তাহাদের কেশ পক্ব ও শরীর জরাগ্রস্ত হয় না। আমেরিকা-খণ্ড-সংক্রান্ত পশ্চিম ইণ্ডিয়া নামক দ্বীপ-স্থিত নিরামিষ-ভোজী দাসেরা একপ দীর্ঘজীবী হয়, যে তাহাদের মধ্যে ১৩০ বর্ষের অধিক ও ১৫০ বৎসরের অনধিক কাল জীবিত থাকে এ প্রকার অনেক ব্যক্তির বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে *।

ইংলণ্ড নিবাসী বৃদ্ধ পাব্‌ নামক প্রসিদ্ধ দীর্ঘজীবী ব্যক্তি সামান্য প্রকার রুটি, পনির, দুগ্ধ প্রভৃতি নিরামিষ দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া ১৫২ বৎসর জীবিত ছিল। আমেরিকার শটেস্‌বেরি নগরে ই, প্রাট্‌ নামে এক ব্যক্তি ক্রমাগত ৪০ বৎসর মৎস্য মাংস আহার করেন নাই, অথচ তিনি ১১৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পরলোক প্রাপ্ত হন, এবং প্রায় মৃত্যু কাল পর্যন্ত তাঁহার শরীর স্ববশ ও সবল ছিল। জ, এব্রিক্সাম নামে এক দুঃখী ইংরেজ সচরাচর মাংস ভক্ষণ করিত না, ফল শস্যাদি আহার করিয়া

* Fruits & Farinacea &ca Part III Chap. XV

থাকিত, অথচ ১৪৪ বৎসর জীবিত ছিল। সে ব্যক্তি বিলক্ষণ বলবান্ ও পরিশ্রমী, এবং কিয়ৎকাল যুদ্ধ-ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল। শত বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে একবারও পীড়িত হইয়াছিল কি না, সন্দেহ স্থল, এবং মৃত্যুর অষ্টাহ পূর্ব্বে ১॥ ক্রোশ পথ পদব্রজে গমন করিয়াছিল। সে সচরাচর ফল, মূল, শস্যই ভক্ষণ করিয়া থাকিত, তবে কদাচিৎ কখনও মাংসাহার করিত। নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ ভোজন করিয়া, জান্ বেল্স্ ১২৮, পাল নামক বানপ্রস্থ ১১৫, এবং সেণ্ট এণ্টনি ১০৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। ভুবন-বিখ্যাত লার্ড বেকান্ সাহেব এই প্রকার বিস্তর প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া স্বপ্রণীত মরণ জীবন বিষয়ক গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন, যে যে প্রকার আহার করা পিথাগোরস্ নামক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের অভিমত, তদনুরূপ ভোজন দীর্ঘ জীবন প্রাপ্তি পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ডাক্তর হিউফ্লণ্ড কহিয়াছেন, যে সকল লোক যৌবনের প্রারম্ভাবধি আমিষ-ভোজন পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যেই অধিক দীর্ঘজীবী ব্যক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় *।

মনুষ্য নিরামিষ ভোজন করিয়া যে দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার এই প্রকার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারা যায়। এতদ্দেশীয় বিধবারা সামান্যতঃ দীর্ঘজীবী হয়, কোন কোন পতিহীনা স্ত্রীকে শত বর্ষেরও অধিক আয়ু প্রাপ্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

* Fruits & Farinacea &ca. Part III Chap. XV

ফলতঃ রসায়ন-বিদ্যা-বিশারদ অদ্বিতীয় পণ্ডিত জ, লীবিগ্ এবং ডাক্তর লেমান্ প্রভৃতি অন্যান্য বিদ্যাবান্ ব্যক্তি অবধারণ করিয়াছেন, যে মাংস ভক্ষণ করিলে, শরীর শীঘ্র ক্ষয় হইতে থাকে, একারণ, তাহা পূরণ করিবার নিমিত্তে মাংসাশীদিগকে পুনঃ পুনঃ আহার করিতে হয়। মার্সেট, ওলিবর প্রভৃতি শারীরবিধানবেত্তা পণ্ডিত লিখিয়াছেন, যে নিরামিষভোজী ব্যক্তিদিগের রক্ত মাংসাশীদিগের অপেক্ষায় নির্ম্মল হয়, এবং তাহা শরীর হইতে বাহির করিয়া দেখা গিয়াছে, মাংসাশীদিগের রক্তের ন্যায় শীঘ্র পচিয়া যায় না। এই সমুদায় বিবেচনা করিয়া গ্রেহাম্ ও স্মিথ্ সাহেব কহিয়াছেন, নিরামিষ ভোজন করিলে যে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবী হওয়া যায়, তাহার সন্দেহ নাই *।

চতুর্থতঃ।—অনেকে কহেন, সুপ্রসিদ্ধ মাংসাশী পশুদিগের দন্ত ও মনুষ্যের দন্ত এক প্রকার, অতএব, দন্তের আকার বিবেচনা করিয়া দেখিলেও মনুষ্যকে মাংসাশী জীবের মধ্যে গণিত করা উচিত। কিন্তু মাংসাশীদিগের এ যুক্তি নিতান্ত অমূলক। এ কথা যথার্থ বটে, যে মাংসভোজী ও উদ্ভিদ-ভোজী জন্তুদিগের দন্তে পরস্পর বিরুদ্ধ বিভিন্নতা আছে, এমন কি, শারীরস্থানবেত্তা পণ্ডিতেরা দন্তের আকার মাত্র দৃষ্টি করিয়া কোন্ পশু মাংসাশী ও

* Fruits & Farinacea &ca Part III Chap XV

কোন্ পশু উদ্ভিদভোজী, এবং কোন্ পশু কিরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহা নিঃসংশয়ে নিরূপণ করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু প্রধান প্রধান শারীরস্থানবেত্তা ও শারীরবিধানবেত্তা পণ্ডিতেরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে দন্তের আকার ও অন্যান্য অনেক বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, যে মাংসাহার করা মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ নহে, ফল, মূল, শস্যই তাঁহার উপযুক্ত খাদ্য। মনুষ্যের দন্ত বানর ও বনমানুষের দন্তের সদৃশ, বরং এ বিষয়ে মনুষ্য অপেক্ষায় বানর, বনমানুষ, অশ্ব, উষ্ট্র ও হরিণের সহিত মাংসাশী পশুদিগের অধিক সাদৃশ্য আছে। ইহাতে, যখন মৎস্য মাংস বানরাদির খাদ্য নহে, তখন তাহা মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ খাদ্য বলিয়া স্থির করা কোন ক্রমেই সঙ্গত হয় না। শূকর কখন কখন আমিষ ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহার দন্তের আকার প্রকার ও তদনুরূপ। তাহার কষের দাঁত উদ্ভিদ ভোজী পশুর ন্যায়, ও অন্যান্য কতক গুলি দন্ত মাংসাশী পশুর ন্যায়। যদি আমিষ নিরামিষ উভয় প্রকার বস্তু ভোজন করা মনুষ্যেরও স্বভাবসিদ্ধ হইত, তবে দন্তের গঠন বিষয়ে তাঁহারও ঐ প্রকার ইতর বিশেষ থাকিত, তাহার সন্দেহ নাই। ফলতঃ, কেবল দন্ত কেন? লিনিয়স্, গাসেণ্ডি, ডৌবেল্টন, লারেন্স লার্ড মন্‌বোডো, কুবিয়র, টামস্ বেল, সর্ এবেরার্ড হোম্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান শারীরস্থানবেত্তা ও শারীর-

বিধানবেত্তা পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন, যে দন্তের আকার, হনুর গঠন, হনু-সম্বন্ধ মাংসপেশীর আয়তন, ভক্ষ্য চর্ব্বণ কালীন হনু সঞ্চালনের প্রকার, অন্ত্রের দীর্ঘতা, যকৃতের আয়তন, এবং অন্যান্য অনেকানেক বিষয়ে ঔদ্ভিদ-ভোজী পশুদিগের সহিত মনুষ্যের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে, কিন্তু মাংসাশী পশুদিগের সহিত কিছু মাত্র সাদৃশ নাই। ঔদ্ভিদ-ভোজী পশুদিগের ভক্ষ্য চর্ব্বণ ও পরিপাকার্থে অধিক লালা আবশ্যক করে, এ কারণ তাহাদের মুখ হইতে অধিক লালা নিঃসৃত হয়, এবং তাহাদের শারীরিক সুস্থতা বিধানার্থে অধিক স্বেদ নিঃসরণ আবশ্যক করে, একারণ তাহাদের লোমকূপ হইতে অধিক ঘর্ম্ম নির্গত হয় মনুষ্যেরাও তদনুরূপ অধিক লালা ও অধিক স্বেদ নিঃসৃত হইয়া থাকে*। বিশেষতঃ বানর, বনমানুষ, মানুষ এ ত্রিবিধ প্রাণীর এই সমদায় বিষয় অবিকল এক

---

*In the absence of claws and other offensive weapons, in the form of the incisor, cuspid, and molar teeth, in the articulation of the lower jaw, in the form of the Zygomatic arch, in the size of the temporal and masseter muscles and salivary glands, in the length of the alimentary canal, in the size & internal structure of the colon and cæcum, in the size of the liver, and in the number of perspiratory glands in all these respects, man closely resembles herbivorous class of animals—Fruits and Farinacea &ca. by John Smith Part II Chap I.

প্রকার।* অতএব, পূর্ব্বোক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরা কহিয়া গিয়াছেন, সমুদায় শারীরিক ব্যবস্থা বিবেচনায় মনুষ্যকে ক্রোমক্রমে মাংসাশী বোধ হয় না, ফল-মূল-শস্য-ভোজী বলিয়া স্থির করাই কর্ত্তব্য †।

পঞ্চমতঃ।—মাংসাশী মহাশয়দিগের আর এক যুক্তি এই, যে তৃণ, পত্র, শস্যাদি-ভোজী জন্তু সকল মংস্য মাংস পরিপাক করিতে পারে না, এবং মাংসাশী জন্তুরা ফল, মূল, শস্য, তৃণাদি পরিপাক করিতে পারে না, কিন্তু মনুষ্য উভয় প্রকার খাদ্যই পরিপাক করিতে পারেন, অতএব তাঁহার পক্ষে উভয় প্রকার দ্রব্যই আহার করা বিধেয়। কিন্তু তাঁহাদের প্রতিপক্ষীয় পণ্ডিতেরা যে প্রকারে এ যুক্তি খণ্ডন করেন, তাহা লিখিত হইতেছে। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, যে অভ্যাস দ্বারা বস্তু বিশেষ পরিপাক করিবার শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বাস্তবিক স্বভাবতঃ মাংসাশী হইলেও যে নিরামিষ বস্তু পরিপাক করিতে পারে, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। কলিকাত-

* Thus we find, whether we consider the teeth and jaws, or the immediate instruments of digestion, the human structure closely resembles that of the Simiæ, all of which, in their natural state, are completely herbivorous—Lectures on Comparative Anatomy, Physiology &ca. by W. Lawrence Lecture IV. Chapter VI

† Fruits & Farinacea &ca. Part II. Chap I II

নিবাসী কোন ভদ্র কুলোদ্ভব গৃহস্থের একটা বিড়ালের এ প্রকার অভ্যাস হইয়াছিল, যে মাংস দিলেও আহার করিত না। এইরূপ, সিংহ, ব্যাঘ্র, বিড়ালাদি মাংসাশী পশুরা যে নিরামিষ বস্তু ভোজন করিয়া সুস্থ শরীরে থাকিতে পারে, ইহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মেষ, বৃষ ও অশ্ব স্বভাবতঃ নিরামিষ-ভোজী, কিন্তু অভ্যাস করাইলে, তাহারাও মাংস ভক্ষণ করিয়া সুস্থ শরীরে থাকিতে পারে। আরব দেশীয় অন্তঃপাতী কোন কোন স্থানে যথেষ্ট তৃণ, পত্রাদি না থাকাতে, তথাকার লোকে অশ্বদিগকে মৎস্য ভক্ষণ করায়। পূর্ব্বকার গাল্ নামক ইউরোপীয় লোকেরা অশ্ব ও বৃষদিগকে মৎস্য ভক্ষণ করাইত। নারোয়ে ও ভারতবর্ষের দক্ষিণখণ্ডের কোন কোন স্থানেও এইরূপ রীতি প্রচলিত আছে। বরং কোন কোন স্থলে এ প্রকার দৃষ্ট করা গিয়াছে, যে নিরামিষাশী জন্তুর আমিষ ভক্ষণে এরূপ অভ্যাস পায়, যে তৃণ-শস্যাদি ভোজনে আর অভিরুচি থাকে না। কোন জাহাজের মাল্লারা এক মেষ-শাবককে কিছু কাল মাংস ভক্ষণ করিতে দিয়াছিল, তাহাতে তাহার এরূপ অভ্যাস হয়, যে কয়েক মাস পরে তাহাকে তৃণাদি দিলে, তাহা আহার করিলেক না। ফল, মূল, শস্যাদি আহার করাই বনমানুষের স্বভাবসিদ্ধ, কিন্তু এবেল নামক এক সাহেবের একটি বনমানুষ ছিল, সে তাঁহার সমভিব্যাহারে জাহাজে আসিতে আসিতে

অত্যল্প দিবসের মধ্যেই বিলক্ষণ মাংসাশী হইয়া উঠিয়াছিল*। এইরূপ ফল, মূল, শস্য ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, তৎসমুদায় পরিপাক করিবার শক্তি বৃদ্ধি হয়, এবং মৎস্য মাংস ভোজন অভ্যাস করিলে, তত্তৎ দ্রব্য পরিপাক করিবার শক্তিই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সকল জাতীয় লোকেই প্রথমাবস্থায় অতিশয় অসভ্য থাকে, এবং জঙ্গলে জঙ্গলে ভ্রমণ পূর্ব্বক পশু পক্ষ্যাদি বধ করিয়া উদর পূর্ত্তি করে, তখন তাহাদের জিঘাংসাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি অধিক প্রবল এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল দুর্ব্বল থাকে, এ কারণ প্রাণী বধ করিতে দয়ার সঞ্চার হয় না। তদবধি তাহাদের আমিষ ভোজন করা অভ্যাস পাইয়া যায়, এবং তদ্দ্বারা এ প্রকার প্রগাঢ় সংস্কার [illegible] মৎস্য মাংস ভোজন করা মনুষ্যের প্রকৃতি-সিদ্ধ। [illegible] অভ্যাস ও ভোজ্য বস্তুর গুণ দ্বারা জন্তুর পরি[illegible] স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, তখন যাহারা ক্রমাগত পুরুষানুক্রমে আমিষ ভক্ষণ করিয়া আসিতেছে, তাহাদের যে মৎস্য মাংস পরিপাক হয়, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? ইহাতে যদি আমিষ নিরামিষ উভয় প্রকার দ্রব্য ভক্ষণ করা মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে তাহা সিংহ, ব্যাঘ্র, বিড়াল গো, অশ্ব, মেষ প্রভৃতি ইতর জন্তুরও প্রকৃতি-সিদ্ধ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়।

* Fruits & Farinacea &ca Part II. Chap. II. Shelly's Poetical works. Queen Mab. Note 17.

অতএব, যখন অন্যান্য কারণে আমিষ ভোজন নিষিদ্ধ বোধ হইতেছে, তখন দুর্বিপাক হয় বলিয়া মৎস্য মাংস ভক্ষণ করা কোন ক্রমেই যুক্তি-সিদ্ধ নহে। মনুষ্যেরা চিরকালই পরমেশ্বর-প্রদত্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি সমুদায়কে অবৈধ বিষয়ে নিয়োজন করিয়া আসিয়াছেন। অজ্ঞানান্ধ অসভ্য লোকের আচার ব্যবহার যদি বিহিত হয়, তবে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা একেবারে রহিত করিতে হয়। কোন কোন জাতি যে নরমাংস ভক্ষণ করে, কোন কোন জাতি যে আম মাংস উদরস্থ করে, এবং আমেরিকা খণ্ডে মেটা ও ওরিনকো নামক নদের তীরবর্ত্তী অটোমাক্ নামক লোকেরা এবং অন্যান্য কোন কোন প্রদেশের লোকেরা যে এক প্রকার মৃত্তিকা ভোজন করে*; ইহাতে তাহাদের দৃষ্টান্তানুসারে নরমাংস, আম মাংস ও মৃত্তিকা ভোজন করা কি মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ ও যুক্তি-সম্মত বলিয়া স্থির করা কর্ত্তব্য? যখন প্রাণী বধ আমাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধ, যখন আমিষ ভোজন করিলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল হয়, যখন দন্ত, হস্ত, পাকস্থলী ও অন্ত্র প্রভৃতির আকার প্রকারাদি বিবেচনায় নিরামিষ ভোজনই মনুষ্যের প্রকৃতি-সিদ্ধ বোধ হয়, এবং যখন তদ্দ্বারা সুস্থ, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী হওয়া যায়, তখন

* Lectures on Comparative Anatomy &ca. by W. Lawrence. Lectures IV. Chap VI.

জীর্ণ হয় বলিয়া মৎস্য মাংস ভক্ষণ করা নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ, তাহার সন্দেহ নাই।

ষষ্ঠতঃ :—কেহ কেহ কহেন, মাংসাহার করিলে বুদ্ধি বৃত্তি প্রখর হয়। কিন্তু তাঁহাদের এ কথা কত দূর প্রামাণিক, ঘোরতর মাংসাশী ভজ্ঞুসি, এস্কুইমাক্স, বুবাট্ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত অসভ্য জাতিদিগের সহিত হিন্দু, চীন প্রভৃতি নিরামিষ-ভোজী ও অল্পামিষ-ভোজী লোকদিগের তুলনা করিয়া দেখিলেই তাহা অনায়াসে অবগত হওয়া যায়। তবে ইংরেজ, ফরাশিশ প্রভৃতি ইউরোপীয় লোকদিগকে যে বুদ্ধিমান্ ও ক্ষমতাপন্ন দেখা যায়, তাহাদের স্বাভাবিক শক্তি, স্বদেশের গুণ, শিক্ষার সুপ্রণালী ইত্যাদি অন্যান্য অনেক কারণ আছে। তত্তৎ প্রদেশীয় প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা স্বয়ং এ বিষয়ে যে প্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিলেই চরিতার্থ হওয়া যায়। থিয়োফ্রাস্টস্ ও ডায়োজিনিস্ নামক প্রাচীন পণ্ডিত এবং অতিশয় খ্যাতাপন্ন ফ্রাঙ্কলিন্ ও সর্ জান্ সিঙ্কেয়র্ সাহেবেরা স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন, যে মাংস ভক্ষণ করিলে বুদ্ধি মলিন ও মন্দীভূত হয়, আর ফল, মূল, শস্যাদি নিরামিষ দ্রব্য ভোজন করিলে বুদ্ধি সতেজ হয়, বিবেচনা-শক্তি বৃদ্ধি হয়, এবং প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি পরিষ্কৃত হয়*।

* Fruits & Farinacea &ca. Part III Chap. XIII

জিনো, এপিকিউরস্, মেনিডিমস্, পিথাগোরস্, ও তাঁহার মতানুগামী বিজ্ঞ ব্যক্তি সকল, ইত্যাদি প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতেরা, এবং মহাকবি শেলি ও বায়রন্ প্রভৃতি ইদানীন্তন অনেকানেক বিদ্যাবান্ ব্যক্তি মৎস্য মাংস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আমিষ ভক্ষণ করিলে উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি সকলের স্ফূর্ত্তি হয় না বলিয়া, অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন ভুবন-বিখ্যাত সর্ আইজাক্ নিউটন্ সাহেব তাঁহার দৃষ্টিবিজ্ঞান বিষয়ক সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনার সময়ে নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ ভোজন করিতেন *।

পূর্ব্বোক্ত আল্‌বেনি নগরস্থ অনাথনিবাসের বালকেরা নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ ভোজন আরম্ভ করিবার তিন বৎসর পরে, তথাকার অধ্যাপক কহিয়াছিলেন, যে নিরামিষ ভোজন আরম্ভ করাতে, এখানকার বালকদিগের যে অত্যন্ত উপকার হইয়াছে, তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। তদ্দ্বারা তাহাদের বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতি-শক্তি যে প্রকার বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়। আমি তাহাদিগকে যে কোন বিষয়ে শিক্ষা দিতে সমর্থ, তাহাই তাহারা শিখিবার নিমিত্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করে ও অনায়াসে বুঝিতে পারে। পূর্ব্বোক্ত সিল্বেষ্টর্ সাহেব আয়র্লণ্ড নিবাসী কতক গুলি বালকের বিষয়ে এই প্রকার লিখিয়াছেন, যে তাহারা যত দিন নিরামিষ দ্রব্য

* Fruits & Farinacea &ca. Part III. Chap. XIII.

ভক্ষণ করিত, তত দিন বুদ্ধিমান ও কর্ম্মঠ ছিল, পরে মাংস ভক্ষণ আরম্ভ করিয়া অলস, অকর্ম্মণ্য ও বুদ্ধি বিষয়ে হীন হইল *।

সপ্তমতঃ।—কেহ কেহ কহেন, যে সকল শীতল প্রদেশে শস্যাদি জন্মে না, এবং বৃক্ষাদি ফলবান্ হয় না, তথায় আমিষ ভক্ষণ ব্যতিরেকে কোন ক্রমেই চলে না। বিবেচনা করিলে, ইহার উত্তর আপনা হইতেই উপস্থিত হইতে পারে। যে সকল দেশে শস্যাদি কিছুই জন্মে না, শারীরিক ও মানসিক শক্তি সমুদায় যথোচিত উন্নত হয় না, সুতরাং যেখানে লোকের জ্ঞানোন্নতি ও সভ্যতা বৃদ্ধির অশেষ প্রকার দুর্নিবার্য্য প্রতিবন্ধক রহিয়াছে, কৃষিশক্তি-সম্পন্ন বুদ্ধিমান্ মনুষ্যদিগের সে স্থানে অবস্থিতি করাই বা কোন্ যুক্তিসিদ্ধ? কলিকাতায় অবস্থিতি করিলে, সর্ব্ব প্রকার শারীরিক নিয়ম পালন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না বলিয়া, কি সর্ব্ব স্থানেই শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করা বিহিত বলা যায়? সেইরূপ, পৃথিবীর প্রান্ত বিশেষে দুই এক স্থানে যথেষ্ট বৈধ অন্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না বলিয়া, কি সর্ব্বত্রই অবৈধ অন্ন ভোজন করা বিধি-সম্মত হইতে পারে? আর, ভবিষ্যতে বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের প্রাদুর্ভাব হইয়া সে সকল স্থানও বৈধান্নভোজী ব্যক্তিদিগের বাসযোগ্য হওয়া অসম্ভাবিত নহে। এক্ষণেও লা-

* Fruits & Farinacea &ca Part III. Chap. XIII

ল্যাণ্ড নামক অতিশয় শীতল দেশের অনেকানেক প্রদেশে যব, রাই, ওট এই ত্রিবিধ শস্য এবং গোল আলু যথেষ্ট উৎপন্ন হয়, এবং তথায় এক প্রকার হরিণ জন্মে, তাহার দুগ্ধও পান করা যায় *।

আর, নাবোয়ে, রুষ প্রভৃতি অত্যন্ত শীত প্রধান দেশের লোকে যে নিরামিষ ভোজন করিয়া সবল ও সুস্থশরীরে থাকিতে পারে, তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে, এবং তদ্দ্বারা ইহাও দর্শিত হইয়াছে, যে মাংসাহার না করিলে যে শীতল দেশে বাস করা যায় না, এ কথা প্রামাণিক নহে। বস্তুতঃ, রসায়ন বিদ্যা দ্বারা ইহা নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে, যে শরীরের উষ্ণতা সাধনার্থে যে সকল পদার্থ আবশ্যক করে, ঘৃতে এবং শর্করা, তৈল, আলু, তণ্ডুল প্রভৃতি উদ্ভিদ বস্তুতে তাহা যথেষ্ট আছে, মাংসে তত নাই। অতএব, শীতল দেশে এই সমস্ত বস্তু আহার করা আবশ্যক। মেদ ভক্ষণ করিলে, শরীর সম্যক্ রূপে উষ্ণ থাকিতে পারে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু যখন ঘৃত, শর্করা, তৈলাদি নিরামিষ দ্রব্য ভোজন দ্বারা সে বিষয় অনায়াসে সম্পন্ন হয়, তখন প্রাণী বধ করিয়া মেদ ভক্ষণ করা বিধেয় নহে। ফলতঃ, পূর্ব্বোক্ত গ্রেহাম সাহেব কহিয়াছেন, নিরামিষ-ভোজী ব্যক্তিরা মাংসাশীদিগের অপেক্ষায় অধিক শীত সহিতে পারে। ইউরোপীয় অনে-

* Penny Cyclopædia. Article on Lapland.

অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোক স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, যে সকল ব্যক্তি স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া আসিয়ার অন্তর্বর্ত্তী শীত-প্রধান রুষ দেশে প্রেরিত হয়, তাহাদের মধ্যে যাহারা জীবনাবধি নিরামিষ ভোজন করিয়া আসিয়াছে, অন্য কোন ব্যক্তি তাহাদিগের অপেক্ষায় অধিক শীত সহ্য করিতে পারে না*।

এই স্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য, যে আমাদের দেশের ন্যায় উষ্ণ দেশে যে মৎস্য মাংস ভক্ষণ আবশ্যক করে না, ইহা প্রায় সর্ব্ব-বাদি-সম্মত।

অষ্টমতঃ।—নিরামিষ-ভোজী পণ্ডিতেরা স্বপক্ষ সংস্থাপনার্থ আর একটি যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাহাও গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যাহাতে অল্প দ্রব্যে বা অল্প পরিশ্রমে অধিক কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহাই পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়মের উদ্দেশ্য। ভূমণ্ডলে লোকের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি হইতেছে, অতএব যাহাতে অল্প ভূমিতে অধিক লোকের আহার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই কর্ত্তব্য। যে সকল সভ্য জাতির মধ্যে প্রচুর মাংস ব্যবহার প্রচলিত আছে, তাহারা পশু পালনার্থে ক্ষেত্রে তৃণাদি বপন করে, এবং পশুদিগকে সেই সকল তৃণাদি আহার করাইয়া আপনারা তাহাদের মাংস ভোজন করে। ইহাতে, যে ভূমির উৎপন্নে যত লোকের আহারোপযুক্ত পশু পালিত হয়,

* Fruits & Farinacea &ca. Part III Chap V.

সে ভূমিতে তাহার ২০। ৩০ গুণ লোকের খাদ্যোপযুক্ত শস্য উৎপন্ন হইতে পাবে। আর যে সমস্ত অসভ্য জাতি কেবল মৃগয়া করিয়া উদর পূরণ করে, তাহাদের এক এক জনের আহার আহরণার্থে যত ভূমি আবশ্যক করে, তাহাতে কৃষি-কার্য্যোপজীবী সহস্র লোকের অন্ন উৎপন্ন হইতে পারে। অতএব, যদি আমাদের আমিষ ভোজন করা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত হইত, তবে তিনি পৃথিবীর এ প্রকার ব্যবস্থা করিতেন না, বরং যাহাতে নিরামিষ-ভোজী অপেক্ষায় অধিক সংখ্যক আমিষ-ভোজীর খাদ্য উৎপন্ন হইতে পাবে, এই প্রকার বিধান করিয়া দিতেন।

নবমতঃ।—কোন কোন মহাশয় কহেন, আমরা স্বহস্তে প্রাণী বধ করি না, অন্য কর্ত্তৃক নিহত জীবের মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকি, তবে আমাদিগকে হিংসাদোষ স্পর্শিবার সম্ভাবনা কি? কিন্তু তাঁহাদের ইহা বিবেচনা করা উচিত, যে তাঁহারা ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করেন বলিয়াই, ধীবর প্রভৃতি মৎস্য, পশু, পক্ষ্যাদি নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাঁহারা আমিষ ভোজন না করিলে, লোকের মৎস্য মাংস বিক্রয় করা যে এক উপজীবিকা আছে, তাহা মূলেই থাকিত না। যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও ধন-লোভ দর্শাইয়া নরহত্যা করিতে প্রবৃত্ত করে, তবে তাহাতে কি সেই প্রবর্ত্তকের অপরাধ হয় না? অতএব, তাঁহারা আমিষ ভোজন করাতে, ধীবর ও মাংস-বিক্রয়োপজীবীদিগকে প্রাণী বধ

করিতে এক প্রকার অনুমতি দেওয়াই হয়, এবং যদি তাহাতে পাপ থাকে, তবে তাঁহাদিগকে অবশ্যই সে পাপের ফলভাগী হইতে হয়, তাহার সংশয় নাই। তাহারা যে নানা প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার পূর্ব্বক জন্তুর জীবন অপহরণ করিয়া দয়া, স্নেহ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়ে একেবারে জলাঞ্জলি দেয়, এবং আমিষ-ভোজী মহাশয়েরা যে মৎস্য মাংস উদরস্থ করিয়া আপনাদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল করেন, ঐ সকল আমিষাশী ব্যক্তিই এ উভয়ের মূল কারণ। অতএব, মৎস্য মাংস ভক্ষণ দ্বারা মনুষ্যের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল ও উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি দুর্ব্বল হইয়া সংসারের যে অশেষ প্রকার অনিষ্ট ঘটনা হইতেছে, তাঁহারাই ইহার নিদানভূত, তাহার সন্দেহ নাই।

জগদীশ্বর আমাদের নিমিত্তে নানাবিধ সুখাদ্য সামগ্রীতে ভূমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি অশেষ প্রকার ফল, মূল, শস্যের বীজ সৃজন করিয়াছেন, ভূমিতেও এ প্রকার উৎপাদিকা শক্তি প্রদান করিয়াছেন যে এক গুণ বীজ বপন করিলে ভূরি গুণ উৎপন্ন হয়, এবং আমাদিগকেও এরূপ বুদ্ধিবৃত্তি ও শারীরিক শক্তি-সম্পন্ন করিয়াছেন, যে আমরা কিঞ্চিৎ পরিশ্রম স্বীকার করিলেই প্রচুর ভক্ষ্য প্রস্তুত করিতে পারি। উত্তমরূপ শরীর রক্ষা ও পুষ্টি বর্দ্ধনার্থে যে সকল পদার্থ আবশ্যক, ফল, মূল, শস্যে তাহা যথেষ্ট আছে। এই সমস্ত সুলভ সামগ্রী সত্ত্বেও,

আমরা প্রাণী সংহার করিয়া সিংহ, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু মধ্যে কেন গণিত হই ? দয়া, স্নেহ প্রভৃতি যে সকল প্রধান বৃত্তি থাকাতে, মনুষ্য নামের এত গৌরব হইয়াছে, যে কর্ম্ম দ্বারা তৎসমুদায় নিস্তেজ হয় এবং নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত ও বর্দ্ধিত হয়, তাহার অনুষ্ঠান করিয়া কি নিমিত্ত পশুর সাদৃশ্য প্রাপ্ত হই ? পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমাদিগকে যে প্রকার প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তদুপযোগী অশেষ প্রকার শস্য, ফলাদি সৃজন করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব, তাঁহার প্রদত্ত এই সমস্ত সুরস সামগ্রী লাভে পরিতুষ্ট না হইয়া হিংস্র জন্তুবৎ আহারার্থে পশু পক্ষ্যাদি নষ্ট করা কোনক্রমে কর্ত্তব্য নহে *।

নিরামিষ ভোজনের বৈধতা ও আমিষ ভক্ষণের প্রতিষেধ-পক্ষে যে সকল যুক্তি আছে, সংক্ষেপে তাহার বিবরণ করা গেল। সিল্‌বেস্‌টর্ গ্রেহাম, জান্ স্মিথ্, ডাক্তর আল্‌কট্, লেম্ব্, চীন, ফোলর্ প্রভৃতি অনেক বিচক্ষণ পণ্ডিত প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক এ বিষয় প্রতিপাদন করিয়াছেন। অতএব, যাঁহারা এ বিষয় বিশিষ্টরূপ বিচার করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ঐ সমুদায় বিদ্যাবান্ বাঁ-

---

* কিন্তু আহারার্থে জীব হিংসা করা অবিধেয় বলিয়া এ প্রকার অবধারণ করা কর্ত্তব্য নহে, যে কোন স্থলেই প্রাণী বধ করা উচিত নয়। প্রত্যুত, স্থল বিশেষে আত্মরক্ষা ও অনিষ্ট নিবারণার্থে জীব নষ্ট করা বিহিত বোধ হয়।

ক্তির বৃত্ত গ্রন্থ, বিশেষতঃ গ্রেহাম্ ও স্মিথ্ সাহেব প্রণীত পুস্তক পাঠ করিবেন *।

* এই দুই শেষোক্ত পুস্তকের নাম।

Lectures on the science of Human Life, by Sylvester Graham.

Fruits and Farinacea the proper food of man; being an attempt to prove from History, Anatomy, Physiology and Chemistry, that the original, natural, and best diet of man is derived from the vegetable kingdom, by John Smith.

প্রথম ভাগসমাপ্ত।

সঙ্কলিত শব্দ সমুদায়ের ইংরেজি অর্থ

অধ্যবসায়	Firmness.
অনাথনিবাস	Orphan-asylum.
অনুচিকীর্ষা	Imitation.
অনুমিতি	Causality.
অন্ত্র	Intestine.
অপত্যস্নেহ	Philoprogenitiveness.
আকারানুভাবকতা	Faculty of Form.
আত্মাদর	Self-esteem.
আশ্চর্য্য	Faculty of Wonder.
আসঙ্গলিপ্সা	Adhesiveness.
ইতর জন্তু	Lower animals.
উপচিকীর্ষা	Benevolence.
উপমিতি	Faculty of Comparison.
কম্পাস	Compass.
কার্য্যকারণভাব	Causation.
কালানুভাবকতা ..	Faculty of Time.
কুসংস্কার	Prejudice.
গুরুত্বানুভাবকতা ..	Faculty of weight.
গোমসূর্যাধান	Vaccination.
ঘটনানুভাবকতা	Eventuality.

জড়	Idiot.
জলপ্রপাত	Cataract.
জিঘাংসা	Destructiveness.
জিজীবিষা	Love of life.
জীবনী শক্তি	Vital power.
জুগোপিষা	Secretiveness.
দূরবীক্ষণ	Telescope.
ধমনী	Nerve.
ধর্ম্মনীতি	Science of morals.
নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি	Lower propensities.
নির্ম্মিৎসা	Constructiveness.
নৈমিত্তিক গুণ	Temporary quality.
নৈসর্গিক	Natural.
ন্যায়পরতা	Conscientiousness.
পর্য্যটক	Traveller.
পাকস্থলী	Stomach.
প্রকৃতি	Nature. Constitution.
প্রতিবিধিৎসা	Combativeness.
প্রাকৃতিক	Natural.
প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত ..	Natural History.
বুদ্ধিবৃত্তি	Intellectual Faculties.
বুভুক্ষা	Appetite for food.

ভাষাশক্তি ...... Faculty of language.
ভূতত্ত্ব .... Geology.
ভৌতিক .... Physical.
মস্তিষ্ক.......... Brain.
মাংসপেশী .... Muscle.
মৈস্মরতত্ত্ব........ Mesmerism.
রসায়ন .... Chemistry.
রাজনীতি .... Science of Government.
রাজবিপ্লব........ Revolution.
লোকানুরাগপ্রিয়তা Love of approbation.
বর্ণানুভাবকতা .... Faculty of colouring.
বাণিজ্যাগার ...... Firm.
বায়ুকোষ .... Air-bladder.
বাষ্পীয় যন্ত্র ...... Steam-engine.
বাষ্পীয় তরণী / বাষ্পীয় নৌকা / বাষ্পীয় পোত .. Steam-vessel.
বিজ্ঞান.......... Science.
বিবৎসা .... Inhabitiveness.
বৃত্তি .... Faculty.
ব্যক্তিগ্রাহিতা .... Individuality.
শারীরবিধান .... Physiology.

শারীরস্থান......	Anatomy.
শারীরিক	Organic.
শোভানুভাবকতা...	Ideality.
শ্রমোপজীবী	Labourer.
সংখ্যা	Faculty of number.
সমসংস্থান	Equilibrium.
সমাধিস্থান......	Burial-ground.
সাধারণসূতিকাগার	Lying-in hospital.
সাবধানতা	Cautiousness.
স্তর	Stratum.
স্বরানুভাবকতা....	Faculty of tune.
হস্তত্ত্ববিবেক ...	Phrenology.

বাহ্য বস্তুর সহিত

মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার।

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্ত কর্ত্তৃক

প্রণীত।

পঞ্চম বার মুদ্রিত।

কলিকাতা

নূতনসংস্কৃতযন্ত্র।

সংবৎ ১৯২০।

বিজ্ঞাপন।

"বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার" বিষয়ক পুস্তক সমাপ্ত হইল। অতএব, স্বদেশীয় লোকের নিকট বিনীত ভাবে নিবেদন, তাঁহারা পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক এই পুস্তক সবিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিবেন, এবং ইহাতে যে সমুদায় অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছে, তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে সচেষ্টিত হইবেন। যিনি যে পরিমাণে প্রাকৃতিক নিয়ম শিক্ষা করিবেন, তিনি যেন তাহা লোকদিগকে, বিশেষতঃ বালকদিগকে, শিক্ষা দিতে যত্ন করেন। যে সকল মহাশয় কোন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা করিয়া থাকেন, এ বিষয়ে বিশিষ্টরূপ দৃষ্টি রাখা তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য। যখন বালকদিগের বিদ্যাধ্যয়নের ভার তাঁহাদের উপর সমর্পিত রহিয়াছে, তখন তাঁহারা আপনারা যথোচিত জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে সুশিক্ষিত ও সদাচারী করিবার চেষ্টা করিলে, এতদ্দেশীয় লোকের সুখসৌভাগ্য সাধনের পথ অনেক পরিষ্কার করিয়া দিতে পারেন, তাহার সন্দেহ নাই।

যেমন, আপনার, আপন পরিবারের ও অপর সাধারণ সকলের জ্ঞান, ধর্ম্ম, ও সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা প্রত্যেক ব্যক্তিরই উচিত, সেইরূপ, রাজারও

প্রজাদিগের বিদ্যাভ্যাসের ভার গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অন্যের সহিত যে বিষয়ের কোন সম্বন্ধ নাই, সে বিষয়ে সকলেই আপন আপন ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু অন্যের সহিত যে বিষয়ের সম্বন্ধ আছে, সে বিষয়ে যাহাতে ন্যায়-বিরুদ্ধ ব্যবহার না হয়, রাজনিয়ম দ্বারা তাহার উপায় করা বিধেয়, কারণ, এক ব্যক্তির কুব্যবহার দ্বারা অন্যের অপকার হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তাহার প্রতিবিধান করা রাজনিয়মের প্রধান উদ্দেশ্য। শারীরিক নিয়ম না জানিলে শরীর ভগ্ন হইয়া সামাজিক-কার্য্য-সাধনে অশক্ত হইতে হয়, এবং এক জন শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তদ্দ্বারা নানা প্রকারে প্রতিবাসীদিগেরও পীড়া হইবার সম্ভাবনা; অতএব, যাহাতে প্রত্যেক প্রজা শারীরিক নিয়ম অবগত হইতে পারে, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। যাঁহার রিপু সমুদায় বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির আয়ত্ত না থাকে, তাঁহা কর্ত্তৃক সংসারের অশেষ প্রকার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, অতএব প্রজাদিগের প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি প্রবল ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায় সংযত করিবার নিমিত্তে, প্রজাদিগকে রীতিমত ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দেওয়া ও তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিবার সুবিধা করা আবশ্যক। শিল্পবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, লোকযাত্রাবিধান প্রভৃতি যে সকল বিদ্যা শিক্ষা করিলে উত্তমোত্তম ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জনসমাজের দুঃখমোচন ও সুখ-সচ্ছন্দতা-সাধন করিতে পারা যায়,

তাহার অধ্যয়ন অধ্যাপনা সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য। এই সমস্ত সদ্বিদ্যা শিক্ষার উপায় করিয়া না দিলে, রাজা ও রাজপুরুষেরা প্রজার ঋণ হইতে কোন ক্রমেই মুক্ত হইতে পারেন না। যদি দুষ্টদমনার্থে শান্তিরক্ষক নিযুক্ত রাখা রাজার পক্ষে কর্ত্তব্য হয়, তবে যাহাতে প্রজাদিগের দুষ্প্রবৃত্তি দমন ও সৎপ্রবৃত্তি বর্দ্ধন হয়, তাহার উপায় করা কেন না কর্ত্তব্য হইবে? প্রজাদিগের শারীরিক-সুস্থতা-সম্পাদনার্থে, নগর পরিষ্কার, নির্ম্মল-জল-প্রাপ্তির সুবিধা, জঞ্জাল ও দুর্গন্ধ বস্তু দূরীকরণ প্রভৃতির বিধান করা যদি রাজার উচিত হয়, তবে যাহাতে প্রজারা স্বয়ং ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম অবগত হইয়া পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকিতে এবং অন্যান্য শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয়, তাহার উপায় করা রাজনিয়মের উদ্দেশ্য কেন না হয়? অতএব প্রজাদিগকে পূর্ব্বোক্ত সমুদায় বিদ্যা শিক্ষায় প্রবৃত্ত করা ও তাহার উপায় করিয়া দেওয়া রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাহারা কাব্য অলঙ্কার শিক্ষা করুক আর না করুক, সে তাহাদের স্বেচ্ছাধীন, রাজনিয়ম দ্বারা সে বিষয়ে তাহাদিগকে প্রবৃত্ত করা তাদৃশ আবশ্যক নহে। যদি ভারতবর্ষের রাজপুরুষেরা এই সমস্ত পরম মঙ্গল-দায়ক অভিপ্রায়ের অনুগত হইয়া অপর সাধারণ সকল লোককে পূর্ব্বোক্ত প্রকার শিক্ষা প্রদান করিতে একান্ত চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আমাদের সৌভাগ্যের সীমা কি! যে যে বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে, ভৌতিক, শারী-

রিক, ও মানসিক নিয়ম অবগত হওয়া যায়, রাজ-সংক্রান্ত সমস্ত বিদ্যালযে তাহার অধ্যাপনা সংস্থাপন করা, এবং যাহাতে সর্ব্বসাধারণে তাহা শিক্ষা করিতে ও শিক্ষা করিযা তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয, তাহার উপায় করা রাজপুরুষদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিযা স্বীকার করা উচিত।

অধিক-কাল-ব্যাপী অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি স্ফূর্ত্তি পায না, এবং জ্ঞান ও ধর্ম্মালোচনার্থে অবকাশ পাওয়া যায় না। অতএব, যে সকল সাংসারিক রীতি প্রচলিত থাকাতে, লোকে বহু কাল ব্যাপিয়া কায় ক্লেশ করিতে বাধ্য হয়, এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি পরিচালনার্থে অবকাশ কাল পায় না, রাজনিয়ম দ্বারা তাহার পরিবর্ত্তন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

এক্ষণে যে প্রকার আচার ব্যবহার প্রচলিত আছে, তাহাতে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদাযই প্রবল হইতে পারে। ধনোপার্জ্জন ও বিষয় বৃদ্ধির যে প্রকার রীতি বলবতী আছে, তাহাতে লোকের অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তি দিন দিন সতেজ হইয়া উঠিতেছে। বংশ-মর্য্যাদা ও কৃত্রিম উপাধি থাকাতে, অভিমান ও অহঙ্কার বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হইতেছে। যুদ্ধ-ব্যবসায় ও যুদ্ধ কার্য্য দ্বারা জিঘাংসা ও প্রতিবিধিৎসা প্রবল হইতেছে। মদিরা পান ও অন্যান্য মাদক সেবনের প্রথা প্রবল হইয়া লোকের চিত্ত-ভূমিস্থ ধর্ম্মাঙ্কুর সকল সমূলে নির্ম্মূল করিতেছে।

শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুরা সহস্র প্রকারেই উপদেশ করুন, যত দিন ঐ সমস্ত দূষিত রীতি প্রচলিত থাকিবে, তত দিন তাঁহাদের উপদেশ সম্যক্ রূপে সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উপদেশ প্রদান ব্যতিরেকে উপায়ও নাই। মনুষ্যের প্রকৃতি, বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ, এবং সেই সম্বন্ধানুযায়ী অনুষ্ঠানের উপরে যে তাঁহার সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল নির্ভর করে, এই সমস্ত বিষয় উপদেশ দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এই সমস্ত বিষয়ে উপদিষ্ট হইলে, লোকে পরমেশ্বরের প্রাকৃতিক নিয়ম ও আপনার সুখ সচ্ছন্দতার যথার্থ পথ অবগত হইবে, এবং অবগত হইয়া তদনুযায়ী সাংসারিক নিয়ম সংস্থাপন করিতে সচেষ্ট হইবে।

ব্রাহ্মগণ যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে এই পুস্তক অধ্যয়ন ও পুনঃপুনঃ পর্য্যালোচনা করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। পরমেশ্বরকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। যে সমস্ত কার্য্য আমাদের পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রীতিকর, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াও তাহা সাধন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কোন্ কোন্ কার্য্য তাঁহার প্রীতিকর তাহা না জানিলে, তৎসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভাবিত নহে। বিশ্বপতি যে সকল শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, তদনুযায়ী কার্য্যই তাঁহার প্রিয় কার্য্য, এবং তাঁহার প্রতি প্রীতিপ্রকাশপূর্ব্বক তৎসমুদায় সম্পাদন করাই আমাদের একমাত্র ধর্ম্ম। এ পর্য্যন্ত কতপ্রকার

নিয়ম অবধারিত হইয়াছে এবং কি রূপেই বা সে সকল নিয়ম শিক্ষা করিতে সমর্থ হওয়া যায়, তাহা এই পুস্তকে যথাসাধ্য প্রদর্শিত হইল। অতএব এ গ্রন্থ ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্ম-শিক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী। এই গ্রন্থোক্ত অভি-প্রায় সকল অবলম্বনপূর্ব্বক তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে ও অন্য লোকদিগকে তৎসমুদায়ের উপদেশ প্রদান করিতে যত্নবান্ থাকা প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই উচিত।

এ গ্রন্থে যে সমস্ত সর্ব্বশুভদায়ক বিষয়ের বিবরণ করা গেল, যখন বিদ্যালয় সমুদায় সেই সকল বিষয় অধ্যয়ন অধ্যাপনার স্থান হইবে, যখন ধর্ম্মোপদেশকেরা পরমেশ্বরের সেই সমস্ত প্রিয় কার্য্যকে তাঁহার উপাসনার অঙ্গ বলিয়া উপদেশ প্রদান করিবেন, এবং সাংসারিক ব্যবহার ও বিষয়-চেষ্টা নিরবচ্ছিন্ন নৈসর্গিক নিয়মানু-সারে সম্পন্ন হইয়া বিষয়-কার্য্য এবং জ্ঞান ও ধর্ম্মানুষ্ঠান একীভূত হইয়া যাইবে; তখন মনুষ্যনামের গৌরব রক্ষা পাইয়া উত্তরোত্তর তাঁহার পূর্ণাবস্থা সম্পন্ন হইতে থাকিবে।

শ্রীঅক্ষকুমার দত্ত।

কলিকাতা।

শকাব্দাঃ ১৭৭৪। ১০ মাঘ।

বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে মনুষ্যের কত দুঃখ হয় তাহার বিচার।

এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে ভৌতিক ও শারীরিক নিয়মের বিষয় বিবরণ করা গিয়াছে, এক্ষণে মনুষ্যের ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘনের ফলাফল বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাই-তেছে। প্রধান প্রধান নীতি-প্রদর্শক ও ধর্ম্ম-প্রয়োজক পণ্ডিতদিগের পরস্পর মত-ভেদের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে, বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। একাল পর্য্যন্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণার্থে কতই তর্ক বিতর্ক উৎপন্ন হইয়াছে, কত মতামতই বা প্রকাশিত হইয়াছে এবং দেশ-ভেদে ও কাল-ভেদে কত শত ধর্ম্ম-শাস্ত্রই বা কল্পিত হইয়াছে। বোধ হয়, শাস্ত্র-প্রকাশকদিগের পরস্পর জ্ঞানের তারতম্য ও প্রকৃতির ইতর বিশেষই এইরূপ মত-ভেদের প্রধান কারণ।

প্রথমে সকলজাতীয় মনুষ্যেরাই ঘোরতর অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন ছিলেন, এবং তন্নিমিত্তে এই সুকৌশল-সম্পন্ন পরম সুন্দর বিশ্ব-যন্ত্রের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে সমর্থ না হইয়া এই সংসারকে কতকগুলি অসম্বদ্ধ বস্তু-রাশি মাত্র বোধ করিতেন। যে বস্তুর অসামান্য প্রভাব ও বিশেষ উপকারিতা-গুণ দৃষ্টি করিতেন, তাহারই দেবত্ব ও স্বপ্রধানত্ব স্বীকার করিতেন। তাঁহারা গঙ্গা, সরস্বতী, সিন্ধু প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ নদী, মেঘ, বায়ু, সমুদ্র প্রভৃতি বিস্তৃত পদার্থ, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, অগ্নি প্রভৃতি তেজস্বী বস্তু; ইত্যাদি যে যে পদার্থের সমধিক শক্তি, প্রভাব, তেজঃ ও হিতকারিতা-গুণ স্পষ্ট রূপে দৃষ্টি করিতেন, শক্তি, প্রভাব ও মঙ্গলের অদ্বিতীয় আকর স্বরূপ পরমেশ্বরের জ্ঞানলাভে অসমর্থতা প্রযুক্ত সেই সেই বস্তুরই অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। প্রথমে সর্ব্ব দেশেই এইরূপ ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছিল। পরে লোকের বুদ্ধিবৃত্তি যেরূপ মার্জ্জিত ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, সেইরূপ উৎকৃষ্টতর ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে প্রচলিত হইয়া আসিল। ভক্তি প্রভৃতি যে সকল মনোবৃত্তি ধর্ম্মোৎপত্তির মূল কারণ, তাহা সকল কালে সকল ব্যক্তিতেই থাকে; যথোচিত বুদ্ধি-পরিপাক না হইলে, সকল-মঙ্গলালয় পরমেশ্বরে নিয়োজিত হয় না।

ধর্ম্ম-প্রয়োজক পণ্ডিতদিগের প্রকৃতির ইতর বিশেষ পরস্পর মত-ভেদের দ্বিতীয় কারণ। যাঁহার জিঘাংসা, আশ্চর্য্য ও সাবধানতা বৃত্তি স্বভাবতঃ প্রবল, এবং

উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা বৃত্তি স্বভাবতঃ ক্ষীণ, তিনি উপাস্য দেবতার ভীষণ স্বরূপ প্রতিপাদন করিয়া লোকদিগকে অতিশয় সভয় চিত্তে উপাসনা করিবার বিধি দিতে পারেন, কিন্তু উপাস্য ও উপাসকের দয়া ও ন্যায়পরতা গুণ বিষয়ে তাঁহার সম্যক্ দৃষ্টি থাকা সম্ভাবিত বোধ হয় না। এমন ব্যক্তিই ইষ্টদেবতার তুষ্ট্যর্থে বলিদান দিবার উপদেশ দিতে পারেন, এবং কহিতে পারেন, বিবিধ উপচারে উপাস্য দেবের অর্চ্চনা করিলেই, তিনি সমুদায় দোষ মার্জ্জনা করেন, ও সকল অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। তন্ত্র-শাস্ত্র-প্রকাশকদিগের কাম, জিঘাংসা ও বুভুক্ষা বৃত্তি অতিশয় প্রবল ছিল, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু যাঁহার ভক্তি, উপচিকীর্ষা, ও ন্যায়পরতা বৃত্তি তেজস্বিনী থাকে, ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায় তাহাদের বশবর্ত্তিনী হয়, তাঁহার প্রণীত ধর্ম্ম-শাস্ত্র অবশ্যই অন্যপ্রকার হইয়া থাকে।

পরমেশ্বর আমাদিগের মানসিক প্রকৃতির সহিত বাহ্য বস্তু সমুদায়ের যেরূপ সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া দিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হয়, আমাদিগের কোন মনোবৃত্তি নিরর্থক সৃষ্ট হয় নাই। সমুদয় মনোবৃত্তির প্রয়োজন রক্ষা করিয়া, এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া, তদনুযায়ী ব্যবহার করিলে, সুখী ও স্বচ্ছন্দ থাকা যায়, আর তাহার অন্যথাচরণ করিলে, অশেষবিধ বিষম ক্লেশে পতিত হইতে হয়। যে স্থলে অন্যান্য মনোবৃত্তির সহিত

বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্থলে শোযোক্ত প্রধান বৃত্তিদিগেরই উপদেশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অমৃতময় উপদেশ অবলম্বন করিয়া তদনুযায়ী আচরণ করিলে, অন্তঃকরণ প্রসন্ন ও প্রফুল্ল হয়, এবং অশেষ প্রকার সাংসারিক উপকারও উৎপন্ন হইযা থাকে। কিন্তু বিপরীত ব্যবহার করিলে, সেই সমস্ত বিশুদ্ধ স্থখে বঞ্চিত হইযা আন্তরিক যাতনা ও সাংসারিক ক্লেশ সততই ভোগ করিতে হয়।

বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির আদেশানুযায়ী কার্য্য করিবার পর ক্ষণেই মনে মনে পরম পরিতোষ জন্মে। যখন আমাদের কোন মনোবৃত্তি অন্যান্য বৃত্তির সহিত সমঞ্জসীভূত থাকিয়া স্বকীয় বিষয় ভোগে চরিতার্থ হয়, তখন তাহা অশেষ সুখের উৎস স্বরূপ হইযা অনর্গল আনন্দ-নীর নির্গত করিতে থাকে। অপত্যস্নেহ, আসঙ্গলিপ্সা, অর্জ্জনস্পৃহা, লোকানুরাগপ্রিয়তা প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায় ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী থাকিয়া চরিতার্থ হইলে সুখসাগরে মগ্ন হইতে হয়। তেজস্বিনী উপচিকীর্ষাবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করিযা, অর্থাৎ ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, তৃষ্ণার্ত্তকে জলদান, অজ্ঞানকে জ্ঞানদান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়প্রদান, এবং ভ্রাতৃ-স্বরূপ স্বদেশীয় লোকের দুঃখমোচন ও সুখসম্পাদন করিয়া, দয়াবান্ দাতার উদার চিত্ত আনন্দামৃতরসে অভিষিক্ত হইতে থাকে। অশেষ-গুণাশ্রয়, অত্যাশ্চর্য্য স্বরূপ, পরাৎপর পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্য ও মহিমা পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক

ভক্তিবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া, পরমেশ্বর-পরায়ণ ভক্তিমান্ ব্যক্তি পরম পরিশুদ্ধ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন।' বুদ্ধিবৃত্তির চালনাতেই বা কত সুখের উৎপত্তি হয়! জগতের স্বাভাবিক-শোভা-দর্শন, সুমধুর-সঙ্গীত-শ্রবণ, ও কাব্যামৃত-রসাস্বাদন করিয়া অন্তঃকরণ কেমন প্রফুল্ল হয়! মেধাবী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা জ্ঞান-রত্নের অক্ষয় ভাণ্ডার স্বরূপ বিবিধ বিদ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া কি সুবিমল সুখই সম্ভোগ করেন। সে সুখ অন্যের অনুভব করিবার সামর্থ্য নাই। সকল-মঙ্গলালয় পরমেশ্বর আমাদিগের মনোবৃত্তি-চালনার পুরস্কার স্বরূপ উক্তরূপ প্রচুর সুখ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, আমরা আপনাদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়কে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির সহিত সমঞ্জসীভূত করিয়া চালনা করিলেই তাহা লাভ করিতে পারি, নতুবা তাহাতে বঞ্চিত হইতে হয়। এপ্রকার প্রগাঢ় সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হওয়া সামান্য ক্ষতির বিষয় নহে। উহা আমাদের যথোচিত চিত্ত-চালনার ক্রটি নিমিত্তক দণ্ড স্বরূপ জ্ঞান করা উচিত। যদি ধর্ম্মবিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে অন্যান্য-প্রকার অনিষ্ট ঘটনা না হইত, তথাপি ধর্ম্মোৎপাদ্য বিশুদ্ধ সুখের অপ্রাপ্তিকেই তাহার সমুচিত শাস্তি বলিয়া অঙ্গীকার করা উচিত হইত। কিন্তু এ প্রকার সুখ ভোগে বঞ্চিত হওয়া যে দারুণ দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাহা অনেকেই বিবেচনা করেন না। চিররোগী ব্যক্তি যেমন শারীরিক-স্বাস্থ্যজনিত অপূর্ব্ব সুখের স্বাদগ্রহে সমর্থ নহে, সেই-

প্রকার, ধর্ম্মরূপ নির্ম্মল নীরে চিত্তকে ধৌত করিয়া ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি যে রূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করেন, ইতর ব্যক্তি সেরূপ কখনই পারে না। কারণ তাহার অশুচি চিত্ত অধর্ম্মরূপ রোগে আক্রান্ত হইয়া চির জীবন অসুস্থ হইয়া রহিয়াছে। মনুষ্যেরা আপনাদিগের স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম সমুদায়ের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন নাই, সুতরাং তাহা পালন করিলে কি পর্য্যন্ত সুখোৎপত্তি হইতে পারে, ও লঙ্ঘন করিলেই বা কত সুখে বঞ্চিত হইতে হয় তাহা জ্ঞাত হইতে সমর্থ হন নাই। তাহা সম্যক্ রূপে জ্ঞাত হইতে হইলে, আপন প্রকৃতি, বাহ্য বিষয়ের স্বভাব, ঐ উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ, এবং পরমেশ্বরের সহিত আমাদের যেরূপ সম্বন্ধ নিরূপিত আছে, এই সমস্ত শিক্ষা করা আবশ্যক। এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করিলে যে সমস্ত যথার্থ তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীতি ও দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মিলে, আমাদের মনোবৃত্তি সমুদায় স্ফূর্ত্তি সহকারে অপ্রতিহত ভাবে স্ব স্ব বিষয় ভোগে সচেষ্ট হইতে সমর্থ হয় না, এবং আপনাদের চরিতার্থতা সাধনের যথেষ্ট স্থলও প্রাপ্ত হয় না। লোকের শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন হওয়াতে, কোন দেশে মরক উপস্থিত হইলে, তথাকার অজ্ঞানী মনুষ্যেরা, তাহা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতিফল বিবেচনা না করিয়া, তাঁহার অনির্দ্দেশ্য বিড়ম্বনার ফল মনে করে। এই দুর্ঘটনার কারণ ও তৎপ্রতীকারের উপায় নিরূপণ করিতে না পারিয়া, তাহাদের

বুদ্ধিবৃত্তি ক্ষুব্ধ থাকে, পরমেশ্বরের অসীম করুণা বিষয়ে সংশয় জন্মিয়া ভক্তি-বৃত্তির চরিতার্থতা সাধনের ব্যতিক্রম ঘটে, এবং বিশ্বাধিপের বিশ্ব-রাজ্যের শাসন-প্রণালীতে নানাপ্রকার অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা কল্পনা করিয়া ন্যায-পরতা-বৃত্তি অতৃপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা জগদীশ্বরের সুকৌশল-সম্পন্ন পরম সুন্দর নিয়ম সমুদায় শিক্ষা না করিযাছে, এবং তাহা পুনঃ পুনঃ লঙ্ঘন করিয়া তাহার প্রতিফল স্বরূপ অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, ও যাহারা আপনাদিগের উপাস্য দেবতাদিগকে বিকটাকার ও ক্রুদ্ধস্বভাব বলিযা বিশ্বাস করে, পরমেশ্বরের অসীম করুণা বিষযে তাহাদিগের প্রত্যয় হওযা কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে? ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপ জানিলে, এবং তাঁহার নিয়মানুসারে কার্য্য কবিলে, মনুয্যের জ্ঞান ও ধর্ম্ম রূপ গভীর উৎস হইতে যে কত সুখধারা নিঃসারিত হইতে পারে, তাহারা তাহার আভাসও পায় না। কিন্তু তাহাদিগের এ বোধ নাই বলিয়া, কদাপি ঐশিক নিয়মের অন্যথা হইতে পারে না। জন্মান্ধ ব্যক্তিদিগের দর্শন-শক্তি নাই বলিয়া, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদিগের দৃষ্টি-সুখ-সম্ভোগের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না।

জগদীশ্বরের নিয়ম না জানিলে, তাঁহার নিয়মানুযায়ী কার্য্য করা সম্ভব হয় না এ কথা বলা বাহুল্য। এই অখিল সংসার রূপ ভ্রম-শূন্য প্রগাঢ় গ্রন্থের আলোচনাই পরমেশ্বরের স্বরূপ ও নিয়ম বিষয়ক জ্ঞান লাভের অদ্বিতীয় উপায়। অতএব, তিনি যে সকল নিয়ম সংস্থাপন

করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, তাঁহার বিশ্ব-কার্য্যের পর্য্যালোচনা দ্বারা সে সমুদায় বিশিষ্ট রূপে শিক্ষা করা আবশ্যক। যাহারা ঘোরতর অজ্ঞান-তিমিরে আবৃত থাকিয়া পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত পরম শুভকর নিয়ম সমুদায় অহরহঃ লঙ্ঘন করিয়া দুঃখ ভোগ করিতেছে, তাহাদিগের অন্তঃকরণে জগদীশ্বরের যথার্থ স্বরূপ পরিস্ফুট রূপে প্রকাশ পাওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। প্রত্যুত, যে সকল ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত জ্ঞানাপন্ন হইয়া তাঁহার নিয়ম পরিপালন পূর্ব্বক দুঃখ-বর্জ্জন ও সুখোপার্জ্জন করেন, পরম-মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের অপার মাহাত্ম্য ও নির্ম্মল স্বরূপে তাঁহাদের অপেক্ষাকৃত অধিক প্রত্যয় জন্মে তাহার সন্দেহ নাই। যৎ-পরিমাণে বিশ্বস্রষ্টার বিশ্ব-কার্য্য-বিষয়ক নিয়ম সমুদায় নিরূপিত হইবে, তৎপরিমাণে তাঁহাকে মহৎ ও পূর্ণ স্বরূপ বলিয়া সুস্পষ্ট প্রতীতি হইতে থাকিবে। এতদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণ লোকে এখানকার প্রচলিত ধর্ম্মানুসারে পরমেশ্বরকে অতি পরিচ্ছিন্ন ও অপূর্ণস্বভাব স্থির করিয়া এইপ্রকার বিশ্বাস করেন, যে তিনি মনুষ্যের ন্যায় মূর্ত্তিমান্, ভূলোকের ভার বিমোচনার্থে মধ্যে মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, অবতীর্ণ হইয়া কখন কখন পাপাসক্ত মনুষ্যের ন্যায় অসদাচরণে প্রবৃত্ত হন, জঘন্য দুষ্কর্ম্ম করিয়াও তাঁহার পূজা ও স্তুতি পাঠ করিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া ক্ষমা করেন, ও তাঁহার অর্চ্চনা না করিলে, কোপান্বিত হইয়া অশেষ ক্লেশ প্রদান করেন। ইত্যাকার নানা-

প্রকার অপবাদ দিয়া যে তাঁহারা পরাৎপর পরমেশ্বরের নিষ্কলঙ্ক স্বরূপে দোষারোপ করেন, ইহাতে তাঁহাদের বিবেচনারই ক্রটি স্বীকার করিতে হয় কিন্তু এক্ষণে বিবিধ বিদ্যার অনুশীলন দ্বারা লোকের জ্ঞানোদ্রেক হইবার সম্ভাবনা হইতেছে। শীঘ্র বা কালবিলম্বে অজ্ঞান রূপ তামসী নিশার অবসান হইবার উপক্রম হইতেছে। জগদীশ্বরপ্রসাদে যৎপরিমাণে বিদ্যা-জ্যোতি বিকীর্ণ ও মানব-প্রকৃতির সহিত বাহ্য বস্তুর সম্বন্ধ নিরূপিত হইবে, তৎপরিমাণে তাঁহার পরাৎপর পরিশুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক স্বরূপ স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাইবে, এবং তৎপরিমাণে তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন নিবারিত হইয়া লোকের দুঃখ হ্রাস ও সুখোন্নতি সম্পন্ন হইতে থাকিবে।

অনেকে পরমেশ্বরের বিশিষ্টরূপ প্রসন্নতা লাভের প্রত্যাশায় সকল আশ্রমের সারভূত সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া থাকেন। কিন্তু তাহাতে যে পরম পিতা পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়, এবং তন্নিমিত্ত তাঁহার নিকট অপরাধী হইতে হয়, ইহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না। মনুষ্যের মানসিক প্রকৃতির বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, তাঁহার যত মনোবৃত্তি আছে, তাহার অধিকাংশ কেবল পৃথিবীর কার্য্য সাধনার্থেই নিয়োজিত হইয়াছে। বুভুক্ষা, কাম, অপত্যস্নেহ, প্রতিবিধিৎসা, নির্ম্মিৎসা, অর্জ্জনস্পৃহা, জুগোপিষা, সাবধানতা প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, এবং পরিমিতি, আকারানুভাবকতা, কালানুভাবকতা, স্বরানু-

ভাবকতা, এবং সংখ্যা ও ভাষাশক্তি প্রভৃতি বুদ্ধিবৃত্তির সহিত ভূমণ্ডলের অতিনৈকট্য অখণ্ড্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। শরীর-রক্ষার্থে বুভুক্ষা, জীব-প্রবাহ রক্ষার্থে কাম, সন্তান প্রতিপালনার্থে অপত্যস্নেহ, বিপদুদ্ধার ও প্রতিবন্ধক নিবারণার্থে প্রতিবিধিৎসা, গৃহ নির্ম্মাণ ও বস্ত্র বয়নাদির নিমিত্ত নির্ম্মিৎসা, নিবাস নিরূপণার্থে বিবৎসা, ভাবী দুর্ঘটনা নিবারণার্থে সাবধানতা ইত্যাকার সকল মনোবৃত্তিই, ভূলোকের এক এক কার্য্য সাধনার্থে সৃষ্ট হইয়াছে, এবং এই পৃথিবীতেই তাহাদের সম্যক্ উপযোগিতা দৃষ্ট হইতেছে। অতএব, এই পৃথিবীতে তাহাদিগকে যথোচিত চরিতার্থ করিবার চেষ্টা না পাইয়া অন্যথাচরণ করিলে, জগদীশ্বরের অনুমতির বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। আমাদের আশা, ভক্তি, উপচিকীর্ষা, শোভানুভাবকতা ও ন্যায়পরতা প্রভৃতি কতিপয় উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি পরলোকেও চরিতার্থ হইতে পারে, এবং কোন ভাবী অবস্থাতেও তাহাদের উপযোগিতা থাকিলে থাকিতে পারে। কিন্তু পরম-মঙ্গলাকর পরমেশ্বর ইহলোকেও লোকের দুঃখ নিবারণার্থ ও ভূমণ্ডলকে বিমল সুখের আস্পদ করিবার নিমিত্ত যে তাহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তদনুসারে এই অবনিমণ্ডলেও যে তাহাদের অত্যন্ত উপযোগিতা আছে, তাহার কোন সংশয় নাই। যৎপরিমাণে আমাদের মানব-প্রকৃতি ও বাহ্য-বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে, তৎপরিমাণে পৃথিবীর সহিত আমাদের মনোবৃত্তি সমুদায়ের সামঞ্জস্য-বিষয়ক জ্ঞানেরও

আধিক্য হইতে থাকিবে, এবং তৎপরিমাণে আমরা পরাৎপর পরমেশ্বরের পরমোৎকৃষ্ট পরিশুদ্ধ স্বরূপ অবগত হওয়া আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে চরিতার্থ করিতে থাকিব। ফলতঃ, যখন চক্ষুর সহিত জ্যোতির্ব্বিষয়ক নিয়মের, এবং কর্ণের সহিত বায়ু বিষয়ক নিয়মের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে, তখন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সহিত বাহ্য বস্তু সমুদায়ের তদনুরূপ ঐক্য না থাকা কোন ক্রমেই সম্ভব হয় না।

সমুদায় মনোবৃত্তিরই স্বভাব এই যে, সমধিক তেজস্বী হইয়া উৎসাহসহকারে চালিত হইলেই প্রচুর সুখ প্রদান করে, নিস্তেজ ও নিশ্চেষ্ট হইলে সেরূপ সুখোৎপাদনে সমর্থ হয় না। অতএব, শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায় মনোবৃত্তিরও তেজোবাহুল্য এবং ঔৎসুক্য সহকারে চালনা এই উভয়ই আমাদের সুখের কারণ। স্বরানুভাবকতা-শক্তির স্বাভাবিক অল্পতা বশতঃ যাহার কিছুমাত্র স্বর-জ্ঞান ও রাগরাগিণী-বোধ নাই, তাহার সুখপ্রাপ্তির এক প্রধান পথ রুদ্ধ রহিয়াছে। যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি স্বভাবতঃ তেজস্বিনী থাকে ও বিদ্যানুশীলন দ্বারা উত্তমরূপ মার্জ্জিত হয়, তিনি তাহা উৎসাহিত চিত্তে পরিচালন করিয়া যেরূপ অসামান্য আনন্দ অনুভব করেন, নিশ্চেষ্ট মন্দ-বুদ্ধি ব্যক্তিরা তাদৃশ সুখের স্বাদ গ্রহে কদাচ সমর্থ হয় না। তাহারা স্বীয় প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ নিরূপণে অসমর্থতা বশতঃ শারীরিক ও মানসিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া,

তাহার প্রতিফল স্বরূপ অশেষ ক্লেশ ভোগ করে, এবং বুদ্ধিবৃত্তি-চালনায় অভ্যাস না থাকাতে, বিবিধপ্রকার বিশুদ্ধ সুখে বঞ্চিত হয়। সৃষ্টি-ক্রিয়ার আলোচনা করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার স্বরূপ নিরূপণ করাও মহীয়সী বুদ্ধি-বৃত্তির কার্য্য। অতএব যাহারা বিদ্যানুশীলন-বিরহে আপনাদের বুদ্ধিকে অমার্জ্জিত রাখে, এবং সুতরাং পরম সুন্দর বিশ্ব-কৌশল প্রতীতি করিতে, এবং তদ্দ্বারা বিশ্বাধিপের অত্যুৎকৃষ্ট আশ্চর্য্য মহিমার আলোচনা করিতে অসমর্থ হয়, তাহাদিগকে অশেষ-বিধ বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত থাকিতে হয়। পরমেশ্বর-পরায়ণ বিদ্যাবান্ ব্যক্তিরা এই অখিল সংসার রূপ মহারাজ্যের এক এক পরম শুভকর সুচারু নিয়ম অবগত হইয়া যে রূপ প্রগাঢ় প্রমোদ প্রাপ্ত হন, কুসংস্কারাবিষ্ট মূঢ় লোকের ভাগ্যে তাহা কখনই ঘটে না। তাহারা শাস্ত্র-বিশেষের প্রমাণানুসারে কাল্পনিক দেবতাদিগের কল্পিত চরিত্র শ্রবণেই আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করে। তাহারা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডরূপ অখণ্ড্য অভ্রান্ত শাস্ত্রে অধিকারী হয় না, সুতরাং তাহার আলোচনায় যে অপার আনন্দের উদ্ভব হয়, তাহার আস্বাদন মাত্রও প্রাপ্ত হয় না। পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে যে সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহার কতক বৃত্তি এ অংশে বিফলে যায়।

যে সমস্ত পাপানুরক্ত নরাধম ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উপদেশ অবহেলন করিয়া অন্যথাচরণ করে, তাহাদিগের

যে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি চালনার ফল স্বরূপ পবিত্র সুখা-স্বাদনে অধিকার হয় না, ইহাও তাহাদের সামান্য শাস্তি নহে। সুচরিত্র সাধু ব্যক্তি আপনাকে নিষ্পাপ জানিয়া যেরূপ আত্ম-প্রসাদ ও শান্তি-সুখ লাভ করেন, পরমেশ্বর-পরায়ণ জ্ঞানাপন্ন ব্যক্তি জগদীশ্বরের বিচিত্র শক্তি, আশ্চর্য্য জ্ঞান ও অপার মঙ্গলাভিপ্রায়ের আলো-চনায় অন্তঃকরণ সমর্পণ করিয়া যেরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করেন, এবং পর-হিতার্থী দয়াশীল ব্যক্তি দুঃখীকে অন্ন দান, রোগীকে ঔষধ প্রদান, এবং অজ্ঞা-নীকে জ্ঞান দান করিয়া যেরূপ প্রগাঢ় প্রমোদ প্রাপ্ত হন, তাহার স্বাদ-গ্রহণের সামর্থ্য না থাকা কি সামান্য দুঃখের বিষয়। যখন কোন নিরাশ্রয় অনাথ ব্যক্তি কৃত-জ্ঞতা-রসে আর্দ্র হইয়া হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক স্নেহ দয়াবান্ দাতাকে একান্ত মনে আশীর্ব্বাদ করে, অথবা অতি-দীন পিতৃহীন বালক তাঁহার কৃপা-বিন্দু লাভ করিয়া আপনার মলিন মুখের মধুর হাস্য দ্বারা মনের পরিতোষ প্রকাশ করে ও আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক নয়ন-যুগল সজল করিয়া তাঁহার সমক্ষে দণ্ডায়মান থাকে, তখন তাঁহার অন্তঃকরণে কি অনুপম মনোরম সুখেরই উদয় হয়! যিনি চির-জীবন মধ্যে উক্তরূপ একটীও পুণ্যকর্ম্ম করি-য়াছেন, তাঁহার সুখ-সরোবর কখনও নিঃশেষে শুষ্ক হয় না। তিনি যখন তাহা স্মরণ করেন, তখনই তাঁহার হৃদয়-ক্ষেত্র সুধামৃত-রসে অভিষিক্ত হয়। স্বহস্ত-রোপিত-বৃক্ষ-সদৃশ, নিতান্ত প্রতিপালিত, আশ্রিত ব্যক্তির মঙ্গল বার্ত্তা

শ্রবণ করিলে কতই আহ্লাদ হয়! যিনি স্বয়ং জল-তরঙ্গে পতিত হইয়া তথা হইতে কোন মুমূর্ষু ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়াছেন, বা দহ্যমান গৃহে প্রবেশ করিয়া কাহারও প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার মুখাবলোকন করিলে তাঁহার কতই আনন্দ জন্মে! পুণ্য-ক্রিয়ার সঙ্কল্পে সুখ, অনুষ্ঠানে সুখ, অনুষ্ঠান করিলে পরে তাহার আলোচনাতেও সুখোদয় হয়। যে সমস্ত পাপাসক্ত দুরাচার এতাদৃশ সুখ-ভাণ্ডারের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদিগের কর্ম্মানুরূপ শাস্তি প্রাপ্তির আর কত অবশিষ্ট আছে?

ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম সমুদায় পালন করিলে, সাংসারিক উপকার দর্শে, এবং লঙ্ঘন করিলে, অশেষ-প্রকার অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। ধর্ম্মাচরণে যে সাংসারিক সুখের উৎপত্তি হয়, ইহা বলা বাহুল্য। দেখ, স্বপরিবারস্থ সকল ব্যক্তির সহিত সদ্ব্যবহার করিলে, কেমন প্রীতি-পাত্র ও সমাদর-ভাজন হওয়া যায়! যদি আমরা পুত্র ভৃত্যাদির প্রতি স্নেহ, দয়া ও বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করি, তবে তাহারা আপনা হইতেই আমাদের প্রতি অকপট প্রীতি প্রদর্শন করে, এবং প্রফুল্ল মনে সাগ্রহ সহকারে আমাদের অনুজ্ঞা-পরিপালনে যত্নবান্ হয়। এপ্রকার পিতা বা প্রভু কখনই অন্যায় ও অসাধ্য কর্ম্মে অনুমতি করেন না, সুতরাং তাঁহার কার্য্য-সাধনে তাহাদের বিরক্তি হয় না। ধর্ম্মশীল মিত্রের আদেশের সীমা কি? তাঁহার মিত্রেরা তাঁহার প্রেমামৃত-রসে আর্দ্র হয়,

তাঁহাকে যথাসর্ব্বস্ব দিয়া বিশ্বাস করিতে পারে, এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও সদালাপ করিয়া অতুল আনন্দ অনুভব করে। বৈদ্য, বণিক্ ও রাজকীয় কর্ম্মচারীদিগের বুদ্ধি-সম্মত ও ধর্ম্মানুগত বিশুদ্ধাচরণ অভ্যাস পাওয়া অশেষ উপকারের হেতু। তাহা হইলে, তাঁহারা লোকের বিশ্বস্ত ও আদরণীয় হইতে পারেন, এবং তাঁহাদের স্বীয় ব্যবসায়েরও গৌরব ও উন্নতি হইতে পারে।

পরমেশ্বর এক এক ব্যক্তির এক এক বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষাকৃত প্রবল করিয়াছেন। অতএব, প্রত্যেকে এক এক প্রকার কর্ম্ম সাধনে নিযুক্ত থাকিলেই, সংসারের সমুদায় কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হইতে পারে। এই পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত স্বাভাবিক নিয়মই ভূলোকে বিবিধপ্রকার ব্যবসায় সংস্থাপিত হইবার মূল কারণ। "আমি মনুষ্য-বর্গের প্রয়োজন সাধন ও দুঃখ দূরীকরণার্থে পরিশ্রম করিতেছি" এই বিবেচনা করিয়া যে কৃষক ও যে শিল্পকার কার্য্য করে, এবং "ক্রেতাদিগের অনিষ্ট না হয় ও তুষ্টি-সাধন হয়" এই অভিসন্ধি রাখিয়া যে পর হিতৈষী বণিক্ স্বীয় ব্যবসায় নির্ব্বাহ করে, তাহাদেরই বুদ্ধিসম্মত ও ধর্ম্মানুগত কার্য্য করা হয়, এবং তাহাদেরই সম্যক্‌প্রকার সুখ, সন্তোষ ও স্বচ্ছন্দতা লব্ধ হইয়া থাকে। উক্তরূপ কৃষক ও বণিকের অর্জ্জনস্পৃহাবৃত্তিও বিশিষ্টরূপ চরিতার্থ হইতে পারে। বৈদ্য প্রভৃতি সকলেরই প্রতি ঐ ব্যবস্থা। বৈদ্য যদি রোগীর রোগ-শান্তি মাত্রের

উদ্দেশে সমনস্ক হইয়া চিকিৎসা করেন, এবং উকীল যদি নিয়োগকর্ত্তার মঙ্গল মাত্র অভিসন্ধি করিয়া একান্ত যত্নে তাঁহার কর্ম সম্পন্ন করেন, তবে ঐ উকীল ও বৈদ্য স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রভৃতির চরিতার্থতা-জনিত বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ করেন, এবং যথেষ্ট সমাদর, নির্ম্মল যশ ও পরিশ্রমের পারিতোষিক স্বরূপ প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হন।

বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির আদেশানুগত পশ্চাল্লিখিত নিয়ম-ত্রয় পালন করিতে যত্ন করা সকলেরই পক্ষে কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ।—যে ব্যবসায় লোকের হিতকারী, তাহাই অবলম্বন করা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ।—যে পরিমাণ পরিশ্রম করিলে লোকের প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, সেই পরিমাণে পরিশ্রম করা আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ।—যাঁহার যে বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক-ক্ষমতা ও অনুরাগ থাকে, তাঁহার সেই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য।

যদি কোন ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি স্বভাবতঃ সুস্থ ও উৎকৃষ্ট হয়, এবং তিনি যাবজ্জীবন ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সমুদায় প্রতি-পালন করিয়া আইসেন, তবে অনায়াসেই এ কথা বলিতে পারা যায় যে, জগদীশ্বর তাঁহার সমুদায় সাংসারিক প্রয়োজন সাধনের যথেষ্ট উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া

দিয়াছেন, এবং তাঁহাকে নানাপ্রকার মনোবৃত্তি চালনার সামর্থ্য দিয়া তন্নিবন্ধন পবিত্র সুখ সম্ভোগে বিশিষ্টরূপ অধিকারী করিয়াছেন।

পরমেশ্বরের নিয়ম-প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাহা শিক্ষা করা উচিত। অতএব, যেমন ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম জানিতে হইলে, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শারীরস্থান ও শারীরবিধান বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে হয়, সেইরূপ, কোন্ কোন্ ব্যবসায় মনুষ্যের যথার্থ উপকারী, এবং কোন্ বিষয়ে কত পরিশ্রম করিলে তাহার যথোচিত পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই সমুদায় অবগত হইবার নিমিত্ত লোকযাত্রাবিধান বিদ্যাও * অধ্যয়ন করা আবশ্যক। এই বিদ্যা ব্যবসায়ীরা যেমন ধনোপার্জ্জনের পথ প্রদর্শন করেন, সেইরূপ, তাঁহাদের এরূপ উপদেশও প্রদান করা উচিত, যে, কেবল ধন মাত্রই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ নহে, এবং কেবল ধনেই যে সর্ব্বসাধারণ লোকের সুখ-লাভ হয় তাহাও নয়, জ্ঞান এবং ধর্ম্মই স্থায়ী সুখের মূল। লোক যাত্রা-বিধান বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে দারিদ্র-দুঃখের উৎপত্তি হয় এ কথা যথার্থ বটে, কিন্তু ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, সেই দুঃখের কত দূর বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহাও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। অপত্যোৎপাদন-বিষয়ক নিয়মের লঙ্ঘন হওয়াতে, আয় অপেক্ষা সন্তানের সংখ্যা অধিক হইলে, দুঃস্থতা এবং তৎপরে দুর্ভিক্ষ পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। ইহা দুঃখী লোক-

* আয়-ব্যয়-বিষয়ক বিধি-দর্শন শাস্ত্র।

দিগের নিজ কার্য্যের ফল তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদিগের সেই দুঃখ রূপ দাবানলে সাধ্যমত বারিসেচন করা ধনাঢ্যদিগের অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ দেওয়া উচিত। কেবল উপস্থিত দুঃখের প্রতীকার করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। যাহাতে উত্তর কালে তদনুরূপ ক্লেশ-ঘটনা আর না হয়, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। এইরূপ, মনুষ্যের সকল অবস্থাতেই বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করাই শ্রেয়ঃ। তদ্ব্যতিরেকে সুখ বৃদ্ধির উপায়ান্তর নাই।

এক্ষণে প্রায় সকল দেশীয় লোকেরই এই প্রকার সংস্কার আছে যে, কেবল ধন, প্রভুত্ব ও বাহ্য শোভাতেই সুখোৎপত্তি হয়। যদিও কেহ কেহ জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া অন্যপ্রকার উপদেশ প্রদান করেন, কিন্তু কার্য্য-কালে ধনাদি-লাভই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিয়া চলেন। কিন্তু ধন, প্রভুত্ব ও বাহ্য শোভা আমাদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বিষয়, অতএব তদ্দ্বারা কখনও প্রকৃতরূপ সুখ-প্রাপ্তি হইতে পারে না। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উপদেশানুযায়ী কার্য্য না করিলে, সর্ব্বতোভাবে সুখী হওয়া কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে। অনেকেই কেবল ধন ও প্রভুত্ব লাভের উদ্দেশে বিষয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, এবং প্রবৃত্ত হইয়া অশেষ-প্রকার অন্যায় আচরণ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। ইহাতে, তাহারা জ্ঞান ও ধর্ম্মোৎপাদ্য বিশুদ্ধ সুখে বঞ্চিত হইয়া লোকের নিকট অবিশ্বস্ত ও অনাদৃত হয়, ক্রমাগত চৌর্য্য ও প্রতারণায়

প্রবৃত্ত থাকিলে, একবার না একবার ধৃত হইয়া রাজদণ্ডেও দণ্ডিত হয়, এবং কেহ কেহ আপনার অধর্ম্ম ও অবিবেচনা-দোষে গত-সর্ব্বস্ব হইয়া দৈন্য দশায় পতিত হয়। এতদ্দেশীয় ভদ্র লোকদিগের মধ্যে অনেকেরই যেমন আয়-বিষয়ে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা নাই, সেই রূপ, তাঁহাদের ব্যয়-বিষয়েও দূরদৃষ্টি ও ন্যায্যান্যায্য বিচার থাকে না। তাঁহারা অপহরণ, উৎকোচ গ্রহণ ও প্রতারণাদি অশেষবিধ অবৈধ উপায় দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করেন, এবং সুখ্যাতি-লাভ ও ইন্দ্রিয়-সুখ সম্ভোগার্থে দিগ্বিদিগ্-জ্ঞান-শূন্য হইয়া অকাতরে ব্যয় ব্যসন করেন ও উপার্জ্জিত অর্থ অপেক্ষায় অধিক ব্যয় করাতে, অবশেষে ঋণ-গ্রস্ত হইয়া নানা মতে ক্লেশ পাইয়া থাকেন। ঋণ-গ্রস্ত হইলে অবিলম্বে লোকের নিকট লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হয়। প্রথমে মূর্খতা ও প্রতারণা, পরে ঋণ ও যন্তনা, এই চারি শব্দেই তাঁহাদের চরিত্র-বর্ণনা পর্য্যবসিত হয়। প্রথমে তাঁহারা পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন, শেষে তাহার সমুচিত শাস্তি প্রাপ্ত হয়েন।

সংসারের সমুদায় দুঃখই সাংসারিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল, অতএব যাঁহারা কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অভিমত ফল লাভ করিতে না পারেন, পশ্চাল্লিখিত দুই বিষয় তাঁহাদের কৃতকার্য্য না হইবার প্রধান কারণ তাহার সন্দেহ নাই। হয়, তাঁহারা যে ব্যবসায় অবলম্বন করেন, তাঁহাদের তদ্বিষয়ের ক্ষমতা না থাকিবে ; নয়,

কোন কোন অতি প্রবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি তাঁহাদের উপজীবিকা-বিষয়ক সমুদায় কার্য্যের প্রয়োজক হইয়া থাকিবে। যদি উকীলদিগের প্রবলতর বাক্-শক্তি ও তর্ক-শক্তি না থাকে, তবে তাঁহারা কখনই স্বীয় ব্যবসায়ে কৃত-কার্য্য হইতে পারেন না, এবং যে গায়কের উত্তমরূপ কালানুভাবকতা-শক্তি নাই, ও যে চিত্রকরের বর্ণানুভাবকতা, শোভানুভাবকতা, নির্ম্মিৎসা ও অনুচিকীর্ষা বৃত্তি তেজস্বিনী নহে, তাহারা নিজ নিজ ব্যবসায় দ্বারা সমধিক অর্থ উপার্জ্জন ও যথোচিত খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। তদ্ভিন্ন যাহাদিগের শারীরিক প্রকৃতি কেবল শ্লেষ্ম-প্রধান, তাহারা কোন বিষয়ে অভিনিবেশ পূর্ব্বক তৎপর হইয়া কার্য্য করিতে পারে না, সুতরাং কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিলে, লাভ করিতেও সক্ষম হয় না। স্বার্থ-সাধন মাত্র আমাদের ব্যবসায়-নির্ব্বাহের উদ্দেশ্য হইলেও, ঐরূপ অনিষ্ট হইতে পারে। যে চিকিৎসক কেবল মুদ্রা-সংখ্যার উপর দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করেন, সুতরাং যে স্থানে যত-গুলি মুদ্রা হস্তগত হয়, সে স্থানে সেই প্রমাণ যত্ন প্রকাশ করেন, আর যে চিকিৎসক ন্যায়পরতা ও উপচিকীর্ষাদি ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া রোগীর রোগ-প্রতীকার উদ্দেশে চিকিৎসা করেন রোগী ব্যক্তি এই উভয়ের গুণাগুণ এক কটাক্ষেই বুঝিতে পারেন। তিনি দেখিতে পান, চিকিৎসক, উপচিকীর্ষাদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় দ্বারা নিয়োজিত হইলে, রোগীর শরীরের ভাবাদি যেমন স্পষ্টরূপ

বুঝিতে পারে, কেবল অর্জ্জন-স্পৃহাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইলে, সেরূপ কখনই পারে না। অতএব, পীড়িত ব্যক্তি ন্যায়বান্ পরোপকারী চিকিৎসককে নিযুক্ত করিতে পারিলে, স্বার্থ-পরায়ণ কুটিল-স্বভাব বৈদ্যকে কখন চাহেন না।

এই সমুদায় উদাহরণ দ্বারা প্রতীত হইয়াছে যে, ব্যবসায়ের হানি হওয়াও প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। কিন্তু সংসারের স্বরূপ এইরূপ যে, একের দোষে অনেকের পদে পদে অপকার হইয়া থাকে। বণিকদিগের আপনার অনৈপুণ্য ও অবিবেচনা এবং অংশী ও কর্ম্মচারী দিগের অপটুতা-ও বিশ্বাসঘাতকতা, উভয় কারণেই ক্ষতি ও অসম্ভ্রম হইতে পারে। জনসমাজে অনেকে একত্র মিলিত হইয়া বিস্তর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। যে সমস্ত নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সে সমুদায় সম্পন্ন করা উচিত, তাঁহার নাম সামাজিক নিয়ম। সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যেপ্রকার অনিষ্ট ঘটনা হয়, সংক্ষেপে তাহার বিবরণ করা যাইতেছে।

সামাজিক নিয়ম।

মনুষ্যদিগের পরস্পর সাপেক্ষতা বিস্তর সুখের মূল। গৃহ-নির্ম্মাণ, শস্যোৎপাদন, নৌকা-গঠন, বস্ত্র-বয়ন, ইত্যাদি যে সমস্ত সুখ-জনক কর্ম্ম লোকের সমবেত চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে, তাহা এক ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত

হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। তদ্ভিন্ন, সমাজ-বদ্ধ হইয়া বসতি করাতে আমাদের অনেকানেক মনোবৃত্তি সম্যক্ চরিতার্থ হইয়া অবশেষবিধ সুখ সমুদ্ভাবন করে। কাম, অপত্য-স্নেহ, আসঙ্গ-লিপ্সা, উপচিকীর্ষা, ন্যায়-পরতা, লোকানুরাগ-প্রিয়তা প্রভৃতি অতিশুভঙ্করী বৃত্তি সমুদায় জন-সমাজে অপর্য্যাপ্ত উপভোগ প্রাপ্ত হইয়া সততই চরিতার্থ হয় ও নিয়তই সুখোৎপাদন করে। বিশেষতঃ, মনুষ্যবর্গকে একত্র সংগ্রহ করিয়া সমাজবদ্ধ করাই আসঙ্গ-লিপ্সা-বৃত্তির এক মাত্র উদ্দেশ্য। অতএব যিনি আমাদিগকে এই সুখকরী বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, আমাদিগের গৃহস্থ ও জন-সমাজস্থ হওয়া যে তাঁহার নিতান্ত অভিপ্রেত তাহার কোন সন্দেহ নাই। মনুষ্যের এই বৃত্তি থাকাতে, স্বভাবতই অন্য-সংসর্গে প্রবৃত্তি হয়। শিশুগণ মাতৃ বা ধাত্রী ক্রোড়ে গমন করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হয়। বালকেরা স্বীয় বয়স্যদিগের সংসর্গী হইবার নিমিত্তই বা কেমন উৎসুক হয়। আর প্রাপ্ত-বয়স্ক ব্যক্তিরা স্বকীয় মিত্র-মণ্ডলীর সহবাসে মধুরালাপে কাল-যাপন করিতে পারিলেই বা কেমন প্রফুল্ল থাকেন। আমরা অন্যের সহিত মিত্রতা করিয়া, অন্যের প্রিয় পাত্র হইয়া ও অন্যের উপকার করিয়া যে সকল পরম পবিত্র স্বর্গোচিত সুখ সম্ভোগ করি, লোক সংসর্গ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিজনে বাস করিলে, তাহাতে সম্পূর্ণ রূপে বঞ্চিত হইতে হয়। ফলতঃ, যদি আমরা নিঃসঙ্গ হইয়া একাকী

নির্জ্জনে বসতি করি, তবে আমাদিগের মনোবৃত্তি সমুদায়ের অধিকাংশই স্ব স্ব বিষয় প্রাপ্ত না হওয়াতে অকৃতার্থ থাকে, এবং সুতরাং স্ব স্ব সাধ্যানুরূপ সুখোৎপাদনে এক বারেই অসমর্থ হয়। এপ্রকার অবস্থায় থাকিলে, পশুদিগের সহিত মনুষ্যদিগের কিছুমাত্র বিভিন্নতা থাকিত না, বরং তাঁহাদিগের অবস্থা পশুদিগের অবস্থা অপেক্ষাও অপকৃষ্ট হইত। পশুদিগের আত্ম-রক্ষার্থে যেরূপ নখ, শৃঙ্গ, লোমাদি নানা উপায় আছে, মনুষ্যের তদনুরূপ উপায় না থাকাতে, অতি সামান্য হেতুতেই প্রাণবিয়োগ হইত। অতএব, পরস্পর-সাপেক্ষতা আমাদিগের সকল সম্পদের মূল, এবং যিনি এই পরম শুভকরী সামাজিক ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়াছেন, তিনি সকল মঙ্গলের আকর। তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক সামাজিক নিয়ম শিক্ষা করা ও শিক্ষা করিয়া পালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

একাকী নৌকা চালনা করিয়া অধিক দূর গমন করা সম্ভাবিত নহে, অনেকের সমবেত চেষ্টার অপেক্ষা রাখে। যাহাদিগকে নৌকা চালনা করিতে হয়, তাহাদিগের তদ্বিষয়ক নিয়ম, জলের গতি, নদী ও সমুদ্রের আবর্ত্ত, গুপ্ত চর, বায়ুর প্রভাবানুসারে পাল-নিয়োজন, পথের গুণাগুণ ইত্যাকার সমস্ত ব্যাপার সম্যক্ শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। যে নাবিক এই সমুদায় বিষয়ে সুদক্ষ, সদা সতর্ক ও স্বকর্ত্তব্য-সাধনে তৎপর, এবং ব্যসনে ও মাদক-সেবনে একে বারেই বিরত তাহার নৌকায় আরোহণ

করিলে, নির্ব্বিঘ্নে উদ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হওয়া যায়। কিন্তু যে নাবিকের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল, এবং বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ক্ষীণ, সুতরাং নৌকা-পরিচালন-কার্য্যের অনুপযুক্ত, এবং যে সর্ব্বদাই প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া থাকে, তাহার নৌকায় আরোহণ করিলে, জল-মগ্ন হইয়া প্রাণবিয়োগ হইতে অব্যাজ। যে সকল পোত-বাহক কোন অনুপযুক্ত কর্ণধারের দোষ গুণ পরীক্ষা না করিয়া তাহার কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তাহাদের বিস্তর ক্লেশ প্রাপ্তি হইয়া মৃত্যু-ঘটনা পর্য্যন্ত হইতে পারে।

আপনার কার্য্য-নির্ব্বাহার্থে সহকারী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলে, শ্রম-লাঘব হয় বটে, নির্ব্বোধ দুর্ব্বৃত্ত লোক নিযুক্ত করিলে, তাহার ভ্রম, প্রমাদ, চৌর্য্য ও প্রতা-রণা দ্বারা কর্ম্ম-ক্ষতি, ধন-ক্ষয় ও আপনার বা আত্মীয় ব্যক্তিদিগের প্রাণের উপরেও আঘাত হইবার সম্ভাবনা।

অনেকে পরস্পর অংশী স্বরূপে বাণিজ্য-ব্যাপারে নিযুক্ত হইলে, বাহুল্যরূপ ব্যবসায় ও যথেষ্ট অর্থ-লাভ হইতে পারে; কিন্তু প্রত্যেকের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিষয়ক নিয়ম অবগত থাকা ও তৎ-প্রতিপালনে যত্নবান্ হওয়া উচিত। যদি কোন বাণিজ্যাগারের এক অংশী, কলিকাতায় ও অন্য এক অংশী লণ্ডন নগরে থাকেন, তবে লণ্ডন-নগরস্থ অংশীর ভ্রম, অনবধান, অথবা প্রতারণায় কলিকাতাস্থ অংশীর সর্ব্বনাশ হইতে পারে। সমবেত বাণিজ্য সামাজিক নিয়ম-সিদ্ধ বটে, কিন্তু সামাজিক নিয়ম অবলম্বন করিতে হইলে, তৎপরিপালনার্থে যে

যে প্রকরণ করিতে হয়, তাহার অন্যথাচরণ করিলেই অনিষ্ট ঘটে। যাহাদিগের সহিত বিষয়-ঘটিত সংস্রব রাখিতে হয় তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বশীভূত থাকিয়া কার্য্য করিবার চেষ্টা ও ক্ষমতা আছে কি না, তাহা বিশিষ্ট রূপে অনুসন্ধান করা উচিত। সামাজিক নিয়ম পালন বিষয়ে এই গুরুতর তত্ত্বে দৃষ্টি রাখা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

সামাজিক নিয়মের স্বরূপ ও তৎপ্রতিপালনের রীতি নির্দ্দেশ করা গেল। এক্ষণে, তাহা লঙ্ঘন করিলে কিরূপ অনিষ্টোৎপত্তি হয়, তাহার আর দুই চারি উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

মনুষ্যের মনোবৃত্তি সমুদায়ের পরস্পর সমঞ্জসীভূত থাকিয়া চরিতার্থ হওয়া যদি পরমেশ্বরের অভিপ্রেত হয়, এবং যদি সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত তাহাদের ঐক্য থাকে, তবে কোন জন-সম্প্রদায়ের লোকে সঙ্কল্পারূঢ় হইয়া কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়কে ক্রমাগত চরিতার্থ করিলে ও উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের চরিতার্থতা-সাধনে সযত্ন না হইলে, অবশ্যই ক্লেশ পায় তাহার সংশয় নাই। এতদ্দেশীয় লোকের অবস্থা দৃষ্টি করিলেই, এ বিষয়ের যথেষ্ট উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

১।—যে দেশে অন্ন অপেক্ষা লোকের সংখ্যা অধিক, সে দেশের লোকের সমূহ ক্লেশ উৎপন্ন হয়; অতএব, আপন আপন অবস্থানুসারে অপত্যোৎপাদিকা শক্তির সংবরণ করা উচিত, যাবৎ পরিবার-প্রতিপালন ও সন্তান-

গণের শিক্ষা-সংসাধনের উপযোগী অর্থ সঙ্কলন বা অর্থ-সঙ্কলনের উপায় অবধারণ করিতে না পারা যায়, তাবৎ বিবাহ করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। যদি কোন বহু-লোক-সমাকীর্ণ জনপদের মনুষ্যেরা এই নিয়ম অবহেলন করিয়া অল্প বয়সে স্ত্রীপরিগ্রহ করে ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপত্যোৎপাদিকা শক্তিকে পর্য্যাপ্ত রূপে চরিতার্থ করে, তবে দারিদ্র্য ও অনশন নিমিত্তক অকালমৃত্যু দ্বারা সে দেশের লোক-সংখ্যার হ্রাস হইতে থাকে। এতদ্দেশীয় লোক এই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিতেছে। অনেক ব্যক্তি কতকগুলি কুপোষ্য পুত্র কন্যা লইয়া এরূপ বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হয়, যে তাহা বর্ণন করা যায় না। ঐ কুপোষ্যগণের ভরণ পোষণের ভার যাঁহার উপর সমর্পিত আছে; তিনি তদুপযোগী ধনের চতুর্থাংশও উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হন না। কেহ কেহ নিতান্ত নিরুপায় হইয়া অন্ন-চিন্তায় ব্যাকুল হন, এবং ঋণ-গ্রস্ত হইয়া কোন ক্রমে শাকান্ন আহার করিয়া দিনপাত করেন। কত কত সদ্বংশ-জাত ভদ্র লোক অন্নাভাবে মৃত-প্রায় হইয়া অবশেষে ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করে। কেহ কেহ বিষয়কর্ম্মের চেষ্টায় অর্দ্ধ আয়ুঃ শেষ করিয়া অবশেষে নিতান্ত নিরাশ হইয়া, পরিবার পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশত্যাগ করে। যাহাদের উদর-পূর্ত্তি হওয়া দুঃসাধ্য, তাহাদের জ্ঞানচর্চ্চাই বা কোথায়? ধর্ম্ম-চিন্তাই বা কোথায়? এই সমস্ত দুঃসহ দুঃখ-রাশি উদ্বাহ,

অপত্যোৎপাদন ও অন্যান্য নানাবিষয়সম্বন্ধীয় প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল।

এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে মানব-প্রকৃতির যে প্রকার বিবরণ করা গিয়াছে, তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে, আমাদের সমুদয় মনোবৃত্তি যথোচিত সংযত করা উচিত। অর্জ্জনস্পৃহা-বৃত্তি অতিমাত্র বলবতী হইলে, অর্থাপহরণে আসক্তি হয়। অপত্যস্নেহ বুদ্ধিবৃত্তির অবাধ্য হইলে, সন্তানদিগের দুষ্প্রবৃত্তি-দমনে বিরত হইয়া তদ্বিষয়ে উৎসাহ দিতে অনুরাগ হয়। উপ-চিকীর্ষা-বৃত্তি ন্যায়পরতার বল অতিক্রম করিয়া উঠিলে, অপরাধীকে নিরপরাধবৎ নিষ্কৃতি দিয়া বিচারস্থলে অবিচার করিতে প্রবৃত্তি হয়। অতএব, যখন অন্যান্য সমুদায় মনোবৃত্তিকে যথোচিত দমন করা উচিত, তখন কেবল অপত্যোৎপাদিকা শক্তিকে এ নিয়মের বহির্ভূত বিবেচনা করা কোন ক্রমেই যুক্তি-সিদ্ধ নহে। পরমেশ্বর আমাদের রিপু-দমন ক্রিযাকে কর্ত্তব্যের মধ্যে গণিত করিযাছেন, এবং বাহ্য বস্তু সমুদায়েরও তদুপযোগিনী সুশৃঙ্খলা কবিযা আপন অভিপ্রায ব্যক্ত কব্রিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের দেশীয় লোকেরা এই সমস্ত পরম শুভকর নিযমের নিগূঢ় তাৎপর্য্য অবগত না থাকাতে, ক্রমাগতই তদ্বিরুদ্ধ ব্যবহার করিতেছেন ও তাহার প্রতিফলস্বরূপ যৎপরোনাস্তি শাস্তিভোগ করিযা আসিতেছেন। পবিবার-প্রতি-পালনের উপায ধার্য্য না করিযা যে বিবাহ করা উচিত

নহে, ইহা এতদ্দেশীয় লোকের অন্তঃকরণে কস্মিন্ কালে উদয় হয় নাই। কেহ কেহ বহু স্ত্রীর পানি গ্রহণ করিয়া সংসারের দুঃখ-স্রোতঃ ও পাপ-প্রবাহ প্রবল হইবার মুখ্য কারণ হইতেছেন। এই অধিবেদন-বিষয়িণী প্রথা যে পর্য্যন্ত অপকারিণী, তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই। এ দেশের লোক স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন, তাঁহারা অধিবেদন ও তৎপ্রযোজক কৌলীন্য-মর্য্যাদা এই উভয় রীতি প্রচলিত রাখাতে, জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছেন কি না? এবং তদ্দ্বারা আপনাদিগের দৈন্য দশা বৃদ্ধি করিয়া পাপানল প্রবল করিতেছেন কি না?

২। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সমুদায়ের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া ও অপরাপর বৃত্তি সকলকে তাহাদের বশ-বর্ত্তিনী রাখিয়া, কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ক্রমে ক্রমে অনিষ্ট-নিবারণ ও ইষ্ট-সাধন হইয়া দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখ-বৃদ্ধি হইতে থাকে। জগদীশ্বর আমাদিগকে অতি-বিস্তৃত উর্ব্বরা ভূমি প্রদান করিয়াছেন, আমরা যদি অত্যুৎকৃষ্ট ইয়ুরোপীয় হলযন্ত্র দ্বারা তাহা কর্ষণ করি, এবং উত্তমোত্তম বাষ্পীয় যন্ত্র দ্বারা কৃষ্যুৎপন্ন দ্রব্যে পরিধেয় ও অপরাপর ব্যবহার্য্য বস্তু প্রস্তুত করি, তবে প্রতিদিবস অল্প ক্ষণ পরিশ্রম করিলেই, প্রযোজনোপ-যোগী সমুদায় সামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে। লোকে যদি উপজীবিকা-নির্ব্বাহার্থে আবশ্যক মত কর্ম্ম করিয়া কায়িক পরিশ্রমে নিবৃত্ত হয়, এবং অবশিষ্ট কাল বুদ্ধি-

বৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি পরিচালনায ক্ষেপণ করে, তবে তাহাদের সর্ব্ব প্রকারেই সুখোৎপত্তি হয তাহার সন্দেহ নাই। লোকের ভরণ পোষণ ও সুখ স্বচ্ছন্দতা সমাধানার্থ যে প্রমাণ সামগ্রী আবশ্যক, সেই প্রমাণমাত্র প্রস্তুত হইলে, তাহাব উচিত মূল্য অবধাবিত থাকে, সুতরাং প্রস্তুতকারকেরা স্বীয পরিশ্রমের যথোচিত পুরস্কার প্রাপ্ত হইতে পারে। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায বিহিত বিধানে চালনা করিলে, সমুদায মনোবৃত্তি পরস্পর সমঞ্জসীভূত ও স্ব স্ব বিষযে ব্যাপৃত থাকিয়া যেরূপ আনন্দ উদ্ভাবন করে, সেরূপ আনন্দ আর কিছুতেই হয না। যে দেশের সর্ব্ব সাধারণ লোক উল্লিখিতরূপ আচরণ করিযা কাল-হরণ করিতে পারে, সে দেশে জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে তাহার সন্দেহ নাই। ঐ সকল লোকের সন্তানেরা, পৈতৃক ও মাতৃক গুণ অধিকার করিযা জন্মগ্রহণ করাতে, পুরুষে পুরুষে উৎকৃষ্ট স্বভাব প্রাপ্ত হইতে পারে। তাহারা পূর্ব্বপুরুষদিগের অপেক্ষায় কেবল অধিক বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে পারে এমত নহে, তদপেক্ষায় তেজস্বিনী বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় লাভ করিতে সমর্থ হয, এবং তাহা জন-সমাজের কল্যাণার্থে নিযোজন করিয়া সাংসারিক সুখ-সম্পাদন করিতে সক্ষম হয।

আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার বিষয বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এ সমুদায অভিপ্রায় সম্পন্ন

হওয়া স্বপ্ন-কল্পিত ব্যাপারের ন্যায় অসম্ভাবিত বোধ হয়। এ দেশে কৃষিকার্য্য যাহাদের উপজীবিকা, তাহারা সকলেই বিদ্যা-বিহীন ইতর লোক। তাহারা কৃষি-বিদ্যায় সুশিক্ষিত নহে, সুতরাং উৎকৃষ্ট প্রণালীক্রমে কৃষিকার্য্য-সম্পাদনে সমর্থ হয় না।* ভদ্র লোকেরা এ বৃত্তি অবলম্বন করা অপমানের বিষয় বোধ করেন। এতদ্দেশে যেরূপ রীতি ক্রমে কৃষি-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে কৃষকদিগকে একাদিক্রমে অধিক কাল ব্যাপিয়া পরিশ্রম করিতে হয়। এনিমিত্ত যদিও তাহারা বিদ্যা ও ধর্ম্মের অনুশীলন করণার্থে অবসর না পায়, তথাচ এত শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে, যে তদ্দ্বারা স্বীয় পরিবারের ভরণ পোষণ করিয়া স্বচ্ছন্দে কালহরণ করিতে পারে। কিন্তু এ দেশের কতকগুলি ভূস্বামী এবং তাহাদের অনুচরেরা যেরূপ প্রজা-পীড়ন করিয়া অর্থাপহরণ করেন, তাহাতে প্রজাদিগের উদরান্ন সম্পন্ন

* বারাসত গ্রামে একটী কৃষি-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। তথায় ভদ্র লোকের সন্তানেরা কৃষি-কার্য্য শিক্ষা করিতেছে। এই বিষয়ের অনুষ্ঠান অত্যন্ত শুভ-সূচক। এবং যাঁহারা ইহার সূত্রপাত করিয়াছেন তাঁহারা বিশিষ্টরূপ প্রতিষ্ঠাভাজন। স্থানে স্থানে কৃষি-বিদ্যালয় ও শিল্প-বিদ্যালয় সংস্থাপিত না হইলে, এ দেশের শ্রীবৃদ্ধি হওয়া কোন মতেই সম্ভব নহে।

এই পুস্তক প্রথম বার মুদ্রিত হইবার পর, কলিকাতায় একটি স্বচারু শিল্প-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। ঐ বিদ্যালয়ের সূত্রপাত এতদ্দেশের ভাবী কল্যাণের সূত্রপাত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

হওয়া দুঃসাধ্য। প্রজারাও জ্ঞানবান ও ক্ষমতাবান নহে, সুতরাং এ বিষয়ের প্রতীকার চেষ্টা করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞান-বল ও ধর্ম্ম-বলই প্রধান বল, যাহারা পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া তাহাতে বঞ্চিত হইযাছে, তাহাদিগকে অবশ্যই ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে। আর ঐ সকল নিষ্ঠুর-স্বভাব দুর্দ্দান্ত ভূস্বামীও অবিহিত আচরণ দ্বারা আপনাদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়কে অত্যন্ত প্রবল করাতে তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইতেছেন। তাঁহাদের কুব্যবহারে প্রজাদিগের কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, এবং তন্মধ্যে যাহারা কিছু ক্ষমতাপন্ন, তাহারা তাঁহাদিগের অত্যাচার নিবারণার্থ বিশিষ্ট রূপে সচেষ্টিত হয়। এই হেতু, মধ্যে মধ্যে প্রজায় ও ভূস্বামীতে ঘোরতর বিবাদ-ঘটনার বিষয় শ্রুত হওয়া যায়। প্রজার সহিত বিবাদ করিয়া অনেকানেক ভূস্বামীকে রাজ-দ্বারেও দণ্ডিত হইতে হইযাছে, এবং চিরজীবনের মত অপ্রকাশ থাকিয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছে। তাঁহারা প্রজা নিষ্পীড়ন করিয়া যত অর্থ সংগ্রহ করেন, এইরূপ মোকদ্দমাদি উপলক্ষেই যে তাহার অধিকাংশ ব্যয় করিতে হয়, বরং কখন কখন ঋণজালে বদ্ধ হইয়া কষ্ট ভোগ করিতে হয়, ইহাও তাঁহাদের অত্যাচারের প্রতিফল বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। তাঁহারা প্রজাগণের নিষ্পীড়ন করাতে, তাহাদিগের অনাদর-ভাজন হইতেছেন, তদ্বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়েও বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উপদেশ অবহেলন

করিযা সর্ব্বদা বিরক্তি, উৎকণ্ঠা, অপমান ও ধনক্ষযরূপ অশেষ শাস্তি ভোগ করিতেছেন, এবং বোধ হয, উক্তরূপ অত্যাচার করণে নিবৃত্ত না হইলে, উত্তর কালে এতদপেক্ষায়ও গুরুতর প্রতিফল প্রাপ্ত হইবেন। 'যদি কোন দেশের কোন ভূস্বামী স্বয়ং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিযা লোকেব সহিত তদনুযাযী ব্যবহার করিতে পারেন,' এবং তাঁহার অধিকারস্থ প্রজা সকল জ্ঞানাপন্ন ও ধর্ম্ম-পরায়ণ হইযা ন্যাবানুগত আচরণ করিতে প্রবৃত্ত থাকে, তবে তিনি অন্তরে ও বাহিরে কেবল সুখের ব্যাপারই দৃষ্টি করেন তাহার সন্দেহ নাই। সমঞ্জসীভূত মনোবৃত্তি সকলকে চরিতার্থ করিয়া, স্বীয় অধিকারস্থ জনপদ সকল স্বর্গোপম সুখ-ধাম দৃষ্টি করিয়া—জ্ঞানবান্ পুণ্যাত্মা প্রজাদিগের প্রীতি-ভাজন ও সমাদর-ভাজন হইয়া—বিবাদ বিসংবাদ এবং অজ্ঞান ও অধর্ম্ম জনিত দুঃখ-রাশি হইতে নির্ম্মুক্ত থাকিযা—আপনাকে পরম-মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের অনুমতি পরিপালনে সমর্থ জানিয়া, তিনি যে প্রকার অনুপম সুখ সম্ভোগ পূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, এতদ্দেশীয় দুঃশীল ভূস্বামীরা তাহার স্বাদ-গ্রহেও সমর্থ নহেন। ভূমণ্ডলে এরূপ অথবা তদনুরূপ সুখ-ব্যাপারের ঘটনা হওয়া একণে অসম্ভাবিত বোধ হয় বটে, কিন্তু যখন জগদীশ্বর আমাদের শুভাভিপ্রাযেই সমুদায বাহ্য বিষয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতিতে তাঁহার সম্যক উপযোগিতা

রাখিয়াছেন, তখন শীঘ্র না হউক, কাল-বিলম্বেও তাঁহার শুভকর অভিপ্রায় সম্পন্ন হইয়া ভূমণ্ডল অপর্য্যাপ্ত আনন্দ-রসে পরিপ্লুত হইবে তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমাদিগের দেশীয় লোকের মধ্যে যাঁহারা প্রাকৃতিক নিয়মের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতেছেন, তাঁহাদিগের স্বদেশের দুরবস্থা-বিমোচনার্থে লোকদিগকে ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম প্রতিপালন বিষয়ে উপদেশ দেওয়া উচিত, এবং যাহাতে এতদ্দেশস্থ সর্ব্বসাধারণ লোকে আপনাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির প্রাধান্য বুঝিয়া ও অপরাপর বৃত্তি সমুদায়কে তাহাদের বশবর্ত্তিনী রাখিয়া, তদনুযায়ী সাংসারিক ব্যবহার প্রচলিত করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার চেষ্টা করা সর্ব্বতো ভাবে কর্ত্তব্য।

৩।—শরীরের স্থূলতা, দীর্ঘতা, বলবত্তা ও অন্যান্য বিষয়ে মনুষ্যদিগের যেমন পরস্পর বিভিন্নত আছে, তাঁহাদের মানসিক প্রকৃতি বিষয়েও সেইরূপ দৃষ্টি করা যায়। যখন পরমেশ্বর ব্যক্তি বিশেষের মনোবৃত্তি-বিশেষ অপেক্ষাকৃত প্রবল করিয়াছেন, তখন সকলেরই এক ব্যবসায় অবলম্বন করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। আপনার স্বাভাবিক শক্তি ও স্বদেশের অবস্থা বিবেচনা করিয়া তদুপযুক্ত ব্যবসায় অবলম্বন করিলে, জন-সমাজেরও কার্য্য-সাধন হয়, এবং আপনারও অনায়াসে জীবিকা-নির্ব্বাহ ও সুখ-প্রাপ্তি হয়। আমাদিগের এই বিবেচনা না থাকাতে, এ দেশ দারিদ্র্য রূপ দাবানলে

দগ্ধ হইতেছে। এ দেশের ভদ্র লোকেরা কেবল রাজকীয় কর্ম্ম ও লিপিকর-ব্যবসায় ভিন্ন অন্য অন্য সমুদায় ব্যবসায়কে হেয় ও অপমান-জনক বোধ করেন, অল্প বাণিজ্যকে উঞ্ছবৃত্তি বলিয়া ঘৃণা করেন, এবং সর্ব্বপ্রকার শিল্প-কার্য্য কেবল ইতর লোকেরই কর্ত্তব্য বলিয়া তদ্বিষয়ে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই কুসংস্কার বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুমত নহে। যদ্দ্বারা লোকের সুখোৎপত্তি ও দুঃখ-নিবৃত্তির ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা কখনই এই সমুদায় প্রধান মনোবৃত্তির অভিমত হইতে পারে না। অতএব, উক্ত কুসংস্কারের অনুগত হইয়া চলিলে, ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়, এবং নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। এ দেশের যে অংশে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই অংশেই এই নিয়ম লঙ্ঘনের সমুচিত প্রতিফল দৃষ্টিগোচর হয়। ভদ্র লোকের মধ্যে অধিকাংশে কেবল লিপিকর-ব্যবসায় অবলম্বনেরই চেষ্টা করেন। বহু লোকে এক ব্যবসায় অবলম্বনার্থ সচেষ্ট হইলে, সহজেই কর্ম্ম অপেক্ষায় কর্ম্মার্থীর সংখ্যা অধিক হইয়া উঠে, এবং তাহা হইলে সুতরাং কতক লোককে কর্ম্মাভাবে নিরবলম্ব থাকিয়া অন্নাভাবে কষ্ট পাইতে হয়। এ দেশের ভদ্র লোকদিগের অবিকল এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। তাঁহারা রাজকীয় কার্য্যালয়ে, প্রধান প্রধান বণিক্‌দিগের বাণিজ্যাগারে, বা ভূস্বামীদিগের অধিকারে কোন কর্ম্ম প্রাপ্তির নিমিত্তেই অনন্যমনে চেষ্টা করেন। কেহ কেহ ক্রমা-

গত ১০। ১২ বৎসর বিষয় কর্ম্মের চেষ্টায় পথে পথে ও দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, তথাপি ব্যবসায়ান্তর অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হন না। তাঁহাদের এ ভ্রম কত দিনে দূরীকৃত হইবে? তাঁহাদের কি বিপরীত বুদ্ধিই উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা দাসত্বকে পরম-সুখকর বলিয়া বিবেচনা করেন, আর কৃষি-কার্য্য, শিল্প-কার্য্য, বাণিজ্য প্রভৃতি যে সকল ব্যবসায়ে প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি চালনার বিলক্ষণ উপযোগিতা আছে, এবং যাহা অবলম্বন করিলে, আপনার মান, সম্ভ্রম ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া মনের সুখে অক্লেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়, তাহা, অপকর্ম্ম ও উঞ্ছবৃত্তি বলিয়া হেয় জ্ঞান করেন। কিন্তু তাঁহাদের ভ্রম জন্মিযাছে বলিয়া যাহ বিষয়ের অন্যথাভাব ও পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-প্রণালীর ব্যতিক্রম হইতে পারে না। অতএব, তাঁহারা বিশ্বাধিপের অনভিপ্রেত কার্য্য করাতে যৎপরোনাস্তি শাস্তি ভোগ করিতেছেন। যদিও প্রাকৃতিক নিয়মের অন্যথাচরণ ও লোকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রতিরোধ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে, তথাচ পূর্ব্বে যখন এক এক বর্ণের এক এক প্রকার বৃত্তি নিরূপিত ছিল, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের যজন যাজনাদি, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ ও রাজকার্য্য, বৈশ্যের বাণিজ্যাদি, বৈদ্যের চিকিৎসা, কায়স্থের লিপিকরতা, ও অন্যান্য লোকের অন্যান্য বৃত্তি নির্দ্ধারিত ছিল, তখন এতাদৃশ দুঃসহ ক্লেশ ঘটনার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু

এক্ষণে ব্রাহ্মণ বৈদ্যাদি ভদ্র লোক ও বণিক্ তন্তুবায়াদি ইতর লোক সকলেই লিপিকর হইবার জন্য ব্যগ্র। পূর্ব্বে যাহা কেবল কায়স্থের বৃত্তি ছিল, এক্ষণে সকল বর্ণেই সেই বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে। যে অন্নে এক জন মাত্রের উদর-পূর্ত্তি হওয়া সম্ভব, তাহাতে দশ জনের ক্ষুধা-নিবৃত্তি কি প্রকারে হইতে পারে? একারণ, ভদ্র লোকের পরিবার প্রতিপালন ও মান সম্ভ্রম রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। ভদ্র লোকেরা শিল্পকর্ম্ম করিতে চাহেন না, অথচ ইতর লোকে ভদ্র লোকের বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে, এ প্রযুক্ত শিল্পকর্ম্ম অপেক্ষা শিল্পী লোকের সংখ্যা অল্প হওয়াতে, অক্লেশে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইবারও ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। এই রূপে এতদ্দেশীয় লোকের দুঃখানল দিন দিন প্রজ্বলিত হইতেছে। কি রূপে কত কালে সে অগ্নি নির্ব্বাণ হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? তবে পরমেশ্বর-প্রসাদে দুঃখের একশেষ হইলে সুখের প্রারম্ভ হয়, এই আশায় নির্ভর করিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায়, কখন না কখন আমাদের দুঃখ-রাশি দূরীকৃত হইবে। দুঃখ-ভোগই সুখচেষ্টার প্রবর্ত্তক হইবে ও বিদ্যা-প্রচার দ্বারা লোকের কুসংস্কার সকল বিনষ্ট হইয়া এক্ষণকার অপেক্ষায় উৎকৃষ্টতর আচার ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারিবে। কিন্তু এ দেশের লোক যে কত কালে এই সমস্ত যথার্থ তত্ত্বে আদর করিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহা এক্ষণে অনুমানেও উপস্থিত হয় না।

৪।—ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে কি প্রকার সাংসারিক অমঙ্গলের ঘটনা হয়, ১৭৬৯ শকের বাণিজ্য-ঘটিত বিপত্তি তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত-স্থল। ইউনিয়ন্ ব্যাঙ্কের অসম্ভ্রম ঘটনাই যে তাহার প্রধান কারণ ও ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষদিগের সাতিশয় স্বার্থপরতাই যে ঐ অসম্ভ্রম-ঘটনার অদ্বিতীয় হেতু, ইহা অপর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে। প্রধান প্রধান বাণিজ্যাগারের যে সকল অংশী ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষতা-পদে অধিরূঢ় ছিলেন তাঁহারাই তাহার সর্ব্বনাশ করেন। তাঁহারা সাধারণের ধন পর্য্যবেক্ষণ ও তদ্বিষয়ক মঙ্গল-চিন্তনার্থে যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আপন আপন লোভানলে আহুতি-দানার্থেই তাহা নিয়োজন করেন।

কলিকাতাস্থ ইংরেজ বণিকেরা যেরূপ ব্যবসায় অবলম্বন করেন ও যেরূপ ব্যয় ব্যসনাদি করিয়া কাল হরণ করেন, অতি প্রবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়ই তাহার প্রবর্ত্তক তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহারা অত্যল্প মূল ধন লইয়া কার্য্যারম্ভ করেন, এখানকার অদূরদর্শী মনুষ্য-দিগের নিকট হইতে বিনা প্রতিভূ ও বিনা মূল্যে ধন ও পণ্য গ্রহণ করেন, তদ্দ্বারা ছলে, কলে কৌশলে নিজ নিজ বাণিজ্য-কার্য্য বিস্তারিত করিতে থাকেন ও আপনারা ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইয়া অশেষবিধ ইন্দ্রিয়োপ-ভোগ সমাধান বিষয়ে সম্ভবাতীত ব্যয় করিয়া থাকেন। উত্তম অট্টালিকা, বহুমূল্য সুদৃশ্য যান, শোভমান পরি-চ্ছদ, বহু-সমৃদ্ধি-সাধ্য আহার বিহার ইত্যাদি বিষয়েই

তাঁহাদের সমুদায় অর্থ ব্যয় হয়, সুতরাং অবিলম্বেই ব্যবসায়ে ক্ষতি হইয়া অসম্ভ্রম ঘটিয়া উঠে। এই সকল ইয়ুরোপীয় বণিক্ কেবল ধনই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করেন। ধর্ম্ম বিষয়ে অনুরাগী হন না, এবং অপযশ হইলেও লজ্জা বোধ করেন না; অসম্ভ্রম হইলে, ইঁহারা ইন্সাল্বেন্ট কোর্টের আশ্রয় লইয়া মহাজনদিগকে বঞ্চিত করেন, এবং অম্লান বদনে অধর্ম্ম-নিয়োজিত পূর্ব্বরূপ বাণিজ্যে পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরাও এই শ্রেণীস্থ লোক। অতএব, তাঁহারা স্বার্থ-পরবশ হইয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মকে লোভরূপ জলধি-জলে বিসর্জ্জন দিলেন, আপনাদিগের অর্থ সামর্থ্য অনুসারে যেরূপ ব্যবসায় সম্ভব তদপেক্ষায় বাহুল্যরূপ ব্যাপারে ব্যাপৃত হইলেন, এবং স্বীয় ধনে সেরূপ ব্যবসায় সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব দেখিয়া ঋণাদান-ব্রত অবলম্বন করিলেন। বিশেষতঃ তাঁহাদের নীলব্যবসায়ই সর্ব্বনাশের হেতু হইল। তাঁহারা নীলব্যবসায় বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত ব্যাঙ্ক হইতে রাশি রাশি মুদ্রা গ্রহণ করিতে লাগিলেন, এবং তাহা সহজেই হস্তগত করিতে সমর্থ হওয়াতে, অতিশয় স্বচ্ছন্দ রূপে ব্যয় করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলেরই এক প্রয়োজন। আপনার লোভ-রিপুকে চরিতার্থ করা সকলেরই উদ্দেশ্য। অতএব, যিনি যখন উত্তার হস্তে উপস্থিত হইয়া আত্ম অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন, অন্যান্য সকলে একমত হইয়া তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ করেন। পূর্ব্বোক্ত কারণ বশতঃ ব্যয়ের বিষয়ে

সবিশেষ বিবেচনা না থাকাতে, নীল প্রস্তুত করিতে বহু ব্যয় হইতে লাগিল, অনেকে নীলের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়াতে, তাহার মূল্য ন্যূন হইয়া আসিল, কোন বৎসর বা নীলোৎপত্তির ব্যাঘাত হওয়াতে, বণিক্‌দিগের অত্যন্ত ক্ষতি হইতে লাগিল। এই রূপে, বর্ষে বর্ষে যত ক্ষতি হয়, তাঁহারা কেবল ব্যাঙ্কের ধন লইয়া তাহা পূরণ করেন। ইহাতে ইউনিয়ন্ ব্যাঙ্কের যে কোটি টাকা মূলধন ছিল, তাহার প্রায় সমুদায়ই কয় জন বিখ্যাত বণিকের হস্তগত হইয়া এক বারেই অন্তর্হিত হইয়া গেল।

১৭৬৯ শকে কলিকাতা নগরে যেপ্রকার বাণিজ্য-বিষয়ক বিপত্তি-ঘটনা হয়, তাহার মূল কারণ বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইল, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রকাশ পায়, যে কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রাবল্যই ইহার এক মাত্র হেতু। ইউনিয়ন্ ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরা অর্থলোভে বিমূঢ় হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির শাসন অবহেলন পূর্ব্বক অতি প্রবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আদেশানুযায়ী কার্য্য করাতেই, এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল, এবং এই নিমিত্ত তাঁহাদিগকেও স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সমুচিত শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদিগের অসম্ভ্রম ও মানভ্রংশ হইল, সঞ্চিত ধন ক্ষয় হইল, এবং স্ব স্ব বাণিজ্যাগারের কর্ম্ম বন্ধ হইয়া, তাঁহারা জনসমাজে প্রবঞ্চক ও বিশ্বাস-ঘাতক বলিয়া পরিচিত হইয়া সকলের অনাদরণীয় ও অবিশ্বস্ত হইলেন। যদি তাঁহারা বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-

প্রবৃত্তির অমৃতময় উপদেশ গ্রহণ করিয়া ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদিগকে তাহাদের বশবর্ত্তিনী রাখিয়া, স্ব স্ব অর্থ সামর্থ্য ও আয় ব্যয় বিবেচনা পূর্ব্বক বাণিজ্য-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, এবং নিঃস্বার্থ ও লোক-হিতার্থী হইয়া যথানিয়মে ব্যাঙ্কের কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেন, তবে এ প্রকার দুর্ঘটনা কখনই ঘটিত না, এবং তাঁহাদিগকেও এরূপ লজ্জা ও ক্লেশ কদাচ প্রাপ্ত হইতে হইত না।

যখন জগদীশ্বর আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে অপরাপর মনোবৃত্তি অপেক্ষায় প্রধান করিয়াছেন ও বাহ্য বস্তু সমুদায়কে ঐ সকল প্রধান বৃত্তির চরিতার্থতা সাধনের অনুকূল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যখন উহাদিগের উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিলেই সুখোৎপত্তি ও তাহা না করিলেই অনিষ্টোৎপত্তি হয়, তখন লোক-যাত্রা-নির্ব্বাহার্থে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির অনুমোদিত নিয়ম সমুদায় সংস্থাপন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু যে দেশের সর্ব্ব সাধারণ লোকের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি যথানিয়মে মার্জ্জিত ও উন্নত না হয়, তথায় সুবিবেচনা-সিদ্ধ ব্যবহার-প্রণালী সংস্থাপিত হওয়া সম্ভাবিত নহে। মূঢ়দিগের সমাজে বাস করিলে, পরম ধার্ম্মিক জ্ঞানাপন্ন ব্যক্তিও তাহাদের নিকট পরাভব প্রাপ্ত হইয়া স্বাভিমত কার্য্য সাধনে অপারগ হন। কত কত পরম ধার্ম্মিক সাধু ব্যক্তি স্বদেশস্থ কুসংস্কারাবিষ্ট মূর্খদিগের অত্যাচারে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইয়া থাকেন পূর্ব্বে এ কথার প্রসঙ্গ

করা গিয়াছে, এবং একণেও দুই চারি উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে, তাহা পাঠ করিলেই এ বিষয়ে পাঠক-বর্গের বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিবে।

যদি কোন ব্যক্তি কলিকাতায় বিদ্যাভ্যাস করিয়া পল্লীগ্রামে গিয়া অবস্থিতি করেন, এবং তথায় বিশিষ্ট রূপে বিদ্যালোচনা করিতে বাসনা করেন, তবে তিনি সে স্থানে আপনার প্রয়োজনোপযোগী পুস্তক না পাইয়া সাতিশয় ভগ্নোৎসাহ হইবেন। হয় ত, আপনার অভিলষিত বিষয় সুসিদ্ধ হওয়া দুঃসাধ্য দেখিয়া সে স্থান একেবারেই পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত যত্নবান্ হইবেন। যদি তত্রস্থ লোকেরা সুচারুরূপ শিক্ষা পাইত, এবং তদ্দারা বিদ্যার মর্য্যাদা অবগত হইয়া তাহার অনু-শীলনার্থে উত্তমোত্তম পুস্তকালয় স্থাপন করিত, তবে বিদ্যার্থীরা তথায় বাস করিলে, জ্ঞান-তৃষ্ণাকে চরিতার্থ করিয়া সুখে কাল যাপন করিতে পারিতেন।

পল্লীগ্রামে যে উৎকৃষ্টরূপ বিদ্যা শিক্ষার উপায় নাই ইহা প্রসিদ্ধই আছে। কলিকাতাস্থ বিদ্যালয় সমুদায়েও যে প্রকার প্রণালীক্রমে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সম্পন্ন হয়, তাহাও উত্তম নহে; তাহারতেও বিস্তর দোষ আছে। ঐ সমুদয় বিদ্যালয়েও বালকদিগের সমুদায় মনোবৃত্তি যথানিয়মে চালিত, বর্দ্ধিত, ও নিয়োজিত হয় না, এবং অনেকানেক সর্ব্ব লোক-শিক্ষণীয় পরম-শুভ-দায়ক অত্যাবশ্যক বিজ্ঞানশাস্ত্রও উপদিষ্ট হয় না। যদি এতদ্দেশীয় কোন মার্জ্জিত বুদ্ধি বিচক্ষণ ব্যক্তি তদ-

পেক্ষায় উৎকৃষ্ট রীতিক্রমে স্বীয় সন্তানদিগকে শিক্ষিত করিতে অভিলাষ করেন, তবে যত দিন অন্যান্য লোকে তাঁহার ন্যায় জ্ঞানাপন্ন হইয়া আপন আপন পুত্রদিগের পূর্ব্বোক্তপ্রকার শিক্ষা সাধনার্থ তদুপযোগী বিদ্যালয় সকল সংস্থাপন না করিবেন, তত দিন তিনি কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। বাস্তবিকও, এক্ষণে কোন কোন ব্যক্তিকে এতদ্দেশীয় বালকদিগের উৎকৃষ্টরূপ শিক্ষা লাভের অনুপায় চিন্তা করিয়া আক্ষেপ করিতে দেখা যায়, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অধিক নহে। বহু লোকের সমবেত চেষ্টা ব্যতিরেকে এতাদৃশ বিষয় কোন ক্রমেই সম্পন্ন হইতে পারে না।

এ দেশে যে সকল কুপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে ও অজ্ঞ লোকদিগের অশেষ-প্রকার কুসংস্কার জন্মিয়া অহরহ যেরূপ অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে, তাহা এতদ্দেশীয় ইংলণ্ডীয়বিদ্যাধ্যায়ী অনেকানেক ব্যক্তি সবিশেষ অবগত আছেন। কৌলীন্য-মর্য্যাদা, অল্প বয়সে বিবাহ, বিধবাদিগের পুনঃ-সংস্কার-প্রতিষেধ ইত্যাদি কুপ্রথা দ্বারা যে প্রকার পাপানল প্রজ্বলিত ও প্রভূত দুঃখ উৎপাদিত হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন, তথাপি লোকভয়ে ঐ সকল কুরীতির উচ্ছেদ-সাধনে সমর্থ হইতেছেন না।

কোন কোন দেশের লোকে সুরা, অহিফেন প্রভৃতি মাদক-সেবনে অত্যন্ত আসক্ত হওয়াতে, আপনাদের বিশিষ্টরূপ অনিষ্ট উৎপাদন করিতেছে। কোন সুবুদ্ধি-

শালী স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি স্বদেশীয় লোকের এই বিষম বিগর্হিত কুব্যবহার রহিত করিবার মানস করিলে, কোন মতেই কৃতকার্য্য হইবেন না; বরং তাঁহার স্বীয় সন্তানদিগকেও এ বিষয়ে নিরস্ত রাখা সুকঠিন হইবে। তাহারা চতুর্দ্দিকে কুদৃষ্টান্ত দৃষ্টি করিয়া, অল্প বা অবিলম্বেই তাহার অনুবর্ত্তী হইবে। যত দিন তদ্দেশীয় লোকের সেই দুষ্ট দেশাচারকে অধর্ম্ম-জনক ও দুঃখ-দায়ক বলিয়া হৃদয়ঙ্গম না হইবে, তত দিন তাহা রহিত হইবার সম্ভাবনা নাই। * অতএব, সর্ব্ব সাধারণ লোকে বিহিত বিধানে বিদ্যানুশীলন পূর্ব্বক ভৌতিক, শারীরিক ও ধর্ম্মবিষয়ক নিয়ম শিক্ষা না করিলে, কোন ক্রমেই কোন দেশের সমধিক কল্যাণ হইবার উপায় নাই।

কিন্তু এক্ষণে সর্ব্ব-দেশীয় লোকের যে প্রকার কুসংস্কার জন্মিয়াছে ও সর্ব্ব দেশেই যেরূপ রীতিপদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে এই পরম-শুভ-দায়ক অভিপ্রায় সম্পন্ন হওয়া দুঃসাধ্য বোধ হইতেছে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে লোকে কেবল অর্থ উপার্জ্জন মাত্র শরীর-ধারণের প্রধান প্রয়োজন ও জীবনের সার কার্য্য বিবেচনা করিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করে। জন-সমাজের

* এতদ্দেশীয় যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই সুরাপানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা সুরাপান করা গর্হিত বলিয়া স্বীকার করেন না, বরং গুণকারী বোধ করেন। অতএব, পরিশিষ্টে এ বিষয় বিচার করা যাইবে।

অধিক লোক কেবল ধন-লালসার্থে চরিতার্থ করিবার নিমিত্তেই ব্যগ্র; মানব-জন্মের সার্থক্য-সাধক প্রধান প্রধান বৃত্তিদিগকে চালনা করা যে অত্যন্ত আবশ্যক, ইহা ভ্রমেও এক বার চিন্তা করে না। যাহারা অবকাশ ও সদুপায় থাকিতে জ্ঞানচর্চ্চা ও ধর্ম্মানুশীলন না করে, তাহাদের অপরাধের আর পরিসীমা নাই। কিন্তু শ্রমোপজীবী সামান্য লোক প্রভৃতি যাহাদিগকে সমস্ত দিবসই শারীরিক পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকিতে হয়, তাহাদের যথানিয়মে বিদ্যালোচনা করিবার সম্ভাবনা নাই। যাহাদিগকে সমস্ত দিবস কায়ক্লেশ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার্থে কিছুমাত্র অবসর থাকে না, এবং ১০।১২ ঘণ্টা শারীরিক পরিশ্রমের পরে বুদ্ধিবৃত্তি-চালনারও সামার্থ্য থাকে না। যে সকল ব্যবসায়ী লোকে প্রাতঃকালাবধি সায়ংকাল বা রাত্রি ৯।১০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত বিষয়-ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকে, তাহাদের জ্ঞানানুশীলনের অবকাশই বা কোথায়? যোগ্যতাই বা কোথায়? ফলতঃ প্রচলিত সাংসারিক নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া শারীরিক পরিশ্রমের হ্রাস না করিলে, অপর সাধারণ সকল লোকের যথোচিত বিদ্যা শিক্ষায় সমর্থ হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। এই সমুদায় অভিপ্রায় পাঠ করিয়া কেহ যেন এরূপ বোধ না করেন, যে কিছুমাত্র শারীরিক পরিশ্রমের আবশ্যকতা নাই প্রত্যুত, তাহা অত্যন্ত উপকারী ও নিতান্ত কর্ত্তব্য। শরীর চালনা

করিলে, শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ, দেহের লঘুতা-বোধ, চিত্ত-স্ফূর্ত্তি ও অতিপবিত্র সুখানুভব হয়। বিশেষতঃ, কেবল শারীরিক সুস্থতা মাত্রের উদ্দেশে অঙ্গ চালনা করা অপেক্ষায় সাংসারিক প্রয়োজন সাধনার্থে পরিশ্রম করিলে, শরীরের অধিক সুস্থতা ও মনের অধিক সুখ উৎপন্ন হয়। অনতিদীর্ঘ কাল, পরিমিত পরিশ্রম করা অতি উপকারক ও সকলের পক্ষেই বিধেয়। পরিশ্রম মাত্রকে অনিষ্টকর জ্ঞান করা মূর্খতার কর্ম্ম; কেবল তাহার আতিশয্যই অপকারক ও নিন্দনীয়। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া নিয়মাতীত প্রগাঢ়রূপ পরিশ্রম করিলে, বীর্য্যক্ষয় ও ক্লেশানুভব হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি চালনায় অপরাগ হইতে হয়।

পরমেশ্বর মনুষ্যদিগকে যে সকল প্রধান বিষয়ে অধিকারী করিয়াছেন, তৎসম্পাদনার্থে সচেষ্টিত থাকাই তাঁহাদের প্রধান কার্য্য। তবে শরীর রক্ষা করিতে হইলেই অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান আবশ্যক; এপ্রযুক্ত তাঁহারা সেই সমুদয় বস্তু আহরণ ও প্রস্তুত করণের উপযোগী বুদ্ধি, বল ও শিল্প-জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব, এই সকল নিকৃষ্ট কর্ম্ম সম্পাদনার্থে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যাদি ব্যবসায়ে নিযুক্ত হওয়া নিন্দনীয় নহে। কিন্তু নিকৃষ্ট বিষয় সাধনার্থে উৎকৃষ্ট বিষয়ে অবহেলা করা কোন ক্রমেই বিধেয় নয়। সর্ব্বদেশীয় ধনীদিগেরই বাসনা এই যে, আপনারা ঐশ্বর্য্যভোগে মগ্ন থাকিয়া পরম সুখে কাল যাপন করেন, আর অন্য লোকে কেবল

তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-সেবা-সাধনার্থে নিযুক্ত থাকিয়া কষ্ট-সৃষ্টে দিনপাত করে। কিন্তু এরূপ বিবেচনা করা ঘোরতর অজ্ঞান ও সাতিশয় স্বার্থপরতার কার্য্য। যাহারা পরমেশ্বরের নিয়ম অনুসন্ধান করিয়াছেন ও তদর্থে মানব-প্রকৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত মতে কোন মতেই সম্মত হইতে পারেন না। কোন দেশের কোন-শ্রেণীস্থ লোকে কেবল কায়িক ক্লেশ করিয়া আয়ুঃশেষ করিবার নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করে নাই। পরমেশ্বর ধনী মধ্যবর্ত্তী নির্দ্ধন সকল-শ্রেণীস্থ লোককেই বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, এবং ঐ সমুদায়ই যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বৃত্তি তাহাও সকলের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিয়াছেন। ধনহীন ইতর লোকদিগের ঐ সকল বৃত্তি যে বিফলে যাইবে, ইহা কখনই সর্ব্ব-লোক-পালক পরমপিতা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে। যদি তাহারা ভার-বাহ পশুদিগের ন্যায় কেবল গলদ্ঘর্ম্ম কলেবরে কায়িক ক্লেশ করিবার নিমিত্তেই সৃষ্ট হইত, তবে তিনি তাহাদিগকে ঐ সমুদায় মহীয়সী মনোবৃত্তি কদাচ প্রদান করিতেন না। অতএব, সর্ব্ব-সাধারণেরই স্ব স্ব জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া প্রতিদিন কিছু কিছু সময় জ্ঞান ও ধর্ম্মচর্চ্চায় ক্ষেপণ করা কর্ত্তব্য। সামান্য লোকদিগের এরূপ ব্যবহার করা যাহাতে সুগম ও সুসাধ্য হয়, ধনী ও জ্ঞানী দিগের তদর্থে চেষ্টা করা এবং রাজা ও রাজপুরুষদিগের তদনুকূল নিয়ম সমুদায় সংস্থাপন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

এক্ষণে কর্ম্মোপজীবী লোকদিগকে দিবসের অধিক ভাগ বিষয়-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হয় বলিয়া এপ্রকার অবধারণ করা উচিত নহে, যে, চির কালই মনুষ্যদিগকে এইরূপ কুরীতি-পাশে বদ্ধ থাকিতে হইবে। পরমেশ্বর সৃষ্টিকালেই এ আশঙ্কার সম্ভাবনা নিবারণ করিয়া রাখিয়াছেন। যাঁহাদিগের জ্ঞানানুশীলনে অনুরাগ ও উৎসাহ আছে, তাঁহারা এক্ষণেও তদর্থে উপায় ও অবকাশ করিয়া লয়েন। এক্ষণে যাহাদিগকে ক্লান্তিকর প্রগাঢ় পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি পরিচালনার্থে অবকাশ পাওয়া দুষ্কর বটে; কিন্তু ইদানীং বিজ্ঞানশাস্ত্রের, বিশেষতঃ শিল্পবিদ্যার যেরূপ উন্নতি হইয়া উঠিতেছে, তাহা দেখিয়া বোধ হয়, উত্তর কালে মনুষ্য-জাতির কায়িক শ্রমের লাঘব হইয়া অল্প কালে সংসার-নির্ব্বাহের উপযোগী সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে। পরমেশ্বর মনুষ্যকে যদর্থে যে শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তিনি তদর্থে তাহা নিয়োজন না করাতেই, অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। ইংলণ্ডাদি যে সমস্ত দেশে শিল্পবিদ্যার বিশিষ্টরূপ উন্নতি হইয়া নানাবিধ শিল্প-যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, তথাকার ধনলোভী লোকেরা তদ্দ্বারা অবকাশ লাভের চেষ্টা না করিয়া কেবল অপর্য্যাপ্ত অর্থ উপার্জ্জনেরই পন্থা দেখেন। তাঁহাদের অতিপ্রবল অর্জ্জনস্পৃহা-বৃত্তি বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে পরাভূত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

জগদীশ্বর কি এই নিমিত্তে আমাদিগকে বাষ্পের অদ্ভুত প্রভাব প্রকাশ ও বাষ্পীয় যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন যে, আমরা তৎসহকারে পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিক পরিমাণে ভোজ্য ও ব্যবহার্য্য সামগ্রী প্রস্তুত করণার্থেই যাবৎ কাল নিযুক্ত থাকিব? তিনি কি কেবল এই নিমিত্তে আমাদিগকে জড় পদার্থ বিশেষের অসাধারণ গুণ ও আশ্চর্য্য শক্তি নিরূপণ করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন যে, ভূরি ভূরি গৃহনির্ম্মাণ ও রাশি রাশি বস্ত্রবয়নাদি নিকৃষ্ট কর্ম্ম সম্পাদনার্থেই সেই ক্ষমতা নিয়োজন করিব? এক্ষণে বাষ্পীয় পোত দ্বারা এক বৎসরের পথ এক মাসে ও বাষ্পীয় রথ সহকারে এক মাসের পথ এক দিবসে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হওয়া যায় ইহা কাহারও অবিদিত নাই। জগদীশ্বর আমাদিগকে কি নিমিত্ত এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার সম্পাদন করিতে সক্ষম করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া এ প্রস্তাব সর্ব্বতোভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বোধ হয়, আমরা উপজীবিকা নির্ব্বাহার্থে আবশ্যক মত পরিশ্রম করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি পরিচালনার্থে যথেষ্ট অবকাশ প্রাপ্ত হইতে পারি, এই অভিপ্রায়ে, পরম-মঙ্গলাকর পরমেশ্বর আমাদিগকে যন্ত্রনির্ম্মাণের ক্ষমতা দিয়াছেন ও বাহ্য বস্তু সমুদায়ও তাহার উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব, যেরূপ সাংসারিক নিয়ম প্রচলিত করিলে, সর্ব্বশ্রেণীস্থ লোক সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহার্থে অল্প ক্ষণ বিষয়-কার্য্য

করিয়া অবশিষ্ট কাল জ্ঞান ও ধর্ম্ম চর্চ্চায় ক্ষেপণ করিতে পারে ও তদ্দ্বারা সর্ব্বশ্রেণীস্থ লোকেই সমানরূপ সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্ভোগে অধিকারী হইতে পারে, সেইরূপ সাংসারিক নিয়ম প্রচলিত করাই আবশ্যক।• লোকে যদি সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক মানব-প্রকৃতির বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়া ও বিশ্ব-কার্য্যের পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম সমুদায় নিরূপণ করিযা, তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে মর্ত্ত্য লোকের অবশ্যই অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি ও সুখোন্নতি হয়, তাহার সন্দেহ নাই। এক পুরুষে বা দুই পুরুষেই যে এই মনোরম মনোরথ পূর্ণ হইবে, ইহা আমার অভিপ্রেত নহে। মনুষ্যের যে প্রকার প্রকৃতি ও যাদৃশ অল্পে অল্পে তাঁহার অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে এরূপ আশু উন্নতি হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। এই সকল পরম শুভকর সঙ্কল্প সিদ্ধ হইতে কত শতাব্দী গত হইবে তাহার নিশ্চয় কি? কিন্তু যখন ঐ সমস্ত শুভদায়ক অভিপ্রায় আমাদের প্রকৃতি-মূলক, সুতরাং পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত অখণ্ড্য নিয়মের অনুগত, তখন কোন না কোন কালে যে ঐ সমুদায় সম্পন্ন হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

যেমন জনসমাজস্থ সর্ব্ব সাধারণ লোকের মূর্খতা, সুপণ্ডিত সদাশয় ব্যক্তিদিগের শুভাভিপ্রায় সম্পন্ন হইবার প্রধান প্রতিবন্ধক, অর্থ ও বংশ-মর্য্যাদার অভি-মাত্র গৌরব ও তাঁহাদের সমুচিত সমাদর লাভ ও লোকের

শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনের সেইরূপ প্রতিকূল। ধনমাত্র মান সম্ভ্রম উপার্জ্জনের উপায় বলিয়া নির্দ্ধারিত থাকাতে, তাহাই সংসারের সার বস্তু বিবেচনা করিয়া, লোকে অশেষ-রূপ ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক প্রাণপণে অর্থসঞ্চয়ে সচেষ্ট হয়, এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার পরিহার পূর্ব্বক ধন-তৃষ্ণাতুর সম্ভ্রান্ত বিষয়ী লোকদিগের চরিত্রকে আদর্শ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তদনুরূপ আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। বহু-মূল্য পরিচ্ছদ, উত্তম বেশ ভূষা, বাহ্য আড়ম্বর, উদ্বাহ-বিষয়ক কুলকর্ম্ম, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপে বহুতর ব্যয় ইত্যাকার সমুদায় ব্যাপার সম্পন্ন করিতে পারিলেই, এ দেশে যথেষ্ট সুখ্যাতি ও বিশিষ্ট সমাদর লাভ করা যায়। যাহার প্রচুর সম্পত্তি আছে, সে অতিশয় অসচ্চরিত্র হইলেও, লোকে তাহাকে অসামান্য মনুষ্য জ্ঞান করে, এবং যে ধনবান্ ব্যক্তি উল্লিখিত প্রকারে আপন অর্থ ব্যয় করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করেন, তাঁহার যশোগান চতুর্দ্দিক্ হইতে শ্রুত হইতে থাকে। তিনি ধনসংগ্রহার্থে চৌর্য্য, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি নানাপ্রকার বিষম বিগর্হিত কর্ম্ম করিলেও কদাচ অপবাদিত ও অবমানিত হন না।° নির্ধন লোকে অত্যন্ত [illegible]সম্পন্ন ও পরম ধার্ম্মিক হইলেও, তাদৃশ ধনী ব[illegible]ক্তির অসামান্য মানের দশাংশের একাংশও প্রাপ্ত হ[illegible] না। তিনি বাহ্য আড়ম্বর দ্বারা মনের মালিন্য গোপন [illegible] রাখেন, এবং লোকেও অন্তরের পবিত্রতা বিষয়ে [illegible] না রাখিয়া বাহ্য শোভারই পূজা করে।

ধনাঢ্যদিগের চরিত্র অতিমাত্র দূষিত হইলেও, লোকে তাঁহাতে বিরাগ প্রকাশ করে না, বরং তদ্দৃষ্টে আপনারাও সেইরূপ চলিতে আরম্ভ করে। প্রায় সকল দেশেই ধন সম্পত্তির সমান আদর আছে বলিয়া এরূপ অবধারণ করা কদাপি উচিত নহে যে, বিশ্বাধিপতি ধনকে সর্ব্বোপরি পূজনীয় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। লোকের যখন যেরূপ সংস্কার থাকে, তখন তদনুযায়ী আচার ব্যবহার প্রচলিত হয়। অত্যন্ত অসভ্যাবস্থায় জিঘাংসাদি নিকৃষ্ট বৃত্তি সমুদায় প্রবল থাকে, সুতরাং তখন নিষ্ঠুর-স্বভাব, যুদ্ধ-ক্ষম বলিষ্ঠ ব্যক্তিরাই প্রধান পদ প্রাপ্ত হয়, এবং বোধ করি, তৎকাল-সুলভ সমধিক সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয়। ভারতীয-মহাসাগর-স্থিত দ্বীপ-বিশেষের লোকদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি মনুষ্য বধ করিয়া নিজ গৃহে যত নর-কপাল সংগ্রহ করিতে পারে, সে তদ্দেশীয় লোকের নিকট তত সমাদর প্রাপ্ত হয়। বোর্ণিও, সেলেবিজ, মলুক প্রভৃতি নানা-দ্বীপ-নিবাসী হোরফোর-নামক লোকদিগের মধ্যে এইপ্রকার প্রথা প্রচলিত আছে যে, নরহত্যা করিয়া তদীয় কপাল প্রদর্শন করিতে না পারিলে, বিবাহ হয় না। এক্ষণে যাঁহারা সভ্য জাতি বলিয়া বিখ্যাত আছেন, তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের বিস্তর উন্নতি হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের ঐ সকল প্রধান বৃত্তি অদ্যাপি নিকৃষ্ট বৃত্তিদিগকে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। তাহাদের অর্জ্জনস্পৃহাদি কতকগুলি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি

অতিশয় বলবতী থাকাতে, ধনই সর্ব্বাপেক্ষায় স্পৃহণীয় ও আদরণীয় বলিয়া জ্ঞান আছে। ইংরেজদিগের যুদ্ধ-প্রবৃত্তিও ন্যায়-বিরুদ্ধ, ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য এ বিষয়ের বিলক্ষণ দৃষ্টান্ত-স্থল। কিন্তু মনুষ্যের পক্ষে জ্ঞান-রত্ন প্রধান রত্ন, এবং ধর্ম্ম রূপ পরম পদার্থ সকল অপেক্ষায় পূজনীয়। অতএব, যৎপরিমাণে মানববর্গের বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সমুদায় উন্নত হইয়া নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদিগকে বশবর্ত্তিনী করিবে, তৎপরিমাণে ভূমণ্ডলে জ্ঞান ও ধর্ম্মের সমাদর বৃদ্ধি হইবা পরমেশ্বরের পরম শুভকর অভিপ্রায় সমুদায় সম্পন্ন হইতে থাকিবে।

পরমেশ্বর আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায়কে অপরাপর সমুদায় মনোবৃত্তি অপেক্ষায় প্রধান করিয়াছেন ও বাহ্য বস্তু সকলও তাহাদের সহিত সমঞ্জসীভূত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব, ভূমণ্ডলে যে ব্যক্তির ঐ সমুদায় মনোবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী, তাহাকেই সমধিক সমাদর করিয়া প্রধান পদ প্রদান করা কর্ত্তব্য, এবং লোকের জ্ঞান ও ধর্ম্মের তারতম্যানুসারে মান, মর্য্যাদা, ও পদোন্নতির তারতম্য হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এই প্রকার গুণাগুণ অনুসারে লোক-শ্রেণীর ইতর বিশেষ করা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত এবং এই প্রকারে উৎকর্ষাপকর্ষ বিবেচনা করিলেই, এ বিষয়ে তাঁহার নিয়মানুযায়ী কার্য্য করা হয়। ফলতঃ যখন সদ্গুণবিষয়ে মনুষ্য-জাতির স্বভাব-সিদ্ধ অনুরাগ আছে, তখন জনসমাজের এইরূপ ব্যবস্থাই সংস্থাপিত হওয়া

সম্ভব, কেবল লোকের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রাবল্য এই পরম রমণীয় মনোরথ সুসিদ্ধ হইবার প্রতিকূল হইয়াছে।

ধন-মর্য্যাদার ন্যায় বংশ-মর্য্যাদাও ন্যায়বিরুদ্ধ ও অনিষ্ট-কারক। যদি মান্য-কুলোদ্ভব কোন ব্যক্তি অত্যন্ত অসৎ পাত্র হয়, ব্রাহ্মণ-সন্তান যদি ঘোরতর মূর্খ ও অতিশয় অধার্ম্মিক হন, কুলীন-পুত্র যদি সর্ব্বপ্রকার দুষ্ক্রিয়াতে আসক্ত হন, এবং রাজকুমার যদি পিশাচবৎ অসদাচরণেই নিয়ত নিযুক্ত থাকেন, তথাপি লোক-সমাজে সম্পূর্ণরূপ মান্য ও আদরণীয় বলিয়া গণ্য হন। হীন-বর্ণ অকুলীন ধনহীনদিগকে তাঁহাদিগের অবশ্যই পূজা করিতে হয়। যখন জগদীশ্বর আমাদিগকে লোকানুরাগপ্রিয়তা-বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন সৎকর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক লোকের অনুরাগ প্রার্থনা করা অন্যায় নহে, এবং যখন ভক্তি-বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন উপযুক্ত গুণবান্ পাত্রকে সমাদর করা তাঁহার অনভিপ্রেত নহে, প্রত্যুত, সদসদ্বিবেচনা পূর্ব্বক যথার্থ যোগ্য পাত্রে ভক্তি নিয়োজন করা তাঁহার অভিপ্রেত, তাহার সন্দেহ নাই। মনুষ্যের মনঃকল্পিত কুল-মর্য্যাদানুসারে অশেষ-দোষাকর গুণ-শূন্য ব্যক্তিরা যে শান্ত-স্বভাব গুণ-সম্পন্ন মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক নমস্কৃত ও পূজিত হয়, এবং তাঁহাদিগকে হেয় জ্ঞান করিয়া তাঁহা-দের উপর প্রভুত্ব ও কর্ত্তৃত্ব করে, ইহা কদাপি পরম-ন্যায়বান্ বিশ্ব-নিয়ন্তার অভীষ্ট নহে। পরমেশ্বর-

প্রদত্ত প্রধান প্রধান প্রকৃত গুণ সমুদায়ই ভক্তির ভাজন; লোক-কল্পিত বংশ-মর্য্যাদা কদাপি তাহার বিষয় নহে।

এইরূপ অবিহিত আচরণ পরমেশ্বরের নিয়মানুগত নহে, অতএব তদ্দ্বারা নানাপ্রকার অনিষ্ট ঘটিতেছে। লোকে বাল্যকালাবধি অকিঞ্চিৎকর কুল, মান, উপাধি এই সমুদায়েরই সমাদর করিতে শিক্ষা করে; যাহাতে যথার্থ কৌলীন্য ও যথার্থ শ্রেষ্ঠতা লব্ধ হয়, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র দৃষ্টি রাখে না। অনেকে কুলীন বা ধনাঢ্য লোকের সহিত সম্পর্ক করিবার নিমিত্তে জঘন্যবংশোদ্ভব, বুদ্ধি-হীন, রিপু-প্রধান, নিকৃষ্ট পাত্রের সহিত আপনার বহু-গুণবতী উৎকৃষ্টা কন্যার বিবাহ দিয়া স্বকীয় দৌহিত্র বংশের অপকৃষ্টতা সম্পাদন করেন। অপকৃষ্ট পাত্রের ঔরসে সেই কন্যার যত সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা ধর্ম্ম ও বুদ্ধি শক্তি বিষয়ে অবশ্যই হীন হয়, তাহার সংশয় নাই। অকুলীন ধন-হীন লোকেরা যদি কোন ক্রমে কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে, তবে তাহা স্বীয় পরিবারের ও জনসমাজের উন্নতি সাধনার্থে ব্যয় না করিয়া কুলক্রিয়া করণার্থে সমর্পণ করে। তাহারা একটা কুল-সম্পর্ক করিতে পারিলে, অত্যন্ত অভিমানী ও যশোভিলাষী হইয়া তদ্বিষয়ে অধিকতর উৎসাহী হয়, এবং পুনঃপুনঃ কুল-কর্ম্ম করিয়া কুল-মর্য্যাদা রূপ অন্ধ-কূপে ভূরি ভূরি অর্থ নিক্ষেপ করিতে থাকে। এ দেশের ন্যায় ইয়ুরোপেও বংশ-মর্য্যাদার বিলক্ষণ আদর

আছে। তত্রত্য মান্য-বংশোদ্ভব ধনাঢ্য ব্যক্তিরা আপনাদিগকে অপ্রাকৃত মনুষ্য জ্ঞান করিয়া চলেন, এবং অন্যান্য লোকে স্বকীয় কুলের উন্নতি-সাধনার্থে তাঁহাদের সহিত সম্পর্ক করিবার নিমিত্ত উক্তরূপ ব্যয় করিয়া থাকে। এতদ্দেশীয় বল্লালসেন-সংস্থাপিত কৌলীন্য-প্রথা দ্বারা যে সমস্ত মহানিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সম্ভ্রান্ত-বংশোদ্ভব ব্যক্তিদিগের গুণাগুণ বিবেচনার প্রথা না থাকিলে, বংশ-মর্য্যাদা রূপ বিষময়-বৃক্ষে যেরূপ ফল ফলিত হয়, এতদ্দেশীয় অজ্ঞানান্ধ কুলীন ও ধনীদিগের চরিত্র তাহার দৃষ্টান্ত-স্থল। যে দেশে এইরূপ কুপ্রথা প্রচলিত আছে, তত্রত্য তত্ত্বদর্শী সুবিজ্ঞ ব্যক্তিদিগেরও তাহা অতিক্রম করিয়া চলা সহজ ব্যাপার নহে।

অদ্যাই যে বংশ-পরম্পরাগত মান ও উপাধি সমুদায় এক কালে রহিত হইয়া যায়, ইহা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। যখন মনুষ্য-সাধারণে উচিতমত শিক্ষালাভ করিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মের সম্পূর্ণ মর্য্যাদা অবগত হইবে, এবং তৎসহকারে এই প্রস্তাবোক্ত অভিপ্রায় সমুদায় অতি যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিবে, তখন আপনা হইতেই এই পরম রমণীয় মনোরথ পূর্ণ হইবে। কিন্তু এক্ষণে ইহা আমাদিগের বক্তব্য বটে যে, ধনবান্ সম্ভ্রান্ত লোকে জনসমাজে বিশিষ্টরূপ গণ্য ও মান্য হইয়াও যে তদুপযুক্ত গুণ-সমূহ ধারণ করেন না, ইহা তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। উচ্চ পদের উপযুক্ত না হইয়া

তাহাতে অধিরূঢ় থাকিলে, হাস্যাস্পদ হইতে হয়। বাস্তবিকও, এতদ্দেশীয় বহু-দোষাকর বিদ্যা-শূন্য ধনী ও কুলীন-সন্তানেরা বিজ্ঞ-ব্যক্তিদিগের উপহাস স্থল হইয়াছেন। বেশ, ভূষা, বাহ্য শোভা এ সমুদায় যথার্থ গুণের চিহ্ন নহে, বরং যাহারা এই সমস্ত বিষয় প্রদর্শন করিয়া লোকের অনুরাগ প্রার্থনা করে, ও যে সকল ব্যক্তি এই সমুদায় বিষয়কে বিশিষ্টরূপ আদরণীয় বোধ করে, ঐ উভয় পক্ষই অর্ব্বাচীন বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়। যদিও এক্ষণকার বিদ্যাবান্ নামে প্রসিদ্ধ যুবকদিগের মধ্যে অনেক অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা যাদের সৌন্দর্য্য ও পরিচ্ছদের পারিপাট্য বিষয়েই বিশিষ্টরূপ মনোযোগী হন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের এরূপ ব্যবহার ছিল না। তাঁহারা এ সমুদায় বিষয়কে সামান্য বোধ করিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মকে অমূল্য ধন জ্ঞান করিতেন এবং আপনাদের মধ্যে যাঁহারা ঐ দুই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদিগকেই যথার্থ শ্রেষ্ঠ ও পূজনীয় বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

কিন্তু আত্মাদর ও লোকানুরাগপ্রিয়তা-বৃত্তিকে যথানিয়মে নিয়োজন না করাতে, এই বিষম দোষাকর ব্যবহারের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া, ঐ দুই বৃত্তির উচ্ছেদ চেষ্টা করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। ঐ উভয়ই মনুষ্যের স্বাভাবিক বৃত্তি, অতএব উহারা কোন কালেই স্বকীয় প্রভাব প্রকাশ করিতে বিরত হইবে না। তবে বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রবলতার তারতম্যানুসারে উক্ত-

দের উপভোগ্য বিষয় পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। কোন দেশের লোকে শরীরের চিত্র বিচিত্রতা, কোন স্থানের লোকে যুদ্ধ-সামর্থ্য, কোন জনপদের লোকেরা লোকাচার-সিদ্ধ দলাধ্যক্ষতা বিষয়ে আপনার প্রাধান্য প্রদর্শন করিতে পারিলেই, জন-সমাজে সমাদর লাভ করে। তাহাদের আত্মাদর ও লোকানুরাগপ্রিয়তা বৃত্তি এই সমস্ত নিকৃষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হইলেই, পরিতৃপ্ত হয়। যৎপরিমাণে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি মার্জ্জিত হয় তৎপরিমাণে ঐ উভয় বৃত্তি উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট বিষয় লাভার্থে সচেষ্ট হয়। কালে কালে লোকে ঐ দুই প্রবল প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধনার্থে যে সকল অসাধ্য-সাধন কল্পে প্রবৃত্ত হইয়াছে ও প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া অশেষ ক্লেশ স্বীকার পুরঃসর যে সমুদায় সঙ্কট-জনক দুরূহ ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছে, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে, বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ঐ দুই মনোবৃত্তিকে বিহিত-বিধানানুসারে উচিত বিষয়ে নিয়োজন করিতে পারিলে, মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি বিষয়ে বিস্তর উপকার দর্শে। যদি এই-প্রকার নিয়ম থাকে যে, লোকে কেবল স্বকীয় গুণানুসারে মান ও মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইবে, এবং ধনাঢ্য, কুলীন বা ব্রাহ্মণ-সন্তানেরাও গুণবান্ না হইলে, কোন ক্রমেই পৈতৃক মর্য্যাদার অধিকারী হইবে না, তবে ঐ সকল মান্য-কুলোদ্ভব ব্যক্তিকে স্বকীয় সম্ভ্রম রক্ষণার্থে জ্ঞান ও ধর্ম্মানুশীলন বিষয়ে একান্ত মনে যত্ন পাইতে হয়, এবং

অপর লোকদিগেরও আপন আপন গুণানুরূপ মান ও যশঃ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় আপনাদিগের বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির উন্নতি চেষ্টায় অনুরাগ ও উৎসাহ জন্মে। প্রত্যুত, বংশ-পরম্পরাগত মান, মর্য্যাদা ও উপাধি প্রাপ্তির প্রথা প্রচলিত থাকাতে, মান্য লোকের মান ও সম্ভ্রম লাভ স্বকীয় গুণের উপর নির্ভর করে না, সুতরাং তাঁহাদের জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতি বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগ থাকে না। কাল্পনিক কুলীনেরা, অর্থাৎ কুল-মর্য্যাদা-বিশিষ্ট বিদ্যা-রহিত অধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিরা, অপর সাধারণের বিদ্যা-শিক্ষা ও শ্রীবৃদ্ধি-সম্পাদন বিষয়ে অনুরাগ প্রকাশ ও উৎসাহ প্রদান করেন না, বরং তদ্বিষয়ে প্রতিকূলতাই প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক কুলীন, অর্থাৎ যাঁহারা প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি ও উৎকৃষ্ট ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে বিহিত বিধানে চালিত, মার্জ্জিত ও উন্নত করেন তাঁহারা সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতি এবং সুখ ও সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি বিষয়ে অকপট অনুরাগ ও অবিচলিত উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতএব, যদি ভূমণ্ডলে অশেষ-দোষাকর কাল্পনিক কুলীনতা রহিত হইয়া কেবল পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃতিক কৌলীন্যই স্থাপিত হয়, তবে তৎপদাভিষিক্ত বহু-গুণাকর মহাত্মারা স্বেচ্ছা ও স্বার্থ উভয় কারণেই আপামর সাধারণ সকল লোকের শ্রীবৃদ্ধি ও মহোন্নতি সম্পাদনে উদ্যুক্ত হইবেন; কেন না তাঁহারা দেখিতে পাইবেন,

স্বদেশস্থ লোক সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ না হইলে, তাঁহাদের সুখ, সম্মান ও অভীষ্ট সাধন সম্যক্ রূপে সম্পন্ন হওয়া সম্ভাবিত নহে। অতএব, স্বকীয় গুণানুরূপ মান, মর্য্যাদা ও পদ লাভের প্রথা প্রচলিত হইলে, পৃথিবী উত্তরোত্তর জ্ঞান-জ্যোতিতে প্রদীপ্ত ও ধর্ম্ম-ভূষণে বিভূষিত হইয়া পরম রমণীয় অনির্ব্বচনীয় রূপ ধারণ করিতে থাকিবে তাহার সন্দেহ নাই।

লোকে স্বদেশ-সংক্রান্ত সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, যেরূপ ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহার বিবরণ করা গেল। এক্ষণে, কোন দেশের লোক সমবেত হইয়া দেশান্তরীয় লোকের উপর অত্যাচার করিলে, তাহার যেরূপ প্রতিফল প্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ের বিবেচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

যে সকল মনোবৃত্তি মনুষ্য ও ইতর জন্তু উভয়েরই আছে, কেবল স্বার্থ-সাধন যে, তাহার প্রয়োজন, এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে তাহা প্রতিপন্ন করা গিয়াছে। যেরূপ বিভিন্নজাতীয় ইতর জন্তু সেই সমুদায় স্বার্থ-সাধিকা বৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া পরস্পর প্রহার ও সংহার করে, সেইরূপ, বিভিন্নজাতীয় মনুষ্যেরাও ঐ সকল প্রবল প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া চলিলে পরস্পর পশুবৎ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়, বরং তদ্বিষয়ে আপনাদিগের তেজস্বিনী বুদ্ধিবৃত্তি নিয়োজন করাতে, হিংস্র জন্তু অপেক্ষাও অধিক অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া

থাকে। এ কাল পর্য্যন্ত কোন দেশের লোক দেশান্তরীয় লোকের প্রতি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির আদেশানুগত আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই। আবহমান কাল বল-বীর্য্য-বিশিষ্ট দুর্দ্ধর্ষ লোকে বীর্য্যহীন ক্ষীণ লোকের উপর অত্যাচার করিয়া তাহাদিগকে পরাভূত ও উৎসন্ন করিয়া আসিতেছে। কোন কোন জাতি প্রবল পরাক্রান্ত দুর্দ্দান্ত নিষ্ঠুর মনুষ্যদিগের অত্যাচারে এক বারে লুপ্ত-প্রায় হইয়াছে। সমুদায় অশুভ-ঘটনা হইতেই কিছু কিছু সদুপায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব, ঐ দুর্নীত দুঃশীল লোকদিগের দুর্ব্যবহার ও নিস্তেজ বলহীন লোকদিগের দুরবস্থা দর্শনে এই নীতি শিক্ষা করা উচিত যে, কোন জাতির নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ও শারীরিক শক্তির নিতান্ত হ্রাস হওয়া শ্রেয়স্কর নহে। হিংস্রস্বভাব পশু ও মনুষ্যদিগের অত্যাচার নিরাকরণার্থে ঐ সমুদায় অত্যন্ত আবশ্যক। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আতিশয্য নিবারণ করা অবশ্য-কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু উচ্ছেদ চেষ্টা করা উচিত নহে।

পরম-মঙ্গলাকর পরমেশ্বর যে মনুষ্যদিগকে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি রূপ রমণীয় ভূষণে ভূষিত করিয়া প্রধানত্ব-পদ প্রদান করিয়াছেন, ইহা তাঁহাদিগের পরম সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু তিনি জন-সাধারণের স্বজাতীয় সুখ স্বচ্ছন্দতা সমুন্নতি বিষয়ে ঐ সকল প্রধান প্রবৃত্তির সহিত বাহ্য বস্তু সমুদায়ের সামঞ্জস্য রাখিয়াছেন কি না? বাহুদের প্রভূত বল, প্রবল বুদ্ধিবৃত্তি ও দুর্দ্দান্ত

নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি থাকে, তাহারা দুর্ব্বলদিগের উপর অত্যাচার করিতে পারে বটে, কিন্তু এইরূপ অধর্ম্মাচরণ সুখ-সৌভাগ্য-সঞ্চয়ের উৎকৃষ্ট উপায় কি না? এই দুই প্রস্তাব বিশিষ্ট রূপে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

পরমেশ্বরের নিয়মানুসারে, পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতা এই উভয়ই ধনাগম ও ধনসঞ্চয়ের উৎকৃষ্ট উপায়। মাতৃবৎ প্রতিপালিকা পৃথিবী অপর্য্যাপ্ত ঐশ্বর্য্য দানে প্রস্তুত আছেন; আমরা শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম সহকারে হস্ত প্রসারণ করিলেই, যথেষ্ট অর্থ লাভ করিতে পারি। দুর্দ্দান্ত দস্যুগণ এবং দস্যু তুল্য বলিষ্ঠ ব্যক্তিরা কিছু কাল দুর্ব্বলের ধন হরণ পূর্ব্বক ভোগ করিতে পারে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তদ্দ্বারা অর্থের আকর ক্রমে ক্রমে শূন্য হইয়া আইসে। অন্যের অত্যাচারে সঞ্চিত ধন ক্রমাগত নষ্ট হইতে থাকিলে, লোকে ধন-সঞ্চয় করণে তাদৃশ যত্নবান্ না হইয়া, ধনাপহারী অত্যাচারী-দিগকে প্রতিফল-প্রদানার্থেই সর্ব্বতোভাবে সচেষ্টিত হয়।

যদি পরমেশ্বর ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তু আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা-সাধনের উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকেন, এবং বিশ্ব-রাজ্য-পরি-পালনার্থে ঐ সকল শুভ বৃত্তির প্রাধান্য-সম্পাদনের অনুকূল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া থাকেন, তবে কোন দেশের লোক দেশান্তরীয় লোকের সর্ব্ব-নাশ স্বরূপ পূর্ব্বক তাহাদের উপর অত্যাচার ও বল প্রকাশ করিয়া অর্থ ও প্রভুত্ব লাভের চেষ্টা করিলে, স্থায়িতর সৌভাগ্য

সঞ্চয় করিতে কদাচ সমর্থ হইবে না। যদি কোন দেশের রাজা ও রাজপুরুষেরা লোভাসক্ত হইয়া অন্য দেশ আক্রমণ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, তবে তাঁহাদিগকে যুদ্ধ-নির্ব্বাহার্থে সঞ্চিত ধন ব্যয় করিতে হয়, এবং অধিকতর অর্থ আহরণার্থে অশেষ-প্রকার অসৎ উপায় অবলম্বন করিয়া তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয়। যদি তাঁহাদের শত্রুপক্ষ প্রবল ও জয়ী হয়, তবে তাঁহাদিগের যুদ্ধে যত ক্লেশ ও যত ব্যয় হইয়াছিল, সমুদায়ই নিরর্থক যায়, এবং পরেও বহু কাল পর্য্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। যদি তাঁহারা জয়ী হইয়া পরাজিত জাতিকে নিপীড়ন করেন, তবে পশ্চাৎ দেখিতে পান, ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেওয়াতে, পরিণামে সুখ, সচ্ছন্দতা ও শান্তি-রসেও জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছে। বিশেষতঃ, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদিগের যেরূপ অসম্ভাবিত প্রবলতা হইলে, পর-দেশ আক্রমণ ও পর-দেশীয় লোকের উপর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্তি হয়, সেরূপ প্রবলতা হইলে, স্বদেশের রাজনীতি ও স্বদেশীয় রাজপুরুষদিগের চরিত্র উভয়ই অধর্ম্ম-দোষে দূষিত হইয়া প্রজাগণের অশেষমত ক্লেশ উৎপাদন করে।

সর্ব্ব-দেশীয় পুরাবৃত্তেরই মধ্যে এ বিষয়ের প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কারণ এ কাল পর্য্যন্ত সকল জাতীয় লোকেই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আদেশানুযায়ী কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। অতএব, এ বিষয়ের দুই এক উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া এ প্রস্তাব সমাপ্ত করা যাইতেছে।

১।—রোমকদিগের চরিত্র ইহার সম্পূর্ণ দৃষ্টান্ত-স্থল। তাহারা পরিশ্রমে অবহেলা করিয়া পর-দেশ আক্রমণ ও পরদ্রব্য লুণ্ঠন এই উভয়ই জীবিকা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া চলিত। তত্রস্থ সম্ভ্রমশালী ধনাঢ্য ব্যক্তিরা প্রায়ই ভোগাসক্ত ও কুকর্ম্মান্বিত ছিলেন। তাঁহারা যেমন দুঃশীলতা প্রকাশ পূর্ব্বক লোকের উপর অশেষ-প্রকার উপদ্রব করিতেন, সেইরূপ, কখন কখন দুর্দ্দান্ত ইতর লোকদিগের, কখনও বা অত্যাচারী দুরন্ত রাজা-দিগের, হস্তে পতিত হইয়া যৎপরোনাস্তি শাস্তিভোগ করিতেন। রোমকদিগের সাম্রাজ্য শাসন কালে সামান্য লোকে মূর্খ; দরিদ্র, কলহ-প্রিয় ও আলস্য-পরবশ ছিল। তাহারা অন্যের ধন হরণ করিয়া উদর পরিপূরণ করিত, এবং স্বার্থানুরোধে আপন দেশ ও আপনাদিগকেও বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইত। তবে যে কখন কখন রোমকদিগের দেশে ধর্ম্ম ও শান্তিসুখের সঞ্চার হইত, তাহার কারণ, তৎকালে ধর্ম্মশীল বুদ্ধি-মান্ ব্যক্তিরা রোম-রাজ্য-রূপ বৃহৎ তরণীর কর্ণধার হইতেন। মধ্যে মধ্যে কোন কোন মহাশয় স্বদেশ-হিতৈষিতা, ন্যায়পরতা অসামান্য বুদ্ধি-শক্তি প্রকাশ করিয়া স্বদেশ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন এ কথা যথার্থ বটে, কিন্তু রোমকেরা সচরাচর ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অমৃতময় উপদেশ অবহেলন করিয়া নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া চলিত তাহার সন্দেহ নাই।

তাহারা ধর্ম্মানুগত সদাচরণ ও ন্যায়ানুগত পরিশ্রম

পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল পর-দ্রব্যাপহরণের উপর নির্ভর করিয়া থাকাতে, ক্রমশঃ দুর্ব্বল, নির্বীর্য, নিরুৎসাহ, অবশ-চিত্ত, এবং ঐক্যাবলম্বন বিষয়ে অসমর্থ হইয়া আসিল, এবং তাহাদের নিষ্ঠুর ব্যবহার ও অসহ্য অত্যাচার অসহমান হইয়া, চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত জাতি তাহাদিগের বিদ্বেষী ও বিপক্ষ হইয়া উঠিল। অবশেষে, যখন তাহাদের পাপের ভরা পূর্ণ হইল, তখন উদীচ্য অসভ্য লোকসকল সংহার-মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, তাহাদের সাম্রাজ্য বিনাশ করিল, এবং তাহাদের অসাধারণ কীর্ত্তি লুপ্ত করিল।

২।—আমাদিগের দেশাধিপতি ইংলণ্ডীয় লোকেরাও এ বিষয়ের বিলক্ষণ দৃষ্টান্ত-স্থল। তাঁহারা বহুকালাবধি কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়ের বশীভূত হইয়া কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। দুর্জ্জয় অর্জ্জনস্পৃহা, অতিপ্রবল আত্মাদর, এবং ভয়ঙ্কর জিঘাংসা বৃত্তি তাঁহাদের সকল কর্ম্মের প্রবর্ত্তক স্বরূপ হইয়াছে। তাঁহারা এই সমুদয় অনর্থকরী প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া তদনুযায়ী বিধান ও ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। তদনুসারেই তাঁহারা পর দেশ অধিকার করেন, বাণিজ্য বিষয়ক স্বতন্ত্রতার ব্যাঘাত করেন, শিল্প ও ব্যবসায় বিষয়ে অনিষ্টকর নিয়ম সকল সংস্থাপন করেন এবং অন্যান্য ভূরি ভূরি ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ রীতি নীতি প্রচলিত করেন। যদি জগদীশ্বর এই বিশ্ব-রাজ্যে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রাধান্য রাখিয়া বাহ্য বস্তু সমুদায়ের তদনুযায়িনী

শৃঙ্খলা করিতেন, তবে এত দিনে ইংলণ্ডদেশ স্বর্গোপম সুখ-ধাম হইত। কিন্তু পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে, তাঁহাদের কর্ম্ম-বৃক্ষে বিপরীত ফল ফলিত হইয়াছে, এবং উত্তরোত্তর আরও হইবার সম্ভাবনা আছে।

প্রথমতঃ। আমেরিকা-নিবাসীদিগের সহিত ইংলণ্ড-নিবাসীদিগের দুর্ব্ব্যবহার এ বিষয়ের এক প্রধান উদাহরণ। সহস্র সহস্র ব্রিটেনীয় লোক ধর্ম্ম-বিষয়ক অত্যাচারে উত্তেজিত হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমেরিকার উত্তর খণ্ডে গিয়া বসতি করে। এক শত বৎসর গত না হইতেই, তাহাদের সংখ্যা ও সামর্থ্যের এরূপ বৃদ্ধি হইল, যে, তৎকালে তাহাদের দেশ একটি রাজ্য রূপে পরিগণিত হইতে পারিত, এবং যদি ইংলণ্ডীয় রাজা ও রাজপুরুষেরা তাহাদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতেন, তবে তদ্দ্বারা বিস্তর আনুকূল্য হইত। বস্তুতঃ, তৎকালে আমেরিকা ইঙ্গরেজদিগের শস্যাগার-স্বরূপ হইয়াছিল, অতএব তাহাকে প্রযত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু তাঁহারা অবিলম্বে সম্প্রীতি-সেতু ভঞ্জন করিয়া বিবাদ প্রবাহ প্রবল করিলেন। তাঁহারা আমেরিকা-নিবাসীদিগের সহিত নানাপ্রকার কুব্যবহার আরম্ভ করাতে, উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল।

সেই ঘোরতর সংগ্রামে কোন্ দেশের লোক পরমেশ্বরের কিরূপ নিয়ম লঙ্ঘন বা পালন করিয়া কিরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

ইঙ্গরেজেরা উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা বৃত্তির উপদেশ অবহেলন পূর্ব্বক অর্জ্জনস্পৃহা ও আত্মাদর বৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। তাঁহারা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘন পূর্ব্বক রাজ্য এবং ঐশ্বর্য্য লাভার্থে, আর আমেরিকা-বাসীরা প্রধান প্রবৃত্তির উপদেশানুসারে স্বকীয় স্বাধীনত্ব সংস্থাপনের নিমিত্তে, এই বিষম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এমত স্থলে ইঙ্গরেজদিগের জয় পরাজয় উভয়েতেই হানি-সম্ভাবনা, বরং জয় হইলে, অধিক অনিষ্ট হইত। ব্রিটেন-বাসীরা আমেরিকা-বাসীদিকে পরাজয় করিতে পারিলে, তাহাদিগকে পদে পদে অপমান করিতেন তাহার সন্দেহ নাই। ইহা হইলে, আমেরিকা-বাসীদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত হইয়া ইঙ্গরেজদিগের অনিষ্টাচরণে পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্ত হইত। এরূপ দুঃশাসনীয় রাজ্য-শাসন ও প্রজা-দ্রোহ নিবারণার্থে বহু সংখ্যক সৈন্য ও রণতরি রক্ষা করিতে হইত, এবং তাহাতে ঐ রাজ্যের সমুদায় উপস্বত্ব অপেক্ষায়ও অধিক অর্থ ব্যয় হইয়া যাইত। তদ্ব্যতীত, এরূপ আচরণ দ্বারা ইংরেজদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল উত্তরোত্তর প্রবলই হইতে থাকিত, এবং তাহাতে স্বদেশে যুক্তি-বহির্ভূত রাজনীতি প্রচলিত হইয়া আপনাদিগেরও অশেষ ক্লেশ উৎপাদন করিত। কিন্তু তাঁহাদের পরাজয় হওয়াতে, অপেক্ষাকৃত উপকার দর্শিয়াছে। আমেরিকাবাসীরা বুদ্ধি, বিদ্যা, ধন ও ধর্ম্ম বিষয়ে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া মিত্র

স্বরূপে ইংরেজদিগের অশেষপ্রকার উপকার করিতেছে। তাঁহারা তাহাদিগকে নিগ্রহ করিয়া যত অর্থ অপহরণ করিতে পারিতেন, এক্ষণে আমেরিকার বাণিজ্য দ্বারা তাহার দশ গুণ ধন লাভ করিতেছেন। কিন্তু যখন তাঁহারা ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া উল্লিখিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগকে অবশ্যই তাহার সমুচিত প্রতিফল ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। ঐ যুদ্ধে ভূরি ভূরি লোক-ক্ষয় ও রাশি রাশি ধন-ব্যয় হইয়া তাঁহাদিগের অশেষ অনিষ্ট উপস্থিত করিয়াছে। তদবধি ইংলণ্ডীয়দিগের ইতিহাস তাঁহাদিগের অধর্ম্ম ও যন্ত্রণা বর্ণনায় মলিন ও কলঙ্কিত হইয়াছে। ইংলণ্ডীয় রাজ্য যে অতিপ্রভূত দুষ্পরিশোধনীয় ঋণজালেবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাঁহাদিগের ন্যায় বিরুদ্ধ যুদ্ধ-প্রবৃত্তিই তাহার এক মাত্র কারণ। ইংলণ্ডভূমি ১৬৮৮ অবধি ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১২৭ বৎসরের মধ্যে ৬৫ বৎসর অতি প্রবল যুদ্ধানলে দগ্ধ হয়, এবং তাহাতে ২০২৩০০০০০০০ দুই সহস্র ত্রয়োবিংশতি কোটি টাকা ক্রমে ক্রমে ব্যয় হইয়া যায়। তন্মধ্যে তত্রত্য প্রজাদিগকে কর স্বরূপে ১১৮৯০০০০০০০ একাদশ শত ঊননবতি কোটি প্রদান করিতে হইয়াছিল, এবং রাজপুরুষেরা ৮৩৪০০০০০০০ অষ্ট শত চতুস্ত্রিংশৎ কোটি ঋণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি ইংরেজদিগকে সেই দুর্ব্বহ ঋণ ভার বহন করিতে হইতেছে, এবং তন্নিমিত্ত বর্ষে বর্ষে প্রায় ত্রিশ কোটি

টাকা কর স্বরূপ প্রদান করিতে হইতেছে। তাঁহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে মহানর্থকর বিষম পাতকের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তদীয় সন্তান সন্ততিদিগকে অদ্যাপি তাহার সমুচিত শাস্তি ভোগ করিতে হইতেছে। তাঁহাদের যুদ্ধ-নির্ব্বাহ নিমিত্ত যত অর্থ নষ্ট হইতেছে, তাহার বিংশতি ভাগের এক ভাগ যদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উপদেশানুসারে শিক্ষা-দান, পথ-নির্ম্মাণ, খাত-খনন দান-শালা-সংস্থাপন ইত্যাদি হিতকর কার্য্যে ব্যয় হইত, তবে এত দিনে ব্রিটেন-ভূমি অনুপম সুখের আস্পদ হইয়া রমণীয় রূপ ধারণ করিত।

আপনাদিগের লোক ক্ষয়, অর্থ-ব্যয়, ঋণ-পাত, ধর্ম্মোন্নতি-নিবারণ, সুখ ও সভ্যতা সম্পাদনের প্রতিবন্ধকতা, স্বজাতীয় প্রজাদিগের দরিদ্রতা-বর্দ্ধন ইত্যাকার বিবিধপ্রকার বিষময় ফল ইংরেজজাতির অধর্ম্ম-রূপ বিষ-বৃক্ষে ফলিত হইয়াছে।

ইংরেজেরা যে সকল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া আমেরিকা-নিবাসীদিগের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, সেই সকল প্রবৃত্তিরই অনুবর্ত্তী হইয়া ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন। বিরলে বসিয়া এ বিষয় আলোচনা করিলে, বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। আমাদের ভারতবর্ষে যাঁহাদের কিছুমাত্র স্বত্ব নাই, ও অত্রত্য লোকদিগের সহিত যাঁহাদের কোন স্বাভাবিক সম্বন্ধ নিবদ্ধ নাই, তাঁহারা প্রথমে অতি নম্র ভাবে এখানে আগমন পূর্ব্বক, ক্রমে ক্রমে এক সীমা অবধি সীমান্তর

পর্য্যন্ত সমুদায ভারতবর্ষ ছলে বলে কৌশলে হস্তগত করিয়া, স্বেচ্ছানুসারে একাধিপত্য করিতেছেন। প্রথমে কতিপয ইংলণ্ডীয বণিক অতি মৃদু ভাবে আগমন করিয়া সমুদ্র-তটে অবস্থিতি করিলেন, এবং তদ্দ্বারা এমন মহারাজ্যের সূত্র-পাত করিলেন, যে তাহা ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষীয সকল রাজ্যই গ্রাস করিযাছে, বৃহৎ বৃহৎ রাজভাণ্ডার লোপ করিযাছে, এবং এখানকার সকল লোকের স্বাধীনত্ব স্রোত রোধ করিযাছে।

পরমেশ্বরের নিযম লঙ্ঘন করিলে, তাহার প্রতিফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয তাহার সন্দেহ নাই। অতএব, ইংরেজেরা যে সমস্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইযা ভারত-ভূমি অধিকার করিয়াছেন, সেই সমুদায়েরই অধীন হইযা স্বদেশেরও অনেকপ্রকার অনিষ্ট-রাশি উৎপাদন করিয়া আসিতেছেন। তথাকার রাজ-নিযম ও রাজপুরুষদিগের ব্যবহার অধর্ম্ম-দোষে দূষিত হইযা লোকের বিস্তর ক্লেশ উৎপন্ন করিয়াছে। কিন্তু ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে, যে পরাধীন লোকের অধর্ম্ম না থাকিলে, স্বাধীনত্ব নষ্ট হয় না। আপনাদিগের শারীরিক ক্ষীণতা এবং বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির হীনতাই তাহাদিগের এরূপ দুর্ঘটনার মূল কারণ। বোধ হয, এক জাতির উপরে অন্য জাতির অত্যাচার করিবার ক্ষমতা এই অভিপ্রায়ে প্রদত্ত হইয়া থাকিবে যে, অত্যাচারিত জাতি নিতান্ত অসহিষ্ণু হইযা আপনাদিগের পরিত্রাণার্থ অধিকতর বল ও বীর্য্য

প্রকাশ করিতে সযত্ন হইবে। কিন্তু ভয় হয় কি জানি যদি ভারতবর্ষীয় লোকে পরমেশ্বরের অখণ্ড্য নিয়মের অত্যন্ত বিরুদ্ধাচরণ করিয়া এ পৃথিবী অধিকার বা তাহাতে বাস করিবার অযোগ্যই হইয়া থাকে। মনুষ্যের শরীরিক শক্তি প্রকাশ এবং শক্তি-বিশিষ্ট উৎসাহী লোকের প্রভুত্ব লাভই ঐশ্বরিক নিয়মের প্রথম উদ্দেশ্য বোধ হয়। কিন্তু মনুষ্য ধর্ম্মশীল জীব, ধর্ম্মের আয়ত্ত করিয়া স্বীয় শক্তি নিয়োজন না করিলে, অবশ্যই ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। অধার্ম্মিক লোকে রাজ্য অধিকার করিতেপারে, কিন্তু পরমেশ্বরের নিয়ম এই যে, তাহারা সুখ সচ্ছন্দে ভোগ করিতে পারে না।

যে মহাত্মার গ্রন্থানুসারে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তিনি এইপ্রকার অনুমান করিয়া লিখিয়াছেন যে, "আমি ভরসা করি, আর এক শত বৎসর অতীত না হইতেই, পরমেশ্বরের ধর্ম্মবিষয়ক নিয়ম-প্রণালীর জ্ঞান লাভ বিষয়ে ব্রিটেনীয় লোক সাধারণের এপ্রকার উন্নতি হইবে, এবং সেই সমস্ত নিয়মের যাথার্থ্য বিষয়ে তাহা-দের এপ্রকার দৃঢ়তর প্রত্যয় জন্মিবে যে, রাজপুরুষেরা আপনাদিগের ভারতরাজ্যাধিকার হিন্দু ও ইংরেজ উভয় জাতিরই অনিষ্ট-জনক বোধ করিয়া তাহা পরি-ত্যাগ করিবেন, অথবা ধর্ম্মানুগত হইয়া কেবল হিন্দু-দিগের উপকার উদ্দেশে উক্ত রাজ্য পালন করিবেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন, ইতি পূর্ব্বেই ইহা সম্পন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ ভারতবর্ষ ইংরেজদিগের অধিকারে

যে প্রকার সুখ সৌভাগ্যের আলয় হইয়াছে, স্বকীয় রাজাদিগের অধিকার কালে সেরূপ কখনই হয় নাই। কিন্তু কেবল ইংরেজদিগের কথা প্রমাণে এ বিষয় অবধারিত করিতে পারা যায় না, পরাধীন লোকদিগের বাক্য দ্বারা ইহা কখনও সপ্রমাণ হইতে শুনা যায় নাই। বিশেষতঃ, ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, আমরা হিন্দুদিগকে পরাধীন জাতি বিবেচনা করিয়া শাসন করি, এবং তদনুসারে তাহাদিগকে সমুদায় উচ্চ উচ্চ সম্ভ্রান্ত পদলাভে বঞ্চিত রাখি। যথার্থ ধর্ম্মানুসারে ভারতবর্ষ শাসন করিতে হইলে, তত্রত্য লোকদিগকে পরমেশ্বরের প্রাকৃতিক নিয়ম বিষয়ে সম্পূর্ণরূপ শিক্ষা দিতে হয়, এবং তাহারা যে রূপে বিনীত হইলে তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তৎপ্রতিপালনে অনুরক্ত হয়, তাহাদিগকে সেই রূপে বিনীত করিতে হয়, রাজ্যের বিচারকার্য্যে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে হয়, তাহাদিগকে ও ইংরেজদিগকে সমান পদ ও সমান ক্ষমতা প্রদান করিতে হয়; এবং যাহাতে তাহারা বুদ্ধিমান্, স্বাধীন ও ধর্ম্মশীল হয় তাহার উপায় করিয়া দিতে হয়। যদি কখনও আমরা তাহাদিগকে এই প্রকার সৌভাগ্যশালী করি, এবং তাহাদের প্রতি কেবল ন্যায়ানুত সদয় ব্যবহার করিয়া তৃপ্ত থাকি, তাহা হইলে, তাহারা আমাদিগকে প্রীতি ও সমাদর করিবে, এবং তখন আর তথায় আমাদের সৈন্য সংস্থানের আবশ্যকতা থাকিবে না অথচ আমরা বাণিজ্য-সম্পাদিত সমুদায়

উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিব। যাঁবধি ব্রিটেনীয় রাজ-পুরুষেরা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়মে অবিশ্বাস করিয়া ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসন-প্রণালী রক্ষা করিবেন, তদবধি স্বদেশের রাজ-নিয়মও কখন নির্দ্দোষ হইবে না। যদবধি ঐ সমুদায় নিয়ম অধর্ম্ম-দোষে দূষিত থাকিবে, তদবধি ব্রিটেন-ভূমির প্রচলিত ধর্ম্ম কেবল বালুকাময় রজ্জু-স্বরূপ হইবে, সুতরাং ভদ্দ্বারা প্রজাদিগকে ধর্ম্ম-বন্ধনে বদ্ধ রাখিবার চেষ্টা নিতান্ত নিষ্ফল হইবে। উক্ত ভূমির ধনসম্পত্তি কেবল আপনার পাশ স্বরূপ হইবে, এবং তাহার সামর্থ্যরূপ দারুগর্ভে এমন বিষম ঘুণ গুপ্ত থাকিবে যে, সে সকল বল ক্ষয় করিয়া ব্রিটেনীয় রাজ্যকে অধর্ম্ম-পালিত বিনষ্ট রাজ্য সমুদায়ের মধ্যে গণ্য করিবে"।

এক্ষণে, যাহাতে মহাত্মা কুম্বসাহেবের এই শেষোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পন্ন না হয়, তাহারা চেষ্টা করা ইংরেজদিগের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার পূর্ব্বক রাজ্য-শাসন বিষয়ে পরম-মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের শুভকর নিয়ম পরিপালন ব্যতিরেকে ইহার আর উপায়ান্তর নাই।

সপ্তম অধ্যায়।

প্রাকৃতিক-নিয়মানুযায়ী দণ্ড-বিধানের বিবরণ।

প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যেরূপ অনিষ্ট ঘটনা হয়, ক্রমে ক্রমে তাহার বিবরণ করা গিয়াছে। এক্ষণে, পরমেশ্বর কি প্রকার নিয়মে কিরূপ দণ্ড বিধান করেন, তদ্বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

দণ্ড শব্দ শুনিবা মাত্র মনুষ্য-দত্ত দণ্ড মনে হয়, কিন্তু মনুষ্য-কৃত দণ্ডে ও পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী দণ্ডে অনেক বিশেষ আছে। এক্ষণে, অনেক দেশে যেরূপ দণ্ড-বিধানের প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহার সহিত দণ্ডিত ব্যক্তির কুকর্ম্মের কোন স্বাভাবিক সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। যে রাজা যেরূপ দণ্ড বিধান করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি তাহাই পারেন, এই হেতু, পূর্ব্বাবধি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন-প্রকার রাজ-দণ্ড ব্যবস্থিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু প্রাকৃতিক-নিয়মানুযায়ী দণ্ড সেরূপ নহে। ভৌতিক, শারীরিক, বা মানসিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে স্বভাব-সিদ্ধ অনিষ্ট ঘটনা হয়, তাহাই প্রাকৃতিক দণ্ড। সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টি-কালেই তাহা নিরূপিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার আর প্রকারান্তর হইবার সম্ভাবনা নাই।

নিয়ম থাকিলে, সুতরাং এক জন নিয়ন্তা ও তাহার কতকগুলি প্রজা থাকে। নিয়ন্তার সংস্থাপিত নিয়ম সমুদায় প্রতিপালন করা প্রজাদিগের কর্ত্তব্য। নিয়ন্তার স্বভাব দুইপ্রকার হইতে পারে, হয়, তিনি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া প্রজার উপর উপদ্রব করেন, নয়, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দ্বারা প্রযোজিত হইয়া স্বকীয় বাঞ্ছা পালন করেন। যিনি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া চলেন, কেবল স্বার্থ-সাধনই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য থাকে। তিনি প্রজাদিগের কল্যাণ-চিন্তায় তাদৃশ মনোযোগী হন না, সুতরাং তাহাদিগের মঙ্গল মাত্র উদ্দেশ করিয়া কোন নিয়ম প্রচার করেন না। অহি-ফেণাদি মাদক দ্রব্য বিষয়ক একচেটিয়া বাণিজ্যে ইংরেজদিগের যথেষ্ট লাভ আছে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে প্রজার অপকার ভিন্ন কিছু মাত্র উপকার নাই। তাঁহাদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল না থাকিলে, এরূপ ন্যায়-বিরুদ্ধ নিয়ম সংস্থাপিত করিতে ও অদ্যাপি প্রচলিত রাখিতে কোন ক্রমেই প্রবৃত্তি হইত না। সুইজর্লণ্ড দেশের অন্তঃপাতী উরি প্রদেশের এক শাসনকর্ত্তা একটা স্তম্ভের উপর আপনার টুপি নির্বদ্ধ করিয়া প্রজাদিগকে কহিয়াছিলেন, ' তোমরা আমাকে যেরূপ সমাদর কর, এই টুপিকেও সেইরূপ করিও।" এই অন্যায় অনুমতি তাঁহার দুর্জ্জয় আত্মাদরের কার্য্য, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুগত নহে। প্রজাদিগের অধীনত্ব ও দাসত্ব দেখিয়া আত্মগরিমা প্রকাশ করা ইহার এক

মাত্র প্রয়োজন। ইহাতে প্রজাদিগের কিছুমাত্র কল্যাণ নাই, কেবল লাঘব ও অপমান। প্রত্যুত, যিনি ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া চলেন প্রজার হিতচেষ্টা করা তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য থাকে। তদনুসারে তিনি শুভদায়ক নিয়ম সমুদায় সংস্থাপন করিয়া, তাহাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতা সাধনে যত্নবান্ হন, এবং তাহাদিগের উপকার করিতে পারিলেই, পরমাপ্যায়িত হইয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করেন। যদি কোন রাজা এইরূপ নিয়ম প্রচার করেন যে, আমার রাজ্যে কেহ চুরি করিতে পারিবে না, যদি কেহ করে, তবে যদবধি তাহার কুপ্রবৃত্তি নিবৃত্তি হইয়া চরিত্র-শোধন না হয়, তদবধি তাহাকে কারারুদ্ধ থাকিয়া উত্তম শিক্ষকের সমীপে ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা হইলে, সেই রাজার ন্যায়-পরতা ও উপচিকীর্ষাদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি যে বিলক্ষণ প্রবল ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায় যে তাহাদের বশীভূত, ইহাতে আর সংশয় থাকে না। রাজার স্বার্থলাভ এ নিয়ম সংস্থাপনের উদ্দেশ্য নহে, কেবল প্রজাদিগের সুখবৃদ্ধি ও অন্যায়াচরণ নিবারণ মাত্র ইহার প্রয়োজন। যদিও দোষী ব্যক্তিকে রুদ্ধ করিয়া রাখাতে ক্লেশ দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তাহাতে কিছু মাত্র নিষ্ঠুরতা প্রকাশ হয় না, কারণ যদি তাহার এইরূপ দণ্ড বিধান না করা যায়, এবং অন্য লোকে তাহার দৃষ্টান্তানুগামী হইয়া চৌর্য্য-ব্রত অবলম্বন করে, তবে ক্রমে ক্রমে হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া মনুষ্য-কুল নির্ম্মূল হইয়া যায়।

জগদীশ্বর এই শেষোক্ত তাৎপর্য্যানুসারে সমুদায় নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, কারণ সৃষ্টিমধ্যে এপ্রকার কোন কার্য্য বা কোন কৌশল দৃষ্ট হয় না, যে তাহা সৃষ্টিকর্ত্তার কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির চরিতার্থতা-সাধনার্থ সঙ্কল্পিত হইয়াছে। তিনি যে উল্লিখিত স্বার্থপরায়ণ শাসন-কর্ত্তার ন্যায় কেবল আত্মপরিতোষ লাভ ও আত্মপ্রভুত্ব প্রকাশার্থে কোন প্রসিদ্ধ স্থানে আপনার প্রতিরূপ সংস্থাপন করিয়া লোকদিগকে তাহার সেবা করিতে কহিবেন, ইহার পর অসম্ভব আর কিছুই নাই। যিনি আমাদিগকে পরম-শুভকারিণী পর-হিতৈষিণী ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার এপ্রকার ব্যবহার করা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। বাস্তবিক, পরমেশ্বরের প্রাকৃতিক নিয়ম যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতেও স্পষ্ট বোধ হইতেছে, তাঁহার সমুদায় নিয়ম জীবদিগের কেবল সুখোদ্দেশেই সংস্থাপিত হইয়াছে। লোকে নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে তাহার দুঃখ রূপ ফল প্রাপ্ত হয়, ইহাও পরমেশ্বর তাহাদিগকে সদুপদেশ-প্রদান ও সৎপথ-প্রদর্শন করণার্থ নিয়োজন করিয়াছেন। এ কথা প্রকৃত বটে, যে অদ্যাপি অনেকপ্রকার উৎপাত-ঘটনার যথার্থ তাৎপর্য্য সুন্দর রূপে প্রতীত হয় নাই, কিন্তু সৃষ্টি-ক্রিয়াবিষয়ক জ্ঞান যত বৃদ্ধি হইতেছে, সৃষ্টিকর্ত্তার মঙ্গলাভিপ্রায়-বিষয়ক সংশয় তত দূরীকৃত হইতেছে। পূর্ব্বে যাহা অনিষ্টকর বোধ ছিল, এক্ষণে তাহা ইষ্টকর বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে, এবং এক্ষণে

যাহা অশুভ-দায়ক জ্ঞান হইতেছে, ভবিষ্যতে তাহা শুভ-দায়ক বলিয়া প্রতীত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। যদি নিয়ম লঙ্ঘন করিলে ক্লেশ না হইত, তবে লোকে একবার কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিতে আরম্ভ করিলে, ক্রমাগত সেই নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যৎপরোনাস্তি শাস্তি ভোগ করত আপনার স্বভাবকে একবারে মলিন করিয়া ফেলিত, অথবা অবিলম্বে অসাধ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইত, কিন্তু জগদীশ্বর জগতের যেরূপ শৃঙ্খলা করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাতে নিয়ম-লঙ্ঘনের সঙ্গে সঙ্গেই ক্লেশানুভব হইয়া মধ্যে মধ্যে পাপী ব্যক্তির কুপথভ্রমণ স্থগিত করিয়া রাখে, এবং কোন কোন ব্যক্তিকে পাপ-পথের মধ্যস্থান হইতে ফিরাইয়া আনিয়া ধর্ম্ম-পথে প্রবর্ত্তিত করে।

ইহা সকলেরই বিদিত আছে, জন্তুরই হউক আর উদ্ভিজ্জেরই হউক, শরীর মাত্রই দগ্ধ হয়। এই ভৌতিক নিয়মানুসারে কাষ্ঠ, তৈল, বসা, চর্ম্ম প্রভৃতি বস্তু অগ্নি-সংযুক্ত হইলে দগ্ধ হয়। এক্ষণে, দাহ্যমান বস্তুর এই গুণ মনুষ্যের উপকারী কি না, তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। ইহা প্রসিদ্ধ আছে, অগ্নি দ্বারা অন্ন পাক হয়, রাত্রিকালে, আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, শীতের সময়ে শীত নিবারণ হয়, এবং অন্যান্য অনেকপ্রকার উপকার উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব, শারীরিক বস্তু অগ্নি সংযুক্ত হইলে যে নিয়মানুসারে দগ্ধ হয়, তাহা অশেষ-

প্রকার কল্যাণদায়ক, তাহার সন্দেহ নাই। বৃক্ষের শরীর ও পশুর শরীরের ন্যায় মনুষ্য-শরীরও ঐ নিয়মের অধীন। অগ্নি-কুণ্ডে পতিত হইলে, তাহাও দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হয়, আর তদপেক্ষায় অল্পতর তেজঃ প্রাপ্ত হইলে, শিথিল ও বিকল হইতে থাকে। পরমেশ্বর মনুষ্যদিগকে অগ্নি-সম্ভারিত বিষম বিপত্তি হইতে পরিত্রাণ করিবার কি উপায় করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। তিনি আমাদিগকে ন্যূনাধিক উত্তাপ অনুভব করিবার যে আশ্চর্য্য শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত উপায় সম্পাদনের আর কিছু অবশিষ্ট নাই। যেপ্রমাণ উত্তাপ শরীরের পক্ষে উপকারী, তাহা সুখকর জ্ঞান হয়, তদপেক্ষা প্রখর হইয়া কিঞ্চিৎ অপকারী হইলে কিছু কিছু ক্লেশানুভব হয়, যখন তদপেক্ষাও প্রবল হইয়া শরীর বিকল করিতে আরম্ভ করে, তখন বিশিষ্টরূপ ক্লেশকর হইতে থাকে, যখন এমত প্রবল হইয়া উঠে যে, তদ্দ্বারা শরীর বিশৃঙ্খল ও বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হয়, তখন আর যন্ত্রণার পরিসীমা থাকে না। এই সমুদায় ব্যাপার আপাততঃ অপকারক বোধ হয় বটে, কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য অতি উত্তম। যে নিয়মানুসারে কাষ্ঠ, বসা, চর্ম্মাদি দগ্ধ হয়, তাহা অশেষ-কল্যাণ-দায়ক। আমরা সেই নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে, নানা উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকি। কিন্তু অগ্নির আতিশয্য ও অযথানিয়মে নিয়োগ দ্বারা বিপৎসম্ভাবনা আছে বলিয়া, করুণাময় পরমেশ্বর তাহার

নিরাকরণার্থ সুন্দর উপায় করিয়া দিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি ও সাবধানতা প্রবৃত্তি দিয়াও ক্ষান্ত হন নাই, আমাদের শরীরের সর্ব্ব-স্থানে তাপানুভব শক্তি স্বরূপ প্রহরী নিযুক্ত রাখিয়াছেন। আমাদের অগ্নি-সম্ভাবিত বিপদ্ যত বৃদ্ধি হয়, সেই প্রহরী ততই চীৎকার করিয়া সাবধান করিতে থাকে, এবং যখন এ প্রকার দুর্ব্বিপাক উপস্থিত হয় যে, অবিলম্বে মৃত্যু ঘটিতে পারে, তখন এরূপ উচ্চৈঃ স্বরে আমাদিগকে বিপদুদ্ধারার্থে যত্নবান্ হইতে কহে যে, তদ্দারা আমাদের সমুদায় শারীরিক ও মানসিক শক্তি অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া সেই বিপত্তির নিরাকরণ করিতে সচেষ্টিত হয়। এ স্থলে পরম-মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের কি অপার মহিমা ও আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ পাইতেছে। যখন আমাদিগের নিয়ম-লঙ্ঘন-জনিত দোষের তারতম্যানুসারে উত্তাপানুভবের তারতম্য হইয়া আমাদিগকে সাবধান হইতে উপদেশ করে, তখন সে উপদেশ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞাস্বরূপ জ্ঞান করিয়া একান্ত যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য।

যদি কেহ এ প্রকার আপত্তি উত্থাপন করেন যে, যাঁহাদিগের উপস্থিত বিপদ্ নিরাকরণের সামর্থ্য আছে, তাহাদিগের পক্ষে এ নিয়ম শুভদায়ক বটে, কিন্তু যে অপোগণ্ড বালক ও জরাজীর্ণ বৃদ্ধ প্রভৃতির তাদৃশ সামর্থ্য নাই, তাহাদিগের উপর এ নিয়ম প্রচার করা যুক্তি-সিদ্ধ হয় নাই। যখন তাহারা শারীরিক শক্তির অল্পতা

প্রযুক্ত আপনাদিগের শরীর স্বায়ত্ত রাখিতে না পারিয়া কোন নিকটবর্ত্তী অগ্নি-কুণ্ডে পতিত হয়, তখন তাহাদিগকে দাহজ্বালায় জ্বলিত করা দয়াবানের কার্য্য নহে। কিন্তু এরূপ আপত্তি উপস্থিত করা অদূরদর্শিতার কার্য্য। যদি পরমেশ্বর বালক ও বৃদ্ধকে এই দাহ-বিষয়ক নিয়মের অধীন না করিতেন, তবে তাহাদিগের পক্ষে অগ্নি থাকা আর না থাকা উভয়ই তুল্য হইত। তাহা হইলে, অগ্নি দ্বারা যে শত শত প্রকার উপকার দর্শে তাহাতে তাহাদিগকে নিতান্ত বঞ্চিত থাকিতে হইত। বিশেষতঃ যাহার শরীর যত দুর্ব্বল, নিয়মিত উত্তাপ সেবন করা তাহার পক্ষে তত আবশ্যক। অতএব, অগ্নি বিনা ক্ষীণ-কায় বালক ও জীর্ণ-কায় বৃদ্ধের প্রাণ ধারণ ও সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করা অসাধ্য হইত। যদি কেহ বলেন, অগ্নি হইতে যে সকল উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে তাহাদিগকে বঞ্চিত না করিয়া এরূপ নিয়ম করিলে হইত, যে তাহাদের শরীর দগ্ধ হইলেও ক্লেশানুভব হইত না। কিন্তু বিবেচনা করিলে, ইহাতেও অনিষ্ট ব্যতীত কিছুমাত্র ইষ্টসাধন হইত না। প্রথমতঃ, যে নিয়মানুসারে অল্প উষ্ণতায় সুখানুভব হয়, সেই নিয়মানুসারেই অধিক উষ্ণতায় ক্লেশ বোধ হয়। অতএব সে নিয়ম রহিত হইলে, কেবল দাহজন্য দুঃখানুভব নিবারিত হইত এমত নহে, সুখেরও হানি হইত। দ্বিতীয়তঃ যদি গাত্রে অগ্নি স্পর্শ হইলে, ক্লেশানুভব না হইত তবে তাহারা অগ্নি-কুণ্ডে পতিত হইলেও

তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা পাইত না। এক্ষণে, কোন বালক অগ্নি-স্থানে পতিত হইলে, অগ্নির প্রখর তেজ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া, তাহা হইতে উদ্ধারার্থে সাধ্যমত চেষ্টা করে, এবং তদর্থে উচ্চৈঃ স্বরে পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতিকে আহ্বান করিয়া থাকে। অগ্নি-স্পর্শ দ্বারা ক্লেশানুভব না হইলে, সেই বালক আপনার পরিত্রাণার্থ যত্নবান্ না হইয়া স্বচ্ছন্দ চিত্তে অগ্নি-শয্যায় বিশ্রাম করিয়া থাকিত, ও তাহার সুকোমল শরীর ক্রমে ক্রমে দগ্ধ হইয়া অনতিবিলম্বে ভস্মীভূত হইত। তাহার পিতা মাতা, সন্নিহিত গৃহে অবস্থিত হইলেও এই বিষম বিপত্তি ঘটনার সংবাদ পাইতেন না। অনন্তর কার্য্যান্তর উপলক্ষে সেই অগ্নি-স্থানে আগমন করিয়া প্রিয়তম পুত্র বা স্নেহাস্পদ কন্যাকে কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গার-খণ্ড রূপে পরিণত দেখিতেন। জগতের নিয়ম আমাদিগের মনঃ-কল্পিত হইলে এ প্রকার অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা থাকিত। কিন্তু করুণাময় পরমেশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল! এক্ষণে, উক্তরূপ বিপদ্ উপস্থিত হইলে, বালক আপনা হইতে ক্রন্দন করিয়া উঠে, এবং তাহা শুনিবামাত্র, তাহার পিতা, মাতা, বা ভ্রাতা ধাবমান হইয়া অতিমাত্র প্রযত্ন সহকারে তাহাকে রক্ষা করে। অতএব, শরীরে অগ্নি-সংযোগ হইলে যে ক্লেশানুভব হয়, পরম কারুণিক পরমেশ্বর তাহা আমাদিগের কল্যাণার্থেই বিধান করিয়াছেন। কিন্তু সে ক্লেশও তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। যদি আমরা

শারীরিক ও মানসিক যত্ন দ্বারা অগ্নি-সংক্রান্ত নিয়ম সমুদায় পালন করিতে পারি, তবে আর সে ক্লেশও প্রাপ্ত হইতে হয় না।

পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিলে ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে হয়, ইহা যে তিনি আমাদের হিতার্থেই নিয়োজন করিয়াছেন, তাহা শারীরিক নিয়মের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলেই সুস্পষ্ট প্রতীত হয়। কোন গুরুতর শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যদি বেদনা বোধ না হইত, তবে তদ্দ্বারা কোন কঠিন রোগের সঞ্চার হইলেও, আমরা জানিতে পারিতাম না, সুতরাং তাহার প্রতীকারার্থেও চেষ্টা করিতাম না, ইহা হইলে, সেই রোগ আমাদিগের অজ্ঞাতসারে ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়া আমাদিগকে মৃত্যু-মুখে পাতিত করিত। অতএব, রোগোৎপত্তি হইলে যে গ্লানি ও যাতনা বোধ হয়, তাহা আমাদিগের শুভাভিপ্রায়েই সঙ্কল্পিত হইয়াছে। সে যাতনাকে জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ উপদেশ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তদনুসারে উপস্থিত রোগের চিকিৎসা করা ও উত্তর কালে শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন বিষয়ে সতত সযত্ন থাকা সর্ব্বোতোভাবে বিধেয়। হস্ত পদাদি ভগ্ন হইলে যে বেদনা-বোধ হয়, তাহাতে তিন প্রকার উপকার আছে, প্রথমতঃ, সেই অঙ্গ যে ভগ্ন হইয়াছে ইহা নিশ্চিত অবগত হওয়া যায়, দ্বিতীয়তঃ তাহার প্রতিক্রিয়া না করিয়া আর স্বাস্থ থাকা যায় না, তৃতীয়তঃ, চিকিৎসারম্ভের পরে যদি সেই বেদনা-যন্ত্র

স্থান চলিত বা আহত হয় তবে তাহার যাতনা বৃদ্ধি হইয়া এই উপদেশ প্রদান করে, যে, যে বস্তু বা যে কার্য্য দ্বারা আরোগ্যলাভের ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা নিঃশেষে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। অতএব, এপ্রকার স্থলে যে ক্লেশ অনুভূত হয়, তাহা অধিক ক্লেশ ও অকাল মৃত্যু নিবারণার্থেই নিযোজিত হইযাছে। বোধ হয়, যেন "যে কোন প্রকারে হউক, রোগের শান্তি করিতে হইবে" এইরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া পরমেশ্বর তাহার একমাত্র উপায় স্বরূপ বেদনা বিধান করিয়াছেন। বেদনার যত আধিক্য হয়, বোধ হয়, যেন তত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিযা তিনি আমাদিগকে প্রতীকারলাভার্থ যত্ন করিতে অনুমতি করিতেছেন। অতএব, যে দুঃখ কেবল সুখেরই কারণ; কে না তাহা প্রার্থনা করে? এবং যে পরমপুরুষ তাহা নিয়োজন করিয়াছেন, তাঁহার সমীপে কে না ভক্তি সহকারে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে অগ্রসর হইবে? রোগ-জনিত যাতনার যে সকল প্রয়োজন অবধারণ করা গেল, তাহার পদে পদে আশ্চর্য্য কৌশল ও অসাধারণ করুণা প্রকাশ পাইতেছে। বিশেষতঃ, যে যে স্থলে রোগ-শান্তির কিছুমাত্র সম্ভাবনা না থাকে, সে স্থলে যে তিনি মহৌষধ স্বরূপ মৃত্যুকে প্রেরণ করিয়া সকল দুঃখ নিবারণ করেন, ইহাতে আমাদের অন্তিম কাল পর্য্যন্ত তাঁহার করুণার নিদর্শন দৃষ্ট হইতে থাকে। অতএব, নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে ক্লেশ হয, তাহা আমাদিগের হিতার্থেই নিয়োজিত

হইয়াছে। কোন শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে অনিষ্ট-ঘটনা হয়, আমরা তাহার নিবারণার্থ যত্ন করি, এবং ভবিষ্যতে তদ্রূপ অপকর্ম্ম আর না করি, এই দুই পরম-কল্যাণকর প্রয়োজন সাধনার্থ পরম-কারুণিক পরমেশ্বর শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতিফল স্বরূপ দুঃখ-রাশি সৃজন করিয়াছেন। যে স্থলে ঐ দুঃখ রূপ মহৌষধ দ্বারা প্রতীকারের সম্ভাবনা না থাকে, সে স্থলে মৃত্যুকে প্রেরণ করিয়া সকল পীড়ার শান্তি করেন।

বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে ক্লেশ ঘটে তাহারও তাৎপর্য্য এইরূপ কি না, বিচার করিয়া দেখা উচিত। এ বিষয় নিরূপণ করা সুকঠিন ব্যাপার। অগ্রে ইতর জন্তুর কার্য্যাকার্য্যের ফলাফল পর্য্যালোচনা করিয়া পরে মনুষ্যের বিষয় বিবেচনা করিলে, অনেক সুগম বোধ হইতে পারে।

মনুষ্যের ন্যায় ইতর জন্তুও ভৌতিক ও শারীরিক নিয়মের অধীন। মনুষ্যের ন্যায় ইতর জন্তুদিগের কতকগুলি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আছে, এবং এপ্রকার কিঞ্চিৎ বুদ্ধিও আছে যে, তদ্দ্বারা তাহাদের স্ব স্ব কার্য্যের ফলাফল জানিতে পারে। তাহারাও ঐ সকল প্রবল প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া পরস্পর অন্যায়াচরণ করে ও তন্নিবারণার্থে পরস্পর শাস্তিও প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্যের যেমন অন্যায়াচরণকে পাপ বলিয়া জ্ঞান আছে, তাহাদের সেরূপ নাই। কুক্কুরের যে স্বত্বাস্বত্ব জ্ঞান আছে, তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যদি কোন কুক্কুর এক খান চর্ম্ম লইয়া কোন স্থানে রাখে, এবং যদি আর একটা কুক্কুর তাহা হরণ করিবার চেষ্টা করে, তবে তাহা দৃষ্টি করিয়া, ঐ চর্ম্মাধিকারী কুক্কুরের প্রতিবিধিৎসা ও জিঘাংসা বৃত্তি উত্তেজিত হয়, এবং সে এই দুই বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া আততায়ী কুক্কুরকে দংশন ও প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু এরূপ প্রতিফল প্রদান করা কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির কার্য্য। তাহাদের এরূপ কোন ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নাই যে, তদ্দ্বারা অবৈধ কর্ম্মকে অধর্ম্ম বলিয়া বোধ করিতে পারে। তাহারা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া উহাকে চরিতার্থ করিতে ধাবমান হয়। কিন্তু ইহাতে শুভ ফলই উৎপন্ন হইয়া থাকে। আততায়ী জন্তুর আক্রমণে যে আক্রান্ত জন্তুর জিঘাংসাদি বৃত্তি উত্তেজিত হইয়া আততায়ী জন্তুকে দমন করিতে প্রবৃত্ত হয়, ইহা পরমেশ্বর ইতর প্রাণীদিগের পরস্পর অত্যাচার নিবারণার্থে নিয়োজন করিয়া দিয়াছেন। বাস্তবিক, ইহাতে জন্তুদিগের পরস্পর শাসন হইয়া একপ্রকার ন্যায়ানুগত কার্য্যই সম্পাদিত হইতেছে।

এ প্রকার, শাস্তি-বিধানকে কল্যাণ-দায়ক বলিয়া উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে, এ নিয়ম আততায়ী জন্তুদিগেরও হিতকারী কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। বাস্তবিক, এ নিয়ম তাহাদের পরম-মঙ্গল-দায়ক। যদি সমুদায় কুক্কুর আপন আপন আহার অন্বেষণ পরিত্যাগ করিয়া কেবল অপহরণ করিতে প্রবৃত্ত থাকিত, তবে

কুক্কুরকুল অবিলম্বে নির্ম্মূল হইয়া যাইত। অতএব, যখন আততায়ীর এরূপ প্রতিফল-প্রাপ্তি তাহার এবং তজ্জাতীয় সকল জন্তুর কল্যাণ-দায়ক, তখন তাহার শাস্তি-ভোগ যে ন্যায়ানুগত ও শুভাভিপ্রায়ে সঙ্কল্পিত, ইহাতে সন্দেহ নাই।

জগদীশ্বর তাঁহার ইতর জন্তু রূপ নিকৃষ্ট প্রজাদিগের, অন্যায়াচরণ নিবারণার্থ অন্যান্য-প্রকার কৌশল করিয়াছেন, তাহাও অবগত হওয়া অনাবশ্যক নহে। প্রথমতঃ, যথার্থ আততায়ী ভিন্ন অন্য কাহাকেও তাহাদের শাস্তি দিবার সম্ভাবনা নাই, কারণ অপহরণাদি করিতে না দেখিলে, তাহাদের ক্রোধ রিপুর উদ্রেক হয় না। দ্বিতীয়তঃ, অত্যাচারী আততায়ী জন্তু যদি অত্যন্ত অনিষ্টকর কর্ম্ম না করে, তবে অত্যাচরিত জন্তু তাহাকে কুক্রিয়াতে নিবৃত্ত দেখিবামাত্র নিরস্ত হয়, তাহাকে আর কিছুই বলে না। আপনার আহার-দ্রব্য রক্ষা করিতে পারিলেই তৃপ্ত থাকে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া শত্রুর পশ্চাৎ ধাবমান হইতে চাহে না।

ইতর জন্তুরা আততায়ীকে শাস্তি দিবার সময়ে তাহার কুব্যবহারের কারণ অনুসন্ধান করে না। আততায়ী জন্তু অত্যন্ত দুরবস্থাতেই পতিত হউক, আর প্রজ্বলিত ক্ষুধানলেই বা দগ্ধ হইতে থাকুক, তাহাতে তাহারা কিছু মাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি বোধ করে না, তদর্থে দণ্ডের লাঘবও করে না, এবং দণ্ডলাভের পর তাহার কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটনার সম্ভাবনা আছে তাহাও

বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হয় না। সে যদি তাহাদের সম্মুখে অনাহারে বা অঙ্গ-পীড়ায় পীড়িত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে, তথাপি তাহারা কিছু মাত্র দুঃখিত হয় না। যে সকল বৃত্তি পরের মঙ্গল-বিধায়িনী ও যদ্দ্বারা কার্য্যকারণ ও ফলাফল বিচার করা যায়, তাহা না থাকাতেই, তাহারা এইপ্রকার ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহাদের সমুদায় প্রবৃত্তি স্বার্থানুগামিনী, অতএব তাহারা অন্যকে বধ করিয়াও স্বার্থ লাভ করিতে পারিলে, তাহাতে কুণ্ঠিত হয় না।

কিন্তু ইতর জন্তুদিগের পরস্পর এইরূপ শাস্তি প্রদান যে ন্যায়ানুগত ও উপকারজনক, তাহা পূর্ব্বেই সপ্রমাণ করা গিয়াছে। এক্ষণে, মনুষ্যদিগের দণ্ড-বিধানের বিষয় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

ইতর জন্তুদিগের ন্যায় মনুষ্যেরও অনেকানেক নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আছে, এবং তাহাদের ন্যায় তিনিও সেই সকল দুর্দ্দান্ত প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া তদনুযায়ী শাস্তি বিধান করিয়া থাকেন। সুসভ্য-জাতীয় রাজা ও রাজপুরুষেরাও চির কাল সেই সমস্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আদেশানুযায়ী দণ্ড বিধান করিয়া আসিতেছেন; কেবল সংপ্রতি কোন কোন স্থানে তাহার কিঞ্চিৎ অন্যথাভাব হইতেছে। যদি কোন সন্ধি-চৌর কাহারও গৃহ প্রবেশ করিয়া অর্থাপহরণ করে, তবে রাজকর্ম্ম-চারীরা তাহাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হন। তাঁহারা তদর্থে সাক্ষী আহ্বান করিয়া সাক্ষ্য গ্রহণ

করেন, এবং তদ্দ্বারা যে ব্যক্তি চোর স্থির হয়, তাহাকে কারারুদ্ধ, নির্ব্বাসিত বা আহত করেন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে, মনুষ্য-কৃত এরূপ দণ্ডে ও ইতর জন্তু-কৃত পূর্ব্বোক্ত দণ্ডে কিছু মাত্র বিশেষ নাই। বিচারকর্ত্তাদিগের এই সমুদায় বিচার-কার্য্যকে আপাততঃ কোন না কোন ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কার্য্য বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অভিযোক্তার গৃহে চুরি গিয়াছে কি না, এবং তিনি যাহাকে চোর বলিয়া অপবাদ দেন, সেই ব্যক্তি যথার্থ চোর কি না, এই দুটি বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান মাত্র ঐ সমস্ত বিচারকের সমস্ত বিচারক্রিয়ার উদ্দেশ্য। কিন্তু উক্তরূপ তত্ত্বানুসন্ধান কোন ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কার্য্য নহে, কেবল বুদ্ধির কার্য্য। ঐ দুই বিষয়ে কুক্কুরাদির ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ তাহারা স্বচক্ষে আততায়ীকে অহিতাচার করিতে না দেখিলে, শাস্তি প্রদান করে না। যদি আততায়ী জন্তু স্থির-প্রতিজ্ঞ ও নিঃশঙ্ক হইয়া অত্যন্ত অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত থাকে, তবে কুক্কুরাদি কখন কখন তাহাকে নষ্ট বা নষ্টপ্রায় করে। মনুষ্যও তেমন স্থলে উদ্বন্ধন বা মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া থাকেন। আততায়ীর একপ কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার কারণ কি, এবং তাহাকে শাস্তি দেওয়াতেই বা কি উপকার দর্শে, ইতর জন্তুরা এ দুই বিষয়ের অনুসন্ধান করে না। মনুষ্যও সেই দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া চলেন। তিনিও কুকর্ম্মীর কুপ্রবৃত্তির কারণ অন্বেষণ করেন না, এবং তাহার

শাস্তি-প্রাপ্তির পর কিরূপ গতি ও প্রবৃত্তি হইবে, তাহাও বিবেচনা করেন না। কুক্কুর-জাতির সমুদায় প্রবৃত্তিই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, একটিও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নাই, এই হেতু তাহারা উক্তরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। মনুষ্যেরও সেই সকল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আছে, অতএব তিনিও তাহাদের বশবর্ত্তী হইয়া কুক্কুরবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি আছে বটে, কিন্তু অদ্যাপি তিনি দণ্ড-বিধান-বিষয়ে তাহাদিগের সম্যক্-রূপ অনুগত হইয়া চলিতে আরম্ভ করেন নাই।

মনুষ্য-সমাজে মার্জ্জিত বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উপদেশানুগত দণ্ড বিধানের রীতি প্রচলিত হইলে সংসারের যত মঙ্গল সম্ভাবনা, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আদেশানুগত দণ্ড দ্বারা যদিও তত না হউক, কিন্তু কিছু উপকার দর্শে তাহার সন্দেহ নাই। যত কাল লোকে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত থাকে, তত কাল তাহাদের ঐ সমুদায় দুর্জ্জয় প্রবৃত্তির আতিশয্য-নিবারণার্থ কোন-প্রকার শাস্তি প্রদান করা কর্ত্তব্য। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আতিশয্য-নিবারণ না হইলে, জন-সমাজ উচ্ছন্ন হইয়া যায়, এবং তাহাতে দোষী ব্যক্তিদিগেরও দণ্ড-জন্য যাতনা অপেক্ষা অধিক যাতনা উৎপন্ন হয়। অতএব, এক্ষণে দণ্ড বিধানের যেরূপ রীতি প্রচলিত আছে, তাহা দণ্ডিত ব্যক্তিরও কিঞ্চিৎ উপকারজনক। কিন্তু প্রাণ-দণ্ডে তাহার কোন উপকার নাই।

পরমেশ্বর ইতর জন্তুদিগকে কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া তাহাদের প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর স্বভাব পরস্পর উপযোগী করিয়া রাখিয়াছেন। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বিধানানুযায়ী দণ্ড তাহাদের পক্ষে যথার্থ উপকারী। তেজস্বিনী বুদ্ধিবৃত্তি না থাকাতে, তাহারা মনুষ্যের ন্যায় মন্ত্রণা করিয়া দল-বদ্ধ হইয়া কাহারও অনিষ্ট-চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয় না, এবং আপনার দোষ অপলাপ করিবার অভিপ্রায়ে অশেষমত কৌশল করিতেও যত্ন পায় না। অত্যাচারী আততায়ীদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির ক্ষণিক উদ্রেকে যত দূর অনিষ্টোৎপত্তি হইতে পারে, তাহাই তাহারা করিয়া থাকে, এবং অত্যাচরিত জন্তুদিগের ক্ষণিক ক্রোধ দ্বারা সেই কর্ম্মের উচিতমত শাসন হইয়া থাকে।

কিন্তু মনুষ্যের বিষয় সেরূপ নহে। জগদীশ্বর সমুদয় বাহ্য বিষয়কে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির উপযোগী করিয়া দিয়াছেন। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আদেশানুযায়ী দণ্ড বিধান তাঁহার পক্ষে তাদৃশ ফলদায়ক নহে। মনুষ্য আপন-দোষ গোপন ও অসিদ্ধ করণার্থে বুদ্ধিবৃত্তি নিয়োজন করেন, অতএব তাঁহার এপ্রকার আশা থাকে যে, শাস্তি প্রাপ্ত না হইলেও না হইতে পারে। আর তাঁহার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির স্বাভাবিক তেজস্বিতাই যদি তাঁহার কুপ্রবৃত্তি উপস্থিত হইবার যথার্থ কারণ হয়, তবে কেবল শাস্তিবিধান দ্বারা কোন মতেই তাহার দমন হইতে পারে না। কেন না, যে

কারণ কোন বিষয়ে কুপ্রবৃত্তি উপস্থিত হয়, তাহা শান্তি-প্রাপ্তির পূর্ব্বেও যেমন, পরেও তেমনি থাকে। কারণ থাকিলেই কার্য্যের উৎপত্তি হয়। এই নিমিত্ত, লোকে পুনঃ পুনঃ দণ্ড পাইলেও, পুনরায় কুকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। সকল দেশেরই পুরাবৃত্ত যে পাপ-কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে, এবং ভূমণ্ডলে কুকর্ম্ম-স্রোত চির কালই যে সমান বহিতেছে, তাহারও কারণ এই। তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বকার মনুষ্যেরা যেরূপ পাপাসক্ত ছিল, ইদানীন্তন লোকেরাও সেইরূপ রহিয়াছে। অতএব, চিরকাল যেরূপ রীতিক্রমে কুকর্ম্মের দণ্ড-বিধান হইয়া আসিতেছে, তাহা যখন নিতান্ত নিষ্ফল হইল, তখন উপায়ান্তর চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

পরমেশ্বর আমাদের বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান করিয়াছেন, এবং সমস্ত বাহ্য বস্তুকে তাহাদের উপযুক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব, ঐ সকল শুভকরী বৃত্তির উপদেশানুগত শান্তি-বিধান করাই মনুষ্যের পক্ষে কর্ত্তব্য, এবং কেবল তদ্দ্বারাই মানব-বর্গের পাপ বিমোচন ও পুণ্য-সংসাধন হওয়া সম্ভব।

কুক্কুর যে আততায়ীকে প্রহারাদি করিতে যায়, ক্রোধমাত্র তাহার কারণ। আততায়ীর অত্যাচার দেখিয়া তাহার অর্জ্জনস্পৃহাদি কোন কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির ক্ষোভোৎপত্তি হয়, এবং জিঘাংসা ও প্রতিবিধিৎসা প্রবৃত্তি তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত হইয়া ঐ অত্যাচারকারীকে শান্তি দান করিতে প্রবৃত্ত হয়। মনুষ্যের ক্রোধের কার্য্যও

সেই প্রকার। কাহারও অর্থ অপহৃত হইলে, তাহার অর্জ্জনস্পৃহা-বৃত্তি ক্ষুব্ধ হয়, এবং কাহাকেও নর হত্যা করিতে দেখিলে, আমাদের উপচিকীর্ষা-বৃত্তি ক্লিষ্ট হয়। অনন্তর জিঘাংসা ও প্রতিবিধিৎসা বৃত্তি উত্তেজিত হইয়া চৌর ও হত্যাকারীকে প্রতিফল দিতে উদ্যত হয়। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, মনুষ্যের এই দণ্ড-বিধান-বিষয়ক ব্যবহারের সহিত কুক্কুরের তদ্বিষয়ক কার্য্যের কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই। বস্তুতঃ, যখন উভয়েই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া কার্য্য করে, তখন বিভিন্নতা না থাকিবারই সম্ভাবনা। কিন্তু এরূপ দণ্ড-বিধান আমাদের বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের সম্মত নয়, তাহাদের আদেশানুসারে দোষীদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, পশ্চাৎ তাহার বিবরণ করা যাইতেছে।

চৌর্য্য ও নর-হত্যা উপচিকীর্ষার অনুমোদিত নহে, কারণ ঐ উভয় কার্য্যই এই প্রধান প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ। ন্যায়পরতা-বৃত্তিও ইহাতে ক্ষুব্ধ ও ক্লিষ্ট হয়, কারণ কাহারও ন্যায্য বিষয় আক্রমণ করা এ প্রবৃত্তির নিতান্ত অনভিমত। আর যাহাতে পরমেশ্বরের প্রীতি ভাজন জীবদিগের দুঃখোৎপত্তি হইয়া তাঁহার শুভাভিপ্রায়ের অন্যথাচরণ করা হয়, তাহা কোন মতেই ভক্তি-বৃত্তির অভিমত হইতে পারে না। ফলতঃ, যাবতীয় কুকর্ম্মই সমুদায় ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধ, এবং পাপের উৎসেধ সাধনা করাই ঐ সকল প্রবৃত্তির অভীষ্ট। দুষ্কর্ম্মকারীর স্বীয় দুষ্প্রবৃত্তি দমন করিবার ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক,

তাহাতে এই যথার্থ তত্ত্বের কিছুমাত্র অন্যথা হয় না। উন্মত্ত ব্যক্তিকেও নরহত্যা করিতে দেখিলে, দয়াবানের যাতনা বোধ হয়, এবং তাহা নিবারণ করিবার নিমিত্ত অভিলাষ ও উৎসাহ জন্মে। চৌর্য্য-ক্রিয়া জড় ব্যক্তির কৃত হইলেও, তাহা ন্যায়পরতার অভিমত হইতে পারে না। অতি সামান্য ব্যক্তিকেও অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা করা ভক্তি-বৃত্তির সম্মত নহে। অজ্ঞান-কৃত পাপ ও মোহকৃত পাপ উভয়ই ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনভিমত ও জনসমাজের অহিতকারক। বুদ্ধিমান্ ও উন্মত্ত উভয়ের অস্ত্রাঘাতই সমান-ক্লেশ-দায়ক, এবং ধূর্ত্ত চৌর ও নির্ব্বোধ জড় উভয়েরই চৌর্য্য-দোষ ধনী ব্যক্তির সমানরূপ অনিষ্টকারক।

যদি কুকর্ম্ম মাত্রই দূষিত বলিয়া গণিত হইল, তবে যেরূপ দণ্ড বিধান করিলে, তাহা সমূলে নির্মূল হয়, তাহাই করা বিধেয়। কিন্তু দণ্ড-বিধানের যেরূপ রীতি ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির অনুমোদিত, আর যাহা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবোজিত, এ উভয়ে অনেক বিশেষ আছে। লোকে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া কুকর্ম্মের দণ্ড বিধান করে, এ প্রযুক্ত কুপ্রবৃত্তিক কারণ ও দণ্ড-বিধানের ফলাফল কিছুই বিবেচনা করে না। তাহারা আততায়ীকে ধৃত করে, রুদ্ধ করে এবং হত বা আহত করে। এতাবন্মাত্র নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির কার্য্যের সীমা। এই স্থলেই তাহার পর্য্যাপ্তি।

কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কার্য্য এরূপ নহে।

তাহারা দোষী ব্যক্তিরও কল্যাণ কামনা করে। উপ-চিকীর্ষা-বৃত্তি তাহাকে পাপ-পঙ্ক হইতে উত্তীর্ণ করিয়া ধর্ম্ম পথে প্রবৃত্ত করিতে ও তদ্দ্বারা ধর্ম্মোৎপাদ্য বিশুদ্ধ সুখে সুখী করিতে উৎসুক হয়। ভক্তিবৃত্তি তাহাকে অনাদর ও অবজ্ঞা না করিয়া অপর লোকের ন্যায় তাহারও সহিত সমাদর-সংযুক্ত সদাচরণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ দেয়। ন্যায়পরতা-বৃত্তি এইরূপ নির্দ্দেশ করে যে, যেরূপ দণ্ড বিধান করিলে, পাপাসক্তির মূলোৎ-পাটন হইয়া দুষ্প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ দণ্ড-বিধান করাই বিধেয়। অতএব, আদৌ কুপ্রবৃত্তির মূলান্বেষণ করিয়া তাহা নিবারণ করিবার উপায় অবধারণ করা কর্ত্তব্য।

আমাদিগের যে সমুদায় মনোবৃত্তি আছে, তাহারই কোন না কোন বৃত্তির অনুচিত নিয়োজন দ্বারা অধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, তাহাদের অনুচিত নিয়োগেরই বা কারণ কি? তাহার ত্রিবিধ কারণ আছে। প্রথমতঃ, কোন কোন প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ অতিমাত্র বলবতী থাকাতে, আপনা হইতেই পাপ-কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়। দ্বিতীয়তঃ, বাহ্য বিষয় দ্বারা কোন কোন প্রবৃত্তি অতিশয় উত্তেজিত হইলেও, অসৎকর্ম্মে ইচ্ছা হয়। তৃতীয়তঃ, কোন্ কর্ম্ম কর্ত্তব্য ও কোন কর্ম্ম অকর্ত্তব্য তাহা না জানাতেও, অনেকে অনেক পাতকে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ কারণের বিষয় ক্রমে ক্রমে লিখিত হইতেছে।

প্রথমতঃ—ব্যক্তি বিশেষের প্রবৃত্তি-বিশেষ যে স্বভা-

ন্তঃ প্রবল হয়, পিতা মাতার প্রকৃতি-সিদ্ধ গুণ দোষই ইহার একমাত্র কারণ। তাহাদের যে সমুদায় মনোবৃত্তি অত্যন্ত তেজস্বিনী থাকে, সন্তানেরও সেই সকল বৃত্তি অতিশয় বল প্রকাশ করে। অতএব ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, কোন কোন ব্যক্তি এরূপ বিরুদ্ধ স্বভাব অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করে যে আপনা হইতে তাহাদের বলবতী নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদিগকে সংবরণ করিয়া রাখা একপ্রকার অসাধ্য বলিয়া গণ্য করিতে হয়। তাহারা অধর্ম্মাচরণ না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারে না। তাহাদের স্বভাব-বৃক্ষে পাপ রূপ ফল অবশ্যই ফলিত হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ।—অন্নের অসংস্থান, সুরাপান, কু-দৃষ্টান্তদর্শন, প্রবৃত্তি-বিশেষের বিষয়সংঘটন ইত্যাদি অনেকানেক কারণে কোন কোন প্রবৃত্তির অতিমাত্র উত্তেজনা হইয়া দুষ্প্রবৃত্তি উপস্থিত হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ।—আমাদের মানসিক প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ জ্ঞান না থাকাতেও, অনেক অধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। সতীর সহমরণ-গমন, গঙ্গা-সাগরে সন্তান বিসর্জ্জন, প্রতিমা-সমীপে নরবলি-প্রদান, ইত্যাদি অশেষ-প্রকার প্রসিদ্ধ কুরীতি এবিষয়ের দৃষ্টান্তস্থল। ভারতবর্ষীয় ও অন্যান্য দেশীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রে এইপ্রকার বিষম ব্যাপার সমুদায়ের ব্যবস্থা আছে, এবং লোকেও বহু কালাবধি তাহা স্বর্গ সাধন জানিয়া অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে।

এই ত্রিবিধ কারণ উৎপাদন ও পরিত্যাগ করা পাপী ব্যক্তির স্বেচ্ছাধীন নহে। সে আপনার স্বভাবসিদ্ধ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতাও উৎপাদন করে নাই, আপনার অজ্ঞান রূপ উৎকট রোগেরও উৎপাদক নহে, এবং যে সকল বাহ্য ব্যাপার দ্বারা কোন কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্তি দেয়, সে ব্যক্তি তাহারও কারণ নহে। কিন্তু যদিও সে আপনার কুপ্রবৃত্তির কারণ না হউক, তথাপি তাহার ও সংসারের কল্যাণার্থে তাহাকে কুপথ হইতে নিবৃত্ত করা সকলেরই কর্ত্তব্য। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় তাহার কুপ্রবৃত্তি নিবারণ করিতে আদেশ করিতেছে। অতএব, কি প্রকারে এই পরম প্রার্থনীয় মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করা উচিত। বুদ্ধি অনুমতি করিতেছে দুষ্ক্রিয়ার কারণ নিরাস করিলেই দুষ্ক্রিয়া নিবৃত্ত হইবে। অতএব, কি রূপে কোন্ কারণের কিপ্রকার নিরাকরণ হইতে পারে, তাহা বিচার করা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ।—কোন কোন প্রবৃত্তির সমধিক প্রবলতা দুষ্প্রবৃত্তির প্রধান কারণ। একাল পর্য্যন্ত শারীরিক ও মানসিক যত নিয়ম নিরূপিত হইয়াছে, তাহাতে এই স্বভাব-সিদ্ধ দোষ সহসা নিরাকরণ করিবার কোন উপায় প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। তবে এ স্থলে বুদ্ধিবৃত্তির উপদেশ এই যে দোষী ব্যক্তিকে যে স্থানে যেরূপ নিয়মে রাখিলে, তাহার প্রবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল

উত্তেজিত ও চরিতার্থ হইবার সম্ভাবনা না থাকে, সেই স্থানে সেইরূপ নিয়মে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া এক বার কোন কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সে পুনঃ পুনঃ তাহাতে রত হইয়া জন-সমাজের অনিষ্টোৎপত্তি করিতে পারে; অতএব, সংসারের কল্যাণার্থে তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তদনন্তর, যাহাতে তাহার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায় ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া আইসে, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। ইহা সম্পন্ন করিতে হইলে, যে যে বিষয় দ্বারা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইতে পারে, তৎসমুদায়ের সহিত তাহার সংস্রব রাখা উচিত হয় না। মাদক সেবন, কুসঙ্গ অবলম্বন ও পরিশ্রম পরিবর্জ্জন করিলে, পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, অতএব, কুকর্ম্মশালী ব্যক্তিরা যাহাতে এই সমস্ত অশুভকর বিষয়ে লিপ্ত না হয়, তাহার উপায় করা আবশ্যক। এক্ষণকার কারাগারের যেরূপ বিশৃঙ্খলা, তাহাতে তাহাদিগকে দিবারাত্রই কুসংসর্গে থাকিতে হয়। যত দুর্দ্দান্ত পাপাসক্ত লোক পরস্পর একত্র সহবাস করিয়া পরস্পরের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল করিতে থাকে। এক্ষণকার কারাগারের ন্যায় পাপীদিগের পাপ-শিক্ষার পাঠশালা আর দ্বিতীয় নাই। অতএব, বন্দীদিগকে পরস্পর পৃথক্ করিয়া রাখা উচিত এবং যখন কোন কার্য্য উপলক্ষে তাহাদিগের একত্র থাকিবার প্রয়োজন হয়, তখন যাহাতে তাহারা পরস্পর অসদালাপ,

অসদভিপ্রায় প্রকাশ, এবং কুপ্রবৃত্তি ও কুমন্ত্রণা প্রদান করিতে না পারে, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন, তাহাদিগকে কর্ম্ম-বিশেষে নিযুক্ত রাখা অতি আবশ্যক। পরিশ্রমের মত দুষ্প্রবৃত্তি-দমনের ঔষধ আর কিছুই নাই। কিন্তু যে কার্য্যে নিযুক্ত হইলে, প্রধান প্রধান বৃত্তির চালনা হয়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। তদ্দ্বারা, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির তেজ হ্রাস হইয়া উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তির তেজ বৃদ্ধি হইতে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ।—বাহ্য বিষয় দ্বারা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজনা পাপ-কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইবার দ্বিতীয় কারণ। পূর্ব্বে যে প্রথম কারণ প্রশমনার্থ যে যে ব্যাপার সাধন করা কর্ত্তব্য তাহাতেই দ্বিতীয় কারণের নিবারণ হয়। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, যে সকল বিষয় দ্বারা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, তাহার সহিত পাপাসক্ত ব্যক্তির সংস্রব রাখা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে।

তৃতীয়তঃ।—অজ্ঞান অসৎপ্রবৃত্তির তৃতীয় কারণ। যথানিয়মে সুপ্রণালীক্রমে শিক্ষা দান করিলেই ইহার প্রতীকার হইতে পারে। উত্তম অধ্যাপক নিযুক্ত রাখিয়া কারাগারস্থ ব্যক্তিদিগের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন, যদি সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তিরা তথায় গমনাগমন পূর্ব্বক কথা-প্রসঙ্গে উপদেশ প্রদান করিয়া তাহাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত করেন তাহা হইলে, মহোপকার দর্শে তাহার সন্দেহ নাই।

অসৎ লোকের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করাই শ্রেয়স্কর। এরূপ আচরণ আমাদের সমস্ত প্রধান বৃত্তির অভিমত ও পরিতৃপ্তি-জনক। এরূপ আচরণ দ্বারা দোষী ব্যক্তির চরিত্রশোধন ও জনসমাজের উপকার-সাধন হইয়া, উপচিকীর্ষা-বৃত্তি চরিতার্থ হয়, দোষীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা সম্পন্ন হইয়া, ন্যায়পরতা-বৃত্তি পরিতৃপ্ত হয়, তাহার প্রতি অনাদর প্রকাশ না হইয়া যথোচিত আদর প্রকাশ হওয়াতে, ভক্তিবৃত্তি সুপ্রীত হয়, এবং কারাগারের এইরূপ সুশৃঙ্খলা সম্পন্ন হইলে, সংসারের পাপ-প্রবাহ ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইবে ইহা বিবেচনা করিয়া, বুদ্ধিবৃত্তি সুতৃপ্ত হইয়া থাকে।

অতএব, দোষীদিগের দুষ্প্রবৃত্তি দমনের উল্লিখিত রীতিই ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুগত, আর এক্ষণে প্রায় সকল দেশে যেরূপ দণ্ড-বিধানের রীতি প্রচলিত আছে, তাহা কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির নিয়োজিত। প্রথমোক্ত রীতিকে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রয়োজিত এবং শেষোক্ত রীতিকে নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তি-প্রযোজিত বলিয়া উল্লেখ করা গেল। এই উভয় রীতির ফলাফল বিবেচনা করিয়া দেখিলে, প্রথমোক্ত রীতিই সর্ব্বাপেক্ষা শুভকরী বলিয়া প্রতীত হইবে।

দোষীকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীতির উদ্দেশ্য। কিন্তু কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে অজ্ঞান এবং স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-বিশেষের প্রবলতা এই দুই কারণে

পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, অতএব, উভয়ের নিরাকরণ না হইলে, দুষ্প্রবৃত্তির নিবারণ হওয়া সম্ভব নহে। যে কারণের যে কার্য্য তাহা অবশ্যই ঘটে, কারণ নিরাস না হইলে, কার্য্য নিবাস হইতে পারে না।

পাপ-কর্ম্মের কারণ নিরাকরণ করাই ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রয়োজিত রীতির তাৎপর্য্য। কোন ব্যক্তির কোন বিষয়ে কুপ্রবৃত্তি দেখিলে, সেই কুপ্রবৃত্তির সম্পূর্ণ নিবৃত্তি চেষ্টা করা ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের অভিপ্রেত, তাহা না করিয়া তাহারা তৃপ্ত থাকিতে পারে না। এক্ষণে, নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তি-প্রয়োজিত রীতি অনুসারে রাজপুরুষেরা দোষীকে দণ্ড দিয়া মোচন করিয়া দেন। তাহার কুপ্রবৃত্তির কারণ সমুদায় পূর্ব্ববৎ অব্যাহত থাকে: সুতরাং সে নিষ্কৃতি পাইয়া পুনর্ব্বার লোকের উপর উপদ্রব করিতে আরম্ভ করে কিন্তু কুকর্ম্মীর কুপ্রবৃত্তির কারণ নিরাকরণ করা ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীতির উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই তাহার দুষ্প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয়।

নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তি-প্রয়োজিত রীতি অনুসারে শাস্তি বিধান করিলে, দোষী ব্যক্তির, এবং জনসমাজস্থ অন্যান্য ব্যক্তির, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল সচেষ্ট থাকা হয়, কারণ ঐ দণ্ড দণ্ডদাতার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি দ্বারা নিয়োজিত হয়, এবং দণ্ডিত ব্যক্তির নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত করে। দেখ, প্রহারাদি দণ্ড দণ্ডদাতার জিঘাংসা হইতে উৎপন্ন হইয়া দণ্ডিত ব্যক্তির ভয় ও ক্রোধাদি উৎপাদন করে। প্রাণ-দণ্ডও দণ্ডকর্ত্তার ঐ জিঘাংসা-বৃত্তি হইতে

উৎপন্ন হয়। ফলতঃ, কেবল দণ্ডিত ব্যক্তির নহে, ঐ সকল দণ্ড দর্শন করিয়া দর্শকদিগেরও জিঘাংসাদি উত্তেজিত হইতে থাকে। উক্তরূপ দণ্ড-বিধানের সহিত ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কোন সংস্রব নাই। উহা দেখিয়া কি দণ্ড-দাতা, কি দণ্ডিত দোষী, কি দণ্ড-দর্শক কাহারও কোন ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি চালিত হয় না।

ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীতি অনুসারে দোষীর দুষ্প্রবৃত্তি-দমনের চেষ্টা করিতে হইলে, কেবল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল নিযোজিত করিতে হয়। কোন কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিও নিযোজিত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহারা ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সমুদায়ের কিঙ্কর স্বরূপ থাকিয়া তাহাদেরই শুভ সঙ্কল্প সম্পন্ন করিতে থাকিবে। যাহারা উক্তরূপ দণ্ড-বিধান সম্পাদন করিবে, তাহাদের উপচিকীর্ষা-বৃত্তি কি কুকর্ম্মশালী ব্যক্তি, কি অপর লোক সকলেরই উপকার সাধন উদ্দেশে উত্তেজিত থাকিয়া সর্ব্বতোভাবে চরিতার্থ হইবে। এতাদৃশ দণ্ড বিধানের সমুদায় ব্যাপারই জনসমাজের কল্যাণ-দায়ক ও শ্রীবৃদ্ধি-সম্পাদক।

নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তি-প্রযোজিত দণ্ড-বিধান বিষয়ে যখন যে সকল ব্যক্তি নিযুক্ত থাকে, ও যাহারা তাহা দর্শন করে, তাহাদের তৎ-কালোৎপন্ন সন্তানেরা শারীরিক নিয়মানুসারে প্রবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাতে, এক জনের প্রাণ-দণ্ড বহু জনের প্রাণ-দণ্ডের হেতু হইতে পারে।

ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীতির ফল ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। যাহারা তৎসম্পাদনে নিযুক্ত থাকিবে, তাহাদের সন্তানেরা পিতা মাতার প্রবল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করিবে, এবং যাহারা ঐ সুচারু ব্যবস্থানুসারে দণ্ড পাইবে, তাহাদেরও উত্তর-কালবর্ত্তী সন্তানেরা আপন আপন পিতা মাতা অপেক্ষা পুণ্যশীল হইবে। তাহাদের পাপ-পঙ্কে পতিত হইবার তাদৃশ সম্ভাবনা থাকিবে না।

এক্ষণে দোষীর দোষ সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত যথার্থ সাক্ষী পাওয়া দুষ্কর। যদি দোষী ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনে স্বচক্ষে তাহাকে দুষ্কর্ম্ম করিতে দেখে, তথাপি তাহাকে বিচার-স্থলে উপস্থিত করিতে ও যথার্থ সাক্ষ্য প্রদান করিতে সম্মত হয় না, কারণ কাহাকেও দণ্ড-দাতার কোপানলে নিক্ষেপ করা উপচিকীর্ষাদি প্রধান প্রবৃত্তির অভিমত নহে। কিন্তু ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রযোজিত রীতি প্রচলিত হইলে, পরমাত্মীয় ব্যক্তিরাও তাহাকে বিচারকের হস্তে সমর্পণ করিতে আশঙ্কা করিবে না। তখন কারাগার বিদ্যাগার স্বরূপ হইবে। বিদ্যাগারে পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতিকে প্রেরণ করিতে কাহার অমত? যাহাতে আত্মীয় জনের দুষ্প্রবৃত্তি-দমন, জ্ঞান-বর্দ্ধন ও চরিত্র-শোধন হয়, তাহা কাহার অনভিপ্রেত?

প্রচলিত প্রাণ-দণ্ড-বিষয়ক নিয়ম অত্যন্ত অপকারী

ও নিতান্ত ঘৃণাকর। তাহা কোন ক্রমেই আমাদের শুদ্ধচিকীর্ষাদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অভিমত হইতে পারে না, সুতরাং পরম-কারুণিক পরমেশ্বরেরও অভিপ্রেত ও অনুমোদিত নহে।' এই প্রাণ-দণ্ড-সম্পাদনার্থ যে প্রাণ-ঘাতক নিযুক্ত থাকে, তাহার পদও অতি ঘৃণাকর। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীতি অনুসারে দোষী ব্যক্তিকে যাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে, তাঁহারা শিক্ষক, চিকিৎসক ও ধর্ম্মোপদেশক। তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রাণ-ঘাতকদিগের ন্যায় অনাদরণীয় হওয়া দূরে থাকুক, পরম পূজনীয় প্রধান মনুষ্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

অতএব, এক্ষণে ভূমণ্ডলে দণ্ড-বিধানের যেরূপ রীতি প্রচলিত আছে, তাহা অশেষ-দোষাকর, আর ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীতি নিরবচ্ছিন্ন-কল্যাণকর, ইহা নিশ্চিত অবধারিত হইল।

এক্ষণে রাজপুরুষেরা যেমন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া দোষীদিগের দণ্ড বিধান করেন, জনসমাজস্থ অপর সাধারণ লোকেও পরস্পর তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে।

ভূমণ্ডলে নিষ্পাপ মনুষ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না, যাহারা গুরুতর পাতকে আসক্ত নহেন, তাঁহারাও সচরাচর অল্প অল্প দোষের অনুষ্ঠান করেন। তাহার কারণানুসন্ধান করিলে প্রতীতি হইবে, আমাদের যে সমস্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সমধিক প্রবলতা দ্বারা গুরুতর পাপের উৎপত্তি হয়, তাহারই অল্প অল্প উত্তেজনা

দ্বারা লঘু পাপে প্রবৃত্তি হয়। আমরা যে আত্মাদর ও জিঘাংসাদির বশবর্ত্তী হইয়া লোকের কুৎসা করি, তাহারই অত্যন্ত প্রবলতা দ্বারা প্রহার ও প্রাণ সংহার করিতে প্রবৃত্তি হয়। আমরা যে জুগোপিষা ও অর্জ্জনস্পৃহার অনুবর্ত্তী হইয়া কোন পণ্য বস্তুর গুণ আরোপিত করিয়া বর্ণনা করি, অথবা তাহার উচিত মূল্য না বলিয়া অধিক করিয়া বলি, তাহাদেরই অত্যন্ত অবৈধ উত্তেজনা দ্বারা অর্থ হরণে প্রবৃত্ত হয়। অতএব, আমাদের ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়মের অত্যল্প অন্য-থাচরণও অবশ্যই কোন না কোন মনোবৃত্তির অবৈধ নিয়োগের ফল। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, গুরু বা লঘু কোন পাপ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির অভিমত নহে। যাহাতে অজ্ঞান-কৃত ও মোহ-জনিত সকল দুষ্কর্ম্ম সমূলে নির্ম্মূল হয়, তাহাই তাহাদের অভিপ্রেত।

এক্ষণকার লোকদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া দোষীদিগকে শাস্তি প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হয়। কেহ অপকার করিলে তাহার প্রত্যপকার করা এবং কেহ হিংসা করিলে তাহার প্রতিহিংসা করা এক্ষণকার লোকের প্রসিদ্ধ রীতি। যদি ভদ্রলোকের মধ্যে কেহ কাহারও অপমান করে, তবে অপমানিত ব্যক্তি প্রতিপক্ষের মনের অবস্থা ও তাহার কুপ্রবৃত্তির কারণ অনুসন্ধান না করিয়া কোপান্বিত হইয়া তাহাকে কটূক্তি বা প্রহার

করিতে প্রবৃত্ত হন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এরূপ মনুষ্যে ও পশুদিগের প্রাপ্ত দণ্ডে বিশেষ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না।

এরূপ দণ্ড-বিধানে যে কিছুই উপকার নাই এমত নহে। যে সকল ব্যক্তি স্বকীয় ধর্ম্মপ্রবৃত্তির দুর্ব্বলতা বশতঃ আপনা হইতে দুষ্প্রবৃত্তি পরিত্যাগ না করে, তাহারা তথাপি লোকভয়ে ও শাস্তিভয়ে কতক নিরস্ত থাকিতে পারে। কিন্তু এতাবন্মাত্রেই এরূপ দণ্ড বিধানের ফলাফল পর্য্যাপ্ত হয়। ইহা দ্বারা অত্যাচারী ব্যক্তির দুষ্প্রবৃত্তির নিবৃত্তি না হইয়া ভয়াদি প্রবল হয়, এবং অত্যাচরিত ব্যক্তির জিঘাংসাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সুতরাং ইহাতে লোক-সমাজে নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তির প্রবলতা রক্ষা পাইয়া যায়। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিলক্ষণ উন্নতি ও সমধিক চালনা ব্যতিরেকে সদ্বিষয়ের অনুষ্ঠানে ও অসদ্বিষয়ের পরিত্যাগে অভ্যাস পায় না।

ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত নিয়মানুযায়ী দণ্ড বিধানের ফল আর একপ্রকার। আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি দোষীর দোষোৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করে, এবং সমুদায় ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দোষীর প্রতি অনাদর ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করিয়া তাহার দোষাঙ্কুর সমূলে উন্মূলন করিতে চাহে। কেহ কাহারও অপমান করিলে বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা অবধারিত হয়, ঐ দুরাচারের জিঘাংসা ও আত্মাদর এই দুই বৃত্তির অতিশয় প্রবলতা, অথবা ঐ অপমানিত

ব্যক্তির কোনপ্রকার অন্যায়াচরণ দ্বারা অপমানকারীর ক্রোধোদয় হওয়া কিংবা তাহার ভ্রমক্রমে অপমানিত ব্যক্তিকে আপনার অনিষ্টকারী জ্ঞান করা,” এই তিন কারণের কোন না কোন কারণে তাহার এই ন্যায়-বিরুদ্ধ ব্যবহারে প্রবৃত্তি হইয়াছে তাহার সংশয় নাই। যদি কেহ কাহাকেও প্রবঞ্চনা করে, তবে বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চিত হয়, প্রবঞ্চকের ন্যায়পরতা অপেক্ষা জুগোপিষা ও অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তির প্রবলতা, অথবা সম্মুখোপস্থিত বিষয়ের লোভ-সংবরণে অসমর্থতা, কিংবা প্রবঞ্চনা দ্বারা পরিণামে প্রবঞ্চকের নিজেরও অনিষ্ট হয় ইহা জ্ঞাত না থাকা, এই তিন কারণের কোন না কোন কারণে তাহার প্রতারণায় প্রবৃত্তি হইয়াছে তাহার সংশয় নাই। সমুদয় অবৈধ কর্ম্মেরই এইপ্রকার কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

এই সমুদয় কারণের নিবারণ করা বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উদ্দেশ্য, কেন না কারণের ধ্বংস হইলেই তাহার অধর্ম্মরূপ কার্য্যের ধ্বংস হয়। যে প্রকারে এই শুভ সঙ্কল্প সম্পন্ন হইতে পারে তাহাও উপদেশ দেওয়া ঐ সমুদায় প্রধান বৃত্তির কার্য্য। যদি কোন ব্যক্তির এরূপ উগ্র প্রকৃতি থাকে যে সে সকল লোকেরই সহিত বিসংবাদ ও সকলেরই অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে যে সকল বিষয় দ্বারা তাহার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইতে পারে, সে সকল বিষয়ের সহিত তাহার কোন সংস্রব না রাখিয়া কেবল বুদ্ধিমান্ শান্তস্বভাব

ব্যক্তিদিগের দ্বারা তাহাকে বেষ্টিত করিয়া রাখা বিধেয়। যদি সে লোভী হয়, তবে যাহাতে তাহার সমক্ষে লোভ-জনক সামগ্রী উপস্থিত না হয়, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। যদি সে অজ্ঞানাবৃত ও ভ্রমাকীর্ণ হয়, তবে উপদেশ দ্বারা তাহার অজ্ঞান তিমির দূর করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তির নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি এরূপ প্রবল এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এরূপ দুর্ব্বল, যে তাহারা লোকালয়ে বাস করিলে কুকার্য্য না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারে না, এবং সহস্র প্রকারে বিবিধ যত্নে উপদিষ্ট হইলেও, অধর্ম্ম-পথ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। এপ্রকার ব্যক্তিরা কেবল লোকের উপর উপদ্রব করিয়া জীবন ক্ষেপণ করে। অতএব, তাহাদিগকে যাবজ্জীবন রুদ্ধ রাখিয়া ধর্ম্ম-বিশেষে নিযুক্ত রাখা ও অন্ন বস্ত্রাদি প্রদান করা কর্ত্তব্য। নিতান্ত নির্ব্বোধ যে জড় ও উন্মাদগ্রস্ত লোক, তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করা যদি উচিত হয়, তবে যাহাদিগকে ধর্ম্ম-জ্ঞান বিষয়ে একপ্রকার জড় বলিলে বলা যায় তাহাদিগকে প্রতিপালন করাও কেন না কর্ত্তব্য হয়? খঞ্জ ও অন্ধদিগকে গ্রাসাচ্ছাদন দেওয়া যদি শ্রেয়ঃ হয়, তবে যাহারা ধর্ম্ম জ্ঞান বিষয়ে অন্ধ, তাহাদিগকে পোষণ করাও অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া কেন না স্বীকার করা যায়? কাহাকেও উক্তরূপ পাপাসক্ত জানিলে, কেহ তাহাকে আপনার ভৃত্য স্বরূপে নিযুক্ত করিতে স্বীকৃত হন না। আপনার কর্ম্মে যে ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিতে না পারা যায়,

তাহাকে বদ্ধ না করিয়া জনসমাজে যথেষ্টাচার করিতে দেওয়া কি রূপ উচিত হইতে পারে? অতএব, যে সকল দোষীর দুষ্প্রবৃত্তি-বিমোচন হইয়া চরিত্র-শোধন হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সৎপ্রবৃত্তি প্রদান করা কর্ত্তব্য, আর যাহাদের সেরূপ সম্ভাবনা নাই, তাহাদিগকে বদ্ধ রাখিয়া ভরণ পোষণ করা সর্ব্বতো ভাবে বিধেয়, তদ্ব্যতিরেকে তাহাদের কষ্ট-পরিহারের ও জনসমাজের অনিষ্ট-নিবারণের উপায়ান্তর নাই।

এ স্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির স্বাভাবিক প্রবলতা, লোভজনক দ্রব্যের সন্নিধান ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ের জ্ঞানাভাব এই তিন কারণে মনুষ্যের দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, অথচ তিনি স্বয়ং এই ত্রিবিধ দোষেরই কারণ না হন, তবে এমতে পাপ পুণ্যের কিরূপ বিশেষ হইতে পারে?

এ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করা অতি সুগম। আমাদের মানসিক প্রকৃতি ও মনোবৃত্তি সমুদায়ের গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই, পাপ পুণ্যের পরস্পর বিভিন্নতা সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয়। নরহত্যা করা পাপ, কারণ তাহা উপচিকীর্ষা বৃত্তির বিরুদ্ধ। পর-ধন অপহরণ করা পাপ, কারণ তাহা ন্যায়পরতা-বৃত্তির বিরুদ্ধ। পিতা মাতাকে অবজ্ঞা করা পাপ কারণ তাহা ভক্তি-বৃত্তির বিরুদ্ধ। আমাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় যে সর্ব্ব-প্রধান, এবং নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়কে যথানিয়মে

নিয়োজন ও শাসন করা যে, তাহাদের কর্ত্তব্য, এ জ্ঞানও আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ। আর যাহাতে সেই সকল প্রধান বৃত্তির প্রাধান্য থাকিয়া তাহাদের অনুমতি বলবতী হয়, জগদীশ্বর সমস্ত বাহ্য বস্তুই তদুপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা এই উভয় বৃত্তি নর-হত্যা ও চৌর্য্য-ক্রিয়াকে অতি দূষ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিতে আদেশ করে, এবং আর আর সমুদায় মনোবৃত্তি ও সমস্ত বাহ্য-বস্তু-বিষয়ক নিয়মের সহিত সেই আদেশের ঐক্য থাকে, তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে, ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ ও অতি প্রামাণিক।

কেহ কেহ এরূপ আপত্তি উত্থাপন করিতে পারে, যদি ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ হয়, তবে এ বিষয়ে সকল-দেশীয় লোকেরই একপ্রকার অভিপ্রায় থাকা সম্ভব, কিন্তু তাহার বিপরীত দেখ, তাতার-দেশীয় লোকে বিদেশীয়দিগের ধন অপহরণ করা শ্লাঘ্য বলিয়া বিবেচনা করে।

এ সংশয় বিমোচন করাও কঠিন নহে। আমাদের যেমন উপচিকীর্ষা, ভক্তি ও ন্যায়পরতা আছে, সেইরূপ বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি অন্যান্য অনেক মনোবৃত্তি আছে। বুদ্ধিবৃত্তি যদি উচিতমত মার্জ্জিত না হয়, তবে তদ্দ্বারা উল্লিখিত প্রধান বৃত্তি সমুদায়ও অসৎ পথে সঞ্চারিত হইতে পারে। তাতার দেশীয়দিগের ভিন্ন-জাতীয় লোককে আপনাদের শত্রু বলিয়া বিশ্বাস আছে, এই

হেতু তাহারা ভিন্ন-দেশীযদিগের প্রাণ-বধ ও অর্থাপ-হরণ করা শ্লাঘার বিষয বলিযা বিবেচনা করে। তাহারা ভিন্ন-জাতীয ব্যক্তিমাত্রকে চৌর ও দস্যু সদৃশ বলিয়া প্রত্যয় করে, এবং তদনুসারে তাহার অপকার করিতে প্রবৃত্ত হয। যদি তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হইযা ঐ ভ্রম দূরীকৃত হইত, তবে আর তাহাদের চৌর্য্য ও দস্যু বৃত্তিকে বিহিত কার্য্য বোধ হইত না। যদি তাহাদের এপ্রকার বিশ্বাস জন্মিযা দিতে পারা যায যে, কোন-জাতীয লোক তাহাদের বৈরী নহে, সকল লোকই তাহাদিগকে ভাল বাসে ও মিত্র জ্ঞান করিয়া তাহাদের হিতাকাঙ্ক্ষা করে, এবং পরে যদি জিজ্ঞাসা করা যায, ভিন্ন জাতি মাত্রেরই ধন প্রাণ হরণ করা কর্ত্তব্য কি না, তবে তাহারা এরূপ অবিহিত কার্য্যকে বিহিত বলিযা কখনই স্বীকার করিবে না। এতদ্দেশীয লোকেরাও যে জীবিত দেহে সতী স্ত্রীর চিতারোহণ, গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জ্জন, দেব-সন্নিধানে নরবলি-প্রদান ইত্যাদি দারুণ দুষ্কর্ম্ম সকল বৈধ বোধ করিযা অনুষ্ঠান করিয়া আসিযাছেন, তাঁহাদের বুদ্ধির দোষই ইহার এক মাত্র কারণ। তাঁহারা এই সকল ক্রিয়াকে স্বর্গ সাধন ও শুভ-সাধন বলিযা শিক্ষা প্রাপ্ত হইযাছেন, সুতরাং শিক্ষকদিগের দোষে শিক্ষিতেরাও দূষিত হইযা আসিযাছেন। নর-হত্যা ও আত্ম-হত্যা যে মহাপাপ ইহা তাঁহারা বিশিষ্ট রূপে অবগত আছেন, এক্ষণে যদি জ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইযা নিশ্চয জানিতে পাবেন,

এ সকল কার্য্য কোন ক্রমেই স্বর্গ-সাধন নহে, শোক, দুঃখ, পর-পীড়া প্রভৃতি ইহার প্রত্যক্ষ ফল, যে শাস্ত্রে এই সমস্ত দুষ্ক্রিয়ার বিধি আছে তাহা যুক্তিসিদ্ধ নহে, তবে আর তাঁহারা কখনই এই সমুদায় নিষ্ঠুর কর্ম্মকে বিহিত বোধ করেন না। কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এ অভিপ্রায় প্রকাশ করা যাইতেছে না। এ কথা যথার্থ কি না তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। হিন্দুদিগের মধ্যে যাঁহারা বিদ্যানুশীলন দ্বারা স্বীয় বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিয়াছেন, তাঁহারা আর এই সমুদায় ঘৃণিত কর্ম্মকে স্বর্গ-সাধন জ্ঞান করেন না, বরং এ সকল কুপ্রথাকে নিতান্ত অসভ্যতার লক্ষণ বলিয়া বোধ করেন। অতএব, আমাদের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির স্বভাব ও ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম সর্ব্বত্রই সমান, তবে তাহারা ভ্রান্তিমতী বুদ্ধি দ্বারা নিয়োজিত হইলেই, অশুভ ফল উৎপাদন করে। স্বভাব-দোষেই হউক, বা অজ্ঞান প্রযুক্তই হউক, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির সুধাময় উপদেশ অবহেলন করিলেই দুঃখরূপ প্রতিফল ভোগ করিতে হয়। প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী দণ্ড-বিধানের যেরূপ বিবরণ করা গিয়াছে, তাহা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে সকলেরই এরূপ প্রতীতি জন্মিবে যে, নিয়ম-লঙ্ঘন করিলে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা পরমেশ্বর আমাদিগের হিতার্থেই নিয়োজন করিয়াছেন। তাহাতেও তাঁহার অপার করুণা ও অনবচ্ছিন্ন ন্যায়পরতার সুস্পষ্ট চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে। এক বার কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ক্লেশ প্রাপ্ত হইলে

পুনর্ব্বার আর সে দুষ্কর্ম্ম না করি, এবং এক জনের দণ্ড দেখিয়া অন্যে শাস্তিভয়ে ভীত হইয়া সাবধান হয়, এই দুই পরম প্রয়োজন প্রাকৃতিক-নিয়মানুযায়ী দণ্ড-বিধান দ্বারা সাধিত হইতেছে। অতএব, দুষ্প্রবৃত্তি নিবারণ এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উন্নতি-সাধন ঐ স্বভাব-সিদ্ধ শাস্তির উদ্দেশ্য। অসৎ প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইলে দুঃখ-নাশ হয়, এবং জ্ঞান-বৃদ্ধি ও ধর্ম্মোন্নতি হইলে আনন্দ-লাভ হয়, অতএব, মনুষ্যের আনন্দ-বৃদ্ধিই ঐ শাস্তির প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। পুষ্পের সহিত যেমন গন্ধের সম্বন্ধ, ধর্ম্মের সহিত সেইরূপ সুখের সম্বন্ধ। যাঁহারা কহিয়া থাকেন, অনশন, শীতোষ্ণ-সহিষ্ণুতা, অঙ্গ-বিশেষের অবশতা, শর-শয্যায় শয়ন ইত্যাদি অনর্থক ক্লেশ স্বীকার করিলে পুণ্য-সঞ্চয় হয়, তাঁহারা ঘোরতর অজ্ঞানে আবৃত। আমাদিগের কি শারীরিক কি মানসিক কোনপ্রকার ক্লেশ ভোগ করা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে, সুতরাং তদ্দ্বারা কোন ক্রমেই ধর্ম্মসঞ্চয় হয় না। সকলপ্রকার ক্লেশই তাঁহার নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল।

ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম-লঙ্ঘনের দুঃখ-রূপ প্রতিফল যে মনুষ্যের হিতার্থে নিয়োজিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে স্পষ্ট রূপে প্রদর্শন করা গিয়াছে। ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে অনিষ্ট ঘটনা হয়, তাহারও ঐ তাৎপর্য্য। আমরা পাপাচরণের দুঃখময় ফল ভোগ করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হই, ও অন্যে

তদ্দৃষ্টে সাবধান হইযা কুকর্ম্ম-করণে বিরত থাকে, এই অভিপ্রায়ে জগদীশ্বর সে দুঃখ নিয়োজন করিয়াছেন। ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, অশেষবিধ অপকার উপস্থিত হইয়া থাকে। বলবতী ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল সতেজে চালনা করিলে যে সুবিমল সুখ সম্ভোগ করা যায, তাহাতে বঞ্চিত হইতে হয, লোকের নিন্দা ও ঘৃণার পাত্র হইয়া মহা অসুখে কালযাপন করিতে হয, ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিযা যে বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যায, তাহাতে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য না হইয়া নৈরাশ ও বিরক্তি রূপ ফল ভোগ করিতে হয, এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করাতে, ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম পরিপালনে সম্যক্ সমর্থ না হইযা পীড়িত ও ক্লিষ্ট হইতে হয়। অধর্ম্মাচরণের এই সকল অশুভ ফল দৃষ্টি করিয়া আমরা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইযা ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব, এই অভিপ্রায়ে পরম কারুণিক পরমেশ্বর তাহাতে দুঃখনিয়োজন করিয়াছেন। অতএব, সংসারে অধর্ম্ম ও দুঃখনাশ এবং ধর্ম্ম ও সুখবৃদ্ধি এরূপ দণ্ড বিধানের একমাত্র উদ্দেশ্য, এবং আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তি ও বাহ্য বস্তুর সমুদয় শৃঙ্খলা তাহার সম্যক্-রূপ উপোযোগিনী।

অষ্টম অধ্যায়।

নানাপ্রকার প্রাকৃতিক নিয়মের সমবেত কার্য্য।

পরমেশ্বর যে নিয়ম প্রতিপালনের যেপ্রকার ফল বিধান করিয়াছেন, এবং যে নিয়ম লঙ্ঘনের যে প্রকার শাস্তি নিযোজন করিয়াছেন, কোন ক্রমেই তাহার অন্যথা হইতে পারে না। কিন্তু যদি দুই, তিন বা তদধিক নিয়ম পরস্পর সহকারী বা বিরুদ্ধকারী হইয়া এক এক কার্য্য উৎপাদন করে, তাহা হইলে তন্মধ্যে কোন্ নিয়মের কি ফল ও কোন্ কারণের কি কার্য্য তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। তাহা নিরূপণ করিতে না পারাতেই, লোকে নানাপ্রকার অমূলক কারণ কল্পনা করিয়া থাকে।

নানাপ্রকার প্রাকৃতিক নিয়ম পরস্পর সমবেত হইয়া কার্য্য করিলে যেরূপ ফলের উৎপত্তি হয়, তাহার কয়েকটা উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

কামাদি রিপুর বশীভূত হইয়া অশেষপ্রকার অহিতাচরণ করত রাত্রিজাগরণ করিলে, শরীর অসুস্থ হয়। এ স্থলে যদিও শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন হওয়াতেই রোগ জন্মে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রথমে ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হওয়াতেই, আনুষঙ্গিক শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘিত হইয়া উঠে।

যদি কেহ ব্যয়-কুণ্ঠ হইয়া দুর্গন্ধময় কদর্য্য স্থানে বাস ও অহিতকারী বস্তু ভক্ষণ করে, তবে তাহার শরীর অসুস্থ ও অন্তঃকরণ নিস্তেজ হয়। এ স্থলে শারীরিক নিয়ম-লঙ্ঘনই ঐ ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার মুখ্য কারণ বটে, কিন্তু তাহার অর্জ্জন-স্পৃহা-বৃত্তি অতিশয় বলবতী হওয়াতেই, শারীরিক নিয়ম-পরিপালনের ব্যতিক্রম ঘটিয়া উঠে।

সুনিপুণ নাবিকের সুনির্ম্মিত দৃঢ় নৌকা ভাড়া করিলে অধিক ভাড়া লাগিবে এই ভয়ে যে কৃপণ ব্যক্তি কোন অনিপুণ নাবিকের পুরাতন জীর্ণ নৌকায় আরোহণ করে, তাহার জল-মগ্ন হইয়া প্রাণবিয়োগ হইবার সম্ভাবনা। ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘনই ঐ দুর্ঘটনা ঘটিবার কারণ বটে, কিন্তু অর্জ্জন-স্পৃহা-বৃত্তির প্রবলতাকে উহার মূল কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

পূর্ব্বে, সামাজিক নিয়মের বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, অনেকে ঐক্য হইয়া কার্য্য-বিশেষে কোন প্রধান ব্যক্তির বশবর্ত্তী হইয়া চলিলে বিস্তর উপকার দর্শে। কিন্তু যে ব্যক্তি সেই কার্য্য-সম্বন্ধীয় প্রাকৃতিক নিয়ম বিষয়ে সুশিক্ষিত এবং তৎপ্রতিপালন বিষয়ে সম্যক্‌-রূপ সমর্থ, তাঁহাকেই প্রধান পদে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। এ নিয়মের অন্যথাচরণ হইলে, উপকার দূরে থাকুক, অপকারেরই সম্ভাবনা। যৎকালে ফরাশিশদিগের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ হয়, তখন কতকগুলি ইং-

লণ্ডদেশীয় রণতরি যুদ্ধসম্বন্ধীয় দ্রব্যাদি লইয়া বাল্‌টিক সাগরে আগমন করিয়াছিল। তথা হইতে ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিবার সময়ে দুই তিন দিন ক্রমাগত অত্যন্ত কুজ্‌ঝটিকা হইল। কখন্ কোন্ জাহাজ কোন্ স্থান দিয়া চলিতে লাগিল, তাহা নিরূপিত হওয়া সুকঠিন হইল। ইহাতে শঙ্কিত হইয়া কোন কোন পোতাধ্যক্ষ এইপ্রকার প্রস্তাব করিলেন যে, রাত্রে নৌকা চালনা না করিয়া কেবল দিবসে চালনা করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু পোতাধিপতি স্বীয় স্ত্রী পরিবারে অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন এ নিমিত্ত, শীঘ্র গৃহে গমন করিয়া তাহাদের সহিত একত্রে ইশু খ্রিষ্টের জন্মোৎসব সম্পাদন করণার্থ ব্যগ্র ও প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া দিবারাত্র সমভাবে জাহাজ চালাইতে অনুমতি করিলেন। যে দিন এই আদেশ দিলেন, সেই দিন রাত্রেই সমুদায় জাহাজ ওলন্দাজদিগের দেশের নিকট এক চড়ায় গিয়া লাগিল। দুই খান জাহাজ এক কালে চূর্ণ হইয়া গেল, এবং তাহাতে যত লোক ছিল সকলেই মৃত্যু-মুখে পতিত হইল। আর এক খান গিয়া সমুদ্র-তটে লগ্ন হইল সে জাহাজের মাল্লারা যদিও মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইল, কিন্তু শত্রুর হস্তে পতিত হইয়া কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত কারারুদ্ধ ছিল। ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘনই এই বিপদ্ ঘটনার মুখ্য কারণ বটে, কিন্তু পোতাধিপতির নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতা হইতেই ইহার সূত্রপাত হয়। যদি তাঁহার আসঙ্গলিপ্সার ন্যায় উপচিকীর্ষা, ন্যায়-

পরতা, ও বুদ্ধিবৃত্তি বলবতী থাকিত, এবং আত্মপরিবারের ইষ্ট চেষ্টা করা যেমন আবশ্যক, আপন অধীন পোতস্থ ব্যক্তিদিগের মঙ্গল চেষ্টা করাও সেইরূপ কর্ত্তব্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইত, বিশেষতঃ যদি তাঁহার এরূপ বোধ থাকিত যে, এ প্রকার দুঃসাহসিক কার্য্য করিলে আপনার প্রাণ নাশ হইয়া স্ত্রী পরিবারেরও অশেষ ক্লেশ উপস্থিত হইতে পারে, তবে তিনি এ প্রকার বিরুদ্ধ ব্যবহারে কদাচ প্রবৃত্ত হইতেন না।

এক জন পোতবাহ কুম্ব সাহেবকে কহিয়াছিল, আমি এক বার এক জাহাজের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া আমেরিকায় গিয়াছিলাম; তাহার পোতাধ্যক্ষ অতি উত্তম লোক। তিনি দেশ-বিশেষের জল বায়ুর গুণ অবগত ছিলেন, এবং ঝটিকার পূর্ব্ব লক্ষণ দেখিয়া জানিতে পারিতেন। এক দিন তিনি ব্যস্ত হইয়া উপরকার মাস্তুল নামাইলেন, পালের দণ্ড নত করিলেন, কামান সকল বন্ধন করিলেন, এবং পোতস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে ছয় প্রহরের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতে কহিলেন। এই সমুদায় ব্যাপার সম্পন্ন হইতে না হইতেই ঝটিকা উপস্থিত হইল। জাহাজের লোকেরা সকলেই এপ্রকার সতর্ক ও প্রস্তুত ছিল, যে যখন যে কার্য্য সাধন করা আবশ্যক, তৎক্ষণাৎ তাহা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। ইহাতে সে জাহাজ অনায়াসে বিপদ্ উত্তীর্ণ হইয়া নির্ব্বিঘ্নে চলিল। তাহার সমীপবর্ত্তী আর আর সমুদায় জাহাজ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল, এবং অনেকখানা ভগ্ন

ও জল মগ্ন ও হইল। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য যে কি পর্য্যন্ত হিতকারক, তাহা এই উদাহরণ দর্শনে সুস্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। যাহারা বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির উপদেশ অনুসারে নৌকা-পরিচালন-বিষয়ক ভৌতিক নিয়ম প্রতিপালন করিল, তাহারা প্রবল-বায়ু-মুখে পতিত হইয়াও রক্ষা পাইল, এবং যাহারা তদ্বিষয়ে অবহেলা করিলেক, তাহারা অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া অনেকে মৃত্যুগ্রাসে প্রবেশ করিল।

আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জ্জিত হইয়া পদার্থ-জ্ঞান যত বৃদ্ধি হইবে, ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করা তত সুগম হইয়া আসিবে। এক্ষণে অনেক পণ্ডিত ঝটিকার নিয়ম নিরূপণ বিষয়ে যত্নবান্ হইয়াছেন। তাঁহারা তদ্বিষয়ে যত কৃতকার্য্য হইবেন, লোকে ঝটিকা-বিষয়ক নিয়ম প্রতিপালনে তত সমর্থ হইতে থাকিবে। শ্রুত হওয়া গিয়াছে, নবজীলণ্ড-নিবাসী লোকে ঝড় বৃষ্টির পূর্ব্ব লক্ষণ দেখিয়া এমন বুঝিতে পারে যে, তাহা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কাপ্তেন ক্রুজ্ সাহেব স্বীয় বয়স্যদিগের সমভিব্যাহারে জলপথে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের নৌকায় ঐ দেশের একটি সামান্য লোক ছিল। এক দিবস সায়ং-কালে সেই ব্যক্তি আকাশ-মণ্ডলে বিন্দুমাত্র মেঘ না দেখিয়াও কহিল, কল্য অত্যন্ত বৃষ্টি হইবে। বাস্তবিকও, পর দিবস প্রাতঃকালে ঘোরতর জলবর্ষণ হইয়া তাহার ভবিষ্যদ্বাণী সম্পন্ন হইল।

ঝটিকা-বিষয়ক নিয়ম সুন্দর রূপে নিরূপিত হইলে পরে, কি প্রকারে ঝটিকার উৎপত্তি হয় ও তদ্দ্বারা কি উপকার বা দর্শে, তাহা সবিশেষ অবগত হওয়া যাইবে। কিন্তু যে সকল ভৌতিক নিয়ম নিরূপিত হইয়াছে, তাহা প্রতিপালন করিয়া চলিতে পারিলে, এক্ষণেও ঝটিকা-সম্ভাবিত অনেক অনিষ্ট নিবারিত হইতে পারে। কত শত নৌকা পুরাতন ও জীর্ণ এবং অনভিজ্ঞ নাবিক-দিগের দ্বারা চালিত হওয়াতে, ভগ্ন ও জল-মগ্ন হয়। অর্থনস্পৃহা-বৃত্তির প্রবলতা ও বুদ্ধিবৃত্তির হীনতাই ঐ সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটিবার মূল কারণ।

সংসারে একেবারে কত শত কার্য্য-কারণপ্রণালী চলিতেছে, তাহা কে গণনা করিতে পারে? যে কারণের যে কার্য্য তাহা অবশ্যই ঘটে, কিন্তু অন্য কারণ উপস্থিত হইয়া সে কার্য্যের সুবিধা করিতে বা ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারে। লোকে সমুদায় কার্য্যের সমুদায় কারণ নিরূপণ বিষয়ে অসমর্থতা বশতঃ শুভাদৃষ্ট, দুরাদৃষ্ট, দৈবানুগ্রহ, দৈব-বিড়ম্বনা প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ লইয়া মহাগোলযোগ করিয়া থাকে। যদি কোন নৌকা বিহিত বিধানে চালিত না হওয়াতে, জলমগ্ন হয়, আর নৌকারূঢ় ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ কেহ সন্তরণ দ্বারা রক্ষা পায় এবং অবশিষ্ট সকলে উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া নদীতে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে তবে লোকে এই-রূপ বোধ করে যে, তাহারা উত্তীর্ণ হইল, পরমেশ্বর বিশিষ্টরূপ প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন,

এবং যাহারা জল-মগ্ন হইয়া নষ্ট হইল, পরমেশ্বর তাহাদিগকে বিড়ম্বনা করিয়া নষ্ট করিলেন। এরূপ বিবেচনা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। পরমেশ্বর যে স্বয়ং সময়বিশেষে কাহারও প্রতি প্রসন্ন ও কাহারও প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া কোন শুভাশুভ ফল উৎপাদন করেন, ইহা যুক্তি-সিদ্ধ নহে। সকল কার্য্যই নির্দ্দিষ্ট কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, এবং পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত সাধারণ নিয়মানুসারে ঘটিয়া থাকে। নৌকা-পরিচালন-বিষয়ক ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, নৌকা জলমগ্ন হয়, সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক অনিপুণ নাবিকের নৌকায় আরোহণ করিলে, সঙ্কটে পতিত হইতে হয়, জগদীশ্বর জলের সহিত মানব-দেহের যেরূপ সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন তদনুসারে সন্তরণ করিতে না পারিলে, নদী বা সমুদ্র-সলিল প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হয়, এবং তদ্বিষয়ে সক্ষম হইলে, উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হওয়া যায়, এই সমস্ত ব্যাপার পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই সমুদয় ঘটনার পূর্ব্বে কাহারও শুভাদৃষ্ট নিরূপিত থাকে না, এবং পরমেশ্বরের অনুগ্রহ বা নিগ্রহও এই সমস্ত বিপৎ-পাতের কারণ নহে।

আমরা কার্য্য কারণ বিবেচনা করিয়া যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অকস্মাৎ তাহার প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়া সেই কার্য্য সাধনের ব্যতিক্রম ঘটিলে, সেই ঘটনাকে দুর্দ্দৈব কহিয়া থাকি। যদি কোন

বণিক্ নৌকা করিয়া দূর দেশে পণ্য দ্রব্য প্রেরণ করেন, আর পথ মধ্যে প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হইয়া তাহা জল মগ্ন হয়, তবে লোক ইহাকে কুগ্রহ, দুরদৃষ্ট ও পরমেশ্বরের বিড়ম্বনার ফল বলিয়া উল্লেখ করে। কিন্তু বাস্তবিক ইহা পূর্ব্ব দুরদৃষ্টের ফলও নহে এবং পরমেশ্বরের বিড়ম্বনারও কার্য্য নহে। সুগ্রহ কুগ্রহ এ দুই শব্দের অর্থ নিতান্ত অলীক। * সমুদায় ব্যাপারই জগদীশ্বরের সাধারণ নিয়মানুসারে ঘটিয়া থাকে। বণিক্ আপন পণ্য দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়াদি সংক্রান্ত কার্য্য কারণ বিবেচনা পূর্ব্বক অর্থ লাভ-প্রত্যাশায় প্রত্যাশাপন্ন থাকে, তাহার অলক্ষিত ঝটিকাদি-বিষয়ক-নিয়মানুগত অন্য ঘটনা উপস্থিত হইয়া তাহার সে আশা বিফল করিয়া ফেলে। কিন্তু বাণিজ্য-সংক্রান্ত নিয়ম ও ঝটিকা-সম্বন্ধীয় নিয়ম উভয়ই পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত, এবং উভয়ই স্বতন্ত্র থাকিয়া নির্দ্দিষ্ট প্রণালী ক্রমে কার্য্য

* মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি প্রভৃতি গ্রহ সকল প্রস্তরাদির ন্যায় জড় পদার্থময়। বুদ্ধিজীবী জীবের ন্যায় তাহাদের সঙ্কল্প বিকল্প, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, অনুগ্রহ নিগ্রহ থাকা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। যদি তাহাদের যথার্থই ঐ সকল গুণ থাকিত, তাহা হইলেও মর্ত্তলোকস্থ মনুষ্যদিগের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ কি? পরমেশ্বর যে সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্বরাজ্য পালন করিতেছেন, তদনুসারেই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়। গ্রহের তুষ্টি রুষ্টিতে লোকের সুখ দুঃখ উৎপন্ন হয়, এ কথা সদ্বিদ্যাশালী বিজ্ঞ লোকদিগের নিকটে কহিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়।

করিতেছে। আমরা সেই সমুদয় নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে না পারাতেই, বিপন্ন হইয়া থাকি।

যেমন অলক্ষিত কারণান্তর দ্বারা লক্ষিত কার্য্যের ব্যাঘাত হয়, সেইরূপ কখন সুবিধাও হইয়া থাকে। যদি কোন বণিক্ দূর দেশে পণ্যদ্রব্য প্রেরণ করে, আর সেই সময়ে সে দেশে তাহার মূল্য একেবারে চতুর্গুণ বৃদ্ধি হয়, তবে সেই বণিকের আশাতীত অর্থ লাভ হয়। লোকে এপ্রকার ঘটনাকে সুগ্রহ, শুভাদৃষ্ট, দৈবানুগ্রহ, ঈশ্বরানুগ্রহ প্রভৃতির ফল বলিয়া থাকে, কিন্তু এ ঘটনার পূর্ব্বেও বণিকের শুভাদৃষ্ট নিরূপিত ছিল না, এবং ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহবশতঃও ইহা ঘটে নাই। তিনি যে সকল সাধারণ নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, তদনুসারেই সকলপ্রকার শুভাশুভ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যে কারণের যে কার্য্য তাহা অবশ্যই ঘটে। তবে সংসারে নানাপ্রকার কারণ মিলিত হইয়া এক এক কার্য্য উৎপাদন করে, ইহাতেই সকল সময়ে সকল কারণের সমান কার্য্য প্রত্যক্ষ হয় না। যদি দুই ব্যক্তি সমান পরিমাণে গুরু-পাক দ্রব্য ভক্ষণ করে, আর তাহাতেই এক ব্যক্তির উদরাময় জন্মে, এবং অন্য ব্যক্তির শারীরিক সুস্থতা ও পুষ্টি বর্দ্ধন হয়, তবে যে সেই দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব ধারণ করে এমত নহে। মানব-দেহের সহিত তাহার যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ নিরূপিত আছে, তদনুতেই

তাঁহার অন্যথা হয় না। ব্যক্তি বিশেষের পরিপাক-শক্তির তারতম্যানুসারে তাহার কার্য্যের ভিন্নতা হইয়া থাকে।

কোন কারণ অতিক্রম বা কোন নিয়ম স্থগিত করাও যায় না। মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তু ভূতলে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সেই সাধারণ নিয়মের অনুগত থাকাতে, মানব-দেহও ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে পারে না। কিন্তু মনুষ্য ব্যোম-যান-যন্ত্র-সহকারে ঊর্দ্ধগামী হইতে পারেন বলিয়া লোকে জ্ঞান করিতে পারে, তিনি পৃথিবীর আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া যান। বস্তুতঃ আকর্ষণ গুণ অতিক্রম করা দূরে থাকুক, ব্যোম-যানের ঊর্দ্ধ গমন ঐ আকর্ষণ-শক্তিরই কার্য্য। যেমন সোলা ও তৈল জলমধ্যে নিমগ্ন করিয়া দিলেও ভাসিয়া উঠে, ব্যোম-যানও সেই রূপে বায়ুর মধ্য দিয়া ঊর্দ্ধ-গামী হয়। পৃথিবী বায়ুকেও যেমন আকর্ষণ করে, ব্যোম-যানকেও তেমনি আকর্ষণ করে। কিন্তু ব্যোম-যানে যে বাষ্প থাকে, তাহা এরূপ লঘু, যে সমুদায় ব্যোম-যান আপনার আয়তন-প্রমাণ বাষ্প-রাশি অপেক্ষাও লঘুতর হইয়া ঊর্দ্ধ-গামী হয়। অতএব, এ স্থলে পৃথিবীর আকর্ষণ ক্রিয়ার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে না। স্কট্‌লণ্ডের অন্তঃ-পাতী গ্লাসগো নগরে একবার জ্বর-রোগ প্রবল হইয়া অত্যন্ত মরক উপস্থিত হয়। তথাকার ধনী, নির্ধন, ভদ্র, অভদ্র প্রায় সকল পরিবারেই ঐ রোগ প্রবিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তথাকার কারা-

গারের এক ব্যক্তিও তদ্দ্বারা আক্রান্ত হয় নাই। ইহাতে, লোকে মনে করিতে পারে, কারাগারের অধ্যক্ষেরা শারীরিক নিয়ম অতিক্রম করিবার কোন সন্ধান পাইয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম অতিক্রম করা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। বায়ুর সহিত অহিতকারী দুষ্ট বাষ্প মিশ্রিত থাকিলে জ্বর রোগের আবির্ভাব হয়, এবং যাহাদের শরীর দুর্ব্বল ও নিস্তেজ, তাহারা তদ্দ্বারা আশু আক্রান্ত হয়। এই নিয়ম অবগত থাকাতে, কারাগারের অধ্যক্ষেরা তথায় উত্তমরূপ বায়ু-সঞ্চারের ও গৃহ-পরিষ্কারের উপায় করিয়া দিয়াছিলেন, এবং কারারুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে যথোচিত হিতকারী খাদ্য প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতেই তথায় মরক উপস্থিত হইতে পারে নাই। অতএব, শারীরিক নিয়ম অতিক্রম করা দূরে থাকুক, তাহা প্রতিপালিত হওয়াতেই, কারারুদ্ধ ব্যক্তিরা মারীভয় হইতে নিস্তার পাইয়াছিল।

পরমেশ্বর যে সমস্ত শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব সংসার পালন করিতেছেন, তাহা অতিক্রম করা যায় ও তাহা অতিক্রম করিলে সুখ-লাভ হয়, এপ্রকার জ্ঞান করা নিতান্ত অজ্ঞানের কার্য্য। তিনি যে বিষয়ে যে নিয়ম প্রচার করিয়াছেন, তাহা অতিক্রম করিবার উপায় নাই, এবং যে কার্য্যের যে ফল বিধান করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করিবারও সম্ভাবনা নাই।

নবম অধ্যায়।

প্রাকৃতিক নিয়ম প্রত্যেক ব্যক্তির সুখ-জনক কি না তাহার বিচার।

কেহ কেহ এইপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন যে. যখন সর্ব্ব সাধারণের মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনা করা যায়, তখন সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়মই কল্যাণদায়ক বোধ হয় বটে, কিন্তু যখন ব্যক্তি বিশেষের সুখ দুঃখের বিষয় আলোচনা করা যায় তখন সেই সমুদায় কেবল ক্লেশের কারণ রূপে প্রতীয়মান হয়। বিচার কালে জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা অতি সুচারু বোধ হয় বটে, কিন্তু কার্য্য কালে তাহা অত্যন্ত অশুভকর বোধ হয়। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এই পূর্ব্ব পক্ষের সিদ্ধান্ত করা অতি সুগম্য। যাহা সর্ব্ব সাধারণের শুভদায়ক, তাহা অবশ্য প্রত্যেক ব্যক্তিরও শুভদায়ক তাহার সন্দেহ নাই। যে নিয়মকে মানব-জাতির সুখদায়ক বলা যায়, তাহা প্রত্যেক মনুষ্যেরও সুখদায়ক বলিতে হইবে, কারণ প্রত্যেক মনুষ্য কখন মনুষ্য-জাতির অন্তর্ভূত বই বহি-র্ভূত নহে। যেমন এক একটি ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষের সমষ্টিকে বন বা উপবন বলা যায়, সেইরূপ, সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের সমষ্টিকে মনুষ্য-জাতি বলে। যেমন বৃষ্টির জল বন বা উপবনের পক্ষে উপকার-জনক বলিলে, ঐ জল

অত্রস্থ প্রত্যেক বৃক্ষের পক্ষে উপকার-জনক বলা হয়, সেইরূপ, যে নিয়ম মানব-জাতির শুভ-দায়ক, তাহা প্রত্যেক মানবেরও শুভ-দায়ক বলিতে হইবে। বিশ্ব-ব্যাপারের যেরূপ প্রণালীতে নৈসর্গিক বস্তুর প্রভাব বা প্রাকৃতিক নিয়মের অন্যথাচরণ বশতঃ লোকের অনিষ্ট ঘটনা হয় তাহা কিরূপে ও কি কারণে সৃষ্ট হইল ইহা আমাদের জানিবার বিষয় নয়। বিশ্ব যন্ত্রের সাধারণ ক্রিয়া সমষ্টি চির দিন অবাদে চলিতে পারে, সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়মের এই একটী প্রধান উদ্দেশ্য তাহার সন্দেহ নাই। সেই সমস্ত নিয়ম মনুষ্যমাত্রেরই হিতকারী বই অহিতকারী নয়। তাহার একটী রহিত হইলেই সকলেরই অশুভ সঞ্চার হয়। গল্পচ্ছলে অতি সুগম করিয়া এ বিষয় প্রতিপাদন করা যাইতেছে।

এক স্থপতি কোন গৃহস্থের গৃহ সংস্কার করিতেছিল, হঠাৎ পদ-স্খলন হওয়াতে, ছাদের উপর হইতে ভূতলে পতিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে আহত ও ভগ্ন-পাদ হইল। ইহাতে সে সাতিশয় বেদনা প্রাপ্ত হইয়া বিধাতার প্রতি দোষারোপ করিয়া কহিতে লাগিল, "হে বিধাতঃ! কে তোমার সৃষ্টির প্রশংসা করে? তুমি অতি নির্দ্দয়। তুমি আমাকে এমন অজ্ঞান ও অশক্ত করিয়াছ, যে আমি এই বিষম বিপদে পতিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ব ক্ষণেও কিছুই জানিতে পারিলাম না, এবং এই দুর্ঘটনা ঘটিবার সময়ে ইহা আর নিবারণ করিতেও সমর্থ হইলাম না।" বিধাতা তাহার

কণ্ঠস্বর কর্ণ পাত করিয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি আমার কোন্ নিয়মের দোষোল্লেখ করিতেছ বল, তাহার প্রতীকার করি।' স্থপতি উত্তর করিল, "হে ব্রহ্মন্! যে নিয়ম থাকাতে পৃথিবীর নিকটস্থ সমস্ত বস্তু পৃথিবীতে পতিত হয়, এবং লোকে যাহাকে মাধ্যাকর্ষণ বলে, সেই নিয়ম দ্বারা আমার এই বিষম বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে। আমি ছাদের প্রান্তে অবস্থিত হইয়া কার্য্য করিতেছিলাম হঠাৎ তাহার এক খান শিথিল ইষ্টকের উপর পদার্পণ করাতে একেবারে ভূতলে পতিত হইয়া মৃত-প্রায় হইয়াছি।" ইহা শ্রবণ করিয়া বিধাতা বলিলেন, আমি তোমাদের মঙ্গল সঙ্কল্প করিয়া এই নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছি, ইহাতে তুমি যদি সন্তুষ্ট না হইলে, তবে যে বর তোমার অভীষ্ট হয় প্রার্থনা কর, আমি তাহাই প্রদান করিব।" তাহাতে স্থপতি অতিশয় আনন্দিত হইয়া নিবেদন করিল, 'হে করুণাময় লোকনাথ! আমার সর্ব্বাঙ্গে যে দারুণ বেদনা হইয়াছে, তাহার শান্তি কর, এবং যাহাতে আমাকে তোমার মাধ্যাকর্ষণ-বিষয়ক নিয়মের অধীন থাকিতে না হয় তাহার উপায় করিয়া দাও।' ইহাতে ভগবান্ "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

স্থপতি পরম পুলকিত হইয়া বিধাতা পুরুষের বারংবার ধন্যবাদ করিতে লাগিল, এবং তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক তদ্গতান্তঃকরণে তাঁহার অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহার গাত্র-বেদনা দূরীকৃত

হইল, এবং সর্ব্ব শরীর পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ছাদের উপর অবস্থিত হইল। ইহাতে সে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিল, এবং আপনাকে কৃত-কার্য্য মানিয়া সাতিশয় হর্ষিত হইল। পরে ছাদের উপরে পদ বিক্ষেপের চেষ্টা করিয়া দেখে যে, পূর্ব্ববৎ আর চলিতে পারে না। সে আর পূর্ব্বোক্ত মাধ্যাকর্ষণ-বিষয়ক নিয়মের অধীন ছিল না, অতএব তাহার পক্ষে মাধ্যাকর্ষণ থাকা আর না থাকা তুল্য হইল। শরীরের ভারবত্ত্ব-বশতঃ পৃথিবীতে অক্লেশে পদ বিক্ষেপ করা যায়। মাধ্যাকর্ষণই ভারের কারণ, অতএব মাধ্যাকর্ষণ না থাকিলে সহজে পদ চালনা করা সম্ভাবিত হয় না। স্থপতি কর্ণিকে করিয়া ছাদের উপর চূণ শুর্কি দিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাহা ছাদে পতিত না হইয়া শূন্যেতেই থাকিল; কারণ পৃথিবী দ্বারা আকৃষ্ট না হইলে কোন দ্রব্য পতিত হয় না। স্থপতি এই সমস্ত অসম্ভাবিত ব্যাপার দৃষ্টে অত্যন্ত ভয়াতুর হইয়া ছাদ হইতে অবতরণ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার শরীর মাধ্যাকর্ষণ-বিষয়ক নিয়মের অধীন ছিল না, অতএব তাহার পদ-দ্বয় ভূতলে আকৃষ্ট না হওয়াতে, বেলুন যেমন আকাশে স্থির হইয়া থাকে, সে তেমনি শূন্যে শূন্যে ঝুলিতে লাগিল। আর যাতনা সহিতে না পারিয়া স্বীয় শরীর ভূতলে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা পাইল, তথাপি তাহা অধঃ-পতিত হইল না।

"ইহাতে স্থপতি অত্যন্ত ভীত ও যাতনা-গ্রস্ত হইয়া, "হা, বিধাতঃ, হা বিধাতঃ" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। পরম,কৃপালু প্রজাপতি তাহা শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! আবার তোমার কি বিপত্তি ঘটিয়াছে যে, তুমি পুনর্ব্বার ক্রন্দন করিতেছ? তোমার অসন্তোষের বিষয় আর কি আছে? তুমি যে ভৌতিক নিয়মের অধীন থাকাতে ছাদ হইতে পতিত হইয়াছিলে, তাহা তোমার পক্ষে স্থগিত করিয়া রাখিয়াছি। তোমার গাত্র-বেদনার শান্তি হইযাছে, আর হস্ত পদাদি ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে কি নিমিত্ত পুনর্ব্বার বিলাপ করিতেছ"?

ইহা শুনিযা স্থপতি কহিল, "হে ব্রহ্মন্! অপরাধ মার্জ্জনা কর। কেবল অজ্ঞানাচ্ছন্ন ও স্পর্দ্ধাযুক্ত হইয়া এমন বিরুদ্ধ বর প্রার্থনা করিযাছিলাম। আমাকে পূর্ব্ববৎ বেদনা-গ্রস্ত করিয়া রাখ সেও ভাল, তথাপি পুনর্ব্বার মাধ্যাকর্ষণ-বিষযক নিয়মের অধীন করিয়া দাও"।

বিধাতা "তথাস্তু" বলিয়া তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ করিলেন। স্থপতি তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ বেদনা-গ্রস্ত হইয়া শয্যা-শায়ী হইল, প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতিফল স্বরূপ রোগ ভোগ করিযা পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ হইল এবং পূর্ব্ববৎ ছাদের উপর আরোহণ করিয়া গৃহ সংস্কার আরম্ভ করিল। মাধ্যাকর্ষণ-বিষয়ক নিয়ম মহোপকার-জনক জানিয়া সকৃতজ্ঞ চিত্তে বিধাতার অগণ্য ধন্যবাদ করিল, এবং তদ্বিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তি নিয়োজন

পূর্ব্বক ঐ নিয়মের যথার্থ তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া ও তৎ-প্রতিপালনে যত্নবান্ থাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে কাল যাপন করিতে লাগিল। এ বিষয় যত আলোচনা করিল, ততই পরম বিধাতা পরমেশ্বরের অচিন্ত্য জ্ঞান ও অপার করুণার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিল। তদ্দ্বারা তাহার বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল পরিচালিত ও বর্দ্ধিত হওয়াতে, তাহার বোধ হইল, আমি এক অভিনব সুখরাজ্যে আগমন করিয়াছি।

বিধাতা স্থপতির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া যেমন অন্তর্হিত হইবেন, অমনি এক কৃষকের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিলেন। কৃষক উচ্চৈঃ স্বরে কহিতেছে "হে বিধাতঃ! তুমি আমাকে কি অপরাধে এমন দুর্ভাগ্য করিয়াছ? আমি যাতনায় অস্থির হইয়া বহু ক্লেশে কাল যাপন করিতেছি। আমার এক এক দিবস এক এক বৎসর জ্ঞান হইতেছে।" বিধাতা তাহার আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি কি দুর্ব্বিপাকে পতিত হইয়াছ? কি নিমিত্তই বা এত খেদ করিতেছ? আমার কোন্ নিয়মই বা তোমার ক্লেশকর হইয়াছে"? কৃষাণ প্রত্যুত্তর করিল, "হে বিধাতঃ! দেখ, তোমার নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া ভূমি-কর্ষণ, বীজ-বপন, জল-সেবন প্রভৃতি কষ্ট-সাধ্য কর্ম্ম না করিলে, অন্ন পাওয়া যায় না। আমি তোমার নিয়মানুসারে শস্য-ক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছিলাম, এমন সময় বারি-বর্ষণ হইতে লাগিল। সে জল যদি কেবল ভূমিতে বর্ষিত হইত তবে হানি

ছিল না, আবার আমার গাত্রেও পতিত হইল। তাহাতে আমার বস্ত্র আর্দ্র হইল, সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইল, অবশেষে জ্বর হইয়া ঘোর বিপত্তি উপস্থিত হইল। এক্ষণে দাহ পিপাসায় অধীর হইয়া মুহুর্মুহুঃ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেছি। হে বিধাতঃ! তুমি সন্তানের প্রতি অতি নির্দ্দয়।"

প্রজাপতি তাহার খেদোক্তি শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "বৎস! আমি তোমার কল্যাণার্থ ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছি, তুমি তাহার নিতান্ত বিরুদ্ধাচরণ করিয়া এই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ। আমার নিয়মের অন্যথাচরণ করিলেও, তোমাকে তদর্থে ক্লেশ দেওয়া আবশ্যক ছিল না। তুমি নিয়ম-লঙ্ঘনের দুঃখময় ফল অবগত হইয়া আপনার কর্ত্তব্য সাধনে যত্নবান্ থাকিয়া সুখী হইবে এই অভিপ্রায়ে, তোমার অত্যাচারের প্রতিফল স্বরূপ দুঃখ নিয়োজন করিয়া দিয়াছি। এখন তোমার কি প্রার্থনা বল, তাহাই পূর্ণ করি"।

কৃষক কহিল, "হে ব্রহ্মন্! তোমার নিয়ম দ্বারা কি প্রকারে আমার উপকার দর্শিতে পারে? যখন আমি তোমার সমুদায় নিয়ম স্মরণগত ও তৎ-প্রতিপালনে সম্যক্ সমর্থ নহি, তখন তদ্দ্বারা কেবল ক্লেশ ঘটনারই সম্ভাবনা। এক্ষণে এই ভিক্ষা, তোমার নিয়ম রূপ পাশ হইতে আমাকে মুক্ত কর, অন্য বর প্রার্থনা করি না।"

বিধাতা কহিলেন, "আমি তোমার রোগ নিবারণ করিলাম, এবং যে সকল নিয়ম তোমার এপ্রকার

ক্লেশকর হইয়াছে, তাহাও স্থগিত করিয়া রাখিলাম। অদ্যাবধি তোমার শরীর ও বস্ত্রাদি জলে আর্দ্র হইবে না, তোমার গাত্র আর শীতল ও উষ্ণ বোধ হইবে না, এবং তোমার অঙ্গ সকল আর বেদনা-গ্রস্ত হইবে না। এখন সন্তুষ্ট হইলে?"

ইহাতে কৃষক পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিল, "হে করুণাময় বিধাতঃ! আমি তোমার প্রসাদে চরিতার্থ হইলাম, আমার অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র হইল, আমি তোমাকে পরম মঙ্গলাকর জানিয়া তোমার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলাম।"

কৃষক এই কথা কহিতে কহিতে নীরোগ, বলিষ্ঠ ও প্রফুল্লচিত্ত হইল, এবং তন্নিমিত্ত বিধাতা পুরুষের পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ করিয়া ক্ষেত্রে গিয়া কার্য্যাবস্ত করিল। তখন শরৎকাল, বারংবার পর্য্যায়ক্রমে বৃষ্টি ও রৌদ্র হইতে লাগিল, কিন্তু জলেও তাহার গাত্র ও বস্ত্র আর্দ্র হইল না, এবং রৌদ্রেও তাহার শরীর উত্তপ্ত ও ঘর্ম্মাক্ত হইল না। তাহার পক্ষে কতকগুলি ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম রহিত হইয়া গিয়াছিল।

কৃষক হৃষ্ট চিত্তে ক্ষেত্রের কার্য সম্পন্ন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক জল আহরণ করিয়া পাদ প্রক্ষালন করিল, কিন্তু তাহার শরীর তাহাতে স্নিগ্ধ বোধ হইল না, কারণ বিধাতার বরে তাহার শীতোষ্ণাদি অনুভব করিবার শক্তি এক বারে রহিত হইয়াছিল। তদনন্তর নিকটবর্ত্তিনী নদীতে অবতীর্ণ হইয়া অবগাহন করিল

কিন্তু তাহাতেও পূর্ব্বের মত আর শরীর স্নিগ্ধ হইল না, এবং পরিধেয় বস্ত্র জল-সিক্ত না হওয়াতে, তাহার মলা দূর হইল না। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া কৃষক অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইল, এবং মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, আমি মনঃ-কল্পিত বর প্রার্থনা করিয়া বুঝি চির কালের নিমিত্ত সুখে জলাঞ্জলি দিলাম। অবগাহনান্তে অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক একটি শিশু সন্তানকে ক্রোড়ে তুলিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! পূর্ব্বে যেমন তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া স্পর্শ-জনিত সুখ লাভ করিত, সেরূপ সুখানুভবে সমর্থ হইল না। সেই শিশুকে সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টি করিল, এবং উৎসুক মনে তাহার অর্দ্ধস্ফুট মধুর বাক্য শ্রবণ করিল, কিন্তু তাহাকে যে স্পর্শ করিতেছে এমত বোধই হইল না। সেই কৃষকের স্পর্শানুভব-বিষয়ক শারীরিক নিয়ম স্থগিত হওয়াতে, সমুদায় গাত্র স্পর্শ-শক্তি-বিহীন হইয়াছিল। সে স্নেহাভিষিক্ত নেত্রে সেই শিশু সন্তানকে দৃষ্টি করিয়া অত্যন্ত ঔৎসুক্য সহকারে তাহাকে গাঢ় রূপে আলিঙ্গন করিল, কিন্তু কিছুতেই পূর্ব্ববৎ স্পর্শ বোধ ও সুখানুভব করিতে সমর্থ হইল না। অবশেষে তাহার কঠিন হৃদয় দ্বারা নিপীড়িত হওয়াতে, উক্ত শিশু উচ্চৈঃ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন কৃষক মনে মনে শোচনা করিতে লাগিল, "আমি না বুঝিয়া কি গর্হিত কর্ম্মই করিয়াছি। আমার পক্ষে কতিপয় শারীরিক নিয়ম এক বারে স্থগিত

হইয়াছে।” অনন্তর সে ব্যক্তি অতিশয় রৌদ্র সেবনাদি অশেষবিধ অহিতাচার করাতে, রুগ্ন ও ভগ্নশরীর হইতে লাগিল, কিন্তু তজ্জন্য ক্লেশানুভব না হওয়াতে, চিকিৎসা করাইতে প্রবৃত্ত হইল না। ইহাতে কৃষক অকস্মাৎ আপনার মুমূর্ষু অবস্থা উপস্থিত দেখিয়া চিন্তা করিল, পূর্ব্বাবধি আমার দেহ-যন্ত্র উচ্ছৃঙ্খল হইতে আরম্ভ হইযাছে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার ক্লেশানুভব-শক্তি না থাকাতে, পীড়া অনুভব করিতে পারি নাই, সুতরাং রোগ-শান্তির চেষ্টাও করি নাই। ইহাতে সে দুঃখে অভিভূত ও ভয়ে কম্পান্বিত হইয়া ব্যাকুলিত চিত্তে কহিতে লাগিল “হে বিধাতঃ! ভূমণ্ডলে আমার পর ভাগ্যহীন মনুষ্য আর কেহ নাই। আমি সমুদায় সুখে বঞ্চিত হইযাছি। আমার শরীর ভগ্নপ্রায় হইল, তথাপি আমি রোগানুভব করিতে সমর্থ না হওয়াতে, তাহার প্রতীকার চেষ্টা করিতে পারি নাই। হে প্রজাপালক! তুমি আমাকে এমন দুর্ভাগ্য কেন করিলে?”

বিধাতা তাহার রোদন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “বৎস! যে সকল ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম দ্বারা তোমার জ্বর ও ক্লেশোৎপত্তি হইয়াছে বলিয়াছিলে, তাহা আমি স্থগিত করিয়াছি। তোমার শরীরে আর বেদনা বোধ ও উত্তাপাদি-জন্য ক্লেশানুভব হইবেক না। তবে আর তুমি কি নিমিত্ত অসুখী, এবং কি নিমিত্তই বা এত অসন্তুষ্ট?”

কৃষক কহিল, "হে ব্রহ্মন্? যাহা বলিলে যথার্থ বটে কিন্তু তুমি আমাকে বিকলেন্দ্রিয় করিয়া অতিশয় দুর্ভাগ্য, করিয়াছ। পূর্ব্বে যেমন শস্য-ক্ষেত্রে আগমন করিলে সুশীতল নির্ম্মল বায়ুর হিল্লোলে শরীর স্নিগ্ধ হইত, এখন আমার আর সে অপূর্ব্ব সুখ অনুভব করিবার সামর্থ্য নাই। আমার সন্তানেরা আমার ক্রোড়স্থ হইলে, পূর্ব্ববৎ সুখানুভব হয় না। আমি রোগাক্রান্ত হইয়া মৃতবৎ হইয়াছি, তথাপি রোগ-জন্য ক্লেশানুভব না হওয়াতে, তাহার প্রতীকার-চেষ্টায় প্রবৃত্তি হইতেছে না। হে বিধাতঃ! আমি অতিশয় দুর্ভাগ্য হইয়াছি। আমি শোক-সাগরে নিমগ্ন হইতেছি"।

বিধাতা বলিলেন, "আমি তোমাকে কি প্রকারে পরিতুষ্ট করিব? যখন আমি তোমাকে স্পর্শ-সুখাদি-বোধে সমর্থ করিবার নিমিত্ত ত্বগিন্দ্রিয়ে স্পর্শ-শক্তি প্রদান করিয়াছিলাম, এবং শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘিত হইলে জানিতে পারিবে, এবং জানিয়া প্রতীকার-চেষ্টা করিবে, এই অভিপ্রায়ে শারীরিক ক্লেশ বিধান করিয়াছিলাম, তখনও তুমি সন্তুষ্ট ছিলে না। পৃথিবীকে যথোচিত ফলবতী করিবার নিমিত্ত বারি-বর্ষণ হয়, মনুষ্যাদির রোগোৎপত্তি তাহার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু তুমি বৃষ্টির সহিত শরীরের সম্বন্ধ না বুঝিয়া অবিশ্রান্ত বৃষ্টি-জলে আর্দ্র হইয়াছিলে, তাহাতেই তোমার জ্বরোৎপত্তি হয়। বৃষ্টির জলে আর্দ্র হওয়াতে, তোমার শারীরিক নিয়ম যতদর লঙ্ঘিত হইয়াছিল, তাহার

অধিক আর না হয়, এই অভিপ্রায়ে তোমাকে সাবধান করণার্থ জ্বর-জন্য ক্লেশ প্রেরণ করিয়াছিলাম, কারণ, ক্রমাগত এরূপ অত্যাচার করিলে তোমার প্রাণ বিয়োগ হইত। যদি আবার তোমাকে আমার শুভকর নিয়মের অধীন করিয়া রাখি, তবে তুমি পুনর্ব্বার আমার প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করিয়া আমাকে অন্যায়কারী বলিয়া নিন্দা করিলেও করিতে পার।" ইহা শুনিয়া কৃষক অতিশয় ব্যগ্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিল, "হে করুণাময় বিধাতঃ! এক্ষণে তোমার অচিন্ত্য জ্ঞান ও অপার করুণা স্পষ্ট রূপে দৃষ্টি করিতেছি, এবং আমি যে নিতান্ত মূঢ় তাহাও অকপট হৃদয়ে অঙ্গীকার করিতেছি। আমাকে পুনর্ব্বার তোমার পরম-মঙ্গলকারী নিয়ম-প্রণালীর অধীন করিয়া দাও। আমি সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করিতেছি, উহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে যে প্রতিফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও একান্ত হিতকারী। আমার ত্বগিন্দ্রিয় ও মাংসপেশী সকলকে প্রকৃতিস্থ করিয়া আমাকে পূর্ব্ববৎ স্পর্শাদি-জনিত সুখে সম্যক্ রূপ অধিকারী কর। সেই সমুদায়কে যথা নিয়মে নিয়োগ না করিলে যে ক্লেশ উৎপন্ন হয়, তাহা আমি অম্লান বদনে স্বীকার করিব"।

বিধাতা কৃষকের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। তাহার জ্বর ও যাতনা পুনর্ব্বার উপস্থিত হইল, কিন্তু ঔষধ-সেবন দ্বারা অবিলম্বে সে সমুদায়ের শান্তি হইয়া গেল। ক্রমে ক্রমে তাহার স্বাস্থ্য-লাভ ও বলাধান হইল, এবং

ইন্দ্রিয় সকল পূর্ব্ববৎ সতেজ ও সবল হইল। কৃষক এইরূপ চরিতার্থ হওয়াতে, তদবধি কোন দিবস বিধাতার অগণ্য ধন্যবাদ ও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া জল গ্রহণ বা অন্ন ভোজন করিত না, এবং সন্তানদিগকে ক্রোড়ে করিলে, তাঁহার প্রগাঢ় প্রীতি-রসে আর্দ্র না হইয়া নিরস্ত হইত না। তদবধি সে যখন কোন নিয়ম পালন করিয়া তাহার পুরস্কার স্বরূপ নির্ম্মল সুখ অনুভব করিত, তখন উৎসাহ পুরঃসর সানন্দ চিত্তে বিধাতা পুরুষকে স্মরণ করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিত, এবং যখন কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ক্লেশ প্রাপ্ত হইত, তখন অবিলম্বে বিধাতৃ-প্রদর্শিত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক সাবধান হইয়া তদপেক্ষা গুরুতর দুঃখ-ঘটনা নিবারণ করিত।

বিধাতা পুরুষ পূর্ব্বোক্ত কৃষকের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইবামাত্র আর এক ব্যক্তির আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিলেন। সে "হা বিধাতঃ, হা বিধাতঃ" বলিয়া চীৎকার করিতেছে শুনিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট আবির্ভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তুমি আবার কি কারণে আক্ষেপ করিতেছ?" সে কহিল, "ব্রহ্মন্! আমার পিতা ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইয়া নানাপ্রকার অহিতাচার করিয়া, স্বীয় শরীর ভগ্ন করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার দুষ্কর্ম্মফলে আমি পীড়িত হইয়া দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। আমি বাত-গ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছি। আমার

অস্থি সকল ব্যথিত হইযা বড়ই যাতনা দিতেছে। তুমি আমার পিতার পাপেব নিমিত্ত আমাকে পীড়িত করিযা ন্যায-বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছ। হে বিধাতঃ! যদি কৃপালু ও ন্যাযবান্ হও, তবে আমাকে এই বিষম যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার কর।"

বিধাতা তাহার বাক্য শ্রবণ করিযা কহিলেন "পিতা মাতার প্রকৃতি-সিদ্ধ গুণাগুণ সন্তানে বর্ত্তে এই যে শারীরিক নিযম সংস্থাপিত আছে, তুমি ইহারই দোষোল্লেখ করিতেছ। ভাল, জিজ্ঞাসি, তুমি পিতা হইতে বাত রোগ ভিন্ন অন্য কোন স্বাভাবিক শক্তি প্রাপ্ত হইযাছ কি না?" রোগী উত্তর করিল, "হাঁ আমি অন্যান্য অনেক সুখদায়ক বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি অশেষ-সুখ-দায়ক মাংসপেশী, জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং বুদ্ধি ও অন্যান্য মনোবৃত্তি অধিকার করিযা জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। যখন বাতের বেদনা না ধরে, তখন আমার সর্ব্ব শরীর স্বচ্ছন্দ ও স্ফূর্ত্তি-যুক্ত বোধ হয। আমার ইচ্ছামাত্রে মাংসপেশী সকল তদনুযায়ী কার্য্য করিতে তৎপর হয়। ইন্দ্রিয় সমুদায়কে সুখ-রত্নের আকর-স্বরূপ বলিলে বলা যায। প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি সকল জ্ঞানানুশীলন ও ধর্ম্মালোচনা করিযা চরিতার্থ হয়। কিন্তু হে ব্রহ্মন্! তুমি কি নিমিত্ত আমাকে পিতার পাপাচরণের প্রতিফল স্বরূপ বাত-রোগ প্রদান করিলে?"

বিধাতা বলিলেন, "তুমি নিতান্ত অদূরদর্শী, এই

নিমিত্ত এপ্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছ। তোমার পিতা আমার নিয়ম লঙ্ঘন করাতে পীড়িত হইয়াছিলেন, তোমার জন্ম গ্রহণ কালে তাঁহার শরীর রোগাক্রান্ত ছিল, অতএব তুমিও রোগার্হ দেহ প্রাপ্ত হইয়াছ। যে নিয়মানুসারে তাঁহার বল, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব প্রভৃতি অধিকার করিয়াছ, সেই নিয়মানুসারেই তাঁহার তুল্য অসুস্থ শরীর প্রাপ্ত হইয়াছ। যদি এ নিয়ম তোমার পক্ষে অনিষ্টকর হয়, বল, তাহা স্থগিত করিয়া রাখি।"

ইহা শ্রবণ করিয়া রোগী কহিল "হে করুণাময় বিধাতা পুরুষ। অগ্রে জিজ্ঞাসা করি, যদি তুমি এই নিয়ম স্থগিত কর, তবে আমি বল, বীর্য্য, ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব প্রভৃতি যে সমস্ত সদ্গুণ অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তাহাও কি নষ্ট হইবে?" বিধাতা বলিলেন, "তাহার আর সন্দেহ কি। সে সমুদায়ই নষ্ট হইবে। যে নিয়মানুসারে সে সমুদায় লাভ করিয়াছ, সেই নিয়মানুসারেই পৈতৃক রোগও প্রাপ্ত হইয়াছ। অতএব, সে নিয়ম রহিত হইলে, তাহার শুভাশুভ সমুদায় কার্য্যই নষ্ট হইবে।"

বিধাতা পুরুষের এই বাক্য সমাপ্ত হইতে না হইতে রোগী বলিয়া উঠিল, "হে ব্রহ্মন্! ক্ষমা কর, আমি সকৃতজ্ঞ চিত্তে তোমার এই শারীরিক নিয়মের অধীন থাকিব স্বীকার করিতেছি, এবং তাহা লঙ্ঘন করিলে যে প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয় তাহাও গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু হে ব্রহ্মন্! পিতা যে তোমার নিয়ম

লঙ্ঘন করিয়া শান্তি পাইয়াছেন, ইহা ন্যায়ানুগতই হইয়াছে। এক্ষণে তাহা প্রতিপালন করিলে আমার রোগের শান্তি ও ক্লেশের লাঘব হইতে পারে কি না বল।"

বিধাতা বলিলেন "ক্লেশ নিবারণই আমার সমুদায় নিয়মের উদ্দেশ্য। তুমি যদি তোমার পিতার ন্যায় নিয়ত অহিতাচার করিতে, তবে এত দিনে তোমার শরীর কেবল ব্যাধি-মন্দির হইত। বাস্তবিক, তোমাকে পিতার পাপময় পথ হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত এই পিতৃগত পীড়া প্রদান করিয়াছি। এই ক্লেশ তোমার রক্ষক-স্বরূপ হইয়া তোমাকে সাবধান না করিলে, তুমি পাপাচরণে প্রবৃত্ত থাকিয়া অধিকতর দুঃখে পতিত হইতে। এক্ষণে আমার নিয়মানুগত ব্যবহারে অবিরত নিযুক্ত থাক, তাহা হইলে তোমারও দুঃখ হ্রাস হইবে, এবং তোমার সন্তানেরাও বিশুদ্ধ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া সুস্থ শরীরে কাল যাপন করিবে।"

রোগী প্রজাপতির এই সকল হিত-বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিত হইল, এবং অতি ভক্তিভাবে বিধাতা পুরুষকে বারংবার স্তুতি ও প্রণতি করিয়া তাঁহার নিতান্ত আজ্ঞাবহ হইল। ইহাতে তাহার শারীরিক ক্লেশের ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া স্বাস্থ্য-সুখের বৃদ্ধি হইল, এবং তন্নিমিত্ত সে ব্যক্তি বিধাতার সন্নিধানে কৃতজ্ঞতা রূপ পুণ্যপাশে চিরজীবন বদ্ধ হইয়া রহিল।

বিধাতা পুরুষ পূর্ব্বোক্ত পীড়িত ব্যক্তিকে উপদেশ

প্রদান করিয়া স্বর্গারোহণ করিতেছেন এমত সময়ে শুনিলেন, এক বালক রোগের যাতনায় অস্থির হইয়া মুহুর্ম্মুহুঃ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতেছে। বিধাতা জিজ্ঞাসিলেন "বৎস! কি কারণে রোদন করিতেছ? তোমার কি দুঃখ হইয়াছে?" বালক ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর্ত্ত স্বরে কহিল, "আমি পিতার কঠিন পীড়া ও মাতার ভগ্ন প্রকৃতি অধিকার করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। রোগে আচ্ছন্ন ও অভিভূত হইয়া দিন যাপন করিতেছি। আমার মুখে বাক্য সরিতেছে না, কথা কহিতেও ক্লেশ হইতেছে।" বিধাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি পিতা মাতা হইতে রোগ ও যাতনা ব্যতিরেকে আর কিছুই প্রাপ্ত হও নাই?" শরীর ও মনের এমন কোন শক্তি প্রাপ্ত হও নাই যে, তাহা সঞ্চালন করিয়া সুখ সম্ভোগ করিতে পার?" বালক বলিল, "আমার শরীর এমন দুর্ব্বল এবং অন্তঃকরণ এমন নিস্তেজ, বোধ হয়, আমি কেবল ক্লেশ-ভোগের নিমিত্তই জীবিত রহিয়াছি।" বিধাতা কহিলেন "তোমার চিন্তা কি? আমার শারীরিক নিয়ম এখনি তোমার যাতনা শান্তি করিবেক, এবং আমি তোমাকে ক্রোড়ে লইয়া আশ্রয় প্রদান করিব।" এই কথা বলিতে না বলিতে শারীরিক নিয়মের ফল প্রত্যক্ষ হইল। বালকের দেহ মৃৎপিণ্ডবৎ নির্জ্জীব হইয়া যাতনাশূন্য হইল, এবং তাহার আত্মা তৎক্ষণাৎ বিধাতা পুরুষের নিকট উপস্থিত হইল।

তদনন্তর এক সমুদ্র-বণিক সমুদ্র-তরঙ্গে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বিধাতা পুরুষের অশেষমত অপবাদ করিতেছে শুনিয়া, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছি যে আমার এত নিন্দা করিতেছ। আমাকে কি করিতে বল, তাহাই করি।"

বণিক্ কহিল, "হে ব্রহ্মন্। আমি কলিকাতা হইতে কতকগুলি পণ্য-সামগ্রী লইয়া চীন রাজ্যে গমন করিতে করিতে অদ্য সিংহপুরে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। আমার সমুদ্র-পোতের একপোতবাহ মদিরা-মত্ত হইয়া কি প্রকারে জাহাজে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিয়াছে। দেখ, আমার জাহাজ ঐ ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, আমার সমুদায় পণ্য দ্রব্য দগ্ধ হইতেছে, আমি অগ্নিভয়ে ভীত হইয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছি, আমার আর জীবনের আশা নাই। অতএব বলি, তুমি যদি ন্যায়বান্ হইবে, তবে দোষীর দোষে নির্দ্দোষের অনিষ্ট ঘটনা কেন হয়।"

বিধাতা বলিলেন, "তুমি আমার সামাজিক নিয়মের দোষোল্লেখ করিতেছ। ভাল, যদি তাহাতে অসন্তুষ্টই হইলে, তবে তাহা স্থগিত করিয়া তোমাকে পূর্ব্ববৎ পোতারূঢ় করিয়া দিতেছি।"

বণিক্ দেখিল, জাহাজের অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়াছে, অঙ্গার সকল কাষ্ঠ রূপে পরিণত হইয়াছে, আপনার ও আপন মাল্লাদিগের শরীর সুস্থ ও পোতস্থ হইয়াছে, এবং সকলেই হৃষ্ট-চিত্ত হইয়া নিশ্চিন্ত মনে উপবিষ্ট

আছে। বণিক্ মহাহ্লাদে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রজাপতির স্তব করিল, এবং মাল্লাদিগকে কহিল, "আমরা বিধাতা পুরুষের প্রসাদে বিপদ্ উত্তীর্ণ হইয়াছি, এক্ষণে চল জাহাজ খুলিয়া চীনাভিমুখে গমন করি।" কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কেহ তাহার বাক্য শ্রবণ করিল না, এবং তাহার আদেশানুসারে কার্য্য করিতেও প্রবৃত্ত হইল না। ইহাতে সে বিস্ময়াপন্ন হইয়া চীৎকার করিয়া কহিল, "তোমরা কি কারণে আমার বাক্য অবহেলন করিতেছ?" এ কথাতেও কেহ প্রত্যুত্তর প্রদান করিল না। সে দেখিল, সকলে পরস্পর কথোপকথন ও ইতস্ততঃ পদচারণ করিতেছে, কিন্তু কেহই তাহার কথায় মনোযোগ দেয় না। বণিক্ তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিল, আবার নানাপ্রকার বিনয়-বাক্যও বলিল, কিছুতেই তাহাদিগের প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হইল না।

তখন সে সভয় চিত্তে চিন্তা করিল, আর কিছু নয় বিধাতা আমাকে সামাজিক-নিয়ম-জনিত সমস্ত সুখে বঞ্চিত করিয়াছেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অত্যন্ত ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া নিজে রজ্জু ধরিয়া একটা পাল তুলিয়া দিল, এবং আপনিই কর্ণধার হইয়া স্বাভিপ্রেত দিকে জাহাজ চালনা করিল। কিন্তু উহার লঙ্গর উত্তোলন করা হয় নাই এই নিমিত্ত, অত্যল্প দূর গমন করিয়াই স্থগিত হইল। বণিক্ লঙ্গর তুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তদ্রূপ প্রকাণ্ড লৌহ-রাশি উত্তোলন করা দশ জন মনুষ্যের কর্ম্ম, একাকী কি রূপে তাহাতে

সমর্থ হইবে? না পারিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত ও ত্রস্ত হইয়া পুনর্ব্বার মাল্লাদিগকে আহ্বান করিল, কিন্তু তাহারা কেহই উত্তর দিলেক না। তাহার পক্ষে সামাজিক নিয়ম স্থগিত হইয়াছিল, অতএব, সে যেমন অন্যের কুব্যবহার-জনিত ক্লেশ হইতে নিস্তীর্ণ হইয়াছিল, তদ্রূপ অন্যের আনুকূল্য লাভেও একে বারে বঞ্চিত হইয়াছিল।

তখন নিতান্ত নিরাশ না হইয়া একখান ক্ষুদ্র ভেলক আরোহণ পূর্ব্বক স্থলে অবতরণ করিল। সিংহ-পুরে তাহার এক মিত্র ছিল, তাহার নিকট উপনীত হইয়া সবিশেষ সমস্ত অবগত করিল, এবং উপস্থিত বিপদ্ হইতে উদ্ধারার্থে তাহার সহায়তা প্রার্থনা করিল। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! বণিকের মিত্র বণিককে সমাদর করা ও তাহার বাক্যে মনোযোগ দেওয়া দূরে থাকুক, তাহার প্রতি কটাক্ষপাতও করিল না; নিজ কার্য্যে ব্যস্ত ছিল, তাহাই সম্পন্ন করিতে লাগিল। বণিক্ পরিশ্রান্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া এক নিকটস্থ পান্থশালায় ভোজনার্থ গমন করিল, কিন্তু তথাকার পরিচারকেরা কেহই তাহার বাক্যে মনঃসংযোগ করিল না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যখন সে সিংহপুরে উপস্থিত হইত তখন সেই পান্থশালাতেই আহারাদি করিত, এবং ঐ সকল ভৃত্যই তাহার পরিচর্য্যা করিত, কিন্তু এবার কেহ তাহাকে চিনিতেও পারিল না। সে তথায় ভূরি ভূরি বণিক্, কর্ম্মচারী ও ভৃত্য দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়াও যেন জনশূন্য অরণ্যের মধ্যে স্থিতি করিতেছে এইরূপ বোধ

হইল। তখন বণিক্ দিগ্বিদিগ্-জ্ঞান-শূন্য হইয়া ব্যাকুলিত চিত্তে বিধাতাকে সম্বোধিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, "হে বিধাতঃ! আমি যে দুর্ব্বিপাকে পতিত হইয়াছি, ইহার অপেক্ষা সমুদ্র-গর্ত্তে মগ্ন ও অগ্নি-দাহে দগ্ধ হওয়া ভাল ছিল। আমার দুঃখের ভরা পূর্ণ হইয়াছে। এখন, হয় আমাকে মৃত্যু-গ্রাসে নিক্ষিপ্ত কর. নয় পুনর্ব্বার সামাজিক নিয়মের অধীন করিয়া রাখ। আমি আর কদাপি তোমার নিয়মের নিন্দা করিব না।" ইহা শুনিয়া বিধাতা কহিলেন, "এখন তুমি কাতর হইয়া এ কথা কহিতেছ। কিন্তু পুনর্ব্বার সামাজিক নিয়মের অধীন হইলে, তোমার ঐ জাহাজখানি দগ্ধ হইবে। তাহাতে তুমি এবং তোমার মাল্লারা এক ডিঙ্গি করিয়া স্থলে অবতরণপূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবে, কিন্তু তুমি নির্ধন হইবে তাহার সন্দেহ নাই। নির্ধন হইলেই পুনর্ব্বার আমার প্রতি দোষারোপ করিবে।"

বণিক্ প্রত্যুত্তর করিল, "হে ব্রহ্মন্! তোমার সামাজিক নিয়ম যে কি প্রকার হিত-কর ও সুখ-দায়ক, তাহা পূর্ব্বে কিছুই জ্ঞাত ছিলাম না। যে ব্যক্তি সামাজিক নিয়মের অধীন, সে গত-সর্ব্বস্ব হইলেও দুঃখে অভিভূত ও একেবারে নিরাশ হয় না। কিন্তু যদি কেহ সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হইয়াও সামাজিক নিয়মের অধীন না থাকে, তবে ভূমণ্ডলে তাহার ন্যায় দুর্ভাগ্য আর কেহ নাই। আমার জাহাজ ও পণ্য সামগ্রী দগ্ধ হইলে, আমি নির্ধন হইব তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু

আমি শরীর, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধিবৃত্তি, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সঞ্চালন করিয়া পুনর্ব্বার জীবিকা ও সুখ সচ্ছন্দতা লাভ করিতে পারিব। এই সমুদায় সঞ্চালন করাই সুখের কারণ। দারিদ্র্যাবস্থা হইলে, এ সকল বিষয় কিছু নষ্ট হয় না, বরং ইহাদিগকে চালনা করিবার আবশ্যকতা বৃদ্ধি হয়। বিশেষতঃ, সামাজিক নিয়মের অধীন থাকিলে, বন্ধুগণের মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া স্নিগ্ধ হইব, এবং সহযোগীদিগের সহায়তায় অবলীলাক্রমে সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া সুখে থাকিব। আর অদ্যাবধি যে ব্যক্তি যে কর্ম্মের উপযুক্ত, তাহাকে তাহাতেই নিযুক্ত করিয়া সামাজিক নিয়ম প্রতিপালন করিব। ইহাই তোমার অভিপ্রেত জানিলাম, অতএব এ অভিপ্রায় সম্পন্ন হইলে, পূর্ব্বোক্ত নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতিফল-রূপ দুঃখ-প্রাপ্তি অবশ্যই নিবারিত হইবে। হে করুণাকর! তুমি আমাকে পুনর্ব্বার সামাজিক নিয়মের অধীন করিয়া দাও; তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে যে শাস্তি পাইতে হয়, তাহা আমি অকাতরে স্বীকার করিব।”

বিধাতা পুরুষ বণিকের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন, তাহার জাহাজ দগ্ধ হইয়া গেল, এবং সে এক ডিঙ্গি করিয়া স্থলে অবতীর্ণ হইল। পরে বিধাতার বিধান ও মনুষ্যের স্বভাব শিক্ষা করিল, অল্প অল্প অর্থও সঞ্চয় করিল, এবং আপনাকে পূর্ব্বাপেক্ষা সুখী দেখিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইল।

তদনন্তর, এইরূপ অনেকানেক অত্যাচারী ব্যক্তি

বিধাতা পুরুষকে স্ব স্ব দুঃখ অবগত করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠাপিত প্রাকৃতিক নিয়মের দোষোল্লেখ করিল। বিধাতা তাঁহাদিগের প্রত্যেকের আবেদন শ্রবণ না করিয়া তাহাদিগকে এক স্থানে স্থাপন করিলেন, এবং পূর্ব্বোক্ত স্থপতি, কৃষক, রোগী ও বণিক্‌কে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "তোমরা ইহাদিগকে আপন আপন বৃত্তান্ত ও প্রাকৃতিক নিয়মের তত্ত্ব জ্ঞাপন কর। তাহা শ্রবণ করিয়া যদি কোন ব্যক্তি অসন্তোষ প্রকাশ করে, তবে যে নিয়মানুসারে তাহার ক্লেশোৎপত্তি হইয়াছে তাহা স্থগিত করিয়া দিব।" কিন্তু স্থপতি প্রভৃতির উপদেশ শ্রবণ করিয়া কেহ আর অসন্তোষ প্রকাশ করিল না। তৎকালাবধি প্রজাপতির প্রজা সকল উৎসাহ ও যত্ন পূর্ব্বক তাঁহার নিয়ম শিক্ষা ও পালন করিতে প্রবৃত্ত হইল, এবং তাঁহার অচিন্ত্য জ্ঞান ও অপার করুণা স্বীকার পূর্ব্বক সকৃতজ্ঞ চিত্তে ভক্তি-ভাবে তাঁহার পূজা করিতে আরম্ভ করিল।

দশম অধ্যায়।

বিদ্যা ও ধর্ম্মের পরস্পর সম্বন্ধ-বিচার।

ভক্তি প্রভৃতি যে সমুদায় প্রবৃত্তি দ্বারা পরমার্থে মতি ও পরমেশ্বরে শ্রদ্ধা হয়, তাহারা অতি প্রধান বৃত্তি। তাহাদিগের দ্বারা অতি গুরুতর ব্যাপার সমুদায় সম্পন্ন হয়। তাহারা সৎপথে সঞ্চালিত হইলে, মহোপকার জন্মায়, কিন্তু অসৎ পথে সঞ্চালিত হইলে, বিষম অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠে। কোন কোন মনুষ্য পরমেশ্বরের যথার্থ অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহার প্রসাদ-লাভ-প্রত্যাশায় পরম-শুভ-দায়ক সাধু কর্ম্মে যত্নবান্ হয়, কেহ বা ঘোরতর অজ্ঞান বশতঃ নরবলি-দান প্রভৃতি তাঁহার পরিতোষ-জনক জ্ঞান করিয়া পুনঃ পুনঃ তাহার অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয়।

ঐ সকল প্রবৃত্তি প্রবল থাকিলে, পরমেশ্বরে ভক্তি ও প্রীতি জন্মে, এবং যাহা তাঁহার আজ্ঞা বলিয়া জানা যায়, তাহা প্রতিপালন করিতে শ্রদ্ধা ও যত্ন হয়। অতএব, যে সকল প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে বৈষয়িক, শারীরিক ও অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহা যেমন বিশ্ব-নিয়ন্তার বিশ্ব-কার্য্য-বিষয়ক বিবিধ বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া অবগত হওয়া উচিত,

সেইরূপ, তাহা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া ভক্তি প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির আদেশানুসারে একান্ত শ্রদ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। বিদ্যার সহিত ধর্ম্মের এপ্রকার সংযোগ হইলে, সংসারের অশেষ উপকার সম্ভাবনা।

ধর্ম্ম ও বৈষয়িক কার্য্যাদি পরস্পর বিভিন্ন ও বিপরীত ভাবা উচিত নহে। সমুদায় সাংসারিক কার্য্যই পরমেশ্বরের নিয়মাধীন; ফলতঃ তাঁহার নিয়মাধীন বলিয়াই, সে সমুদায় আমাদের কর্ত্তব্য হইয়াছে। তাঁহার নিয়মই ধর্ম্ম এবং তাঁহার নিয়ম-বিরুদ্ধ ব্যাপারই অধর্ম্ম। অতএব, তাঁহার নিয়মানুযায়ী বৈষয়িক ব্যাপারাদিকে ধর্ম্ম-বহিভূর্ত জ্ঞান করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।

, যদি বালকেরা এইপ্রকার উপদেশ প্রাপ্ত হয় যে, এই বিশ্ব বিশ্ব-নিয়ন্তার নিয়ম-পুস্তক-স্বরূপ, যে সমুদায় বিধান-ক্রমে আমাদের শারীরিক ও বৈষয়িক কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতে হয়, তাহা তাঁহারই নিয়ম; ভক্তি ও ন্যায়পরতা প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি পরিচালন পূর্ব্বক প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সহকারে তৎসমুদায় প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য, তবে তাহারা ঐ সমুদায় কর্ম্মকে কেবল স্বার্থ-সাধক বিবেচনা করিয়া ক্ষান্ত থাকিবেক না, অবশ্য-কর্ত্তব্য ধর্ম্ম-ক্রিয়া জ্ঞান করিয়া অনুষ্ঠান করিতে থাকিবে। তাহা হইলে, বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি এই ত্রিবিধ মনোবৃত্তিই ঐ সমস্ত কার্য্য সাধনে প্রবর্ত্তিত

করিবেক, কারণ যে নিয়ম বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা নিরূপিত হইবে, তাহা পরমেশ্বরের আজ্ঞা-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তৎপ্রতিপালন-বিষয়ে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উৎসাহ জন্মিবে, এবং তাহাতে ইষ্ট লাভ হইবে জানিয়া কোন কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিও চরিতার্থ হইবে। সকল-প্রকার মনোবৃত্তি যে কার্য্যের বিধি দেয়, তাহা অবশ্য প্রামাণিক ও হিত-জনক বলিতে হয়, এবং তাহা সাধন করিবার সামর্থ্যও বৃদ্ধি হয়।

জন-সমাজে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সামান্য প্রবল নহে। সকল জাতিই এক এক প্রকার ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলে, এক এক প্রকার পদ্ধতিক্রমে ঈশ্বরের বা মনঃ কল্পিত দেবতা-বিশেষের উপাসনা করে, এবং তদর্থে বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে। যাহারা ধর্ম্ম-যাজক, তাঁহাদের ক্ষমতার সীমা কি? অপর সাধারণ সকল লোকেই তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী। অতএব, বিদ্যার সহিত ধর্ম্মের যোগ থাকিলে, অর্থাৎ বিদ্যা দ্বারা যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম অবধারিত হয়, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দ্বারা সেই সমস্ত প্রতিপালন বিষয়ে অন্তঃকরণ নিয়োজিত হইলে, সংসারের যে কি পর্য্যন্ত মঙ্গল-সম্ভাবনা, তাহা বলা যায় না। যত দিন দুঃখ-নিবারিকা সুখ-দায়িকা বিদ্যা জন-সমাজে উপযুক্ত পদ ধারণ না করিবেন, অর্থাৎ যত দিন তিনি পরাৎপর পরমেশ্বরের আজ্ঞা সকল বহন করিয়া ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে সর্ব্বতোভাবে উপদেশ প্রদান না করিবেন, তত দিন, মনুষ্যের ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক

মঙ্গল-সাধন বিষয়ে তাঁহার যে অপরিমেয় ক্ষমতা আছে, তাহা সম্যক্ প্রকাশ পাইবে না। যদি সর্ব্ব-জাতীয় ধর্ম্ম-যাজকেরা লোকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে পরমেশ্বর-কৃত-প্রাকৃতিক-নিয়ম-বিষয়ক বিদ্যানুশীলন বিষয়ে নিয়োগ করেন, তবে তদ্দ্বারা সংসারের যে কি পর্য্যন্ত উপকার দর্শে, তাহা বচনাতীত। তাঁহারা যদি ঐ সমস্ত নিয়ম পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ, উহাদিগকে প্রতিপালন করাই তাঁহার উপাসনা, এবং তৎপ্রতিপাদক গ্রন্থ সমুদায় যথার্থ ধর্ম্মশাস্ত্র-স্বরূপ বলিয়া উপদেশ দেন, যাহাতে লোকে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ঐ সকল নিয়ম যথাবিধানে শিক্ষা ও তদনুযায়ী ব্যবহার করে, এবং তাহা না করিলে তাহাদিগকে শাসন করেন, তবে অনতিবিলম্বে লোকের অশেষ প্রকার ভ্রম ও ক্লেশ নিবারিত হইয়া সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হয় তাহার সন্দেহ নাই।

পরমেশ্বর-কৃত নানাপ্রকার নিয়মের উপদেশ দিতে হইলে, তত্তদ্বিষয়ক নানাপ্রকার বিদ্যা ধর্ম্ম-শাস্ত্র স্বরূপ শিক্ষা দেওয়া বিধেয়। পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নিয়ম উপদেশ দেওয়া ঐ সমুদায় বিদ্যার উদ্দেশ্য। জগদীশ্বর যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান করিয়াছেন, তাহারই আনুপূর্ব্বিক বিবরণ করা শারীরস্থান ও শারীরবিধান বিদ্যার প্রয়োজন। তিনি যে প্রকারে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি সম্পাদন করিয়াছেন, এবং যে রূপে বহুপ্রকার রূঢ় পদার্থের

সংযোগ বিয়োগ দ্বারা অশেষবিধ সাংসারিক উপকার, সাধন করা আমাদের আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার উপদেশ দেওয়া রসায়ন-বিদ্যার উদ্দেশ্য। যে সমুদায় নিয়ম দ্বারা সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জ্যোতিষ্কগুল পরস্পর বদ্ধ ও অবস্থিত রহিয়াছে; যদ্দ্বারা জল, বায়ু, জ্যোতির গতিবিধি প্রভৃতি সম্পন্ন হইতেছে, এবং যে সমুদায় গতি-বিধায়ক নিয়ম দ্বারা শিল্প-কার্য্য সকল সম্পাদিত হইতেছে, তাহারই বিবরণ করা পদার্থ-বিদ্যার প্রয়োজন। সুপ্রণালী ক্রমে ধাতু, জন্তু ও উদ্ভিজ্জের বিবরণ করা প্রাকৃতিক ইতিবৃত্তের উদ্দেশ্য। মনোবৃত্তি সমুদায় নিরূপণ, তাহাদের কার্য্যাকার্য্য-বিবেচনা, এবং মনের সুস্থতা-সম্পাদন ও তেজোবর্দ্ধনের নিয়ম নির্দ্দেশ করা মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ ও তাহার ফলাফল বিবরণ করা ধর্ম-নীতির প্রয়োজন। এই সমুদায় বিদ্যাই যথার্থ ব্রহ্ম-বিদ্যার মূল। ইহার প্রত্যেক বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে, যে সমস্ত নিয়ম অবগত হওয়া যায়, তাহা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ বলিয়া প্রতিপালন করা, নিয়ম-বিচার দ্বারা নিয়ন্তার অচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয় জ্ঞান, শক্তি ও শুভাভিপ্রায় নিরূপণ করা; এবং ঐ সমুদায় নিয়ম প্রতিপালনই আমাদিগের চিত্ত-শুদ্ধি, জ্ঞানোন্নতি ও ধর্ম্মবৃদ্ধি এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ, সুখ, সুস্থতা ও সৌভাগ্যের অদ্বিতীয় কারণ বলিয়া উপদেশ দেওয়া

ব্রহ্ম-বিদ্যার উদ্দেশ্য। এইরূপ ব্রহ্ম-বিদ্যাই যথার্থ ব্রহ্ম-বিদ্যা। ইহার তাৎপর্য্য অবগত হইলে, অন্যান্য বিদ্যার সহিত ইহাকে পৃথক বিবেচনা করা কোন ক্রমেই সঙ্গত বোধ হয় না। অন্যান্য বিদ্যা যে ধর্ম্ম-শাস্ত্রের এক এক অধ্যায়স্বরূপ, ব্রহ্ম-বিদ্যা তাহার চরম অধ্যায়। এই সকল বিদ্যাই পরমেশ্বর-প্রণীত যথার্থ ধর্ম্ম-শাস্ত্র। বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন পূর্ব্বক তাহা শিক্ষা করা এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নিয়োজন পূর্ব্বক তাহাতে শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করা উচিত। অতএব শিক্ষা-গুরু ও দীক্ষা-গুরু উভয়েরই তাহা সম্যক্ রূপে শিক্ষা দেওয়া বিধেয়।

উল্লিখিত বিদ্যা সমুদায় পরমেশ্বর-প্রণীত শাস্ত্র স্বরূপে উপদিষ্ট হইলে, বাল্যাবধিই লোকের তাহাতে শ্রদ্ধা ও তৎপ্রতিপাদিত নিয়ম পরিপালনে যত্ন হইবার সম্ভাবনা। এক্ষণে বর্ণ-বিশেষ ও ব্যক্তি-বিশেষ মাত্রের ধর্ম্মোপদেশ ও ধর্ম্ম-বিষয়ক ব্যবস্থা দিবার অধিকার আছে; কিন্তু উক্তরূপ শিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত হইলে, সে রীতি রহিত হইযা সকল বিদ্যালয়ে সকল পণ্ডিত কর্ত্তৃক ধর্ম্ম-জ্ঞান প্রচারিত হইবে, এবং এক্ষণে তদ্বিষয়ে যে সকল ভ্রান্তি আছে তাহাও ক্রমশঃ দূরীভূত হইবেক। ধর্ম্মোপদেশক পণ্ডিতেরা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত যথার্থ নিয়ম অবগত না থাকাতে, তাঁহাদের উপদেশের সহিত লোকের ব্যবহারের ঐক্য থাকে না। এতদ্দেশীয় ধর্ম্মোপদেশকেরা এইপ্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া

থাকেন যে, জপ, স্তুতি, ধ্যান, ধারণায় তাবৎ পরমায়ু ক্ষেপণ করিতে পারিলেই মঙ্গল। তাঁহারা এ বিবেচনা করেন না, যে, পরমেশ্বরের জ্ঞানালোচনা ও তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করা যেমন আবশ্যক, তাঁহার নিয়ম পালন করাও সেইরূপ আবশ্যক। লোকে তাঁহাদিগের ঐ উপদেশ সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহের বিরোধী জানিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে সমর্থ হয় না। তাহারা পরিবার-প্রতিপালন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, সামাজিক-কার্য্য-সাধন ইত্যাদি ব্যাপারেই অধিক কাল ক্ষেপণ করে। বাস্তবিকও, ঐ ধর্ম্মোপদেশ অপেক্ষায় তাহাদের ব্যবহারকে শুভ-দায়ক বলিতে হয়, কারণ উল্লিখিত প্রাকৃতিক-নিয়ম-বিষয়ক বিদ্যা সকল শিক্ষা করিলে নিশ্চিত প্রতীতি হয়, পরমেশ্বর প্রজা-পালনার্থে যে সমুদায় বৈষয়িক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা প্রতিপালন না করিলে বিস্তর প্রত্যবায় আছে। জগদীশ্বর আমাদিগের সুখ ও সৌভাগ্য উদ্দেশে যে সকল উপায় নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা অবলম্বন না করিলে তাঁহার প্রসাদ-লাভে বঞ্চিত হইয়। দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মোপদেশকেরা সংসারে বদ্ধ থাকা পাপের কর্ম্ম এবং সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করা পরম-পুরুষার্থ-সাধন বলিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু এ উপদেশ আমাদিগের স্বভাব-বিরুদ্ধ। আমাদিগের সমুদায় মনোবৃত্তিই গার্হস্থ্যাশ্রমের উপযোগী, অতএব, লোকে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না।

আমাদিগের মনোবৃত্তি সমুদায়ের স্বরূপ ও কার্য্যাকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, আমরা জন্মমাত্রের উন্নতি সাধন করিবার নিমিত্তেই সৃষ্ট হইয়াছি, তাহা পরিত্যাগ করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। এ স্থলেও ধর্ম্মোপদেশকদিগের উপদেশ অপেক্ষায় লোকের ব্যবহার প্রশংসনীয় বলিতে হয়। অতএব, এক্ষণকার ধর্ম্মোপদেশকদিগের উপদেশের সহিত লৌকিক ব্যবহারের যে এইপ্রকার বিরোধ আছে তাহা ভঞ্জন করা সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক। এই বিষম বিরোধ লোকের জ্ঞানোন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির যেমন প্রতিবন্ধক, এমন আর দ্বিতীয় নাই। পূর্ব্বোক্ত বিদ্যা সমুদায়কে পরমেশ্বর-প্রণীত ধর্ম্ম-শাস্ত্র স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাহাতে যথোচিত শ্রদ্ধা করা ও লোকদিগকে তাহা ধর্ম্মোপদেশ-স্বরূপ শিক্ষা দেওয়া এ বিরোধ-ভঞ্জনের একমাত্র উপায়। সেই সমস্ত অধ্যয়ন করিলে অবগত হওয়া যায়, যে, যে সমুদায় কার্য্য পরমেশ্বরের যথার্থ অভিপ্রেত, তাহার অনুষ্ঠান করিলে জ্ঞান, ধর্ম্ম, সুখ ও সৌভাগ্যের বৃদ্ধি হয়। অতএব, যখন লোকে নিশ্চয় জানিতে পারিবে যে, যথার্থ কর্ম্ম-সাধন সাংসারিক সুখেরই কারণ, কোন ক্রমেই কষ্টের কারণ নহে, তখন আপনা হইতেই তাহাদিগের কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি ও অনুরক্তি হইবে। তাহা হইলে ধর্ম্মের সহিত লৌকিক ব্যবহারের আর অনৈক্য থাকিবে না। এক্ষণে ঐ সকল বিদ্যা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির বিষয় রূপে পরি-

গণিত আছে, কিন্তু ধর্ম্মপ্রবৃত্তিরও বিষয় হওয়া উচিত। তাহা কেবল শিক্ষণীয় নহে, শ্রদ্ধেয়ও বটে।

অতএব, যে সকল প্রচলিত ধর্ম্মের সহিত জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলার ঐক্য নাই তাহা সংশোধন করা কর্ত্তব্য। যে সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়ম নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে, তদ্বিরুদ্ধ মত কখনই যথার্থ মত নহে। নিরূপিত নিয়মের সহিত যে ধর্ম্মের বিরোধ দেখা যায়, তাহাতে অবশ্যই ভ্রম আছে তাহার সন্দেহ নাই। পরমেশ্বর মনুষ্যের সুখ-সাধনার্থে তাহার প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর শৃঙ্খলা পরস্পর উপযোগিনী করিয়া দিয়াছেন। বালকদিগকে এই উভয় বিষয় এ প্রকারে শিক্ষা দেওয়া উচিত যে, তাহারা সেই উপদেশকে ধর্ম্মোপদেশ জ্ঞান করিয়া একান্ত শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত থাকে, এবং আপনার শরীর, মন ও জন-সমাজের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিয়া তাহার অবশ্যম্ভাবী পুরস্কার-স্বরূপ সুখ, সুস্থতা ও সৌভাগ্য লাভ করিতে সমর্থ হয়। প্রচলিত-ধর্ম্ম-সমুদায়ের এই-প্রকার পরিবর্ত্তন না হইলে, ধর্ম্ম দ্বারা সংসারের যত দূর উপকার হওয়া সম্ভব, তাহা কখনই হইবে না।

নানা-দেশীয় শাস্ত্রকারেরা যে সকল বিধি নিষেধ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার অনেক অংশ মনঃ-কল্পিত। কিন্তু জগদীশ্বর যে সমুদায় ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, তাহা তাঁহার সাক্ষাৎ আজ্ঞা

স্বরূপ। তাহা লঙ্ঘন করিলে তৎক্ষণাৎ দুঃখ উৎপন্ন হয়। যদি পরম্পরা-শ্রুত বৈধাবৈধ ক্রিয়ার উপদেশ দেওয়া ধর্ম্মোপদেশকদিগের কার্য্য হয়, তবে যে সমুদায় কার্য্য পরমেশ্বরের যথার্থ অভিপ্রেত বা অনভিপ্রেত বলিয়া নিশ্চয় প্রতীয়মান হইতেছে, তাহার উপদেশ দেওয়া ধর্ম্মোপদেশের অঙ্গ বলিয়া অবশ্য স্বীকার করা কর্ত্তব্য। দুই এক উদাহরণ দিয়া এ বিষয় প্রতিপাদন করা যাইতেছে।

পরমেশ্বর আমাদিগকে যে প্রকার শারীরিক প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আমরা দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইয়া স্বাস্থ্য-সুখ সম্ভোগ করিতে পারি। কিন্তু তদ্বিষয়ে কতকগুলি নিয়ম নিরূপিত আছে, তাহা প্রতিপালন না করিলে, সে সুখে অধিকার হয় না। সুস্থ-কায় পিতা মাতা হইতে জন্মগ্রহণ, বাস-স্থান শুষ্ক, পরিষ্কৃত ও দুর্গন্ধবর্জ্জিত হওয়া এবং তাহাতে বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চার থাকা, প্রত্যহ পরিমিত হিতকারী দ্রব্য ভোজন ও দুই এক ঘণ্টা নির্ম্মল বায়ু সেবন করা, সাত আট ঘণ্টা কোন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া শরীর ও মন সঞ্চালন করা, নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে কিঞ্চিৎ কাল যাপন করা, অন্তঃকরণে অতিশয় উৎকণ্ঠা ও দুর্ভাবনা উদয় হইতে না দেওয়া, ইত্যাদি শারীরিক নিয়ম সকল প্রতিপালন করা সকলের পক্ষেই আবশ্যক। এই সমুদায় পরম-কল্যাণকর নিয়ম প্রতিপালিত না হওয়াতে, কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে ভূরি ভূরি লোকের উৎকট রোগ ও অকালে

প্রাণ-বিয়োগ হইতেছে। ঐ রোগাদির কারণ অবধারণ ও নিরাকরণ করা অপেক্ষায় বুদ্ধিবৃত্তি ও ধৰ্ম্মপ্রবৃত্তির গুরুতর কার্য্য আর কি আছে? কেহ পীড়িত হইলে, ধর্ম্মোপদেশকেরা যে শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি করিবার পরামর্শ দিয়া থাকেন, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। তদ্দ্বারা কিরূপ ফলের উৎপত্তি হয় তাহা এ স্থলে বক্তব্য নহে। কিন্তু যদি রোগ-শান্তির উপায় উপদেশ করা ধর্ম্মোপদেশকদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়, তবে যাহাতে রোগোৎপত্তি না হইতে পারে, তাহার পথ প্রদর্শন করা তাঁহাদের অধিকতর কর্ত্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি তাঁহারা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত, পরম শ্রদ্ধেয়, স্বাস্থ্য-বিধায়ক নিয়ম সমুদায় আপনারা শিক্ষা করিয়া শিষ্য যজমান দিগকে উপদেশ দেন, এবং তাহা যত্ন ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রতিপালন করিতে আদেশ করেন, তবে এক্ষণে ভূমণ্ডলে রোগের যেরূপ প্রাদুর্ভাব আছে, তাহার অনেক নিবারণ হইতে পারে। লোকে অন্যত্র এ সকল বিষয়ের উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারে এ কথা যথার্থ বটে, কিন্তু তাহা ধর্ম্মোপদেশকদিগের নিকট ধর্ম্মোপদেশ স্বরূপ শিক্ষা করিলে, তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে সমধিক যত্ন ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা হইবার সম্ভাবনা।

তাঁহারা যে সকল শাস্ত্রোক্ত যথার্থ নীতি উপদেশ করেন লোকে তাহা শুনিয়াও তদনুযায়ী আচরণ করিতে সম্যক্ যত্নবান্ হয় না। কিন্তু যদি তাহারা নিশ্চয় জানিতে পারে যে, অমুক কর্ম্ম জগতের

নিয়ম-শৃঙ্খলার বিরুদ্ধ, বাহ্য বিষয়ের সহিত তাহার ঐক্য নাই, তাঁহার অনুষ্ঠান করিলে তৎক্ষণাৎ সমুচিত শান্তি প্রাপ্ত হইতে হয়, তবে তাহা পরিত্যাগ করিতে অবশ্যই অধিক যত্নবান্ হইবে। তাঁহারা ইন্দ্রিয়-সংযম ও রিপু-দমন অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন। লোকে এই বচন মাত্র শুনিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে একান্ত যত্ন করে না। কিন্তু যদি তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দেওয়া যায় যে অতিভোজনে রোগ জন্মে; অতিশয় স্ত্রী-সহযোগে শরীর ও মন নিস্তেজ ও অসুস্থ হয়, অপরিমিত পরিশ্রমে শরীর অপটু ও অন্তঃকরণ বিকল হয়, অতিশয় ক্রোধ ও লোভে হতবুদ্ধি, হতমান এবং কখন কখন হৃত সর্ব্বস্ব হইতে হয়, তবে তাহারা ঐ সকল প্রত্যক্ষলক্ষিত প্রতিফল প্রাপ্তির ভয়ে সাবধান হইতে অধিক যত্ন করে, তাহার সন্দেহ নাই।

অতএব, ধর্ম্মোপদেশকদিগের পক্ষে প্রাকৃতিক-নিয়ম-বিষয়ক বিদ্যা সকল শিক্ষা করা এবং শিক্ষা করিয়া তাহা শিষ্য যজমান প্রভৃতিকে উপদেশ দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এইরূপে বিদ্যার সহিত ধর্ম্মের সুংযোগ হইলে মহোপকার সম্ভাবনা।

কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করা কর্ত্তব্য, এক্ষণে এ দেশে এই সমস্ত পরম প্রার্থনীয় ব্যাপার সম্পন্ন হওয়া দুর্ঘট। সংস্কৃত ভাষায় পূর্ব্বোক্ত বিবিধ বিদ্যা বিষয়ক সুপ্রণালীসিদ্ধ গ্রন্থ না থাকাতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের তাহা বিশিষ্টরূপ শিক্ষা করিবার সুবিধা নাই, এবং

অদ্যাপি তাহা বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত না হওয়াতে এতদ্দেশীয় জন-সাধারণেরও তদ্বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিবার উপায় নাই। সংস্কৃত ভিন্ন অন্যান্য ভাষায় যাহা কিছু পঠিত হয়, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এবং তাঁহাদিগের মতানুগত ব্যক্তিরা তাহা কেবল অর্থকরী বিদ্যা ও বৈষয়িক জ্ঞান বলিয়া হেয় জ্ঞান করেন। তাঁহাদের এরূপ বোধ বিদ্যা-প্রচারের এক সামান্য প্রতিবন্ধক নহে। ইহা তাঁহাদের প্রগাঢ় কুসংস্কার ও ঘোরতর অনভিজ্ঞতার কার্য্য। যে সকল বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে পরাৎপর পরমেশ্বরের অপার মহিমা অবগত হওয়া যায়, তাঁহার সাক্ষাৎ শাসন স্বরূপ নৈসর্গিক নিয়ম শিক্ষা করা যায়, এবং তদনুসারে আপনাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করা যায়, তাহা যদি অশ্রদ্ধেয় হেয় বিদ্যা হয়. তবে আর কোন্ বিদ্যাকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রতিপাদক বলা যাইতে পারে? বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সমুদায় বিদ্যা ও সমুদায় জ্ঞানই পরমেশ্বর ও পরমেশ্বরের কার্য্য-প্রতিপাদক যে জ্ঞান দ্বারা এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তাহা যথার্থ জ্ঞান-পদের বাচ্য নহে। তাহা মনুষ্যের মনঃ-কল্পিত। নতুবা ধর্ম্ম জ্ঞানই হউক, শিল্প-জ্ঞানই হউক, কৃষি-বিষয়ক জ্ঞানই হউক, গার্হস্থ্যাশ্রম ও রাজ্য-কার্য্য বিষয়ক জ্ঞানই হউক, সমুদায় যথার্থ জ্ঞানই পরমেশ্বর-প্রতিপাদক; কারণ তদ্দ্বারা তাঁহারই স্বরূপ ও তাঁহারই অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়। ঐ দুই ভিন্ন আর কোন বিষয় আমাদের

জিজ্ঞাস্য নহে। ঐ দুই ভিন্ন যাহা কিছু জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা কি হিন্দু, কি মোসলমান, কি বৌদ্ধ যে কোন ধর্ম্মাক্রান্ত যে কোন ব্যক্তি বিশ্বাস করুক, অবশ্যই ভ্রান্তি-মূলক তাহার সন্দেহ নাই। অনাদি পরম্পরা ক্রমে অসত্যকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও, তাহা কদাপি সত্য হইতে পারে না। আর ধর্ম্ম কিংবা বিষয় ঘটিত কোন যথার্থ তত্ত্ব যে সময়ে নিরূপিত হউক না কেন, তাহা পরমেশ্বর-প্রেরিত ও তাঁহারই প্রতিপাদক, তাহার সংশয় নাই। তদনুসারে কার্য্য করিলে, শুভ ভিন্ন কদাপি অশুভ ঘটনার সম্ভাবনা নাই। অতএব, জগদীশ্বর যে বিষয়ে যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই অনুসন্ধান ও অবলম্বন করা আমাদের কার্য্য। তদ্ভিন্ন আর কিছুই আমাদের জিজ্ঞাস্য নহে—আর কিছুই আমাদের কর্ত্তব্য নহে। শারীরিক স্বাস্থ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা করিলে, তিনি যে সকল শারীরিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা সম্যক্ রূপে প্রতিপালন করিতে হইবে। স্বীয় পরিবার ও অন্যান্য লোকের প্রতি কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, তাহা জানিতে হইলে তাঁহারই তদ্বিষয়ক নিয়ম শিক্ষা করিতে হইবে। দ্রুত বেগে গমনাগমনের উপায় করিতে হইলে. তিনি গতি-বিধান বাষ্প উৎপাদন, তদ্দ্বারা বাষ্পীয় পোত ও বাষ্পীয় রথ নির্ম্মাণ ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে যে সমস্ত ভৌতিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা অবগত হইতে হইবে। আহারার্থে

শস্যোৎপাদন করিতে হইলে, তিনি ভূমিতে ও শস্যের বীজে যে সকল গুণ প্রদান করিয়াছেন, উভয়ের পরস্পর যেরূপ সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া দিয়াছেন এবং তদ্বিষয়ে, যে ঋতুর যে প্রকার সাপেক্ষতা রাখিয়াছেন, তাহা সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া কৃষি-কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। পরিধেয় বস্ত্র সুন্দর রূপে রঞ্জিত করিতে হইলে, বিশ্ব-বিধাতা বর্ণোৎপাদক দ্রব্যে যে সমুদায় গুণ সমর্পণ করিয়াছেন, এবং তাহার সহিত কার্পাস ও পশু-লোমের যে প্রকার সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা বিশিষ্ট রূপে শিক্ষা করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে। এই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন না করিলে, মনোভীষ্ট-সাধন-বিষয়ে নিরাশ হইতে হয়; আর তাহা পালন করিলে অবশ্যই কৃত-কার্য্য হওয়া যায়, কারণ এ সমুদায় নিয়ম সর্ব্ব-শক্তিমান্ সর্ব্ব-নিয়ন্তা পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠাপিত। অতএব এ সংসারে আমাদের যে কিছু কার্য্য আছে, সে সমুদায় সম্পাদনার্থে তাঁহারই অভিপ্রায় শিক্ষা করা উচিত এবং তৎপ্রতিপাদক ধর্ম্মনীতি, পদার্থ-বিদ্যা, শারীরবিধান প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যা তাঁহারই প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র স্বরূপ জ্ঞান করিয়া যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে অধ্যয়ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

এই সকল গুরুতর বিদ্যার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, এতদ্দেশীয় চতুষ্পাঠীতে যে সকল শাস্ত্র অধীত হইয়া থাকে, তাহা অতি সামান্য বোধ হয়। এতদ্দেশীয়

অনেক চতুষ্পাঠীতেই যৎকিঞ্চিৎ সাহিত্য, ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্র মাত্র পঠিত হইয়া থাকে। সাহিত্য-পাঠে আমোদ আছে তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু বিদ্যা-শিক্ষার প্রয়োজন যে জ্ঞানার্জ্জন ও ধর্ম্মোন্নতি তাহার কিছুই হয় না। স্মৃতিশাস্ত্রের স্থানে স্থানে কিছু কিছু সুনীতি প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু অবশিষ্ট সমুদায় ভাগ জ্ঞান-পথের কণ্টকস্বরূপ কতকগুলি এপ্রকার কাল্পনিক নিয়মে পরিপূর্ণ, যে তাহা অধ্যয়ন করিলে কুসংস্কার-বিমোচন না হইয়া নূতন নূতন ভ্রমাঙ্কুর চিত্ত ক্ষেত্রে বদ্ধ-মূল হয়। ন্যায়-শাস্ত্র অপেক্ষাকৃত উপকারক বটে, তৎপাঠে বুদ্ধির প্রাখর্য্য হয় এবং বিচার-বিষয়ে ক্ষমতা জন্মে। কিন্তু পদার্থ বিদ্যা, শারীরস্থান, শারীরবিধান, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি যে সকল বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে, পরাৎপর পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য জ্ঞান, অচিন্ত্য শক্তি ও অপার মঙ্গলাভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়, এবং তিনি যে সকল শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়, এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় মার্জ্জিত ও উন্নত হইয়া অন্তঃকরণ জ্ঞান জ্যোতিতে সুপ্রকাশিত ও ধর্ম্ম-ভূষণে বিভূষিত হয়, সেই সমুদায়ই উৎকৃষ্ট বিদ্যা। তাহার এক এক বিদ্যা পরমার্থ-বিদ্যার এক এক অধ্যায় স্বরূপ জ্ঞান করা এবং যাহাতে ভূমণ্ডলে তৎসমুদায় সুর্ব্বতোভাবে প্রচারিত হয়, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে ঐ সকল

বিদ্যা ইয়ুরোপীয় ভাষা হইতে অনুবাদিত করিয়া এ দেশে প্রচলিত করা আবশ্যক; তাহা না হইলে, আমাদের সম্পূর্ণ শ্রীবৃদ্ধি ও সুখোন্নতি হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। যাহারা বাঙ্গালা ভাষায় তদ্বিষয়ক সুপ্রণালী-সিদ্ধ গ্রন্থ সকল প্রস্তুত করিবেন, তাঁহারা এ দেশের পরম হিতৈষী বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

একাদশ অধ্যায়।

উপসংহার।

পরমেশ্বর যে মনুষ্যকে সুখ-ভোগের অধিকারী করিয়া তদুপযোগিনী উৎকৃষ্ট প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, এবং তদর্থে তাঁহাকে নানাপ্রকার প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন করিয়া সেই সমুদায় প্রতিপালনে সমর্থ করিযাছেন,. ইহা সম্যক্ রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। তিনি যে সকল ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, সেই সমস্ত পরিপালন করা ব্যতিরেকে আমাদের দুঃখ-সাগর উত্তরণ পূর্ব্বক সুখ রূপ সুরম্য দ্বীপ সমাগমনের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। তাঁহার নিয়ম-পালনই ধর্ম্ম এবং তাঁহার নিয়ম-লঙ্ঘনই অধর্ম্ম, অতএব, তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী ব্যবহারই ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের কারণ। তাঁহার সমুদায় নিয়মই সমান পবিত্র ও প্রতিপাল্য, অতএব কোন প্রকার নিয়ম প্রতিপালনে অবহেলা করা উচিত নহে। যাঁহারা পরমেশ্বরের শ্রবণ, মনন, ধ্যান, ধারণাদি সাধনে সমুদায় কাল ক্ষেপণের মানসে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদের ঘোরতর ভ্রান্তি স্বীকার করিতে হইবে। এক মাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই এ সংসারের কর্ত্তা, এবং সংসারের পালনার্থে যে সমস্ত

শুভদায়ক নিয়ম সংস্থাপিত আছে, তিনিই তৎসমুদাযের প্রতিষ্ঠাতা। যাহাতে ক্রমে ক্রমে সংসারের উন্নতি হয়, তাহাই তাঁহার অভিপ্রেত অতএব তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য করিয়া পৃথিবীর শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করা মনুষ্যের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

যদিও বিশ্ব-নিয়ন্তার সমুদায় নিয়মই সমান পবিত্র, কিন্তু তিনি মনুষ্যের পক্ষে জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম সকলকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, এবং সেই সমুদায়েরই উপরে আমাদের সুখ সম্ভোগ অধিক নির্ভর করে। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, তেজস্বিনী হইয়া নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদিগকে যত আয়ত্ত করিতে থাকিবে সংসারে দুঃখপ্রবাহ ততই মন্দীভূত হইয়া সুখ-প্রবাহ প্রবল হইবে।

বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বিবরণ করা গিয়াছে। যাঁহারা সে সমস্ত পাঠ করিয়াছেন, এইক্ষণ অবধিই তাঁহাদের সমুদায় মনোবৃত্তির প্রয়োজন রক্ষা এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। ইহা যথার্থ বটে যে এক্ষণে জনসমাজে যেরূপ বিরুদ্ধ রীতি নীতি প্রচলিত আছে, তাহাতে এই গ্রন্থোক্ত যথার্থ তত্ত্বানুগত সমুদায় ব্যবহার সম্পাদন করা দুঃসাধ্য। কিন্তু ইহাতে এরূপ অবধারণ করা কর্ত্তব্য নয়, যে কোন কালেই ভূমণ্ডলের কুপ্রথা সকল রহিত হইয়া যুক্তি-সিদ্ধ বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার প্রচলিত হইবে না।

জ্ঞান প্রচার হইয়া লোকের চিত্ত শুদ্ধ হইলেই, ব্যবহারও শুদ্ধ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

জনসমাজস্থ প্রভুত্বশালী লোকদিগের যেপ্রকার স্বভাব থাকে তদনুরূপ রীতি, নীতি, ধর্ম্ম, প্রভৃতি প্রচলিত হয়। যে কালে নরমেধ, সহমরণ ও বলিদান আরব্ধ ও প্রবল হইযাছিল, তৎকালে ঐ সমস্ত কুনীতি সংস্থাপকদিগের জিঘাংসা-প্রবৃত্তি প্রবল ও উপ-চিকীর্ষা-প্রবৃত্তি দুর্ব্বল ছিল তাহার সন্দেহ নাই। যে সকল জাতি যুদ্ধ-নির্ব্বাহার্থে অকাতরে অধিক অর্থ ব্যয় করে, অথচ লোকের সুখ সচ্ছন্দতা বর্দ্ধনার্থে অল্প ব্যয় করিতেও কাতর হয, এবং অর্থোপার্জ্জনে প্রগাঢ় পরিশ্রম ও অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করে, অথচ জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতি সাধনার্থে নিতান্ত অনুরাগশূন্য থাকে; তাহাদের জিঘাংসা, প্রতিবিধিৎসা, আত্মাদর ও অর্জ্জন-স্পৃহা বৃত্তি যে উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা প্রবৃত্তি অপেক্ষায় প্রবল, তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণকার অনেক-জাতীয় লোকেরই ঐ প্রকার স্বভাব; অতএব তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার পরিবর্ত্ত হইবার পূর্ব্বে মনের ভাব পরিবর্ত্ত হওয়া আবশ্যক। প্রথমে কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপদেশ করিযা বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায়কে সুশিক্ষিত করা, পরে তদ্বিষয়ে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নিয়োজন করা, অব-শেষে তদনুযাযিনী রীতি নীতি সংস্থাপন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

জগদীশ্বর বিশ্ব-পালনার্থে যে সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়ম

সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা বালকদিগকে সম্যক্রূপে উপদেশ দেওয়া উচিত। ইহাই দোষাকর দেশাচার সমুদায় পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক যুক্তিসিদ্ধ বিশুদ্ধ ব্যবহার সংস্থাপনের প্রধান উপায়। বালকদিগের অন্তঃকরণে এপ্রকার কুসংস্কার জন্মে না, এবং যে সকল কুসংস্কার জন্মে, তাহা এপ্রকার প্রগাঢ় হইয়া উঠে না, যে নিরাকরণ করা অসাধ্য। অতএব, তাহারা যদি প্রথমাবধি যথোচিত সুশিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তবে পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম সমুদায় যে মনুষ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী এবং সেই সকল প্রতিপালন করাই যে যথার্থ ধর্ম্ম ও তদ্বিরুদ্ধ সমস্ত দেশাচার ও কুলাচার যে মনুষ্যের মনঃ-কল্পিত ও অশেষপ্রকার অনিষ্ট কারক, ইহা তাহাদের অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে, এবং হৃদয়ঙ্গম হইলেই এক্ষণকার কুপ্রথা সমুদায় উচ্ছেদ করিয়া যুক্তিসিদ্ধ সুনীতি সকল প্রচলিত করিতে যত্ন হইবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা হ্রাস হইয়া সুশিক্ষিত লোকের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইবে, ততই সত্য স্বরূপ জ্যোতিঃ প্রকাশের প্রতিবন্ধক সকল খণ্ডিত হইয়া সদাচারসংস্থাপনের সুবিধা হইতে থাকিবে। এই গ্রন্থে যে সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অতি শুভদায়ক বলিয়া তখন বোধ হইবে, বোধ হইলেই তদনুযায়ী ব্যবহার করিতেও প্রবৃত্তি হইবে। তদনুযায়ী ব্যবহার দ্বারা বিদ্যা, ধর্ম্ম, সুখ ও সচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হইবে, এবং প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি সকল তেজস্বিনী হইয়া

উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনের ইচ্ছা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। অতএব, যে সকল নিয়ম পরমেশ্বর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও যথার্থ শুভাদায়ক, তাহা অবশ্যই প্রচলিত হইয়া পরিণামে সত্যেরই জয় হইবে। কোন অভিনব তত্ত্ব প্রকাশিত হইলে, অজ্ঞ লোকে তাহা সহসা অঙ্গীকার করিতে প্রবৃত্ত হয় না; কিন্তু তাহা কালক্রমে বিচক্ষণ লোকদিগের গ্রাহ্য ও আদরণীয় হইয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত ও প্রচলিত হয় তাহার সন্দেহ নাই।

বালকদিগকে যেরূপ বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া উচিত, এ গ্রন্থের আদ্যোপান্ত সমুদায় পাঠ করিলে, তাহা অনায়াসে বোধ হইতে পারে। যখন জগদীশ্বর আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, এবং বাহ্য বস্তু সমুদায়েরও এ প্রকার অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাব করিয়া রাখিয়াছেন, যে কোন ক্রমেই তাহার অন্যথা হইতে পারে না, এবং এই উভয়ের পরস্পর এপ্রকার আশ্চর্য্য সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, যে তদনুযায়ী ব্যবহার করিলেই সুখোৎপত্তি হয়, তখন এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা করা পরম হিতকারী, অতিশয় আবশ্যক ও নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই সমুদায় বিষয়ের যত জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই যথার্থ জ্ঞান, এবং যেরূপ শিক্ষা দ্বারা এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা করা যায়, তাহাই আমাদের জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সুখোন্নতি বিষয়ে যথার্থ উপকারী। এতদ্দেশীয়

লোকের মধ্যে যাঁহাদের বিদ্যাভ্যাস গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালায় সমাপ্ত হয়, তাঁহারা যাহা কিছু শিক্ষা করেন, তাহা বিদ্যা বলিয়া ধর্ত্তব্য নহে। যাঁহারা বর্ণ-বিন্যাস ও সামান্য-প্রকার ভূমিপরিমাণ ও তদ্বিষয়ক কিঞ্চিৎ অঙ্ক শিক্ষা করিয়া আপনাদিগকে বিজ্ঞ ও কৃত-কর্ম্মা জ্ঞান করেন, তাঁহারা যথার্থ কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের নিকট হাস্যাস্পদ হন। চতুষ্পাঠীতে যে সকল শাস্ত্র অধীত হইয়া থাকে, পূর্ব্বে তাহার প্রসঙ্গ করা গিয়াছে। যাঁহারা প্রধান প্রধান ইংরেজী বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে ইংরেজি ভাষায় সামান্যপ্রকার রচনা করিতে পারিলেই আপনাদিগকে বিশিষ্টরূপ বিদ্যাবান্ বোধ করেন। যদিও উপদেশ প্রদান ও অন্যান্য বিষয়ক অভিপ্রায় প্রকাশার্থে রচনা শিক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, কিন্তু আমাদের জ্ঞান, ধর্ম্ম, সুখ সাধনার্থে যে সকল বিষয় অভ্যাস করা উচিত, তন্মধ্যে গণিত করা যায় না। বাস্তবিক, রচনা-শিক্ষা প্রকৃত জ্ঞান-শিক্ষা নহে, জ্ঞান-প্রচারের উপায় শিক্ষা মাত্র। ফলতঃ, ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম শিক্ষার্থে যে সকল বিদ্যা অভ্যাস করা কর্ত্তব্য, এ দেশের প্রধান প্রধান বিদ্যালয়েও তাহার অধিকাংশ অধীত হয় না। অপর সাধারণ সকলেরই যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক, তাহা ভারতবর্ষের কোন স্থানে অদ্যাপি আরব্ধ হয় নাই।

পরিশিষ্ট।

সুরাপান।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের ৪৩ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, অনেকে সুরা পান করা গর্হিত বলিয়া স্বীকার করেন না। অতএব, পরিশিষ্টে এ বিষয়ের বিচার করা যাইবেক। তদনুসারে, এক্ষণে সুরাপানের দোষ-গুণ-বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। পাঠকবর্গ সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া যথাবিহিত বিবেচনা করিবেন।

প্রথমতঃ-সুরাপান-পরায়ণ হইলে যে, বুদ্ধিবৃত্তি বিকল ও কাম ক্রোধাদি রিপু সকল প্রবল হয়, ইহা অপর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে। যাহারা অহরহ মদিরা পান করিয়া মত্ত হয়, তাহারা ক্রমে ক্রমে হতজ্ঞান ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। যাহাদিগকে অন্য সময়ে শিষ্ট ও শান্ত দেখা যায়, তাহারাও মদিরা-মত্ত হইলে অত্যন্ত অশ্লীল বচন ব্যবহার করে, এবং পরস্পর বিবাদ ও কলহে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যাঁহারা দিবাভাগে সভ্য ভব্য হইয়া জনসমাজে শিষ্টাচরণ দ্বারা যথেষ্ট সমাদর লাভ করেন, তাঁহাদের মধ্যেও কত কত ব্যক্তিকে

রাত্রিকালে মদ মত্ত হইয়া ক্ষিপ্তবৎ ব্যবহার করিতে দৃষ্টি করা যায়। এতদ্দেশীয় কত কত সুশীল শান্ত-স্বভাব ভদ্রসন্তান সুরারূপ বিষম বিষ পান যাঁরা পশুব স্বভাব প্রাপ্ত হইবা নিতান্ত অব্যবস্থিত-চিত্ত হইযাছেন। যাঁহারা কহেন, মদ্যপান করিলে যেমন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয, সেইরূপ ধর্ম্ম প্রবৃত্তিও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তাঁহাদেব এ কথা নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ। যদি মদিরা পান করিলে, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল প্রবল হইত, তাহা হইলে ভূমণ্ডল অত্যল্প কালে অক্লেশে ধর্ম্মরূপ সুধা-রসে অভিষিক্ত হইতে পারিত। প্রত্যুত, তদ্দ্বারা কাম জিঘাংসাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইবা পৃথিবীতে পাপ তাপ প্রবল করিতেছে। সুশীল ব্যক্তিরা সুরাপান দ্বারা দুঃশীল হইযা উঠে, ইহা সচরাচর সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইযা থাকে, কিন্তু কে কোথায় দেখিয়াছে, দুঃশীল ব্যক্তিরা মদ্য পান করিয়া সুশীল হইযাছে? ইয়ুরোপীয ইতর লোকেরা যে এতদ্দেশীয ইতর লোকদিগের অপেক্ষায় দুর্দ্দান্ত ও দুর্ব্বিনীত, প্রতিমাসেই যে ইয়ুরোপ হইতে নরহত্যা প্রভৃতি গুরুতর দুষ্কর্ম্মের সমাচাব প্রাপ্ত হওযা যায, এবং সর্ব্বত্রই যে কামরিপুর আতিশয্য ঘটিত লাম্পট্যদোষের বাহুল্য দৃষ্ট হইযা থাকে, মদ্যপান ও অন্যান্য মাদকসেবন তাহার এক প্রধান কারণ রূপে প্রতীয়মান হইতেছে।

বহুদর্শী বিখ্যাত সেনাপতি ডিউক্ আব্ ওয়েলিঙ্গটন্ পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন, দুরাচার ব্রিটিশ সেনারা যত

দুষ্কর্ম্ম করে, মদমত্ততাই প্রায় সমুদায়ের কারণ *। সেরিফ্ এলিসন্ সাহেব গ্লাস্গো নগরের বিষয়ে এই-প্রকার লিখিয়াছেন যে, তথায় প্রতিবৎসর গড়ে ২৫০০০ ব্যক্তি মদমত্ত হইয়া অত্যাচার করাতে কারারুদ্ধ ও দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া থাকে †। ভারতবর্ষস্থ ব্রিটিশ সেনা-পতি গত ২৩ এ ফিব্রুয়ারিতে সৈন্যদিগের পান দোষ বিষয়ে এক অনুজ্ঞাপত্র প্রচার করিয়া লেখেন, তাহা-দের যাবতীয় অত্যাচারের বৃত্তান্ত সেনাপতির কর্ণগোচর হয়, তাহার ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ মদমত্ত ব্যক্তিদিগের কৃত ‡। কর্ণেল্ সাইক্স এ বিষয়ের যে অখণ্ডনীয় প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বারংবার ধন্যবাদ করিতে হয়। তিনি অপরিমিতপায়ী, পরিমিত-পায়ী, অমদ্যপায়ী এই ত্রিবিধ সৈন্যদিগের অত্যাচারের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া স্পষ্ট রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তাহারা লোকের উপর উপদ্রব করাতে বিচারালয়ে অভিযুক্ত হইয়া যত দণ্ড পায়, তন্মধ্যে অপরিমিতপায়ীরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, পরিমিতপায়ীরা তাহার তিন ভাগের এক ভাগ, অমদ্যপায়ীরা আট ভাগের এক ভাগ মাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে। § ইহা প্রসিদ্ধই আছে,

*The Bombay Temperance Repository, No. 3, p 104

† The Bombay Temperance Repository, No. 2, p. 71

‡ The Bombay Temperance Repository, No. 3. p 135.

§ The Calcutta Christian Advocate of the 22nd November, 1831.

দস্যুগণ যখন কোন গৃহস্থের গৃহ আক্রমণ করিতে যায়, তখন আপনাদের কোন কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া ক্রোধানল প্রজ্বলিত করিবার নিমিত্ত মদ্যপান করিয়া থাকে। গণনা দ্বারা অবধারিত হইয়াছে, যে স্থলে এক জনও অমদ্যপায়ী সৈন্য শাস্তি পায় না, সে স্থলে গড়ে ২৭ জন মদিরাসক্ত সৈন্য দণ্ড ভোগ করিয়া থাকে*। সুরাপান রূপ মহাপাপের বিষময় ফলোৎপত্তি বিষয়ে ইহার অপেক্ষায় অধিক প্রমাণ আর কি হইতে পারে? এই সমস্ত ভয়ঙ্কর ব্যাপার পাঠ করিতে করিতে কাহার না অশ্রুপাত হয়?

অতএব, মদিরা-পানে প্রবৃত্ত থাকিলে যে অনেকানেক অনিষ্টকারী নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত ও বর্দ্ধিত হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে পরাভব করিতে থাকে এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সুরাপান সংসারের পাপ-প্রবাহ প্রবল ও দুঃখ-পারাবার স্ফীত করিয়া রাখিয়াছে। বুদ্ধিবৃত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বৃত্তি। তাহারা সংসার-সাগরে কর্ণধার স্বরূপ এবং তাহাদের অমৃতময় উপদেশ পরাৎপর পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ। অতএব, যে কর্ম্ম দ্বারা তাহাদিগকে দুর্ব্বল ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়কে প্রবল করা হয়, তাহা কদাপি ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ও পাপ-নিবর্ত্তক পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নয়। অতএব তাহা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।

* The Bombay Temperance Repository, NO, 3 p.103.

দ্বিতীয়তঃ।—অনেকে কহেন, সুরাপান করিলে শরীর সুস্থ ও সচ্ছন্দ থাকে, অতএব তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু সুরাপানের ফলাফল বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তাঁহাদের এই অনর্থক অভিপ্রায় নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক ও অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয় বোধ হইবে। মদিরা পান করিলে তৎক্ষণাৎ রক্ত-প্রবাহ প্রবল হয়, নাড়ী বলবতী হয়, এবং শারীরিক শক্তি সমুদায় উত্তেজিত হয় বটে, কিন্তু ইহা শারীরিক-স্বাস্থ্য-সাধন পক্ষে হিতকারী হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত অহিতকারী হইয়া উঠে। যদিও কোন কোন প্রকার মদ্য ব্যবহার দ্বারা শরীর হৃষ্ট পুষ্ট থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু সুরারূপ বিষম বিষে জর্জ্জরীভূত হইয়া শরীরের জীবনী শক্তি সমুদায় ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এই হেতু, প্রথমে যে পরিমাণে মদিরা পান করিলে, শরীর সতেজ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত বোধ হয়; পরে তদপেক্ষায় অধিক পান না করিলে আর সে রূপ বোধ হয় না। এই রূপে, ক্রমে ক্রমে পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া যায়, অবশেষে মদিরার বশীভূত হইয়া নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ও নানা রোগে আক্রান্ত হইতে হয়। তখন পরিপাক-শক্তি ও অন্যান্য শারীরিক শক্তি এত ক্ষীণ হয় যে, সুরাপান না করিলে আর ভোজনে রুচি হয় না, ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হয় না, এবং অন্যান্য আবশ্যক কর্ম্ম ও আমোদ প্রমোদাদি কিছুই করা যায় না। যে সমস্ত শারীরিক শক্তি দ্বারা শারীরিক ব্যাপার সকল সম্পন্ন হইয়া শরীর সজীব ও সতেজ

থাকে, তাহার হ্রাস হইলে যে নানাপ্রকার পীড়া উপস্থিত হইতে পারে, ইহা পরীক্ষা করিয়া না দেখিলেও সঙ্গত বোধ হয়। ডাক্তার পেরেরা একজন প্রধান চিকিৎসক ও অতি প্রমাণিক গ্রন্থকার। তিনি লিখিয়াছেন, সুরাপান ব্যতিরেকে যে শরীর সম্পূর্ণরূপ সুস্থ থাকিতে পারে, এবং সচরাচর মদ্য ব্যবহার করিয়া যে অনেকের অনিষ্টোৎপত্তি হয়, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তদ্দ্বারা অশ্মরী, পাদশোথ, উদরী, যকৃৎ, এবং মস্তিষ্কের ও পাকস্থলীর পীড়া উৎপন্ন ও প্রবল হইযা থাকে*। শারীরবিধানবিদ্যা বিষারদ অতিপ্রধান চিকিৎসক কুম্ব্ সাহেবও এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, ঔষধ স্বরূপ ভিন্ন অন্য কোন স্থলে সুরাপান করা বিধেয় নহে†। আর ডাক্তার কার্পেণ্টর এ বিষয়ে এক স্বতন্ত্র পুস্তক প্রকাশ করিয়া প্রগাঢ় যুক্তি, প্রচুর প্রমাণ ও অপর্য্যাপ্ত উদাহরণ প্রদর্শন পূর্ব্বক সুরাপান রূপ মহাপাতকের প্রতিষেধ পক্ষে যেপ্রকার মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে, মদ্যপ্রিয় মহাশয়দিগকে নিরুত্তর হইতে হয় তাহার সন্দেহ নাই। তিনি ভূরি ভূরি বিখ্যাত

---

* Treatise on Food and Diet by Jonathan Pereira. London, 1843, pp. 425-427.

† Physiolgy of Digestion by Andrew Combe, 1845, pp. 142 and 143.

চিকিৎসকের অভিপ্রায সঙ্কলন পূর্ব্বক প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, মদিরাসক্ত হইলে অপস্মার, পক্ষাঘাত অগ্নিমান্দ্য, বাত, যকৃৎ, মূত্ররোগ, চর্ম্মের রোগ, মুখের ব্রণ ও ক্ষত এবং হস্ত পাদাদির কম্প প্রভৃতি অনেক প্রকার পীড়া উৎপন্ন হয়, এবং কারণান্তর দ্বারা উৎপৎস্যমান অনেকানেক রোগের পূর্ব্বাবস্থায সুরাপান করিলে, তাহা অবিলম্বে প্রকুপিত হইযা দুশ্চিকিৎস্য হইযা উঠে। *

অনেকে কোন কোন সুরাপাযীকে স্থূলকায় হইতে দেখিযা বিবেচনা করেন মদ্য পান দ্বারা বল ও বীর্য্য বৃদ্ধি হয। কিন্তু তাঁহাদের এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। কোন কোন মদিরা পান করিলে শরীরে মেদসঞ্চয় হইতে পারে বটে, কিন্তু মেদ কদাপি বলোৎপাদক নহে; প্রত্যুত, সমধিক মেদ সঞ্চয় হইলে শরীরের শক্তি ও কাঠিন্য হ্রাস হইযা নানাপ্রকার রোগের সঞ্চার হইতে থাকে। এ কারণ, সুপণ্ডিত চিকিৎসকেরা সমধিক মেদ সঞ্চয়কে এক স্বতন্ত্র রোগ বলিযা নির্দ্দেশ করেন। সুরাপাযীদিগের শরীর অধিক রোগার্হ হইয়া অত্যল্প কারণেই রোগাক্রান্ত হয়। বিশেষতঃ, আহত ও পীড়িত হইলে অমদ্যপাযী ব্যক্তিরা যেরূপ আশু প্রতীকার প্রাপ্ত হয, মদিরাসক্ত ব্যক্তিরা সেরূপ কখনই

---

* Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W B. Carpenter, Chap, I. Sect. III.

হয় না। তাহাদের রোগ অবিলম্বে কঠিন ও দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠে। * ফলতঃ, যখন উৎকট উৎকট মদিরা পান করাতে কত কত ব্যক্তির জীবিত দেহ কাষ্ঠাদি দাহ্য বস্তু সংযোগ ব্যতিরেকে আপনা হইতে দগ্ধ হইয়া একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে †, তখন সুরা যে সুরাপায়ী ব্যক্তিদিগের শরীরের প্রতি বিষবৎ গুণ প্রকাশ করে, ইহাতে সন্দেহ কি?

মদ্যপান উন্মাদ-রোগের এক প্রধান কারণ। কয়েক বৎসর হইল, ইংলণ্ডস্থ উন্মাদ-গ্রস্ত ব্যক্তিদিগের উন্মাদ রোগের কারণানুসন্ধান করণার্থ, কতিপয় আমিন নিযুক্ত হইয়া, ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও ওয়েলস দেশীয় ৯৮ টা ক্ষিপ্ত-নিবাসের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া ১২০০৭ জন উন্মাদ গ্রস্ত ব্যক্তির বিবরণ প্রকাশ করেন। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া লেখেন, ঐ ১২০০৭ জনের মধ্যে ১৭৯৯ জন সুরাপান করিয়া ক্ষিপ্ত হয়, অবশিষ্ট সকলে ইন্দ্রিয়-দোষ, শারীরিক অস্বাস্থ্য, পিতা মাতার উন্মাদ-রোগ প্রভৃতি অন্যান্য কারণে উন্মত্ত হয়। কিন্তু এই শেষোক্ত কয়েক কারণেও সুরাপানের সাহচর্য্য

* Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B. Carpenter, 1850, Chap. I. Sect. III. pp. 74. and 75.

† জুলিয়া ডে ফনটেনেল নামে এক ব্যক্তি এইপ্রকার ১৫টা ভয়ঙ্কর ব্যাপারের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

Maunder's Scientific and Literary Treasury. Article Spontaneous.'

ছিল তাহার সন্দেহ নাই। গ্লাস্‌গো-নগরস্থ ক্ষিপ্ত-নিবাসের সাত বৎসরের বিবরণ পশ্চাৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে তাঁহা পাঠ করিয়া দেখিলে, সুরাপান যে কি সর্ব্বনাশের হেতু তাহা অনায়াসেই প্রতীত হইবে।

খ্রিষ্টাব্দ	ক্ষিপ্ত লোকের সংখ্যা	যত লোক পিতা মাতার উন্মাদ রোগ প্রাপ্ত হয়।	যত লোকের ক্ষিপ্ত হইবার কারণ নিরূপিত হয় নাই।	অপরিমিত মদিরা পান করাতে যত লোক ক্ষিপ্ত হইয়াছিল।
১৮৪০	১৪৯	৩	৭৪	২০
১৮৪১	১৫৭	২০	৪৪	৩৯
১৮৪২	১৯৯	৫৪	২৭	৪৬
১৮৪৩	৩২৭	১১৬	৩৮	৩১
১৮৪৪	৩৯০	৭৭০	৪১	৫৫
১৮৪৫	৩৬৪	৪৭	৩৮	৯৭
১৮৪৬	৪১৪	৪৯	৬২	১০৫
সমুদায়ে	২০০০	৩৩৬	২৭৭	৩৭৫

স্কট্‌লণ্ডের অন্তঃপাতী এবর্ডিন ও ডণ্ডী এবং আয়র্লণ্ডের রাজধানী ডব্‌লিন্ প্রভৃতি নানা স্থানের ক্ষিপ্ত-নিবাসের যে সমস্ত বিবরণ মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও সুরাপান অনেকানেক ব্যক্তির উন্মাদ-রোগের কারণ বলিয়া লিখিত আছে। ডাক্তার ম্যাক্‌নিশ ডবলিন-নগরস্থ এক চিকিৎসালয়ের বিষয়ে লিখিয়াছেন, একক্ষণে তথায় ২৮৬ জন ক্ষিপ্ত অবস্থিতি করিতেছে, তাহার অর্দ্ধেক লোক মদিরা পান করিয়া ক্ষিপ্ত হইয়াছে *।

সুরাপান রূপ মহাপাপের বিষময় ফল কেবল পানকর্ত্তার প্রতিফল প্রাপ্তি মাত্রে পর্য্যাপ্ত হয় না, তদ্দ্বারা তাঁহার সন্তানদিগেরও অশেষপ্রকার অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। পিতা মাতার গুণাগুণ যে সন্তানে বর্ত্তে তাহা এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে স্পষ্ট রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। মদ্যপায়ীর সন্তান দিগের মানসিক দৌর্ব্বল্য, বীর্য্য-হানি, পানাসক্তি, উন্মাদ-রোগ ও জাড্যদোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে, প্রাচীন ও নব্য অনেকানেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া মদিরাপান নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। প্লুটার্কনামক সুবিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত কহিয়াছেন, "এক মদোন্মত্ত অন্য মদোন্মত্তকে উৎপাদন করে।" এবং ভুবন-বিখ্যাত এরিষ্টটল

* Use and Abuse of Alcoholic Liquors, by W B, Carpenter, 1850, pp 30-43.

লিখিয়াছেন, "সুরাসক্ত স্ত্রীগণ আত্মসদৃশ সন্তান সকল প্রসব করে।" ডাক্তর ব্রৌন্, হবিসন, হৌ প্রভৃতি বিচক্ষণ চিকিৎসকেরা এ বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। হৌ সাহেব লেখেন ৩০০ জড়ের জনকজননীদিগের চরিত্রের বিষয় নিরূপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৪৫ অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধেকে প্রসিদ্ধ মদিরাসক্ত ছিল *। এক বার কোন পরিবারে পান-দোষ প্রবিষ্ট হইলে পুরুষানুক্রমে তাহার প্রতিফল ভোগ করিতে হয়। ডাক্তর ডার্কইন্ কহেন, যে সমস্ত রোগ পান-দোষ দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহা তিন পুরুষ পর্য্যন্ত চলিযা আসিতে পারে • এবং যদি সুরাপায়ীর পুত্রপৌত্রাদি মদ্যপানে বিরক্ত না হয়, তবে যে পর্য্যন্ত তাহার বংশলোপ না হয়, সে পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত রোগ তাহার পরিবারকে অধিকার করিয়া থাকে †। অতএব, যাঁহারা স্বীয় সন্তানের শুভাকাঙ্ক্ষী, মদিরাপানে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহাদেব পক্ষে কোন মতেই উচিত নহে।

যখন সুরাপানে আসক্ত হইলে অশেষপ্রকার উৎকট উৎকট রোগ উৎপন্ন হয়, তখন তদ্দ্বারা আয়ুঃক্ষয়েরও সম্ভাবনা। মনুষ্যের পরমায়ুর উপর বিমা করা যাঁহাদের ব্যবসায় ‡, তাঁহারা অপরিমিত-মদ্যপায়ীদিগের

* Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B. Carpenter, 1850, p. 44.

† Saturday Magazine, vol. 2. No. 43.

‡ ইঁহারা যাহার জীবনের উপর বিমা করেন, তাহার নিকট

উপর বিমা করিতে স্বীকার করেন না। যদি কাহারও মরণান্তে জানিতে পারেন, অমুক মদ্যপানে অনুরক্ত ছিল, তবে তাহার বিমা অগ্রাহ্য করেন। ইংলণ্ড দেশে ৪০ বৎসরবয়স্ক ১০০০ ব্যক্তির মধ্যে গড়ে ১৩ জন করিয়া বৎসর বৎসর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কিন্তু যাহাদের উপর পূর্ব্বোক্তপ্রকার বিমা করা হয়, তন্মধ্যে সহস্রে ১১ জন করিয়া প্রতিবর্ষে কাল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তত্রস্থ টেম্পেরেন্স প্রাবিডেণ্ট ইনিষ্টিটিউসন্ নামক সমাজভুক্ত ব্যক্তিরা সুরাপান একে বারেই পরিত্যাগ করে, এই নিমিত্ত দীর্ঘায়ু হয়। ইংলণ্ড-দেশস্থ যে সমস্ত লোকের বয়ঃক্রম ১৫ বর্ষের ন্যূন এবং ৭০ বর্ষের অধিক নহে, তাহাদের মধ্যে বৎসর বৎসর গড়ে সহস্রে ২০ জন করিয়া মৃত্যু-গ্রাসে প্রবেশ করে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত-সমাজভুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে বর্ষে বর্ষে সহস্রে ৬ জন করিয়া মৃত হইয়া থাকে, তাহাদের এরূপ দীর্ঘ-পরমায়ু-প্রাপ্তির অন্যান্য কারণও থাকিতে পারে. কিন্তু মদ্যপান-পরিত্যাগ যে এক প্রধান কারণ তাহার সন্দেহ নাই *।

যখন শীতল প্রদেশেও মদিরাপান শারীরিক স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু প্রাপ্তি বিষয়ে অত্যন্ত অহিতকারী, তখন

হইতে মাসে মাসে কিছু কিছু মুদ্রা গ্রহণ করিয়া এরূপ অঙ্গীকার করেন, যে তোমার মৃত্যুর পর তোমার উত্তরাধিকারীদিগকে এত মুদ্রা প্রদান করিব। সে ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হইলে তাঁহাদের লাভ হয়, নতুবা ক্ষতি হয়।

*Use and Ause of Alcholic liquors, by W. B. Carpenter 1850 pp, 85-87.

আমাদের দেশের ন্যায় উষ্ণ দেশে তদ্দ্বারা অধিক অনিষ্টোৎপত্তিরই সম্ভাবনা। ডাক্তর র, জ্যাক্‌সন্ সাহেব লিখিয়াছেন উষ্ণ-প্রদেশ-স্থিত যে সমস্ত ব্যক্তি তাদৃশ মদ্য মাংস ব্যবহার না করিয়া শস্যাদি উদ্ভিদ বস্তু ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহারাই সুস্থ, বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী *। ডাক্তর জন্‌সন্ স্বপ্রণীত উষ্ণপ্রদেশ-বিষয়ক পুস্তকে লিখিয়াছেন, মদ-মত্ততা রূপ মহাপাপ যেমন সকল পাপের প্রবর্ত্তক, সেইরূপ, তদ্দ্বারা সকল রোগ প্রবল ও দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠে †।

সুবিখ্যাত সেনাপতি সর্ চার্লস নেপিয়র্ সাহেব কলিকাতা-নগরীস্থ ৯৬ শ্রেণী-ভুক্ত সৈন্যদিগকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, " তোমরা যে দেশে আগমন করিয়াছ, এখানে মদ্যপান করিলে অবিলম্বে মৃত্যু-মুখে পতিত হইবে। যদি সুরাপান-পরায়ণ না হইয়া স্থির ভাবে থাক, উত্তম থাকিবে ; সুরাপান করিলেই নষ্ট হইবে। হয়, অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকিবে, নয়, কাল-গ্রাসে প্রবিষ্ট হইবে। আমি এতদ্দেশস্থ দুই দল ইয়ুরোপীয় সৈন্যের ব্যবহার দৃষ্টি করিয়াছি ; এক দল মদিরাপানে প্রবৃত্ত ছিল, অন্য দল তাহাতে নিবৃত্ত ছিল। তন্মধ্যে যাহারা মদ্যপানে নিবৃত্ত, তাহারা অত্যুত্তম সৈন্য। তাহারা কোন দেশের কোন সৈন্য

* Calcutta Review, No XXXI. p. 54.

† The Influence of Tropical climates on European constitutions, by James Johnson, 1813. p. 450.

অপেক্ষা অপকৃষ্ট নহে। আর যাহারা তাহাতে রত, তাহারা রুগ্ন ও ভগ্ন-শরীর হইয়া নষ্ট প্রায় হইয়াছে* ।”

কর্ণেল সাইকস সাহেব ভারতবর্ষে বহু কাল অবস্থিতি পূর্ব্বক অত্রস্থ সৈন্যদিগের আহার ব্যবহারাদি সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন, স্বদেশ অপেক্ষায় ভারতবর্ষে যে ইয়ুরোপীয় সৈন্যদিগের অধিক রোগ জন্মে ও আয়ু হ্রাস হয়, তাহাদের পান ভোজনাদির দোষই ইহার প্রধান কারণ। তিনি বাঙ্গালা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ এই তিন প্রদেশস্থ ভারতবর্ষীয় ও ইয়ুরোপীয় সৈন্যদিগের যেরূপ মৃত্যু-বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা পশ্চাৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

২০ বৎসরে প্রতিবর্ষে গড়ে প্রতিশতে যত জনের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার সংগ্রহ।

	বাঙ্গালা	বোম্বাই	মান্দ্রাজ
ভারতবর্ষীয়সৈন্য	১ ৭৯/১০০ [†]	১ ২৯১/১০০০	২ ৯৫/১০০০
ইয়ুরোপীয় সৈন্য	৭ ৩৮/১০০	৫ ৭৮/১০০০	৩ ৮৪৬/১০০০ [‡]

* Bombay Temperance Repository, No. 3, 102.

† ৭৯/১০০ এ অঙ্কের অর্থ ১০০ ভাগের ৭৯ ;

২৯১/১০০০ এ অঙ্কের অর্থ ১০০০ ভাগের ২৯১ ভাগ ইত্যাদি।

‡ Calcutta Review, No. XXXI. p. 34.

এই সংগ্রহ দর্শনে প্রতীত হইতেছে, ভারতবর্ষীয় সৈন্ত অপেক্ষায় ইয়ুরোপীয় সৈন্যদিগের মধ্যে অধিক ব্যক্তির মৃত্যু-ঘটনা হইয়া আসিয়াছে। কর্ণেল সাইকৃস সাহেব কহেন, ইয়ুরোপীয়দিগের মদ্য মাংস ব্যবহারই ইহার প্রধান কারণ প্রতীয়মান হইতেছে *।

পূর্ব্বোক্ত সংগ্রহে দৃষ্ট হইতেছে, অন্যান্য প্রদেশস্থ ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগের অপেক্ষায় মান্দ্রাজ-প্রদেশস্থ ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগের মধ্যে অধিক মৃত্যু-ঘটনা হয়, অথচ তত্রস্থ ইয়ুরোপীয় সৈন্যদিগের মধ্যে অন্যান্য-প্রদেশস্থ ইয়ুরোপীয় সৈন্যদিগের অপেক্ষায় অল্প মৃত্যু ঘটিয়াছে, ইহার কারণ কি? পূর্ব্বোক্ত সাইকৃস সাহেব এ বিষয়ের যেরূপ সুন্দর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে, সকলেই সঙ্গত বোধ করিবেন তাহার সন্দেহ নাই। বোম্বাই-প্রদেশস্থ ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগের আট ভাগের ছয় ভাগ হিন্দু বিশেষতঃ সমুদায়ের অর্দ্ধেক অপেক্ষাও অধিক লোক হিন্দুস্থানী। ইহারা মদ্য মাংস ব্যবহার করে না, গোধূমাদি শস্য ভোজন করিয়া থাকে। বাঙ্গালা-প্রদেশস্থ ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগের অধিকাংশ যে সুরাপান ও আমিষভক্ষণ

* Now, animal food, with the assistance of such an auxiliary (drinking), and combined with mental vacuity, go far to account for the excess of mortality, amongst Europeans.—The Bombay Temperance Repository, No 2, p, 64.

করে না, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। অতএব, এই উত্তর-প্রদেশীয় ভারতবর্ষীয় সৈন্যের মধ্যে বৎসর বৎসর অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যক্তি মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। কিন্তু মান্দ্রাজ-প্রদেশীয় ভারতবর্ষীয় সৈন্যের বিষয় সম্পূর্ণ বিপরীত। তথাকার অশ্বারূঢ় সৈন্যদিগের সাত ভাগের প্রায় ছয় ভাগ মোসলমান এবং এক ভাগ মাত্র হিন্দু, আর পদাতিকদিগেরও প্রায় অর্দ্ধেক অথবা ২॥ ভাগের এক ভাগ মোসলমান। বিশেষতঃ, ঐ সমস্ত হিন্দু সৈন্যের মধ্যেও অনেক ইতর লোক আছে, তাহারা ভদ্র লোকদিগের ন্যায় খাদ্যাখাদ্য বিচার না করিয়া মদ্য মাংস ব্যবহার করিয়া থাকে। অতএব, মান্দ্রাজ-প্রদেশীয় ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগের অধিকংশে ইয়ুরোপীয় সৈন্যদিগের ন্যায় মদ্য পান ও আমিষ ভক্ষণ করে এবং এই নিমিত্তই তাহাদের মধ্যে অধিক মৃত্যু ঘটনা হইয়া থাকে। আর তত্রস্থ ইয়ুরোপীয় সৈন্যদিগের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে, তাহারও এইরূপ হেতু নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বাঙ্গালা-প্রদেশীয় ইয়ুরোপীয় সৈন্যেরা যে রমনামক মদিরা পান করিয়া থাকে, তাহা অত্যন্ত উগ্র ও সমধিক অনিষ্টকারী, কিন্তু মান্দ্রাজ-প্রদেশীয় ইয়ুরোপীয় সৈন্যেরা পোর্ট ও এরাক নামে যে মদ্য ব্যবহার করে, তাহা তদনুরূপ অপকারী নহে। এই নিমিত্ত মান্দ্রাজ অপেক্ষায় বাঙ্গলা-প্রদেশস্থ ইয়ুরোপীয় সৈন্যদিগের মধ্যে অধিক ব্যক্তি-বৎসর বৎসর কালগ্রাসে পতিত হয়। আর বোম্বাই-

প্রদেশীয় ইয়ুরোপীয় সৈন্যেরা যে মদিরা পান করে, তাহা রম অপেক্ষা ভাল, কিন্তু এরাক অপেক্ষায় অনিষ্ট-কারী, তদনুসারে বোম্বাই প্রদেশে বাঙ্গলা অপেক্ষায় অল্প ও মান্দ্রাজ অপেক্ষায় অধিক সৈন্য বর্ষে বর্ষে মৃত্যু মুখে প্রবেশ করে। তদ্ভিন্ন, মান্দ্রাজ-প্রদেশস্থ ৮৪ শ্রেণী-ভুক্ত পদাতিক সৈন্যদল সুরাপান বিষয়ে অন্যান্য সকল সৈন্য অপেক্ষায় সাবধান, এ কারণ তথাকার অন্যান্য সৈন্যদিগের অপেক্ষায় সুস্থ, দীর্ঘ-জীবী ও শান্ত-স্বভাব। এই সুন্দর মীমাংসা কাহার না মনোমত হইবে এবং কোন্ ব্যক্তি না স্বীকার করিয়া লইবেন *†?

শীত প্রধান জর্মনি দেশের সৈন্যদিগের বিষয়েও এইপ্রকার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সুরাপান শারীরিক-স্বাস্থ্য-সাধন-পক্ষে হিতকারী কি অহিতকারী ইহা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত, তথাকার রাজ-পুরুষেরা কতিপয় সৈন্যদলকে সুরাপান করিতে নিষেধ করিয়া কতক দিন পরে দেখিলেন, অন্যান্য সৈন্যদিগের অপেক্ষায় তাহাদের মধ্যে রোগ ও মৃত্যুর বিস্তর হ্রাস হইয়াছে। সুরাত্যাগীদিগের মধ্যে গড়ে যত ব্যক্তির প্রাণ-ত্যাগ হয়, সুরা-পায়ীদিগের মধ্যে তাহার দ্বিগুণ লোক কাল গ্রাসে প্রবেশ করিতে লাগিল।

* Calcutta Review, No. XXXI. pp. 48-53.

† The Bombay Temperance Repository, No. 3, p. 135.

তৃতীয়তঃ। কেহ কেহ কহেন, অপরিমিত মদিরা পান শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর হইলেও হইতে পারে, কিন্তু অল্প পরিমাণে পান করিলে শরীর ও মন সুস্থ থাকে। কিন্তু তাঁহাদের এ অভিপ্রায়ও যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। অল্প পরিমাণেই হউক, আর অধিক পরিমাণেই হউক, বিষ পান করিলে তাহার ফল অবশ্যই ফলে, তবে শীঘ্র আর বিলম্বে এই মাত্র বিশেষ। মদ্য-পান আরম্ভ করিলে যে শরীরের জীবনী শক্তি সমুদায় ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া মদিরার বশীভূত হইতে হয় পূর্ব্বে ইহা লিখিত হইয়াছে, এবং পরিমিত-মদ্যপায়ী-রাও যে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বৃত্ত ও পাপাসক্ত হয়, তাহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। অনধিক মদ্যপান করিলেও পাক-স্থলী, যকৃৎ, মূত্রাশয় প্রভৃতির শক্তি অতিমাত্র উত্তে-জিত হয়। কিন্তু যে সকল শারীরিক শক্তি অহরহ সমধিক উত্তেজিত হইতে থাকে, তাহা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ ও রোগ-গ্রস্ত হইয়া আইসে। তখন পাকস্থলী সুরাভিষিক্ত না হইলে আর অন্ন পরিপাক করিতে পারে না, এবং যকৃৎ, মূত্রাশয় ও অন্যান্য অঙ্গ আব-শ্যক মত স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না। এই রূপে, তৎসমুদায় ক্রমে ক্রমে বিশৃঙ্খল ও সর্ব্ব শরীর ক্ষয় হইয়া পরমায়ু হ্রাস করিয়া ফেলে। অতএব, অন-ধিক মদিরাপান অভ্যাস করিলে যদিও তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিফল উপস্থিত না হয়, কিন্তু কাল বিলম্বে একে বারে সমুদায় শাস্তি প্রাপ্ত হইতে হয়। যৌবন-

কালের পাপের ফল বৃদ্ধকালে ভোগ করিতে হয়। কর্ণেল্ সাইক্‌স সাহেব পরিমিত সুরাপানেরও প্রতি-পক্ষে যেপ্রকার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সম্যক্ আদরণীয়। তিনি পরিমিতপায়ী, অপরিমিত-পায়ী, অমদ্যপায়ী এই ত্রিবিধ সৈন্যের মৃত্যু-বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া ইহা সপ্রমাণ করিয়াছেন, যে তাহাদের মধ্যে প্রতিবৎসর গড়ে যত অমদ্যপায়ী ব্যক্তির মৃত্যু-ঘটনা হয়, তাহার প্রায় দ্বিগুণ পরিমিতপায়ী ও চতুর্গুণ অপরিমিতপায়ী ব্যক্তি বৎসর বৎসর কাল-গ্রাসে পতিত হইয়া থাকে *। আর চিকিৎসকেরা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, যে সমস্ত ব্যক্তি সুরাপানে বিরত তাহারা আহত ও পীড়িত হইলে যেমন শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিতে পারে, মদ্যপায়ী ব্যক্তিরা সেরূপ কখনই পারে না। ভূমণ্ডল-প্রদক্ষিণকারী কুক সাহেব এবং তাঁহার সমভিব্যাহারিগণ যৎকালে নব-জীলণ্ড দ্বীপে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন তত্রস্থ লোকেরা অত্যন্ত সুস্থ ও প্রফুল্ল-চিত্ত ছিল। তাহাদের কোন অঙ্গ দৈবাৎ আহত হইলে, বিনা ঔষধ-প্রয়োগেই তাহার প্রতীকার হইত। "তৎকাল পর্য্যন্ত সুরারূপ বিষম বিষ পানে, তাহাদের আমোদ উপস্থিত হয় নাই।" ফলতঃ এ বিষয়ের দুই এক প্রমাণ কি, সহস্র সহস্র ইয়ুরোপীয়

* The Calcutta Christian Advocate of the 22d November 1851

চিকিৎসক সুরাপানের প্রতিষেধপক্ষে যে পরম জ্ঞানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা এই প্রস্তাবের শেষ ভাগে স্বতন্ত্র প্রকাশ করা যাইবে।

চতুর্থতঃ। কেহ কেহ কহেন, "সুরাপান করিলে শারীরিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি হইয়া অধিক পরিশ্রম করিতে সমর্থ হওয়া যায়; অতএব, প্রতিদিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সুরাপান কর্ত্তব্য। শারীরবিধানবেত্তা ও রসায়ন-বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে যে পদার্থ দ্বারা শরীরে বলাধান হয়, সুরার সার * ভাগে তাহার কিছুই নাই। তবে কোন কোন সুরার সহিত অল্প পরিমাণে মিশ্রিত থাকে বটে, কিন্তু তাহা সুরারূপ সাংঘাতিক গরলের সহিত ভক্ষণ করিবার প্রয়োজন কি? গোধূম মসূরিকাদি প্রসিদ্ধ পুষ্টিকর দ্রব্যে তাহা যথেষ্ট আছে, তৎসমুদায় ভোজন করিলেই, বলিষ্ঠ ও বর্দ্ধিষ্ঠ হওয়া যায়। যদিও অল্প পরিমাণে মদিরা পান করিলে শরীরস্থ রক্ত-প্রবাহ প্রবল হইয়া বল-সাধ্য কার্য্য করিতে সমর্থ হওয়া যায়, কিন্তু রক্তে সে তেজ অবিলম্বে হ্রাস হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা

* সকলপ্রকার সুরাতে সুরাসার নামে এক সামগ্রী আছে তাহাতেই সুরাপায়ীদিগকে মত্ত করে। রম, ব্রাণ্ডি জিন প্রভৃতি যে সকল মদ্যে তাহা অধিক আছে, তাহাই অধিক অনিষ্টকারী, আর সেরি, বিয়র প্রভৃতি যে সমস্ত মদ্যে তাহা অল্প আছে, তাহা তত অনিষ্টকারী নহে কিন্তু সকলপ্রকার মদ্যই অনিষ্টকারী তাহার সন্দেহ নাই।

দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়িতে হয়। একারণ, মদ্য-পায়ীরা অমদ্যপায়ীদিগের ন্যায় ক্রমাগত অধিক কাল ব্যাপিয়া পরিশ্রম করিতে সমর্থ নহে। যাহারা মদ্য-পানে নিবৃত্ত, তাহারা গড়ে যত পরিশ্রম করিতে পারে, সুরাপায়ীরা তত কখনই প্যারে না। ডাক্তার কার্পেণ্টর, ভুবন-বিখ্যাত বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন্ ও ডাক্তর ফার্বেস প্রভৃতি কতিপয় সদ্বিদ্যাশালী বহু-পরিশ্রমী ব্যক্তির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া লিখিয়াছেন, তাঁহারা মদ্যপান করিতেন না, অথচ আপনাদের সুরাপায়ী সহযোগী-দিগের অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিতে পরিতেন। কান্‌সটান্টিনোপল্-নামক প্রসিদ্ধ নগরের শ্রমোপজীবী লোকেরা সুরাপান করে না, অথচ তাহাদের বল ও পরিশ্রম দেখিয়া লোকে বিস্ময়াপন্ন হয়। তথাকার ভারবাহকেরা ইংলণ্ডদেশীয় মদ্যপায়ী ভারবাহকদিগের অপেক্ষায় গুরুতর ভার বহন করিতে পারে। এক্ষণে আমেরিকা-প্রদেশীয় অনেকানেক বণিক্‌পোতের অধ্যক্ষেরা মাল্লাদিগের মদিরাপান নিবারণ করাতে, তাহারা ইংলণ্ডীয় মদিরাসক্ত মাল্লাদিগের অপেক্ষায় উত্তম রূপে আপন আপন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। লীড্‌স-নামক স্থানের ২৪ জন বহু-পরিশ্রমী শ্রমোপ-জীবী লোক একত্র হইয়া ডাক্তর কার্পেণ্টরকে এইরূপ পত্র লিখিয়াছিল যে "আমরা পূর্ব্বে পরিমিত রূপ মদিরা পান করিতাম, পরে তাহা হইতে একেবারে নিবৃত্তই হইয়াছি। ইহাতে, আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা সচ্ছন্দে

ও প্রসন্ন মনে আপন আপন কর্ম্ম করিতে পারি, এবং বোধ করি, আমাদের প্রভুরাও আমাদের কর্ম্ম দেখিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিতোষ প্রাপ্ত হন। আর আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্য ও বৈষয়িক অবস্থারও অনেক উন্নতি হইয়াছে।" কার্পেণ্টর সাহেব শ্রম-সামর্থ্য-বিষয়ে সুরাপানের ফলাফল বিবেচনা করিয়া লিখিয়াছেন, যে যে স্থলে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, তাহাতে অমদ্যপায়ী ব্যক্তিরা যে মদ্যপায়ীদিগের অপেক্ষায় অধিক কাল ব্যাপিয়া অধিক পরিশ্রম করিতে পারে ইহাই সপ্রমাণ হইয়াছে। অতএব, সুরাপান, শ্রম-সামর্থ্য ও বলোৎপত্তির প্রতিকূল বিনা কদাপি অনুকূল নহে। পুষ্টিকর দ্রব্য ভক্ষণ করিলে যে বল উৎপন্ন হয়, তাহাই যথার্থ বল, তাহাই স্থায়ী, তদ্দ্বারাই ক্রমাগত অধিক ক্ষণ ব্যাপিয়া পরিশ্রম করিতে সমর্থ হওয়া যায় *।

শরীরের সহিত মনের যেরূপ অতি নৈকট্য সম্বন্ধ, তাহাতে যে বিষয় শারীরিক পরিশ্রমের পক্ষে অপকারী, তাহা মানসিক পরিশ্রমের পক্ষেও অপকারী হইবে সন্দেহ কি? মদিরা ব্যবহার করিবার কিছু কাল পরেই যে অত্যন্ত অবসাদ উপস্থিত হয়, ইহা অনেকেরই বিদিত আছে। যদিও পান করিবামাত্র কোন কোন মনোবৃত্তি অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া কবিদিগের রসনা হইতে দুই

---

* Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B. Carpenter, 1850, pp. 103-124.

'এক অত্যুত্তম রস-গর্ভ সুমধুর কবিতা উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু, অহর্হ মদ্য ব্যবহার করিলে মনের তেজ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আইসে। বিশেষতঃ, মানবজাতির প্রধান গুণ যে বিচারশক্তি, মদ্য পান দ্বারা তাহার হ্রাস ব্যতিরেকে কখনই বৃদ্ধি হয় না।' আর সুরাপান না করিয়া যে প্রগাঢ়রূপ মানসিক পরিশ্রম করা যায়, বিদ্যা-বিষয়ে বিখ্যাত প্রধান প্রধান ব্যক্তি তাহার দৃষ্টান্ত-স্থল। অসামান্য-ধীশক্তি সম্পন্ন ভুবন-বিখ্যাত নিউটন সাহেব তাম্রকূট ভিন্ন অন্য কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিতেন না। বিদ্যা-বিষয়ে বিপুল-যশস্বী বল্টেয়র, ফন্টেনেল, ডিমস্থিনিস, হেলর ও হব্‌স নামক পণ্ডিতেরা মদ্যপানে রত ছিলেন না। বিবিধ-বিদ্যা-বিশারদ ডাক্তর জান্‌সন্ জীবনের শেষ ভাগে চা অপেক্ষায় উগ্রতর কোন বস্তু ভক্ষণ করিতেন না। মনোবিজ্ঞান-বিশারদ লাক্ সাহেব যে প্রকার প্রগাঢ় মানসিক পরিশ্রমে প্রবৃত্ত ছিলেন, তাহা প্রসিদ্ধই আছে। তিনি সচরাচর বারি ব্যতিরেকে অন্য কোন পেয় দ্রব্য পান করিতেন না, এবং স্বয়ং এইরূপ বিবেচনা করিতেন, আমি মদিরা-পানে বিরত থাকাতেই দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইয়াছি। ডাক্তর কার্পেণ্টর স্বপ্রণীত সুরাপান-বিষয়ক পুস্তকে লিখিয়াছেন, "পূর্ব্বে আমি মধ্যে মধ্যে অল্প পরিমাণে মদ্যপান করিতাম, পরে ইহা অনিষ্টকর বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। তদবধি আমি যত মানসিক পরিশ্রম করিয়া আসিতেছি, জন্মাবচ্ছিন্নে এত

আর কখনই পারি নাই। বিশেষতঃ এখন পরিশ্রম করিতে পূর্ব্বের মত ক্লেশ বোধ হয় না, এবং পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে যে প্রকার অবসাদ উপস্থিত হইত তাহারও বিস্তর লাঘব হইয়াছে *।”

অতএব সুরাপান শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের অনুকূল হওযা দূরে থাকুক, সম্পূর্ণ প্রতিকূল।

পঞ্চমতঃ। কেহ কেহ কহিযা থাকেন, সুরাপান দ্বারা শরীরের শীত নিবারণ ও উষ্ণতা সাধন হয, অতএব শীতকালে ও শীতল দেশে সুরাপান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু রসায়ন ও শারীরবিধান বিদ্যা বিশারদ পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিযাছেন, ঘৃত, তৈলাদি যে সমস্ত বস্তুতে কার্বন্ ও হয়ড্রজন্ নামক পদার্থ আছে, তৎসমুদায় দ্বারা শরীরের উষ্ণতা-সাধন হইয়া থাকে। মদিরাতেও তাহা যথেষ্ট আছে, সুতরাং তদ্দ্বারা দেহেব উত্তাপ উৎপন্ন হইতে পারে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন অন্যান্য দ্রব্য আহার করিলে সেই কার্য্য সিদ্ধ হয়, তখন সুরাপান করিয়া আয়ুঃক্ষয় এবং জ্ঞান ও ধর্ম্ম নাশ করিবার প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ রসায়নবিদ্যায় ব্যুৎপন্ন-কেশরী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্রোট্ ও বীরোর্ট সাহেবেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিযাছেন, যতক্ষণ শরীরস্থ শোণিত-প্রবাহের সহিত মদিরা মিশ্রিত

*Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B. Carpenter, 1850, pp 124-132

থাকে, ততক্ষণ শরীরস্থ অন্যান্য দাহ্য পদার্থ রীতিমত দগ্ধ হয় না, এবং রক্তও পরিষ্কৃত হয় না। অতএব, যৎকালে অন্যান্য দাহ্য পদার্থ দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট থাকে, তখন সুরাপান উষ্ণতা-সাধন-বিষয়ে কোন ক্রমেই উপকারী নহে, প্রত্যুত সর্ব্বতোভাবেই অপকারী *।

শীতকালে হিন্দুস্থানে এতদ্দেশ অপেক্ষায় অধিক শীত হইয়া থাকে, কিন্তু তত্রত্য লোকদিগকে শীত-নিবারণার্থ সুরাপান করিতে হয় না। শীত-প্রধান ইংলণ্ড দেশস্থ বাইবেল খ্রিষ্টান নামক খ্রিষ্টান-সম্প্রদায়ী লোকেরা সুরাপান না করিয়া সুস্থ শরীরে কাল যাপন করিতেছে। ভূমণ্ডলের মধ্যে যে সমস্ত হিমাবৃত জনপদ সর্ব্বাপেক্ষা শীতল, তথাকার লোকে মদ্য পান না করিয়া অক্লেশে শীত নিবারণ করে। কেনেডা ও গ্রীনলণ্ড অত্যন্ত শীত প্রধান দেশ, কিন্তু তত্রত্য লোকদিগকে শীত নিবারণার্থ সুরাপান অবলম্বন করিতে হয় না, অথচ তাহাদের শীত-সহিষ্ণুতা শক্তি স্মরণ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কাপ্তেন পেরি তৎপ্রদেশে গিয়া দেখিয়াছিলেন, যত শীত হইলে জল জমিতে আরম্ভ হয়, তদপেক্ষায় ৭২ অংশ ন্যূন † প্রমাণ শীতের সময়ে এস্কুইমাক্স জাতীয় এক

* Use and Abuse of Alcoholic liquors by W. B. Carpenter, 1850, p. 142.

† তেজ দ্বারা বস্তুর বিস্তার বৃদ্ধি হয় ইহা জ্ঞাত হইয়া পণ্ডিতেরা বায়ু ও আর আর পদার্থের উষ্ণতা পরিমাণার্থে

স্ত্রী বক্ষঃস্থলের বস্ত্র উদ্ঘাটন করিয়া স্বীয় শিশুকে স্তন্যপান করাইতেছিল। ডাক্তার কিঙ্গ ও সর্, জ্, রিচার্ডসন্ সাহেব সুমেরু প্রদেশে, এবং ডাক্তর হুকর্ সাহেব, স্যর, জ, রস্ সাহেবের সমভিব্যাহারে কুমেরু প্রদেশে গমন পূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ঐ সকল শীত-প্রধান জনপদে সুরাপান করিলে, শীত-সহিষ্ণুতা-শক্তির হ্রাস ব্যতিরেকে কদাপি বৃদ্ধি হয় না। ১৬১৯ খ্রিষ্টাব্দে ৬০ জন লোক এক খান ডেনিশ্ জাহাজ আরোহণ করিয়া হড্‌সন্ বে নামক প্রসিদ্ধ শীত-প্রধান

তাপমান নামে এক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। নানা দেশে নানাপ্রকার তাপমান প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে ইংলণ্ড দেশে যে প্রকার তাপমান সচরাচর চলিত, তাহার আকৃতি এইরূপ। এই তাপমান কেবল একটি কাচের নল মাত্র। তাহার অধোভাগ কুণ্ডাকৃতি; সেই কুণ্ডে পারা থাকে। যখন যত গ্রীষ্ম হয়, তখন ঐ পারা বিস্তৃত হইয়া তত ঊর্দ্ধে উঠে কখন্ কত দূর উত্থিত হয় তাহা নিশ্চিত জানিবার নিমিত্ত নলের পার্শ্বে একাবধি ২১২ পর্য্যন্ত অঙ্ক সমুদায় যথাক্রমে অঙ্কিত থাকে। জল যত উত্তপ্ত হইলে ফুটিয়া উঠে, তত উত্তপ্ত হইবে ঐ নলের পারা ২১২ অঙ্ক পর্য্যন্ত উত্থিত হয়, এবং যত শীতল হইলে জমিতে আরম্ভ হয়, তত শীতে ঐ পারা ৩২ অঙ্ক পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। জীবিতবান্ মনুষ্যের রক্ত যত উষ্ণ, তত উষ্ণ হইলে ঐ পারা ৯৮ পর্য্যন্ত উত্থিত হয়। এই সকল বিষয় রীতিমত বলিতে হইলে এইরূপ বলিতে হয়, যে জীবিত মনুষ্যের রক্তের তাপাংশ ৯৮ ইত্যাদি।

স্থানে শীত ঋতু ক্ষেপণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহারা সকলেই উৎকট উৎকট মদ্য ব্যবহার করিত, ইহাতে, বসন্ত ঋতু আগমন না হইতে হইতেই ৫৮ জন ক্রমে ক্রমে মৃত্যু-মুখে পতিত হইল। সেই স্থানে ২২ জন মাল্লা আর এক খান জাহাজ আরোহণ করিয়াছিল, তাহারা সেরূপ সুরাপান করিত না, এ কারণ তাহাদের মধ্যে কেবল দুই জন মাত্রের প্রাণ-নাশ হয় *। অতএব, শীতল প্রদেশে শীত-নিবারণার্থে সুরাপান করা কর্ত্তব্য এই অপ্রমেয় অভিপ্রায় কোন মতেই প্রামাণিক নয়। কি শীত কি উষ্ণ কোন দেশের কোন লোকের মদ্যপান অভ্যাস করা বিধেয় নহে।

বর্ত্ততঃ। মদিরাপান মনুষ্যের অর্থনাশ ও দারিদ্র্য দশা-প্রাপ্তির এক প্রধান কারণ হইয়া উঠিয়াছে। মদ্য-পায়ীদিগের মধ্যে ধনশালী ব্যক্তিরা উত্তমোত্তম বহু-মূল্য মদিরা ক্রয় করিয়া দিন দিন নির্ধন হইতে থাকেন, এবং অপরাপর লোকে সুরা রূপ প্রখর বিষ ক্রয়ার্থে উপার্জ্জিত অর্থ নষ্ট করিয়া আপনার ও আপন পরি-বারের অত্যন্ত ধন-কষ্ট ও দারুণ দুর্দ্দশা উৎপাদন করে। এক জন গ্রন্থকর্ত্তা গণনা করিয়া লিখিয়াছেন, ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড নিবাসীদিগের মদিরা ক্রয়ার্থে বর্ষে বর্ষে ৬৫০০০০০০০ পঁযষট্টি কোটিটাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

---

*Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B. Carpenter, 1850, pp. 147-150.

তথাকার সমুদায় রাজস্ব অপেক্ষায়, অর্থাৎ সৈন্য, রণ-তরি, শান্তিরক্ষা, বিচার-সাধন, রাজকীয় ঋণের বৃদ্ধি-প্রদান, প্রজাদিগের বিদ্যা-শিক্ষা প্রভৃতি সমুদায় ব্যাপার সম্পাদনার্থ যত ধন ব্যয় হয় তদপেক্ষায় অধিক অর্থ মদিরা রূপ প্রখর গরল গলাধঃকরণ করণার্থ নষ্ট হইয়া থাকে *। ভারতবর্ষেও মদ্যাদি মাদক দ্রব্য আহরণার্থে যে বিপুল অর্থ নষ্ট হইয়া থাকে, তাহা কাহার অবিদিত আছে? এতদ্দেশীয় লোকেরা সহজেই নির্দ্ধন, তাহাতে আবার নানাপ্রকার অনর্থক বিষয়ে অর্থ ব্যয় করিয়া দিন দিন আপনাদের দৈন্য-দশা বৃদ্ধি করিতেছেন। সেই প্রভূত ধন-রাশি লোকের সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি, জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রচার, এবং স্বদেশের শুভোন্নতি সম্পাদনার্থে ব্যয় হইলে, পৃথিবীর কতই শ্রীবৃদ্ধি হয়? প্রত্যুত, যে অশেষ-অনিষ্টকর বিষয়ে তাহা নষ্ট হইয়া থাকে, নীরোগ শরীরে রোগাক্রম, সধবা স্ত্রীর বৈধব্য দশা, অপোগণ্ড বালকের পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগ, সুশীল ব্যক্তির দুঃশীলতা-প্রাপ্তি, অর্থনাশ ও মনস্তাপ এই সমুদায় তাহার প্রত্যক্ষ প্রতিফল।

সপ্তমতঃ। জল, দুগ্ধ প্রভৃতি পানীয় বস্তুর ন্যায় সুরাপান অভ্যাস করা যে কোন রূপেই শ্রেয়স্কর নহে, তাহা একপ্রকার প্রতিপন্ন হইল। তবে যেমন অন্যান্য বিষ কখন কখন ঔষধ স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে,

* Bombay Temperance Repository, No. 2, p. 84.

সেইরূপ স্থল-বিশেষে ও রোগ-বিশেষে সুরা অল্প মাত্রা বিষও ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু কোন বিচক্ষণ চিকিৎসকের ব্যবস্থা ব্যতিরেকে তাহা ব্যবহার করা কোন মতেই উচিত নহে।

অতএব, সুরাপান অশেষ দোষাকর বিষম বিগর্হিত কর্ম *। পাপ, তাপ, রোগ, দারিদ্র্য ও অকাল-মৃত্যু ইহার প্রত্যক্ষ প্রতিফল। এই মহাপাপের অনুষ্ঠান করা পাপ, তৎসংক্রান্ত ব্যবসায় অবলম্বন করা পাপ, ও তাহাতে উৎসাহ দেওয়াও পাপ। এই প্রবল পাপ এতদ্দেশে প্রবেশ পূর্ব্বক অহরহ অশেষ অনিষ্টের উৎপত্তি করিতেছে। এক্ষণে যে সকল কারণে এ দেশের ভয়ঙ্কর দুঃখ প্রবাহ ক্রমাগত বলবৎ রহিয়াছে, মাদক-সেবন তাহার এক প্রধান কারণ। এতদ্দেশস্থ পূর্ব্বতন ব্যক্তি সকল মাদক ব্যবহারে বিরত থাকিয়া সুস্থ শরীরে দীর্ঘ কাল জীবিত থাকিতেন, কিন্তু অত্রত্য অধুনাতন মনুষ্যেরা চরস, গাঁজা, মদ্য, অহিফেণ প্রভৃতি বহু-প্রকার মাদক ব্যবহার করত শরীর ও মনোবৃত্তি সমস্ত নিস্তেজ করিয়া কগ্ন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া দিন দিন স্বদেশের দারুণ দুরবস্থা উৎপাদন করিতেছেন। মহিমার্ণব রাজপুরুষেরা, এই দুর্নীতি দমন করা দূরে থাকুক, অর্থ-

* এ প্রস্তাবে কেবল সুরাপানের বিষয় লিখিত হইল কিন্তু পাঠকবর্গ জানিবেন, চরস, গাঁজা, অহিফেণ প্রভৃতি সমুদায় মাদক দ্রব্যই অনিষ্টকারী।

লোভের বশীভূত হইয়া তদ্বিষয়ে অবিরত উৎসাহই প্রদান করিতেছেন। তাঁহাদিগের গরলময় আবগারি-তন্ত্র আমাদিগের সর্ব্বনাশের হেতু হইয়া উঠিয়াছে। নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে মদিরালয়ের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি হইয়া তদীয় কর সংগ্রহ দ্বারা রাজকোষ পরিপুরিত হইতে থাকে, ইহাই তাঁহাদের মনোগত অভিপ্রায়। এ নিমিত্ত তৎসংক্রান্ত কর্মচারীরা তাঁহাদিগের প্রিয়পাত্র হইবার অভিলাষে স্ব স্ব অধিকারের মধ্যে মদিরাপানে প্রবৃত্তি ও মদিরালয় সংস্থাপনে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকে। ভারতবর্ষ পাপানলে দগ্ধ হউক, দারিদ্র্য রূপ দারুণ রোগে আক্রান্ত হইয়া উচ্ছিন্ন যাউক, অকর্ম্মণ্য ও বিচলিত চিত্ত হইয়া প্রজা-কুল নির্ম্মূল হউক, কিছুতেই তাঁহারা ক্ষতি বৃদ্ধি বোধ করেন না। প্রজাবর্গের সুখ সৌভাগ্যে জলাঞ্জলি দিয়াও কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেই আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করেন। এ বিষয়ে আমেরিকাখণ্ডের সাধারণ-তন্ত্র-নিবাসী মহাশয় ব্যক্তিদিগের বারংবার সাধুবাদ করা কর্ত্তব্য। তত্রস্থ বিদ্যা-ব্যবসায়ী, ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ও অন্যান্য স্বদেশহিতৈষী মহাত্মারা এই সর্ব্বপাপ-প্রবর্ত্তক সর্ব্ব-সুখ-সংহারক মহাপাপকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, এবং রাজ্য হইতে দূরীভূত করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া কৃত-কার্য্য হইয়াছেন। তথাকার ভূরি ভূরি ব্যক্তি সুরাপানকে অতি নিষিদ্ধ যুক্তিবিরুদ্ধ

কর্ম্ম জানিয়া তাহাতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, সহস্র সহস্র সুরাব্যবসায়ী বণিক্ স্বীয় ব্যবসায় জনসমাজের অধর্ম্ম-প্রযোজক ও দুঃখ-প্রবর্দ্ধক বুঝিয়া স্বকীয় ক্ষতি স্বীকার করিয়াও অক্ষুব্ধ ও অসঙ্কুচিত চিত্তে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং যাহারা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে অগ্রসর হয় নাই, ধর্ম্ম-পরায়ণ রাজপুরুষেরা প্রবল রাজশাসন দ্বারা তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়াছেন*। পূর্ব্বে তথায় যে সমস্ত মহোৎসব উপলক্ষে মণ পরিমাণে মদিরা-ব্যয় হইত, এক্ষণে বিন্দুমাত্র মদ্য-ব্যয় না হইয়া তাহা সুচারুরূপে ও বিশুদ্ধ ভাবে সম্পন্ন হইতেছে। কি শুভ দৃষ্টান্ত। কেমন মহৎ কর্ম্ম। তথাকার প্রধান প্রধান নগরের, শত শত প্রদেশের ও সহস্র সহস্র গ্রামের এক ব্যক্তিও যে মদিরার ব্যবসায়ে অধিকারী নহে ইহা অপেক্ষায় সুখের বিষয় আর কি আছে †।

ভারতবর্ষীয় রাজপুরুষদিগের অনেকানেক নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল, এ নিমিত্ত তাঁহাদের এরূপ শুভানুষ্ঠানে অনুরাগ জন্মে নাই। তাঁহারা অর্থকেই

* মেইন্-নামক রাজ্যখণ্ডে এইরূপ রাজনিয়ম প্রচলিত হইলে পর, সুরা ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে অনেকেই স্ব স্ব ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলেক। আর যাহারা অবিলম্বে তাহাতে নিরস্ত না হইল, শান্তিরক্ষক স্বয়ং তাহাদিগের মদিরা সমুদায় গ্রহণ করিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন, কতক বা সাগর সলিলে বিসর্জ্জন দিলেন।

† Bombay Temperance Repository, No. 2, p. 77.

সর্ব্ব-সেবনীয় পরম-পূজনীয় পদার্থ জ্ঞান করিয়াছেন। কিন্তু যখন আমেরিকা-খণ্ডের অন্তঃপাতী সাধারণ-তন্ত্রের রাজপুরুষেরা এ প্রকার পরম-কল্যাণকর ধর্ম্ম-পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের দৃষ্টান্তানুবর্ত্তী হইয়া সে পথ অবলম্বন না করিলে, অতি অধমের মধ্যে গণ্য হইতে হয়।

রাজপুরুষেরা আবগারি-সংক্রান্ত পাপ-পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন এবং আমরাও তাহা অবলম্বন করিয়া আপনাদের উচ্ছেদ-দশা সাধন করিতেছি। বিশেষতঃ এ বিষয়ে বাঙ্গালা দেশের দুর্ভাগ্যের আর পরিসীমা নাই। এই মহাপাতক নিবারণার্থ ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডে ভূরি ভূরি সভা সংস্থাপিত এবং অনেকানেক পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। বোম্বাই, নীলগিরি, কোইম্বেটূর, সাগর, পুনা, বেলগাম, করাচি, করঞ্জ প্রভৃতি বহুতর স্থানে এই প্রকার সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে এরূপ সমাচার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, যে সিংহল দ্বীপে এরূপ একাদশ সমাজ এবং পশ্চিম প্রদেশেও এক সমাজ প্রতিষ্ঠিত আছে। আমরা এমন অধম ও অনুৎসাহী, যে এই সর্ব্বসুখ-সংহারক সর্ব্ব-পাপ-প্রবর্ত্তক মহাপাপ বিমোচনার্থে তদনুরূপ কিছুমাত্র চেষ্টা করি না*। এতদ্দেশীয়

* পূর্ব্বে কতিপয় ইংরেজ ঐক্য হইয়া এখানে সুরাপানের আতিশয্য-নিবারণার্থে এক সভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন, সে সভা কালক্রমে কালের হস্তে পতিত হইয়াছে। কিন্তু

কৃতবিদ্য মদ্য-প্রিয় যুবক-সম্প্রদায়কে ধিক্কার দিতে হয়। তাঁহারা এই জঘন্য গরল গলাধঃকরণ পূর্ব্বক পাপ-পঙ্কে লুণ্ঠিত হইয়া অনপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতেছেন, এবং তদ্দ্বারা স্বদেশের পাপ-প্রবাহ প্রবল করিয়া দুঃখ-পারাবার স্ফীত করিতেছেন। যে সমস্ত সভ্য জাতির দৃষ্টান্তানুগত হইয়া তাঁহারা এই মহাপাপে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও প্রধান প্রধান জ্ঞান-সম্পন্ন ধর্ম্ম-পরায়ণ বিচক্ষণ ব্যক্তিরা সুরাপান রূপ পাপ-পিশাচকে স্ব স্ব দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। আমেরিকার বিষয় পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। সুইডেন্ রাজ্যের বর্ত্তমান রাজা ও তাঁহার পিতা এবং তত্রস্থ অন্য অন্য মান্য ব্যক্তিরা সুরাপানের প্রতিপক্ষে বিশিষ্ট রূপ বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং ইয়ুরোপের অন্তঃপাতী অপরাপর অনেক স্থানে, বিশেষতঃ স্কট্‌লণ্ডের প্রায় প্রত্যেক গ্রামে, তদর্থে সমাজ সকল সংস্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে এই সমুদায় সমাদরণীয় শুভ দৃষ্টান্তের অনুগামী হওয়া কি এতদ্দেশীয় সদ্বিদ্যাশালী মহাশয়দিগের অত্যন্ত উচিত নহে? তাঁহারা চিরকালই কি পানদোষ

ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, খ্রীষ্টান মিশনরিরা ও ভারতবর্ষীয় সভার সভ্যেরা কোম্পানির চার্টর পরিবর্ত্তন উপলক্ষে ইংলণ্ডে যে আবেদন-পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কোম্পানির মাদকব্যবসায়ে উৎসাহ-প্রদান-নিরাকরণার্থে প্রার্থনা করিয়া সদ্বিবেচনা-সিদ্ধ কর্ম্ম করিয়াছেন।

রূপ কুৎসিত রীতির দাসানুদাস হইয়া মদ্যের স্রোতে
স্বদেশ প্লাবিত করিতে থাকিবেন? তাঁহাদের মধ্যে
অনেকে যে এই প্রবল পাপের বশীভূত হইয়া লাম্পট্য-
দোষে লিপ্ত রহিয়াছেন, ইহা কাহার অবিদিত আছে?
এই বিষ-পূর্ণ বিস্বাদ ফল ফলিত হইবার নিমিত্ত কি
তাঁহাদের বিদ্যারক্ষ প্রগাঢ় যত্ন সহকারে রোপিত
হইয়াছিল? পরম পূজনীয় জনক জননীরা কি এই
নিমিত্তে স্নেহাভিষিক্ত চিত্তে সর্ব্ব প্রযত্নে বিপুল অর্থ-
ব্যয় স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে বিদ্যালয়ে নিযুক্ত
করিয়া দিয়াছিলেন, যে তাঁহারা তথা হইতে এক
মহাপাতক অভ্যাস করিয়া আপনাকে ও আপন বংশকে
অধর্ম্ম-কূপে নিক্ষিপ্ত করিবেন এবং গতানুগতিক
অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের আদর্শ স্বরূপ হইয়া স্বকীয়
দৃষ্টান্ত বলে তাহাদিগকে বিপথগামী করিবেন!
তাঁহারা বিদ্যালোক লাভ করিয়া সদসদ্ বিবেচনায়
সমর্থ হইয়াছেন। পানদোষে দোষী হইয়া আয়ুঃ-শৈব
ও ধর্ম্ম-নাশ করা তাঁহাদের পক্ষে লজ্জাকর ও ঘৃণাকর।
এখনও যদি তাঁহাদের চৈতন্য হইয়া পরম কারুণিক
পরমেশ্বরের শুভকর আজ্ঞা-পরিপালনে যত্ন ও শ্রদ্ধা হয়,
তথাপি মঙ্গল। তথাপি তিনি ক্ষমা করিয়া রক্ষা করেন।

সুরাপান বিষয়ে চিকিৎসকদিগের

ব্যবস্থা।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, সহস্র সহস্র ইয়ুরোপীয় চিকিৎসক সুরাপানের প্রতিষেধপক্ষে যে পরম শ্রদ্ধেয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা পশ্চাৎ প্রকাশ করা যাইবে। তদনুসারে এই স্থলে তাঁহাদের অভিপ্রায় প্রকটিত হইতেছে। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড স্থিত দুইসহস্রাপেক্ষা অধিক ইয়ুরোপীয় চিকিৎসক পশ্চান্লিখিত ব্যবস্থায় স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন *।

---

* "He (Dr. W. B. Carpenter) has the satisfaction of finding himself supported by the recorded opinion of a large body of his Professional brethren; upwards of two thousand of whom in all grades and degrees—from the court physicians and leading metropolitan surgeons who are conversant with the wants of the upper ranks of society, to the humble country practitioner, who is familiar with the requirements of the artizan in his workshop and the labourer in the field,—have signed the following certificate "—Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B. Carpenter, Preface, p. XVIII.

সুরাপানবিষয়ে চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থা।

"We the undersigned, are of opinion

"1 That a very large proportion of human misery, including poverty, disease, and crime, is induced by the use of Alcoholic or fermented liquors as beverages.

"2 That the most perfect health is compatible with total Abstinence from all such intoxicating beverages, whether in the form of ardent spirits or as wine, beer, ale, porter, cider, &c. &c.

"3. That persons accustomed to such drinks may with perfect safety, discontinue them entirely, either at once, or gradually after a short time

"4. That total and universal Abstinence from Alcoholic beverages of all sorts would greatly contribute to the health, the prosperity, the morality, and the happiness of the human race *"

---

* পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থার তাৎপর্য্যার্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা যাইতেছে।

১—" মদ্যপান অভ্যাস করাতে, মনুষ্যের রোগ, দারিদ্র্য, দুষ্কর্ম্ম প্রভৃতি বিস্তর অনিষ্ট উৎপন্ন হয়।

২—" কোনপ্রকার মদিরা পান না করিয়া শরীর সম্পূর্ণরূপ সুস্থ রাখা যায় তাহার সন্দেহ নাই।

৩—" যাঁহাদের মদিরাপান অভ্যাস আছে, তাঁহারা একেবারে অথবা ক্রমে ক্রমে, উহা পরিত্যাগ করিলে কোন বিঘ্ন ঘটে না।

৪—" যাবতীয় মনুষ্য সর্ব্বপ্রকার সুরাপানে বিরত

ভারতবর্ষস্থ ইয়ুরোপীয় চিকিৎসকেরাও অনেকে এই ব্যবস্থায় সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম পশ্চাৎ প্রকটিত হইতেছে।

J Glen, Physician General, Bombay.

R. Wight, Inspector General of Hospitals.

J. Kinnis, Deputy Inspector General, H. M.'s Hospitals, Bombay.

W. R Barrington, L L. D, Surgeon, 9th Regiment, N. I.

P W. Hockin, Surgeon, 23rd Regiment, N. I.

G Merrill, Surgeon.

T Harrison Staff Surgeon.

C. Morehead, M. D, Principal of the Grant Medical College.

J. C G Price, M. D, Surgeon, H. M.'s 8th King's Regiment.

A Montgomery, Surgeon, 1st Battalion Artillery.

Alex. Thom Surgeon, H. M's 89th Regt.

J P Malcolmson, Surgeon, Civil Staff Surgeon, Shikarpore.

D Davis, Residency Surgeon.

H. Pitman, Assistant Surgeon, 10th Regt. N I.

C G Wiehe ; Assistant Surgeon.

D. P. Barry, Assistant Surgeon, H. M.'s 22nd Regiment.

হইলে, মানবর্গের স্বাস্থ্য, সৌভাগ্য, ধর্ম্ম ও সুখের সমধিক উন্নতি হইবে।"

H Giraud, M D, Professor of Chemistry and Materia Medica in the Grant Medical College Bombay.

J C Bathe, 6th Regiment, N I

T. F Young, Assistant Surgeon, N. G. Hospital, Hydrabad.

T. M. Grath, Assistant Surgeon, H m.'s 22nd Regiment

J Bean, Assistant Surgeon.

A Ramsay, M D

A Larkworthy, Surgeon

The following signatures to the preceding were added in Bombay, January 1852.

E. W Edwards, superintending Surgeon, P D.

W. Chambell, M. D. Superintendent Lunatic Asylum.

John Grant Nicolson, M D Assistant Surgeon, 2nd Scinde Horse.

John M Lennan, Physician General, Bombay.

Robert Haines, Acting Professor of Chemistry, Grant Medical College

A. H. Leith, M D Garrison Surgeon.

Henry J Carter, Assistant Civil Surgeon.

Rich. D. Peele, Oculist.

John Peet, Professor of Anatomy, Grant Medical College.

M. Stovell, Surgeon European General Hospital.

P. Gray, Surgeon, 2nd Battalion Artillery.

J. Yuill, M. D.

The following signatures to the preceding statement of opinions were obtained at Madras

R Sladen, Physician General, Madras

D. Currie, surgeon General, Madras

G Pearse, M. D. surgeon, and Secretary Medical Board, Madras.

D Boyd, Inspector General of Hospitals, Madras.

R. Cole, surgeon, S E. District of Madras

J. Richmond, Surgeon, N. W. District of Madras.

G. Harding, Surgeon, Madras General Hospital, Superintendent Medical School, and professor of the Theory and Practice of Medicine.

W G Davidson, Surgeon, Black Town. District Madras

W. B Thomson, Superintendent Eye Infirmary, Madras.

J. Sanderson, port and Marine Surgeon, Madras.

T L Bell, Assistant Surgeon, Madras.

T Stack, M D. Assistant Surgeon H. M. 8th Regiment, Madras.

F. W. Innes, M. D. Assistant Surg. H. M.'s Regt. Madras.

D. S. Young, F. R. C. S., Superintending Surgeon, Pres. Division, Madras.

J. Hichens, Assistant Surgeon, Chunar, 17th Regiment N. I, Madras.

W. Tweddell, Garrison Surgeon, Chunar.

A. Duncan, M D., 5th Battalion Artillery.

W. Watson, Superintending Surgeon, Benares Division.

J. M Brande, M. D. Surgeon, 21st Regiment N.I.

D. Brotten, M. D. Civil Surgeon, Benares

M. F. Anderson, Assistant Surgeon, Madura.

J. Doig, Staff Surgeon, Belgaum.

J Morrice, M D. Surgeon, 2nd Bengal European Regiment, Loodiana.

F. Anderson, M. D. Assistant Surgeon, Horse Artillery, Loodiana

A. Colquhoun, Surgeon, 3rd Cavalry.

G. E. Brown, M. D. Surgeon Artillery.

———The Bombay Temperance Repository, N. I. and Use and Abuse of Alcoholic Liquors by W B. Carpenter, Preface.

"বোম্বে টেম্পেরেন্স রিপজিটরি" নামক পুস্তকের প্রথম সংখ্যায় এইরূপ আর এক ব্যবস্থা প্রকটিত হইয়াছে, তাহাও এই স্থলে প্রকাশ করা যাইতেছে।

সুরাপানবিষয়ে চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থা।

"An opinion handed down from rude and ignorant times and imbibed by Englishmen from their youth, has become very general, that the habitual use of some portion of Alcoholic drink, as of wine, beer or spirit, is beneficial to health, and even necessary for those subjected to habitual labour.

"Anatomy, physiology, and the experience of

all ages and countries, when properly examined, must satisfy every mind well informed in Medical science, that the above opinion is altogether erroneous. Man, in ordinary health like other animals, requires not any such stimulants, and cannot be benefitted by the *habitual* employment of any quantity of them, large or small, nor will their use during his life-time increase the aggregate amount of his labour. In whatever quantity they are employed, they will rather tend to diminish it.

"When he is in a state of temporary debility from illness or other causes, a temporary use of them, as of other stimulant medicines, may be desirable, but as soon as he is raised to his natural standard of health, a continuance of their use can do no good to him, even in the most moderate quantities, while larger quantities, (yet such as by many persons are thought moderate.) do sooner or later prove injurious to the human constitution, without any exception.

"It is my opinion that the above statement is substantially correct *".

---

* পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থার তাৎপর্য্যার্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা যাইতেছে।

যৎকালে লোক অসভ্য ও অশিক্ষিত ছিল, তৎকালাবধি এই পরম্পরাগত মত চলিয়া আসিয়াছে, যে মদ্যপান অভ্যাস করা শরীরের পক্ষে উপকারী, বিশেষতঃ যাহাদিগকে অহরহ পরিশ্রম করিতে হয় তাহাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক।

Batty, Edward, M. R. C. S. Lecturer on Midwifery at the Medical Royal Institution, Liverpool.

Baylis, C. O., Surgeon to the South Dispensary Liverpool.

এই মত এক্ষণে সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছে, এবং ইংরেজেরা তরুণবয়সেই ইহা অবলম্বন করিয়া থাকেন।

"চিকিৎসাশাস্ত্রে যাঁহাদের উত্তমরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে, তাঁহারা শারীরস্থান, শারীরবিধান, ও সকল কালে সকল দেশে এ বিষয়ের যেরূপ করা ফল প্রত্যক্ষ হইয়াছে এই সমুদায় রীতিমত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে পূর্ব্বোক্ত মত নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক বলিয়া নিশ্চয় করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মনুষ্যেরও সহজ শরীরে এরূপ কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার আবশ্যক করে না, এবং অল্প পরিমাণেই হউক, আর অধিক পরিমাণেই হউক, তাহা ব্যবহার করিতে অভ্যাস করিলে তাঁহার কিছুমাত্র উপকারও দর্শিবে না। আর তিনি মদ্যপানে বিরত থাকিলে জীবনাবধি মোটে যত কর্ম্ম করিতে পারিবেন, তাহাতে রত থাকিলে, তদপেক্ষা অধিক পারিবেন না এবং অল্পই হইবে।

"রোগ অথবা অন্য কোন কারণে শরীর দুর্ব্বল হইলে, অন্যান্য ঔষধ সেবনের ন্যায় কিছু দিন মদ্যপান ও বিহিত হইলে হইতে পারে। কিন্তু শরীর প্রকৃতিস্থ হইলে পর যদি অত্যল্প মাত্রায়ও পান করা যায়, তথাপি কিছু মাত্র উপকার দর্শে না। আর অধিক মাত্রায় পান করিলে, সকলেরই শারীরিক স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম ঘটে। অনেকে যাহা অল্প মাত্রা জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাহা বাস্তবিক অল্প নহে। ততমাত্রায় পান করিলে শীঘ্র বা বিলম্বে শারীরিক স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হয়, তাহার সন্দেহ নাই।"

Beaumont, Thomas, M R C S, Bradford.

Berry, Samuel M R C S. Surgeon, to the town Infirmary, Birmingham.

Birbeck, George, M D.

Blundell, James, M D.

Brodie, Sir Benjamin C, Bart F R S, Serjeant—Surgeon to the Queen, Surgeon to St. George's Hospital, &c

Brookes, Benjamin, M. R. C S. Surgeon to the Brit Lying-in Hospital.

Burrows, John, Esqr, Liverpool.

Chambers, W. F, M D, F. R S, Physician to the Queen, and the Queen Dowager, and to St. George's Hospital

Chavasse, Thomas, M. R C. S St George's Hospital, Birmingham.

Chowne, W. D, M. D. Lecturer on Midwifery and Physician to Charing Cross Hospital,

Churton, Joseph, M R C S Liverpool.

Clark, Sir James, Bart M D, F. R S, physician to the Queen and the Queen's Household, &c.

Clutterbuck, J. B, Esqr

Conquest, J. T, M. D, Physician to the city of London Lying-in Hospital.

Cooper, Bransby, M. R C S, F R S Lecturer on Anatomy and Surgeon to Guy's Hospital.

Cooper, George L. M R C. S.

Dalrymple, J, M R C S Lecturer on surgery Sydenham College.

Davies, Thomas, M D, Lecturer on Medicine, and Physician to the London Hospital.

Davies, John Bit M. D Liverpool.

Davies, David D, M D, Physician to the Duchess of Kent, and Professor of obstetric Medicine in University College.

Davis, J. Esqr.

Eyre, Sir James M. D.

Ferguson, Robort, M D, Physician to the Westminster Lying-in Hospital.

Fowke, Frederick, M. R. C. S.

Frampton, Algernon, M D. Physician to the London Hospital.

Gill, William, M. R C. S. Surgeon, to the Northern Hospital, Liverpool.

Goldfry, J. J., M R. C. S Liverpool.

Grant, Klein, M. D., Professor of Therapeutics at the North London School of Medicine.

Granville, A. B, M. D, F R S, Physician Accoucheur to the Westminster General Dispensary.

Green, Thomas, M. R. C S., Surgeon to Town Infirmary, Birmingham.

Charles Butler, Esqr, Liverpool.

Hall, Marshall, M. D, F. R S L. and E. Lecturer on Medicine at Sydenham College, and consulting Physician to the Westminster General Dispensary

Hay, Alexander, Surgeon to the south Dispensary, Liverpool.

Hope, I., M D., F. R. S., Lecturer on Medicine

of Aldersgate Street School, and Assistant Physician to St. George's Hospital

Howship, John, M. R. C. S. Surgeon to Charing Cross Hospital

Hughes, John, M. D., Liverpool

Jeffreys, Julius, Esqr. M. R. C. S.

Julius, G. C., M. D.

Julius, G. C. Jun. M. D.

Key, C. Aston, M. R. C. S. Lecturer on surgery and Surgeon to Guy's Hospital.

Knight, Arnold James, M. D., Sheffield.

Ledsman, J. J., M. R. C. S., Surgeon to the Eye Infirmary, Birmingham.

Lee, Robert, M. D., F. R. S., Lecturer on Midwifery at Kinnerton Street Medical School, and Physician to the British Lying-in Hospital.

Lewis, William, Esqr., Manchester.

Long, David M., Surgeon to the South Dispensary Liverpool.

Lymm, W. B., Esq., Surgeon to the Westminster Hospital

Macilwain, George, M. R. C. S. Surgeon to the Finsbury Dispensary.

Mackenzie, J. D., M. D., Physician to the Liverpool Infirmary, Lock Hospital.

Macrorie, D., M. D., Physician to the Hospital, Liverpool.

Manifold, J., M. R. C. S., Liverpool.

Matterson, William, M. R. C. S., York

Matterson, William, Jun , M R C. S York

Mayo, Herbert, M R C S., F. R. S, Surgeon to the Middlesex, Hospital.

Nelson, John Barritt, A. B., M B F. C P S. &c. Birmingham.

Marriman, Samuel, M D, Physician Accoucheur, to the Westminster General Dispensary

Middlemore, Richard, M R. C. S Surgeon to the Eye Infirmary Birmingham.

Morgan, John, M R C S Lecturer on Surgery &c and Surgeon to Guy's Hospital

Morley, George, M R C. S, Lecturer to the Leeds School of Medicine

Nightingale, Robert, S, M. R C. S, Surgeon to the Eastern Dispensary, Liverpool.

Parkin, John, M R C S

Partridge, Richard, M. R C S, F. R S, Professor of Anatomy at King's College, and Surgeon to Charing Cross Hospital.

Pinching, R. L, M. R. C S , D.

Quain, Richard, M. R. C. S , Professor of Anatomy at the London University, and Surgeon to the North London Hospital.

Reid, James, M. D

Roots, H. S., M. D,, Physician to St. Thomas's Hospital.

Roupell, G L M D, Lecturer on Materia Medica, and Physician to St. Bartholomew's Hospital,

Scott, John, M. D.

Stanley, Edward, Esq, M R C S, F R S, professor of Anatomy, and Surgeon to St. Bartholomew's Hospital.

Teale, T. P, M. R. C S., F. R C S, F. S. S., Surgeon to the Leeds General Infirmary.

Teale, Joseph, M. R. C. S Leeds.

Thompson, Anthony Dodd, M D, F. L. S. Lecturer on Materia Medica and Physician to the London University.

Thompson, Henry, U., M D.

Toulmin, Frederick, Surgeon, Clapton,

Travers, Benjamin, M. R C. S, F. R S, Surgeon Extraord to the Queen, and Surgeon and Lecturer on Surgery to St Thomas's Hospital.

Ure Andrew M D, Lecturer on Chemistry at the North London School of Medicine.

Vaux, George, M. D, Birmingham.

Walker, W., M D

The following testimony to the truth of the preceding declaration was in 1845, given in Bombay.—

" It is my opinion that the above statement is substantially correct "

H. Franklin, Deputy Inspector General of Her Majesty's Hospitals

J. Robertson, Surgeon.

M. J. Kays, M D

Thomas Robson, Surgeon 2 Batt Artillery.

John M. Lennan, Civil Surgeon.

A. Graham, Surgeon, European General Hospital.

M Stovell, Surgeon

C Morehend, M D, Surgeon, Native General Hospital

A. H. Leith, Surgeon.

The following testimony was given to the truth of the above declaration by medical gentlemen at Maulmain —

"It is my opinion that the above statement is substantially correct"

James C Coleman, M D, Staff Surgeon, T P.

D Richardson, Civil Surgeon

F S Mathews, Surgeon 52nd N I

Henry Carnegie, Assistant Surgeon in Medical Charge, Artillery

Robert Hicks, Assistant Surgeon, 17th Regt.

J Tait, Assistant Surgeon, Local Corps.

C N. English, M D, Assistant Surgeon, 84th Regiment

Mathew Kane M B, Assistant Surgeon

James Reid, Assistant Surgeon, Madras Army.

Similar testimonies have been subscribed by thousands of the first medical authorities of Europe and America

সম্পূর্ণ।

সঙ্কলিত শব্দ সমুদায়ের ইংরেজী অর্থ।

অধিবেদন... ... .. . Polygamy

ক্ষিপ্তনিবাস ... . Lunatic Asylum

জাড্য ... ... Idiotism.

পদার্থবিদ্যা ... ... Natural Philosophy.

পরিমিতি . . Faculty of size, or power of taking cognizance of size, length, breadth, height &c.

পান্থশালা Hotel.

মনোবিজ্ঞান . . Mental Philosophy.

রূঢ়পদার্থ . .. Elements.

লোকযাত্রাবিধান ... Political Economy.

বংশমর্য্যাদা ... Hereditary distinction of rank.

বাণিজ্যবিষয়ক স্বতন্ত্রতা Freedom of trade.

বাষ্পীয়রথ ... . Steam-carriage.

শিল্পযন্ত্র ... . Machine.

সাধারণতন্ত্র ... Republic

সামাজিক নিয়ম ... Social laws.

মস্তকবিবেক ... .. Phrenology